বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি, আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

দ্বাবিংশ ভাগ

স্বপ্রজ্ঞা—হেব

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত

কলিকাতা

২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, বিশ্বকোষ-প্রেসে

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮
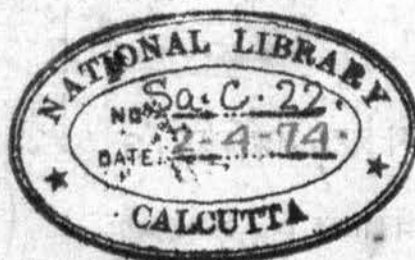
বিশ্বকোষ

দ্বাবিংশ ভাগ

সুপ্রজ্ঞা (স্ত্রী) সু শোভনা প্রজ্ঞা। উত্তম প্রজ্ঞা, শোভন জ্ঞান।

সুপ্রজ্ঞান (ত্রি) সু শোভনং প্রজ্ঞানং যস্য। উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট উত্তম প্রজ্ঞানযুক্ত। (ক্লী) ২ শোভন জ্ঞান।

সুপ্রণীতি (স্ত্রী) শোভন প্রণয়নযুক্ত। "নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম" (ঋক্ ৫।৪৩।১৮) 'সুপ্রণীতী শোভন প্রণয়নবতা (সায়ণ) (ত্রি) ২ সুখে প্রণয়নযোগ্য। "সুপ্রণীতিশ্চিকি তুষো ন শাসুঃ" (ঋক্ ১।৭৩।১) 'সুপ্রণীতি সুখেন প্রণেতব্যঃ' (সায়ণ)

সুপ্রতর (ত্রি) সু-প্র-তৃ-খল। সুখে প্রতরণীয়, সুখে যাহা তরণ করা যায়। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুপ্রতরা—সুখে প্রতরণ যোগ্যা নদী।

সুপ্রতর্ক (পুং) ন্যায়যুক্ত বাক্য, যুক্তিযুক্ত বাক্য।

সুপ্রতার (ত্রি) সুখে তরণীয়, যাহা সুখে উত্তরণ করা যায়।

সুপ্রতিগৃহীত (ত্রি) সু-প্রতি-গ্রহ-ক্ত। উত্তমরূপে প্রতিগৃহীত, যাহা ভালরূপে প্রতিগ্রহ করা হইয়াছে।

সুপ্রতিচক্ষ (ত্রি) সুপ্রতি দর্শন। "সুপ্রতিচক্ষমবসে কৃতশ্চিৎ" (ঋক্ ৭।১।১২) 'সুপ্রতিচক্ষং সুপ্রতিদর্শনমগ্নিং' (সায়ণ)

সুপ্রতিচ্ছিন্ন (ত্রি) সু-প্রতি-ছিদ-ক্ত। সুবিভক্ত।

সুপ্রতিজ্ঞ (ত্রি) সু শোভনা প্রতিজ্ঞা যস্য। শোভন প্রতিজ্ঞাযুক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। (পুং) ২ দানববিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

সুপ্রতিজ্ঞা (স্ত্রী) সু শোভনা প্রতিজ্ঞা। শোভন প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

সুপ্রতিভা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রতিভা যস্যাঃ। মদিরা। (রাজনি°) ২ উত্তম প্রতিভা। (ত্রি) সুপ্রতিভ উত্তম প্রতিভাযুক্ত, সুন্দর প্রতিভাবিশিষ্ট।

সুপ্রতিম (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদি°)

সুপ্রতিশ্রয় (ত্রি) সুন্দর আশ্রয়বিশিষ্ট, সুন্দর গৃহযুক্ত।

সুপ্রতিষ্ঠ (ত্রি) সু শোভনা প্রতিষ্ঠা যস্য। শোভন প্রতিষ্ঠা বিশিষ্ট, যাঁহার লোকসমাজে বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা আছে।

সুপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) শোভনা প্রতিষ্ঠা। উত্তম প্রতিষ্ঠা। সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা যস্যাঃ। ২ উত্তম প্রশংসনীয়া। ৩ পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি ছন্দঃ, এই ছন্দঃ দুই প্রকার, পঙ্‌ক্তি ও প্রিয়া। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৫টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও পঞ্চম অক্ষর গুরু এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর লঘু।

"উক্থাত্যুক্থা তথা মধ্যা প্রতিষ্ঠা সা সুপূর্ব্বিকা।
গায়ত্রী চ ততশ্চোষ্ণিগনুষ্টুপ্ বৃহতী তথা॥ লক্ষণ—
"সল-গৈঃ প্রিয়া।" উদাহরণ—
ব্রজ সুভ্রুবো বিলসৎ কলাঃ।
অভবন্ প্রিয়া সুরবৈরিণঃ॥" (ছন্দোম°)

[পঙ্‌ক্তির লক্ষণ পঙ্‌ক্তি শব্দে দেখ]

সুপ্রতিষ্ঠান (ত্রি) উত্তমস্থিতিবিশিষ্ট।

"সুপ্রতিষ্ঠানো বৃহদুক্ষায় নমঃ" (শুক্ল যজু° ৮।৮)

সুপ্রতিষ্ঠানঃ সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠানং পাত্রে স্থিতি র্যস্য, প্রাণো বৈ সুশর্ম্মা সুপ্রতিষ্ঠান ইতি শ্রুতেঃ, (মহীধর) (ক্লী) সু শোভনং প্রতিষ্ঠানং। ২ শোভন প্রতিষ্ঠা, উত্তম প্রতিষ্ঠা।

সুপ্রতিষ্ঠিত (ত্রি) সু-প্রতি-স্থা-ক্ত। সুন্দর প্রতিষ্ঠা যুক্ত, উত্তম রূপে প্রতিষ্ঠিত।

"কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥" (হিতোপ°)

(পুং) ২ উড়ুম্বর বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ দেবপুত্র বিশেষ। (ললিতবি°)

সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্র (পুং) বোধিসত্ব ভেদ।

সুপ্রতীক (পুং) শোভনা প্রতীকা অঙ্গানি যস্য। ১ ঈশান দিগ্‌গজ। (অমর) ২ শিব। ৩ কামদেব। ৪ সাধু। (ভাগবত ১০।৮।৩১ স্বামী) শোভনঃ প্রতীকঃ। ৫ শোভনাঙ্গ। (ত্রি) ৬ শোভন অঙ্গযুক্ত (ভাগবত ৫।৩।২)

সুপ্রতীকিনী (স্ত্রী) সুপ্রতীক দিগ গজ পত্নী।

সুপ্রতীত (ত্রি) সু-প্রতি-ইন-ক্ত। সুষ্ঠু রূপেপ্রতীত, অতিশয় প্রত্যয়যুক্ত।

সুপ্রতুর্ (ত্রি) সুষ্ঠু ধন দাতা। "ত্বং হি সু প্রতুরসি" (ঋক্ ৮।২৪।৯) 'সু প্রতুঃ স্তোতৃণাং ধনাদিকং সুষ্ঠু প্রদাতা' (সায়ণ)

সুপ্রতূর্ত্তি (ত্রি) শোভনহিংসাযুক্ত, অতিশয় হিংসাবিশিষ্ট। "যজামহে সু প্রতূর্ত্তি মনেহসং" (ঋক্ ১।৪০।৪) 'সুপ্রতূর্ত্তিং তুর্বী হিংসার্থঃ, প্রপূর্ব্বাদস্মাদ্ ভাবেক্তিন্, শোভনা প্রতূর্ত্তিঃ শত্রূণাং হিংসনং যস্যাঃ সা তাং' (সায়ণ)

সুপ্রত্যচ্ (ত্রি) সুষ্ঠু ভাবে প্রত্যঙ্মুখ, সুন্দর ভাবে পশ্চাৎ মুখ-বিশিষ্ট। "সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যোধি" (শুক্ল যজু° ৪।১৯) 'সু প্রতীচী পশ্চাৎ সোমেন সহাস্মান্ প্রত্যাগন্তং সুষ্ঠু প্রত্যঙ্মুখী' (মহীধর)

সুপ্রত্যবসিত (ত্রি) সু-প্রতি-অব-সো-ক্ত। সুন্দর রূপে ভুক্ত, যাহা উত্তম রূপে ভোজন করা হইয়াছে।

সুপ্রদদি (ত্রি) উদার, দানশীল, দাতা।

সুপ্রদর্শ (ত্রি) সুন্দর দৃশ্য, দেখিতে সুন্দর। (ভারত অনু°)

সুপ্রদোহা (স্ত্রী) সুখে দোহনকারিণী গাভী, যে গাভী-দোহনে কোনরূপ কষ্ট হয় না।

সুপ্রধৃষ্য (ত্রি) সু-প্র-ধৃষ-ক্যপ্। সুখে অভিভবনীয়। যাহাকে সুখে অভিভব করা যায়।

সুপ্রপাণ (ক্লী) সুখে পানযোগ্য, "শুদ্ধাঃ অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ" (ঋক্ ৬।২৭।৭) 'সু প্রপাণে সুখেন পাতব্যে' (সায়ণ)

সুপ্রবুদ্ধ (ত্রি) সু-প্র-বুধ-ক্ত। ১ অতিশয় প্রবুদ্ধ, অতিশয় বোধ-যুক্ত। (পুং) ২ শাক্য বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সুপ্রভ (ত্রি) সুষ্ঠু প্রভা যস্য। ১ সুন্দর প্রভাযুক্ত, উত্তম দীপ্তি-বিশিষ্ট। (পুং) ২ শুক্রবল। (হেম) (ক্লী) ৩ পদ্মকাষ্ঠ। (বৈদ্যকনি°) ৪ শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত একটী বর্ষ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৪১) ৫ জৈনতীর্থঙ্কর ভেদ।

সুপ্রভদেব, শিশুপালবধরচয়িতা মহাকবি মাঘের পিতামহ। ইনিও একজন সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সুপ্রভপুর (ক্লী) নগর ভেদ।

সুপ্রভা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রভা যস্যাঃ। ১ বাকুচী, চলিত সোমরাজ। (রাজনি°) ২ অগ্নিজিহ্বা বিশেষ।

"সু প্রভা পদ্মরাগাভা বারুণ্যাং দিশি সংস্থিতা।" (তন্ত্রসার) ৩ শোভন দীপ্তি।

সুপ্রভাত (ক্লী) সুষ্ঠু প্রভাতং। শুভসূচক প্রাতঃকাল। প্রভাত কালে পাঠ্য মঙ্গল-বাক্য। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যাহাতে সেই দিন শুভ হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং রবি প্রভৃতি গ্রহগণের নিকট যে প্রার্থনা করা হয়, তাহাকে সুপ্রভাত কহে। দেবাদিদেব শঙ্করকর্ত্তৃক এই সুপ্রভাত মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে। যিনি প্রাতঃকালে এই সুপ্রভাত মন্ত্র পাঠ করেন, তিনি সকলপ্রকার পাতক হইতে মুক্ত হন। এই সু প্রভাত মন্ত্র শ্রবণ স্মরণ বা পাঠ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এই মন্ত্র যথা—

"কিং তদুক্তং সু প্রভাতং শঙ্করেণ মহাত্মনা।
প্রভাতে যৎ পঠন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে পাপবন্ধনাৎ ॥

ঋষয় উচুঃ।

শ্রূয়তাং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সু প্রভাতং হরোদিতং।
শ্রুত্বা স্মৃত্বা পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুঃ সশুক্রঃ সহ ভানুজেন
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥
ভৃগুর্ব্বশিষ্ঠঃ ক্রতুরঙ্গিরাশ্চ
মনুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ সগৌতমঃ।
রৈভ্যো মরীচিশ্চ্যবনোঽমলোঙ্গঃ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥
সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ
সনাতনো হপ্যাসুরিপিঙ্গলৌ চ।
সপ্তস্বরাঃ সপ্ত রসাতলাশ্চ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥
পৃথ্বী সগন্ধা সরসাস্তথাপঃ
সংস্পর্শবায়ুর্জ্বলিতঞ্চ তেজঃ।
নভঃ সশব্দং মহতঃ সহৈব
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥
সপ্তার্ণবাঃ সপ্ত কুলাচলাশ্চ
সপ্তর্ষয়ো দ্বীপবরাশ্চ সপ্ত।
ভূরাদি কৃত্বা ভুবনানি সপ্ত
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সু প্রভাতং ॥
ইত্থং প্রভাতে পরমং পবিত্রং
যঃ স্মরেদ্বা শৃণুয়াচ্চ ভক্ত্যা।
দুঃস্বপ্ননাশো ননু সুপ্রভাতে
ভবেচ্চ সত্যং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥" (বামনপু° ১৪ অ°)

প্রাতঃকালে এই সুপ্রভাত মন্ত্র পাঠ করিলে সকল প্রকার অশুভ বিনষ্ট হয়, এই জন্য সকলেরই প্রত্যহ প্রাতে ইহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

সাধারণতঃ অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রভাতে শয্যাত্যাগ কালে "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥" এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া প্রথমে তিনবার দুর্গা নামোচ্চারণ করেন, তৎপরে অহল্যাদি পঞ্চকন্যা ও নলাদি পুণ্য শ্লোকের নাম গ্রহণ এবং নানা দেবতাকে স্মরণ ও নমস্কার করিয়া থাকেন। ইংরাজজাতির মধ্যে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরে পরস্পরের অভিনন্দনার্থ "Good morning" অর্থাৎ "সুপ্রভাত" জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

সুপ্রভাতা (স্ত্রী) ১ নদীবিশেষ। (ভাগবত ৫।২০।৪) ২ শোভন প্রভাতযুক্তা রাত্রি।

সুপ্রযস্ (ত্রি) শোভনান্ন, শোভন অন্নবিশিষ্ট।

"সমিধানং সুপ্রযসং" (ঋক্ ২।২।১)

'সুপ্রযসং শোভনান্নং' (সায়ণ)

সুপ্রযাবন্ (ত্রি) সুন্দর রূপে মিশ্রণকারী। "গণং ভজতে সুপ্রযাবভিঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।১৩) 'সুপ্রযাবভিঃ সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ মিশ্রয়দ্ভিঃ স্তোত্রৈঃ' (সায়ণ)

সুপ্রযুক্ত (ত্রি) সু-প্র-যুজ-ক্ত। শোভন প্রয়োগবিশিষ্ট, উত্তম প্রয়োগযুক্ত।

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি' (সাহিত্যদ° ১ পরি°)

সুপ্রযুক্তশর (পুং) সুপ্রযুক্তঃ শরো যেন। কৃতহস্ত। সুশিক্ষিত বাণমোচনকারী। (হেম)

সুপ্রয়োগ (পুং) সু-শোভনঃ প্রয়োগঃ। উত্তম রূপে প্রয়োগ, সুন্দর রূপে বাক্য বিন্যাস। (ত্রি) সু প্রয়োগো যত্র। ২ সুন্দরপ্রয়োগবিশিষ্ট।

সুপ্রয়োগবিশিখ (পুং) সাধ্য সাধন ক্ষমত্বাৎ শোভনঃ প্রয়োগো নিক্ষেপো যস্য সঃ সুপ্রয়োগঃ তাদৃশো বিশিখো বাণো যস্য। সুশিক্ষিত বাণ মোক্ষক, যিনি উত্তম রূপে বাণ ছুড়িতে পারেন, পর্য্যায়. কৃতহস্ত, কৃতপুঙ্খবৎ। (ভরত)

সুপ্রয়োগা, বিন্ধ্যপর্ব্বত পাদ বিনিঃসৃত দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত একটী নদী। (মৎস্য পু° ১১৪।২৯)

সুপ্রলম্ভ (পুং) সু-প্র-লভ-খল্ (উপসর্গাৎ খল্ ঘঞোঃ। পা ৭।১।৬৭) ইতি নুম্। সুখ-লভ্য। যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়। (সিদ্ধান্তকৌ°)

সুপ্রলাপ (পুং) সু-প্র-লপ-ঘঞ্। সুবচন। (অমর)

সুপ্রবাচন (ত্রি) সুষ্ঠু রূপে প্রবাচন করিতে সমর্থ, সুন্দর রূপে বলিতে সমর্থ। "হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনং" (ঋক্ ১।১০৫।১২) 'সুপ্রবাচনং সুষ্ঠু ঋত্বিগ্‌ভির্বাচয়িতুং শক্যং' (সায়ণ)

সুপ্রবৃদ্ধ (ত্রি) সু-প্র-বৃধ্-ক্ত। অতিশয় বৃদ্ধ।

সুপ্রবেশ (ত্রি) সু শোভনঃ প্রবেশঃ যত্র। সুন্দর প্রবেশবিশিষ্ট, উত্তম রূপে প্রবিষ্ট। (পুং) ২ শোভন প্রবেশ।

সুপ্রব্রজিত (ত্রি) যিনি সম্যক রূপে প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন।

সুপ্রশস্ত (ত্রি) অতিশয় প্রশস্ত, অতি বৃহৎ।

সুপ্রশ্ন (পুং) সু শোভনঃ প্রশ্নঃ। সুখকর প্রশ্ন, সুন্দর প্রশ্ন, শোভন প্রশ্ন।

সুপ্রসন্ন (পুং) সুষ্ঠু প্রসন্নঃ। ১ কুবের। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ সুপ্রসাদযুক্ত, অতি প্রসন্ন। দেবতা সুপ্রসন্ন হইলে নানা প্রকার সুখ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০৫।৭)

সুপ্রসন্নক (পুং) সুপ্রসন্ন সংজ্ঞায়াং কন্। কৃষ্ণার্জক, বন বর্ব্বরিকা। (রাজনি°)

সুপ্রসরা (স্ত্রী) সুপ্রসরতীতি সু-প্র-সৃ-অচ্ টাপ্। প্রসারিণী লতা। (রাজনি°)

সুপ্রসাদ (পুং) সুষ্ঠু প্রসাদো যস্য। ১ শিব। (ত্রিকা°) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯) সু-প্র-সদ-ঘঞ্। ৩ সুপ্রসন্নতা। অতিশয় প্রসাদ। (ত্রি) ৪ প্রসন্নতাযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুপ্রসাদা—স্কন্দ মাতৃভেদ। (ভারত)

সুপ্রসারা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রসারো যস্যাঃ। প্রসারিণী লতা। (রাজনি°)

সুপ্রসিদ্ধ (ত্রি) সু সুষ্ঠু প্রসিদ্ধঃ। অতিশয় প্রসিদ্ধ, সুবিখ্যাত, যাহাকে সকলই জানে।

সুপ্রসূ (ত্রি) ১ সুজাত, শোভনজন্মা। ২ সহজ। ৩ উত্তম প্রসূতি।

সুপ্রাকার (পুং) সুন্দর প্রাচীর।

সুপ্রাকৃত (ত্রি) অতি সাধারণ।

সুপ্রাচ্ (ত্রি) প্রশস্তাগমন, প্রশস্ত আগমন যুক্ত। "সুপ্রাঙজো মেম্যদ্বিশ্বরূপ" (ঋক্ ১।১৬২।২) 'সুপ্রাঙ্ সুষ্ঠু প্রশস্তাগমনঃ' (সায়ণ)

সুপ্রাত (ত্রি) শোভনং প্রাতরস্য (সুপ্রাত সুশ্বস্ দিবেতি। পা ৫।৪।১২০) ইতি বহুব্রীহৌ অচ্ সমাসান্তো নিপাত্যতে। শোভন প্রাতঃকাল যুক্ত, সুন্দর প্রাত বিশিষ্ট।

"সুপ্রাতমাসাদিতসম্মদং তৎ।" (ভট্টি)

সুপ্রাতর্ (অব্য°) শোভন প্রাতঃকাল, সুন্দর প্রাতঃকাল।

সুপ্রাপ (ত্রি) সুখেন প্রাপ্যতে সু-প্র-আপ্-খল্। সুপ্রাপ্য, সুখে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুখে যাহা লাভ করা যায়।

সুপ্রাপ্য (ত্রি) সু-প্র-আপ-যৎ। যাহা সুখে লাভ করা যায়। যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়।

সুপ্রায়ণ (ত্রি) সু-প্র-অয়-ল্যুট্। সুখে গন্তব্য, সুখে গমনীয়। "দেবীঃ সুপ্রায়ণা নম্ভোভিঃ" (ঋক্ ২।৩।৫) 'সুপ্রায়ণাঃ সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ গন্তব্যাঃ' (সায়ণ)

সুপ্রাবর্গ (ত্রি) শোভন প্রবর্জনযুক্ত, শোভন বর্জনবিশিষ্ট। "সুপ্রাবর্গং সুবীর্য্যং সুষ্ঠু বার্য্য মনাধৃষ্টং" (ঋক্ ৪।২৩) 'সুপ্রবর্গং শোভনং প্রবর্জনং যস্য তৎ' (সায়ণ)

সুপ্রাবী (ত্রি) সুষ্ঠু রূপে রক্ষিতা; যিনি উত্তম প্রকারে রক্ষা করেন। "বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং" (ঋক ১।৬০।১) 'সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ অবতি রক্ষতি সুপ্রাবীঃ, সুপ্রাব্যং সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ রক্ষিতারং' (সায়ণ)

সুপ্রাব্য (ত্রি) উত্তম রূপে রক্ষিতা। [সুপ্রাবী দেখ]

সুপ্রিয় (ত্রি) সুষ্ঠু প্রিয়ঃ। অতিশয় প্রিয়, স্ত্রিয়াং টাপ্। সুপ্রিয়া—সুন্দরসুতা। ২ অপ্সরো বিশেষ।

(ভারত ১।১২৩।৬০)

সুপ্রীত (ত্রি) অতিশয় প্রীত, অতি সন্তুষ্ট।

"যাঃ সুপ্রীতাঃ সুহুতা যৎ স্বাহা" (শুক্ল যজু° ৭।১৫)

'সুপ্রীতাঃ হোত্রা সুষ্ঠু প্রীতাঃ' (মহীধর)

সুপ্রীতিকর (পুং) ১ কিন্নর রাজভেদ। (ত্রি) ২ অতিশয় প্রীতিকারক।

সুপ্রৈতু (ত্রি) সুষ্ঠু রূপে গমনকারী। "সুপ্রৈতুঃ সুযবসো ন পন্থাঃ" (ঋক ১।১৯০।৬) সুপ্রৈতুঃ সুষ্ঠু গন্তর্ম্মুর্যস্ত' (সায়ণ)

সুপ্রৌঢ় (ত্রি) অতিশয় প্রৌঢ়, অতি বৃদ্ধ।

সুফল (পুং) সুষ্ঠু ফলং যস্য। ১ কর্ণিকার। ২ দাড়িম। ৩ বদর। ৪ মুদ্গ। (রাজনি°) ৫ কপিত্থ। (শব্দচ°) ৬ বাদাম বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৭ মাতুলুঙ্গ, চলিত টাবা লেবু। (ত্রি) ৮ শোভন-ফলযুক্ত, সুন্দরফল-বিশিষ্ট। (ক্লী) ৯ শোভন ফল, উত্তম ফল। চলিত আছে যে, তীর্থাদিতে গমন করিয়া তীর্থকার্য্য সমাপনান্তে তথাকার প্রধান পাণ্ডার নিকট সুফল করিতে হয়।

সুফলা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ফলং যস্যাঃ। ১ ইন্দ্র বারুণী। ২ কুষ্মাণ্ডী। ৩ কাশ্মরী। ৪ কদলী। ৫ কপিলাদ্রাক্ষা। (রাজনি°)

সুফাল (পুং) শোভন ফাল, শোভন ফলক।

সুফি, ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। ইহাদের মত ভারতীয় বৈদান্তিকের ন্যায় জ্ঞানভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যভৌগোলিক আল্‌বিরুনী লিখিয়াছেন, ইহারা অধ্যাত্মজ্ঞানমার্গী এবং এই মত বেদান্তের পুনরাবির্ভাব মাত্র। কাহার কাহারও মতে গ্রীক্ 'Sofos' সফস্ শব্দ হইতে এবং অপরের মতে আরবী পশম বাচক সুফ্ শব্দ হইতে সুফি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত মতের কারণ, দরবেশদিগের অনেকেই উলের পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। ইহারা কতকটা হিন্দুর যোগী ও খৃষ্টানের সন্তদিগের মত। সুফি সম্প্রদায়ের দর্শনশাস্ত্রকে তসাওয়াফ্ বলা হয়। কোরাণ ও হাদিসের কয়েকটি দুর্ব্বোধ্য শ্লোকের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইহার মতে এক মাত্র ঈশ্বরই সৎপুরুষ; পার্থিব জগতে যা কিছু দেখা যায়, সে সকলই সেই সৎপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং পরিণামে এই সৎপুরুষে যাইয়াই আবার লীন হইবে। এই জন্য এই ধর্ম্মমতকে তরিকৎ বা মোক্ষমার্গ বলা হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তরানুসারে এই সম্প্রদায়ের সাধকগণ সালিক (ফকির পরিব্রাজক) এবং মনাজিল্ নামক দুই ভাগে বিভক্ত। এই মতে বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান বাহুল্য নাই; ধর্ম্মমতাবলম্বীরা অন্তরে জগদ্ব্যাপক জগদীশসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া মনে মনেই তাঁহার অর্চ্চনা করেন। ভগবৎ-প্রেম, ভগবানের সঙ্গে মিলন, জীবাত্মার ক্ষয় ও পরমাত্মার লয়, ভগবানের অনন্ত জীবন লাভ প্রভৃতি সুফিরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

সুফিরা অদ্বৈতবাদী; সর্ব্বভূতে, সমস্ত দৃষ্টজগতে ইহারা ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রত্যেক সুফি সাধককে প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মের বহিরঙ্গ স্বরূপ কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান লইয়া খাটিতে হয়। এই ধর্ম্মাচারের নাম সরায়ৎ। দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়া সাধক বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ ধ্যান ও ধারণায় আত্ম-বিনিয়োগ করেন, এই অবস্থাকে তরিকৎ বলা হয়। তৃতীয় স্তরে উঠিলে সাধক, দীর্ঘকাল ভগবদারাধনার ফলে সত্যের অবস্থায় উন্নীত হন এবং ত্রিকালজ্ঞ হইয়া থাকেন। এই স্তরের নাম হকিকৎ। চতুর্থ স্তরের নাম মরিফৎ (অরিফ্ শব্দের অর্থ জ্ঞান)। এই অবস্থায় উন্নীত হইতে সাধককে দীর্ঘকাল কঠোর উপবাস ও নির্জ্জন বনে বা মরুদেশে অবস্থান পূর্ব্বক একাগ্রমনে ভগবচ্চিন্তাতৎপর হইয়া বিচরণ করিতে হয়। এই সময়ে গুরু সঙ্গ ব্যতীত অন্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ একবারে নিষিদ্ধ। এই কষ্টকর সাধনাবস্থায় সমুত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সাধক সিদ্ধ হন, তখন সাধকের আত্মা ভগবদাত্মায় সম্মিলিত হয় এবং তিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া ভগবৎ প্রকৃতি লাভ করেন। সুফিসাধক তখন ভগবানের প্রকৃতি (জমাল্) অনুসরণ করিয়া জগতে প্রেম বিলাইতে থাকেন এবং তাঁহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। তিনি নিরন্তর ভগবৎ-প্রেমরূপ সুধাপানে বিভোর হইয়া অনন্ত কৃপাপরায়ণ ভগবৎ শক্তির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন। এই অবস্থায় তিনি সিদ্ধবাক্ হন, সংসারের অন্যায় অধর্ম্মের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে

দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হয়। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকে অভিসম্পাত করিলে তাহা ফলবতী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় তাঁহার মানসিক শক্তি অমিত তেজঃসম্পন্ন হয়। তিনি সিদ্ধ পুরুষ, মুখে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন; ইচ্ছা ক্রমে মানবজীবনের চরমোৎকর্ষ মোক্ষমার্গ হইতে নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে পারেন। এই অবস্থায় তিনি নিষিদ্ধ দারপরিগ্রহাদি অন্যায় কর্ম্ম বা অধর্ম্ম করিলেও দোষাবহ হয় না। তখন তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত; সুতরাং ভগবান্ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান সাধকদিগের প্রবর্ত্তিত মতের অনুবর্ত্তন করিতে যাইয়া পরবর্ত্তিকালে নানা উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুফির অধ্যাত্মবাদ যদিও জড়বাদের প্রতিকূল তথাপি অনেক বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আলীর অনুগত অনুচরবর্গ প্রধানতঃ সুফি-মতাবলম্বী ছিলেন। ইহা হইতেই আলীর ঐশ শক্তিত্ব কল্পিত হয়।

সুফিমত বহু প্রাচীন; গবরেরা ইহাদিগকে বাহিয়া-দরন্, রৌশন্-দিল এবং হিন্দুরা জ্ঞানেশ্বর বা আত্মজ্ঞানী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গ্রীকেরা প্রাচীন কাল হইতেই ইহাদিগকে প্লেটোর মতাবলম্বী বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এই যোগমার্গাশ্রয়ী দেবতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। আরবগণ উহাদিগকে সুফি আখ্যা প্রদান করেন। তৃতীয় শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই ইহা পুষ্ট কলেবর হইয়া উঠে এবং মুসলমানগণ পরে এই মতের একটা বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সুফিমতকে চরমোৎকর্ষের পথে সমানীত করেন এবং তাহারই ফলে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সুফি মত প্রবর্ত্তকের নাম, সময় ও বাসস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১ তৌষ আবু আবদুর রহমান—ইনি মহম্মদের অনুচর ও ভক্ত পার্ষদ আবু হরায়রার শিষ্য এবং আলীর পৌত্র জৈন উল্ আবিদিনের বন্ধু। খৃষ্টীয় ৭২০ অব্দ।

২ ফজল আবু আলী তালিকাণী। ইনি খোরাসানবাসী দস্যুব্যবসায়ী ছিলেন। একদা কোরাণের কোন বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। ইনি হিঃ ২য় শতাব্দীতে খলিফা হারুণ অল্ রসিদের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন।

৩ ফজলের শিষ্য বিশড় বা বসর। ইনি বোগদাদ নগরে স্বপ্নে দীক্ষা লাভ করিয়া সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া ঘোষিত হন।

৪ জুউন্ নুন—মিসরবাসী ছিলেন। কায়রো নগরে তাঁহার সমাধিদর্শনে বহু যাত্রী গমন করে। জীবহিংসা ও পাপগ্রস্ত হইবার ভয়ে তিনি নিরন্তর শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতেন।

৫ হুসন-উল্ হিল্লাজ—৯১৫ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগরে ধর্ম্মার্থ দেহত্যাগ করেন; তাঁহার প্রবর্ত্তিত মত পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৬ আবদুল কাদের গিলানী, মোহিউদ্দীন্ ইবন্ উল্ আরবীয়া উল্ মঘরাবী ও উমার ইবন্ উর্-রিধ হিজিরা ৪র্থ-শতাব্দীতে একটী অভিনব সুফিমত প্রচারে চেষ্টা পান।

৭ ফরিদ উদ্দীন আত্তর—সমরকন্দের নিকট ৫১৩ হিঃ ইহার জন্ম। বিরুদ্ধমতপ্রচারক জ্ঞানে চেঙ্গিস্ খাঁ ইহাকে নিহত করেন।

৮ জলাল উদ্দীন রূমী—মৌলানা রূমী নামে পরিচিত। ইনি মহম্মদের শিষ্য আবুবকরের বংশধর ও বহাউদ্দীনের পুত্র। ৬০৩ হিজিরায় খোরাসান-রাজকন্যার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি শেখ সৈয়দ বুর্হান উদ্দীনের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরে আলেপ্পো, দামাস্কাস ও বোগদাদ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন।

৯ সাদ্-উদ্দীন্ মাহ্মুদ—তাব্রিজ নগরের সন্নিকটে শাহ বিস্তারী নামক স্থানে ৭১৭ হিজিরায় বিদ্যমান ছিলেন।

তৌষ আবু আবদুর রহমন ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুফি সম্প্রদায়ের একটী বেশ নির্দ্ধারণ করেন। তাহাতে মস্তকে পশমের উচ্চচূড় টুপি ও পশমের একটী দণ্ড ধারণের ব্যবস্থা হয় এবং তজ্জন্যই ইহাদের সুফিনাম কল্পিত হয়। ইহারা গায়ে যে জামা দিত, তাহা খণ্ড খণ্ড ছিন্নবাস গ্রন্থন করিয়া প্রস্তুত হইত। উহা লম্বা আলখেল্লার মত ও খিরকা নামে খ্যাত। আমাদের দেশের বাউল সম্প্রদায়ীর যে ছিন্ন চীরবাস তাহা ঠিক ইহারই অনুরূপ।

ভগবৎ প্রেমের অনুশীলন ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র কোন নৈতিক নিয়মের অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায় না। দরবেশ এবং ফকিরদিগের নিকট হইতে ভগবৎ প্রেমারাধনার প্রণালী অবগত হইতে হয়।

তুরস্কদেশে সুফি মতের প্রভাব অধিকতর বিস্তৃত হয়। মহম্মদীয় সভ্যতার ইহাই একটু প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কনস্তান্তিনোপলে ইহাদিগের দুই শত মঠ এবং তুরস্ক দেশে বত্রিশটি স্বতন্ত্র শাখা আছে। উহারা ফকির আখ্যায় অভিহিত। প্রত্যেক উপসম্প্রদায়েরই স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী, স্বতন্ত্র পরিভাষা, স্বতন্ত্র আচার-ব্যবহার, স্বতন্ত্র মহাপুরুষ প্রভৃতি আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্কে মুসলমান ধর্ম্মের যে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাও এই সুফি সম্প্রদায়িকদিগের চেষ্টায়।

ভারতবর্ষে সুফি সম্প্রদায়ের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। মোল্লা শা নামক একজন সুফি কবি ও সাধক

১৬৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাট্ শাহ জাহানের কন্যা ফতিমা তাঁহার সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুফি-সুফিয়ানা, মুসলমানের পরিধেয় এক প্রকার কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র।

সুফুল্ল (ত্রি) সু-ফুল্-ক্ত। সুষ্ঠুরূপে বিকসিত, সুন্দর রূপে ফুল্ল।

সুফেন (পুং) সুষ্ঠু ফেনঃ। সমুদ্রফেন। (রাজনি°) কোন কোন স্থলে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুবণভট্ট, মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য পদ্মনাভতীর্থের পূর্ব্বনাম।

সুবদ্ধ (ত্রি) সুষ্ঠু বদ্ধঃ। উত্তম রূপে বদ্ধ।

সুবন্ত (ক্লী) পদবিশেষ, ব্যাকরণের বিধি অনুসারে যে সকল শব্দের অন্তে সুপ্ আদি বিভক্তি হয় তাহাদিগকে সুবন্ত পদ বলে।

সুবন্ধ (পুং) সুষ্ঠু বন্ধো যস্য। ১ তিল। (শব্দচ°) ২ উত্তম রূপ বন্ধ।

সুবন্ধন (ক্লী) উত্তম রূপ বন্ধন, দৃঢ় বন্ধন।

সুবন্ধু (পুং) শোভন বিদ্যা ও যোনিসম্বন্ধযুক্ত। "সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব" (ঋক্ ১।১২৬।৫) 'সুবন্ধবঃ শোভনাঃ বিশ্যাযোনিসম্বন্ধিনো যেষাং' (সায়ণ) ২ উত্তম বন্ধু। (ত্রি) ৩ উত্তম বন্ধুবিশিষ্ট।

সুবন্ধু, বাসবদত্তা প্রণেতা। মঙ্খ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সুবন্ধু মহাকবি, বন্ধকৌমুদীনামক ছন্দঃশাস্ত্ররচয়িতা।

সুবভ্রু (ত্রি) সুচিক্কণ ভ্রূযুক্ত।

সুবর্হিস্ (ত্রি) শোভন যজ্ঞ, শোভন যজ্ঞযুক্ত। "জনা আহুঃ সুবর্হিষঃ" (ঋক্ ১।৭৪।৫) 'সুবর্হিষং বর্হিরিতি যজ্ঞ নাম শোভন-যজ্ঞং' (সায়ণ)

সুবল (পুং) ১ গান্ধার-রাজভেদ, শকুনির পিতা। ২ ভৌত্য মনুর পুত্র। (মার্ক° পু°) ৩ সুমতির পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৪ বৈনতেয়-পুত্র, পক্ষিভেদ। (ভারত) (ত্রি) ৬ বলশালী।

সুবলগড়, যুক্ত প্রদেশের বিজনৌর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। হরিদ্বার যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১৫´ পূঃ। এখানে একটী ধ্বস্ত দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রাচীন নগর যে এক সময়ে সুসমৃদ্ধ ছিল, তাহা ধ্বস্ত স্তূপসমূহ হইতে অনুমান করা যায়। এখনও নগরবেষ্টিত প্রাচীরাংশ সাধারণের নয়নগোচর হয়।

সুবলচন্দ্র আচার্য্য, রাধাসৌন্দর্য্যমঞ্জরীরচয়িতা।

সুবলপুর, প্রাচীন কীকটরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। (ভবিষ্য ব্র° খ° ২১।২১)

সুবহু (ত্রি) অনেক, প্রভূত।

"তে চাপি বাহ্যান্ সুবহূংস্ততোঽপ্যধিকদূষিতান্।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্ ॥" (মনু ১০।২৯)

সুবহুশস্ (অব্য°) সুবহু-শস্। অনেক বার, বহুবার। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০।১৩)

সুবহুশ্রুত (ত্রি) সুবহু প্রভূতং শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানং যস্য। সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী। (রামা° ১।১২।৮)

সুবা (সুবে), মোগল রাজত্বে ভারতসাম্রাজ্যের বিভাগ বিশেষ; সম্রাট্ অকবরশাহ রাজা টোডর মল্লের দ্বারা রাজ্য জরিপ করাইয়া উহা পরগণা, সরকার ও সুবায় বিভক্ত করিয়া শাসনকার্য্যের সুবিধার্থ এক একটী সুবায় এক এক জন শাসনকর্ত্তা (নবাব-নাজিম) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে সুবে বাঙ্গালা বলিলে বর্ত্তমান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত।

সুবাজীবাপু, বজ্রটঙ্ক নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সুবাদার, সুবার শাসনকর্ত্তা, নবাব।

সুবাল (ত্রি) নির্ব্বোধ, (পুং) ২ দেবভেদ। (ক্লী) ৩ উপ-নিষদ্ ভেদ।

সুবালক (পুং) উত্তম বালক। ২ জনৈক কামশাস্ত্ররচয়িতা।

সুবাহু (ত্রি) সু শোভনৌ বাহূ যস্য। শোভন বাহুযুক্ত।

"যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ" (ঋক্ ২।৩২।৭)

'সুবাহুঃ শোভনবাহুঃ' (সায়ণ) (পুং) ২ শোভন বাহু। ৩ রাজভেদ। ৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১ প°) ৫ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (ভাগ° ১০।৬১।১৪) ৬ বোধিসত্ত্বভেদ। (ললিতবি°)

সুবীজ (ক্লী) সু শোভনং বীজং। শোভন বীজ, উত্তম বীজ। সুক্ষেত্রে যদি সুবীজ রোপিত হয়, তাহা হইলে সুফল হইয়া থাকে।

"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি ॥" (মনু ১০।৬৯)

(পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৯) (ত্রি) সু শোভনং বীজং যস্য। ৩ খস্খস্। (রাজনি°) ৪ শোভন বীজ বিশিষ্ট, উত্তম বীজযুক্ত।

সুবুদ্ধি (ত্রি) সু শোভনা বুদ্ধির্যস্য। উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট, শোভন-মতি, বুদ্ধিমান্।

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" (ভারতচন্দ্র)

(স্ত্রী) সু শোভনা বুদ্ধি। উত্তমা বুদ্ধি, শোভনা মতি। (পুং) ৩ মার পুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সুবুদ্ধিমিশ্র, তত্ত্বপরীক্ষানামক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা।

সুবুধ (ত্রি) ১ সতর্ক। ২ বুদ্ধিমান।

সুবোধ (পুং) সু-বুধ-ঘঞ্। ১ উত্তম বোধ, উত্তম জ্ঞান, সুন্দর বুদ্ধি। (ভাগবত ১১।২০।৩৯) (ত্রি) সু-বোধো যস্য। ২ উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট, উত্তম জ্ঞানযুক্ত, সুখে যাহার বোধ হয়। যাহাকে অনায়াসে বুঝান যায়, যে শীঘ্র বুঝিতে পারে।

সুবোধন (ক্লী) সু শোভনং বোধনং। ১ শোভন বোধন, উত্তম রূপে জাগরণ, উত্তমরূপে জ্ঞানজনন। (ত্রি) ২ উত্তম বোধন-যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

সুবোধিন্ (ত্রি) সু-বুধ-ণিনি। উত্তম বোধযুক্ত, উত্তম বোধ বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুবোধিনী।

সুব্রহ্মণীয় (ত্রি) সুব্রহ্মণ্যযুক্ত। (লাট্যা° ১।২।১৭।৫)

সুব্রহ্মণ্য (ত্রি) ১ ব্রহ্মণ্যযুক্ত। (পুং) ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ কার্ত্তিকেয়। ৫ উদ্‌গাতৃভেদ। ৬ দক্ষিণ দেশস্থ জনপদভেদ।

সুব্রহ্মণ্য, ঐক্যবাদ, ভগবদ্ভক্তিসারসংগ্রহ, শ্রুতিসংক্ষিপ্তবর্ণন, শ্রুতিস্মৃতিব্যাখ্যাটীকা ও সর্ব্বোপনিষৎসার নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সুব্রহ্মণ্যআচার্য্য, সত্যভামাভ্যুদয়টীকাকর্ত্তা।

সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ কণাড়া বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ। [সুব্রহ্মণ্য তীর্থ দেখ।]

সুব্রহ্মণ্যতীর্থ, দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ কণাড়া জেলার কোড়গ বিভাগস্থ ঘাট শৈলপাদমূলস্থ একটী দেবস্থান ; ত্রিচীনপল্লী হইতে প্রায় ১২ যোজন উত্তরে অবস্থিত। এখানে ভগবান্ নারায়ণ দেবের উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে একটী মেলা বসিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও সুব্রহ্মণ্যমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে এই তীর্থের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সুব্রহ্মণ্য পণ্ডিত, ষড়শীতি নামক দীধিতিপ্রণেতা।

সুব্রহ্মণ্য যজ্বন্, কবিশাব্দিকভূষণ নামক কাব্যরচয়িতা।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিন্, শরচ্চন্দ্রিকা নামক অলঙ্কারপ্রণেতা।

সুব্রহ্মন্ (পুং) ১ দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°) ২ পুরোহিত ভেদ। (ত্রি) ৩ উত্তম ব্রহ্মণ্যযুক্ত।

সুব্রহ্ম বাসুদেব (পুং) ব্রহ্মরূপ বসুদেবপুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, পরব্রহ্ম বসুদেব গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, এই জন্য তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

"সুব্রহ্মণ্যবাসুদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু ইত্যুক্ত্বা তান্ বিসর্জ্জয়েৎ॥"
(তিথিতত্ত্ব জন্মাষ্টমী প্র°)

সুভক্তি (স্ত্রী) সু শোভনা ভক্তি। ১ শোভনা ভক্তি। (ত্রি) সু শোভনা ভক্তির্যস্য। ২ উত্তমা ভক্তিবিশিষ্ট।

সুভক্ষ্য (ক্লী) সু শোভনং ভক্ষ্যং। উত্তমভক্ষ্য। উত্তম ভোজ্যদ্রব্য।

সুভগ (ত্রি) সুষ্ঠু ভগং শ্রীর্যস্য। ১ সুদৃশ্য, পর্যায় চক্ষুষ্য। (হেম) ২ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। (পুং) ৩ টঙ্কণ, চলিত সোহাগা। ৪ গন্ধক। ৫ চম্পক। ৬ রক্তঝিণ্টী। ৭ অশোক। ৮ পীতঝিণ্টী। (ক্লী) ৯ শৈলজ নামক গন্ধ দ্রব্য। (রাজনি°) (ত্রি) ১০ সুন্দর, লোচনানন্দদায়ক। যাহাকে স্ত্রীগণ কামনা করে। ১১ ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। ১২ সুখদ।

সুভগঙ্করণ (ত্রি) সুভগং করোত্যনেন সুভগ-কৃ (আঢ্য সুভগ স্থূলপলিতেত্যাদি। পা ৩।২।৫৬) ইতি খ্যুন্। যাহা দ্বারা সুভগ করা হয়, যে উপায়ে সুন্দর বা প্রিয় করা যায়।

সুভগতা (স্ত্রী) সুভগস্য ভাবঃ। তল্-টাপ্। সুভগত্ব, প্রিয়ত্ব, সৌন্দর্য্য, সুভগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুভগমানিন্ (ত্রি) আত্মানং সুভগং মন্যতে সুভগ-মন-ণিনি। সুভগম্মন্য, যিনি আপনাকে সুভগ বা সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুভগম্ভবিষ্ণু (ত্রি) অসুভগো সুভগো ভবতি সুভগ-ভূ (কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭) ইতি খিষ্ণুচ্। পূর্ব্বে যাহা অসুভগ ছিল পরে তাহা সুভগ হওয়া।

সুভগম্ভাবুক (ত্রি) সুভগ-ভূ-খুকঞ্। সুভগম্ভবিষ্ণু।

সুভগম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সুভগং মন্যতে, সুভগ-মন্-খশ্। সুভগমানী, যিনি আপনাকে সুভগ অর্থাৎ সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুভগসেন (পুং) আলেকসান্দরের সমসাময়িক রাজভেদ।

সুভগা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ভগং যস্যাঃ। পতিপ্রিয়া স্বামীর সোহাগিনী কামিনী। যে স্ত্রীকে স্বামী ভালবাসে। মলমাসতত্ত্বে লিখিত আছে, যে যে বৎসর বৃহস্পতি মঘা নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন, সেই বৎসর যদি কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী সুভগা ও স্বামীর সুপ্রিয়া হয়।

"মঘা ঋক্ষং পরিত্যজ্য যদা সিংহে গুরুর্ভবেৎ।
তত্রাব্দে কন্যা যা চোঢ়া সুভগা সুপ্রিয়া ভবেৎ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

২ কৈবর্ত্তী, চলিত কেওটমুতা। ৩ শালপর্ণী। ৪ হরিদ্রা। ৫ নীলদূর্ব্বা। ৬ তুলসী। ৭ প্রিয়ঙ্গু। ৮ কস্তুরী। ৯ সুবর্ণকদলী, চলিত চাঁপা কলা। ১০ বনমল্লী। ১১ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°) ১২ জাতীপুষ্প বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সুভগানন্দনাথ (পুং) ভৈরব বিশেষ। কালীপূজাকালে ইহার পূজা করিতে হয়।

সুভগানন্দনাথ, কাদিমততন্ত্রটীকা ও তন্ত্ররাজটীকাগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি প্রকাশানন্দের গুরু ছিলেন।

সুভগাসুত (পুং) সুভগায়াঃ সুত। সৌভাগিনেয়। (অমর)

সুভগাহ্বয়া (স্ত্রী) ১ কৈবর্ত্তিকা লতা। মালবদেশে ইহা সুরঙ্গী লতা নামে বিখ্যাত। ২ শালপর্ণী। ৩ হরিদ্রা। ৪ সুবর্ণকদলী। ৫ তুলসী বৃক্ষ। ৬ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সুভঙ্গ (পুং) সুখেন ভজ্যতে ইতি সু-ভঞ্জ-ঘঞ্। নারিকেল বৃক্ষ। (জটাধর)

সুভট (পুং) সু শোভনো ভটঃ। উত্তম ভট।

সুভট, দূতাঙ্গদচ্ছায়ানাটকরচয়িতা।

সুভটদত্ত, একজন পণ্ডিত। ইনি শৃঙ্গাররথ ও জয়রথের গুরু এবং ত্রিভুবনদত্তের পুত্র।

সুভটবর্ম্মন্, একজন হিন্দু নরপতি। অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের পিতা। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন।

সুভদ্র (পুং) সুষ্ঠু ভদ্রং যস্মাৎ। ১ বিষ্ণু। ২ রাজভেদ। (হেম) ৩ পৌরবীগর্ভসম্ভূত বসুদেবের পুত্র বিশেষ। (ভাগবত ৯।২।৪৭)

(ত্রি) ৪ শোভন মঙ্গল যুক্ত, উত্তম মঙ্গলবিশিষ্ট।

"তত্র এতাঃ পুনঃ শুক্র বীরুধো হরিতচ্ছদাঃ।

জায়ন্তে পুষ্করিণ্যশ্চ সুভদ্রশ্চ মহোদধিঃ ॥" (ভারত ১।২৩৩।১৭)

৫ ১ম আচারাঙ্গকৃৎ জৈনাচার্য্য। (বৃ° হরি° ২।৬৫)

সুভদ্রক (পুং) সুষ্ঠু ভদ্রমস্মাৎ ততঃ কন্। ১ দেবরথ। দেবতাদিগের রথ।

'ব্যোমযানং দিব্যরথো বিমানোঽস্ত্রী সুভদ্রকঃ।' (শব্দরত্না°)

২ বিল্ববৃক্ষ। (শব্দচ°) ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।৩৬)

সুভদ্রা (স্ত্রী) শোভনং ভদ্রমস্যাঃ। ১ শ্যামালতা। (শব্দমালা) ২ ঘৃতমস্তা। (শব্দচ°) ৩ কাশ্মরী। (রাজনি°) ৪ শ্রীকৃষ্ণভগিনী, অর্জ্জুনের পত্নী। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া যথাবিধানে বিবাহ করেন। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় রাজগণ কোন সময় রৈবতক পর্ব্বতে নানারূপ উৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন। অর্জ্জুনও সেই সময় রৈবতকে উপস্থিত ছিলেন। এই পর্ব্বতবিহারকালে অর্জ্জুন সখাগণে পরিবৃতা নানালঙ্কারভূষিতা সুভদ্রাকে দেখিতে পাইয়া কামমোহিত হন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, একি! অরণ্যচারী ব্যক্তির মনও কন্দর্পে আলোড়িত হয়? হে পার্থ! এই কন্যা সারণের সহোদরা এবং আমার ভগিনী। ইহার নাম সুভদ্রা। এই ললনাই আমার পিতার প্রিয় দুহিতা। যদি তোমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বল, আমি স্বয়ংই পিতার নিকটে ইহা নিবেদন করিয়া তোমার মঙ্গল সাধন করি।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, বসুদেবকন্যা অনুপমা। এই কন্যা কোন্ ব্যক্তিকে না মোহিত করিতে পারে? তোমার ভগিনী সুভদ্রা যদি আমার মহিষী হয়, তাহা হইলে তোমাদ্বারা আমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ সাধন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে জনার্দ্দন! অথবা কি উপায়ে সুভদ্রাকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বল, যদি মনুষ্যের সাধ্য হয় তাহা হইলে আমি তাহা সর্ব্বতোভাবে করিব।

ইহাতে বাসুদেব কহিলেন, 'পার্থ! ক্ষত্রিয়দিগের স্বয়ম্বরবিবাহই বিহিত, কিন্তু এই স্থলে তাহা বিহিত নহে, কারণ স্বয়ম্বরকালে সুভদ্রা কাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব শূর ক্ষত্রিয়েরা বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ করা প্রশস্ত বলিয়াছেন তুমি সেই বিধানানুসারে এই কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ কর, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে। এইরূপে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সম্মতি আনাইলেন। তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সুভদ্রাকে হরণ করিবার জন্য গমন করিলেন। সুভদ্রা শৈলরাজ রৈবতকের অর্চ্চনা ও তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতেছেন এমন সময় অর্জ্জুন তদভিমুখে ধাবমান হইয়া সুভদ্রাকে গ্রহণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইয়া স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

সুভদ্রাকে হৃত দেখিয়া তাহার রক্ষী সৈনিকগণ নানারূপ কোলাহল করিয়া বসুদেব প্রভৃতিকে এই সংবাদ প্রদান করিল। সকলে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে নানাপ্রকার নিন্দাবাদ করিতে করিতে সকলেই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণ কোন কথাই কহিলেন না, তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিয়া থাকিলেন। বলরাম কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি কি নিমিত্ত কিছু বলিতেছ না, কি নিমিত্ত উদাসীনের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিতেছ? তোমার নিমিত্তই আমরা সকলে অর্জ্জুনকে সংকৃত করিয়া ছিলাম। অর্জ্জুন তাহার উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছে!" সকলে এইরূপ বলিলে তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা সকলে বৃথা গর্জ্জন করিতেছ। অর্জ্জুন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন এবং ইহাতে আমাদের কুলেরও কোন অবমাননা করা হয় নাই, বরং তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধিই করিয়াছেন। তিনি অবগত আছেন যে আমরা অর্থলুব্ধ নহি, যে আমাদিগকে অর্থ দ্বারা তিনি বশীভূত করিবেন। স্বয়ম্বর সংশয়াস্পদ, সুভদ্রা কাহাকে বরমাল্য প্রদান করে, তাহার স্থিরতা নাই। কোন ক্ষত্রিয়ই পশুর ন্যায় কন্যা সম্প্রদান করা অনুমোদন করেন না। অতএব তিনি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই বীরের ন্যায় এই কন্যা হরণ করিয়াছেন। মহাদেব ব্যতীত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। সুভদ্রা যেরূপ যশস্বিনী, পার্থও তাদৃশগুণসম্পন্ন, সুতরাং এ সম্বন্ধ অযোগ্য নহে। ভরতবংশীয় শান্তনুনন্দন কুন্তিভোজ-দৌহিত্র অর্জ্জুনকে কোন্ ব্যক্তি না মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে? অতএব আমার মত এই যে এই সম্বন্ধ আমাদের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘনীয়। অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা না করিয়া বরং তাহাকে সকলে মিলিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা করাই যুক্তিযুক্ত।'

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় সকলে যুদ্ধোদ্যম হইতে নিরস্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। অর্জ্জুন যাদবদিগের সম্বর্দ্ধনায় বিশেষ প্রীত হইয়া দ্বারকাপুরীতে গমন এবং তথায় যথাবিধানে সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করেন। এই সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। ভারতসংগ্রামে সপ্তরথী দ্বারা অন্যায় সমরে অভিমন্যু প্রাণত্যাগ করেন। [অভিমন্যু দেখ।]

(ভারত আদিপ° ২৩০—৩৪ অ°)

৫ পুরীধামে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রথযাত্রাকালে এই তিন জনেরই তিন খানা রথ বাহির হইয়া থাকে। [জগন্নাথ দেখ]

৬ পীঠস্থানস্থ দেবী বিশেষ। অশোকসঙ্গমে সুভদ্রা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

"উৎপলাবর্ত্তকে লীলা সুভদ্রাশোক-সঙ্গমে।"(দেবীভাগ°৭।৩০।৭৫)

৭ নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

সুভদ্রা, একজন স্ত্রী কবি, সুভাষিতমুক্তাবলীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুভদ্রাণী (স্ত্রী) ত্রায়ন্তী,ত্রায়মাণা লতা। চলিত বহুলা।(রত্নমালা)

সুভদ্রেশ (পুং) সুভদ্রায়াঃ ঈশঃ। অর্জ্জুন। (হেম)

সুভয়ঙ্কর (ত্রি) সুভয়ং করোতীতি কৃ-খ। অতিশয় ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ানক।

সুভয়ানক (ত্রি) অতিশয় ভয়ানক, অতি ভীষণ।

সুভর (ত্রি) সু-ভৃ-অপ্। সুপূর্ণ। "সুবীরং স্তীর্ণং বায়ে সুভরং" (ঋক্ ২।৩।৪) 'সুভরং সুপূর্ণং' (সায়ণ)

সুভব (ত্রি) উত্তমজন্মযুক্ত, শুভজন্মবিশিষ্ট।

"ত্বা সুভব সূর্য্যায়" (শুক্ল যজু° ৭।৩)

'শোভনো ভব উৎপত্তির্যস্য, তৎ সম্বোধনং হে সুভব উত্তম-জন্মন্' (মহীধর) (পুং) ২ ষষ্টিসম্বৎসরবিশেষ।

[ষষ্টিসম্বৎসর দেখ]

সুভসত্তরা (স্ত্রী) অতি সুভগা নারী।

"শুভসত্তরা ন সুযাশুতরা" (ঋক্ ১০।৮৬।৬)

'শুভসত্তরা অতিশয়েন সুভগা' (সায়ণ)

সুভা—ইউক্রেতিস্ নদীর পূর্ব্বকূলবাসী এক বেদৌন্ জাতি। অল্‌জাজিরার সাম্মারদিগের সঙ্গে ইহাদিগের চিরবিবাদ; সেই জন্য অনজেরা ইহাদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা ও আশ্রয় দান করিয়া থাকে। ইহারা বহুসংখ্যক মেষ ও উট্ এবং ভাল ভাল ঘোড়া পালন করিয়া থাকে। কোন কোন পরিবার শস্য উৎপাদনও করিয়া থাকে।

সুভাগ (ত্রি) শোভন ভাগ্যযুক্ত, উত্তম ভাগ্যবিশিষ্ট।

"চিজ্জনী র্বহতে সুভাগাঃ" (ঋক্ ১।১৬৭।৭)

'সুভাগাঃ শোভনভাগ্যোপেতাঃ' (সায়ণ)

সুভাগ্য (ত্রি) সু শোভনো ভাগ্যং যস্য। উত্তম ভাগ্যবিশিষ্ট, শুভাদৃষ্টযুক্ত।

সুভাঞ্জন (পুং) সু শোভনং অঞ্জনং যস্মাৎ। শোভাঞ্জন বৃক্ষ।

সুভানু (ত্রি) ১ উত্তম ভানুযুক্ত। (পুং) ২ চতুর্থ হুতাস নামক যুগের দ্বিতীয় বর্ষের নাম সুভানু। এই বৎসর মধ্য ফলদায়ক, এবং রোগপ্রদ।

"শ্রেষ্ঠং চতুর্থস্য যুগস্য পূর্ব্বং যচ্চিত্রভানুং কথয়ন্তি বর্ষং।
মধ্যং দ্বিতীয়স্তু সুভানুসংজ্ঞং রোগপ্রদং মৃত্যুকরং ন তচ্চ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৮।৩৩)

ইহা সম্বৎসরের মধ্যে ১৭ বৎসর। ৩ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-ভেদ। (ভাগবত ১০।৬১।১০) ৪ সহ্যাদ্রি বর্ণিত রাজভেদ।

সুভাবিত (ত্রি) উত্তমরূপে ভাবিত, যে ঔষধ উত্তম রূপে ভাবনা দেওয়া হইয়াছে। (সুশ্রুত)

সুভাবিত্ব (ক্লী) সুভাবিনো ভাবঃ সুভাবিন্-ত্ব। যাহা উত্তম রূপে ভাবনা দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাব বা ধর্ম্ম।

সুভাষণ (ক্লী) সু-ভাষ-ল্যুট্। সুন্দর ভাষণ, সুবাক্য কথন। (পুং) যুযুধানের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।২৫)

সুভাষিত (পুং) সুষ্ঠু ভাষিতং যস্য। ১ বুদ্ধভেদ। (ত্রিকা°) (ত্রি) সু-ভাষ-ক্ত। ২ সুন্দর কথিত। ৩ সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট। (ক্লী) সুষ্ঠু ভাষিতং ভাবে ক্ত। ৪ সুবাক্য।

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং বালাদপি সুভাষিতং॥" (হিতোপদেশ)

সুভাষিতগবেষিন্ (পুং) বৌদ্ধ অবদানোক্ত রাজভেদ।

সুভাষিন্ (ত্রি) সুভাষতে ভাষ-ণিনি। উত্তম বাক্য যুক্ত, উত্তম বাক্যবিশিষ্ট।

সুভাস্ (ত্রি) সু শোভনং ভাঃ দীপ্তির্যস্য। "সুভাসং শুক্র-শোচিষং" (ঋক্ ৮।২৩।২০) 'সুভাসং শোভনদীপ্তিং' (সায়ণ)

সুভাস (পুং) ১ সুধন্বার পুত্রবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ৪।৫।১২) ২ দানবভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।২৪) (ত্রি) ৩ উত্তম দীপ্তিযুক্ত।

সুভিক্ষ (ত্রি) সুখেন লভ্যা ভিক্ষা যত্র। সুলভ ভৈক্ষ দ্রব্য, সুলভ ভৈক্ষযুক্ত কালাদি। যে সময় ভিক্ষা অতি সুখে লাভ হয়। প্রচুর ভিক্ষা বা ভিক্ষাবিশিষ্ট।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
দাতায়স্তু তু দুর্ভিক্ষে সুভিক্ষে বস্ত্রহৈমদঃ॥" (অগ্নিপু°)

সুভিক্ষা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ভিক্ষ্যতেঽসৌ-সু-ভিক্ষ-ঘঞ্-টাপ্। ১ ধাতু-পুষ্পিকা, ধাতকী বৃক্ষ, চলিত ধাই ফুলের গাছ।

"ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জরা।
সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা ॥" (ভাবপ্রকাশ)
২ শোভন ভিক্ষা।

সুভিষজ্ (ত্রি) উত্তম চিকিৎসক, উত্তম বৈদ্য।

সুভীত (ত্রি) সু-ভী-ক্ত। অতিশয় ভীত, যিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন।

সুভীম (ত্রি) অতি ভীষণ। (পুং) যজুর্মুষ্ দেবভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুভীমা—কৃষ্ণের পত্নীভেদ। (হরিবংশ)

সুভীরক (পুং) পলাশ বৃক্ষ। (হারাবলী)

সুভীরু (ত্রি) অতিশয় ভীরু, অত্যন্ত ভয়শীল।

সুভুক্ত (ত্রি) সু-ভুজ-ক্ত। উত্তম রূপে ভুক্ত, যিনি ভালরূপে ভোজন করিয়াছেন।

সুভুজ (ত্রি) সু শোভনৌ ভুজৌ যস্য। শোভনবাহুবিশিষ্ট। (রঘু ৬।৫৫)

সুভূ (ত্রি) সু শোভনা ভূরুৎপত্তির্যস্য। সুজাত, শোভনজন্মা, যাহার শোভন জন্ম হইয়াছে। ২ মহৎ, বৃহৎ। "সাকংজাতাঃ সুভ্বঃ সাক মুক্ষিতাঃ" (ঋক্ ৪।৫৫।৩) 'সুভ্বঃ সুষ্ঠু ভবন্তঃ মহান্ত ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ) (স্ত্রী) সু-শোভনা ভূ ভূমিঃ। ৩ শোভন ভূমি, উৎকৃষ্ট ভূমি। (ত্রি) ৪ তৎসম্বন্ধী।

সুভূত (ক্লী) সু-ভূ-ভাবে ক্ত। উত্তম হওয়া, সাধু হওয়া।

সুভূতি (স্ত্রী) ১ উন্নতি। (পুং) ২ কোষকারভেদ। ৩ বসুভূতির পুত্র। ৪ বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সুভূতিচন্দ্র, সুপ্রসিদ্ধ জৈনটীকাকার। ইনি অমরকোষের একখানি টীকা রচনা করেন। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুভূতিক (পুং) সুষ্ঠু ভূতির্যত্র, কপ্। বিল্ববৃক্ষ। (রাজনি°)

সুভূম (পুং) কার্ত্তবীর্য্য, ইনি জিনদিগের অষ্টম চক্রবর্ত্তী। (হেম)

সুভূমি (স্ত্রী) সু শোভনা ভূমিঃ। ১ উৎকৃষ্ট ভূমি। (পুং) ২ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) (ত্রি) সু শোভনা ভূমির্যস্য। ৩ উত্তম ভূমিবিশিষ্ট।

সুভূমিক (ক্লী) সরস্বতী নদীতীরস্থ জনপদবিশেষ।

সুভূমিপ (পুঃ) ১ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ উৎকৃষ্ট ভূমিপতি, উৎকৃষ্ট ভূমিরক্ষক।

সুভূষণ (ক্লী) সু শোভনং ভূষণং। ১ সুন্দর ভূষণ, উত্তম অলঙ্কার। (ত্রি) ২ সুন্দরভূষণবিশিষ্ট। (পুং) ৩ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুভৃত (ত্রি) সুষ্ঠুরূপে ভৃত, শোভনরূপে অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা যাহাকে ভরণ করা হয়। "বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্ত্তি" (ঋক্ ৪।৫০।৭) 'সুভৃতং সুষ্ঠু হবিঃ স্তোত্রাদিনা অন্নাচ্ছাদনাদিনা বা বিভর্ত্তি'(সায়ণ)

সুভৃশ (ক্লী) সুষ্ঠু ভৃশং। ১ বাঢ়। ২ অতিশয়, বহু। (শব্দরত্না°)
'শপ্স্যামি তং দ্বিজশ্রাস্থ যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ।
ত্বাঞ্চাপি সুভৃশং কুষ্টি নোচেৎ মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥'
(দেবীভাগবত ২।৬।২৬)

সুভেষজ (ক্লী) সু শোভনং ভেষজং। উত্তম ভেষজ, উত্তম ঔষধ, ব্যাধিনাশক ঔষধ, যে ঔষধ দ্বারা রোগ প্রশমিত হয়।
"তৎ তে কৃণোমি ভেষজং সুভেষজং ॥" (অথর্ব্ব ২।৩।১)
'সুভেষজং ব্যাধিনিবর্ত্তনক্ষমং অতিশয়বীর্য্যযুক্তং' (সায়ণ)

সুভোগ্য (ত্রি) উত্তমরূপ ভোগযুক্ত। উত্তমরূপ ভোগার্হ।

সুভোজ (ত্রি) ১ উত্তমভোজনযুক্ত। (পুং) ২ উত্তমভোজন।

সুভোজন (ক্লী) সুষ্ঠু ভোজনং। সুষ্ঠু ভোজন, উত্তমরূপ ভোজন।

সুভোজস্ (ত্রি) শোভন ভোজনযুক্ত বা শোভন ভোগযুক্ত।
"মন্বে বাং দ্যাবা পৃথিবী সুভোজসৌ সচেতসৌ"(অথ°৪।২৬।১)
'সুভোজসৌ সুষ্ঠু ভোজয়িত্র্যৌ শোভনভোগে বা' (সায়ণ)

সুভৌম, জৈনদিগের মতে রাজচক্রবর্ত্তিভেদ। জৈনহরিবংশে লিখিত আছে যে পরশুরাম যখন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করেন, সেই সময় তৎপত্নী কুশিকাশ্রমে গিয়া শিশু পুত্র সুভৌমকে রক্ষা করেন। ঋষি কুশিকের শিক্ষকতাগুণে সুভৌম সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পিতৃবৈরিতা স্মরণ করিয়া একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় আবার ক্ষত্রিয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুভ্রাজ্ (পুং) দেবভ্রাজের পুত্র সৌরদেবভেদ। (ভারত)

সুভ্রু [ভ্রূ] (স্ত্রী) সুষ্ঠু ভ্রূর্যস্যাঃ বা উঙ্। ১ নারী। (জটাধর) শোভনা ভ্রূঃ। ২ উত্তম ভ্রূ। (ত্রি) ৩ সুন্দর ভ্রূবিশিষ্ট।
"সুনসং সুভ্রুবং চারুকপোলং সুরসুন্দরং।"
(ভাগবত ৩।২৩।৩২)

সুম (ক্লী) সুষ্ঠু মাতীতি মা-ক। ১ পুষ্প। (অমরটীকায় ভরত)
"কিং হারৈঃ কিমু কঙ্কণৈঃ কিমু সুমৈঃ কিং কর্ণপূরৈরলং।"
(রাজেন্দ্রকর্ণপূর ৭৪)
(পুং) ২ চন্দ্র। ৩ নভঃ। (সংক্ষিপ্তসারউণাদি)

সুমখ (ত্রি) সু শোভনো মখো যস্য। উত্তমযজ্ঞবিশিষ্ট।
"সুমখায় বেধসে নোধঃ সুবৃক্তিং" (ঋক্ ১।৬৪।১)
'সুমখায় শোভনযজ্ঞায়' (সায়ণ)

সুমগধ (পুং) বৌদ্ধসূত্র গ্রন্থবিশেষ।

সুমঙ্গল (ত্রি) সুষ্ঠু মঙ্গলং যস্য। অতিশয় ক্ষেমযুক্ত, অতিশয় মঙ্গলবিশিষ্ট। (পুং) ২ বিষভেদ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সুমঙ্গলা (স্ত্রী) সুমঙ্গল-টাপ্। বায়সোলী, চলিত মাকড়াহাতা বা মাকড়িয়া। (রত্নমালা) ২ অর্হৎমাতা। (হেম) ৩ কামাখ্যাস্থিত নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয়পর্ব্বত হইতে

নির্গতা। মণিকূট পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ইহা প্রবাহিত হইয়াছে। মণিকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যিনি এই নদীকে অবলোকন করেন, তাহার গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয় এবং অন্তকালে তিনি স্বর্গে গমন করেন।

"নদী সুমঙ্গলা নাম হিমপর্ব্বতনির্গতা।
পূর্ব্বস্তাং মণিকূটস্থ সদা স্রবতি শোভনা॥
মণিকূটং সমারুহ্য যস্তাং পশ্যতি বৈ নদীং।
স গঙ্গাস্নানজং পুণ্যমবাপ্য ত্রিদিবং ব্রজেৎ॥"
(কালিকাপু° ৮১ অঃ)

সুমঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সুমজ্জানি (ত্রি) স্বয়মুৎপন্ন, সর্ব্বজগৎমাদনশীল শ্রীপতি, বিষ্ণু।
"যঃ পূর্ব্বায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে" (ঋক্ ১।১৫৬।২)
'সুমজ্জানয়ে স্বয়মেবোৎপন্নায়, জনেরৌণাদিক ইন্. সুমৎ স্বয়মিত্যর্থঃ যদ্বা সুতরাং মাদয়তীতি সুমৎ তাদৃশী জায়া যস্য স তথোক্তঃ তস্মৈ সর্ব্বজগৎমাদনশীলায় শ্রীপতয়ে' (সায়ণ)

সুমণি (ত্রি) উত্তমমণিবিশিষ্ট। (পুং) ২ উত্তমমণি। ৩ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত)

সুমণ্ডল (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সুমৎ (ত্রি) স্বয়ং। "মাতরা সীদতাং বর্হিরাসুমৎ" (ঋক্ ১।১৪২।৭)
'সুমৎ স্বয়ং' (সায়ণ)

সুমত (ত্রি) সু-মন-ক্ত। সুন্দর জ্ঞানবিশিষ্ট, শোভন জ্ঞানযুক্ত।

সুমতি (পুং) শোভনা মতির্যস্য। ১ বর্ত্তমান কল্পীয় অর্হৎ বিশেষ। ২ ভূতকল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম) ৩ শোভন মতিবিশিষ্ট, সুবুদ্ধিযুক্ত। (স্ত্রী) ৪ শোভনা মতি, সুবুদ্ধি। ৫ বিষ্ণুযশার পত্নী। ভগবান্ বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতির গর্ভে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কলির ক্ষয় করিবেন।
"সম্ভবে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহং।
সুমত্যাং মাতরি বিভোঃ কন্যায়াং তন্নিদেশতঃ॥
চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ং॥" (কল্কিপু° ২অঃ)
[কল্কি দেখ]

সুমতিঞ্জয় (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

সুমতিমেরু (ত্রি) হলের অংশ বিশেষ। লাঙ্গলের একভাগ।

সুমতিমেরুগণি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য,

সুমতিরেণু (পুং) যক্ষভেদ।

সুমতিবিজয়, মেঘদূতাবচূরি ও সুগমান্বয়া নাম্নী রঘুবংশটীকা-প্রণেতা। ইনি বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন।

সুমতিশীল (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

সুমতিহর্ষ, হর্ষরত্নগণির শিষ্য। ইনি ১৬২২ খৃঃ করণকুতূহল বৃত্তি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর রচিত শ্রীপতিকৃত জাতকপদ্ধতির টীকা, হরিভদ্ররচিত তাজিকসারের টীকা ও হোরামকরন্দ টীকা পাওয়া যায়।

সুমতীন্দ্রযতি, রসিকরঞ্জনী নাম্নী উদাহরণটীকা এবং সাহিত্য-সাম্রাজ্যনামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি সুরীন্দ্রপূজ্যপাদের শিষ্যছিলেন।

সুমতীবৃধ (ত্রি) শোভনা বুদ্ধিবর্দ্ধক, উত্তম বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক।
"সুষ্টুতি সুমতী বৃধোরাতিং॥" (শুক্ল যজুঃ ২১।১২)
'সুমতী বৃধঃ শোভনাং মতিং বর্দ্ধয়তি সুমতিবৃধ্ তস্য সংহিতায়ামেতদ্দীর্ঘঃ' (মহীধর)

সুমৎক্ষর (ত্রি) যাহা স্বয়ং ক্ষরিত হয়।
"সুমৎক্ষরাণাং শতরুদ্রিয়াণাময়িস্বান্তানাং॥" (শুক্ল যজুঃ ৩১।৪৩)
'সুমৎক্ষরাণাং সুমৎ স্বয়ং ক্ষরন্তি তানি সুমৎক্ষরাণি তেষাং সুমদিতি স্বয়মিত্যস্য পর্য্যায়ঃ' (মহীধর)

সুমদংশু (ত্রি) স্বতঃপ্রাংশু, অতিদীর্ঘাবয়ব।
"সুমদংশুর্লামী" (ঋক্ ১।১০০।১৬)
'সুমদংশু স্বতঃ প্রাংশুঃ অতিদীর্ঘাবয়বাঃ।' (সায়ণ)

সুমদন (পুং) সুষ্ঠু মদয়তি কোকিলাদীনিতি, সু-মদ-ণিচ্-ল্যু। আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুমদনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

সুমদাত্মজ (স্ত্রী) সুমদ আত্মজ ইব যস্যাঃ সুমদস্য আত্মজেব ইতি বা। অপ্সরা। (ত্রিকা°)

সুমদ্গণ (ত্রি) শোভনগণ, শোভনগণযুক্ত।
"দেবেভির্নিভিঃ সুমদ্গণঃ" (ঋক্ ২।৩৬।৩)
'সুমদ্গণঃ শোভনগণঃ' (সায়ণ)

সুমদ্র (অব্য) মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃ (অব্যয়ং বিভক্তি সমীপসমৃদ্ধীতি। পা ২।১।৬) ইতি অব্যয়ীভাবঃ। মদ্রদেশের সমৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এই অর্থে সু ও মদ্রের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস হওয়ায় এই পদ অব্যয় হইয়াছে। অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্ব্বপদ অব্যয় এবং পরপদ অনব্যয় থাকে।

সুমদ্রথ (ত্রি) শোভন রথবিশিষ্ট, সুন্দর রথযুক্ত।
"অগ্নির্ভূব শবসা সুমদ্রথঃ" (ঋক্ ৩।৩।৯)
'সুমদ্রথঃ শোভনরথঃ' (সায়ণ)

সুমধুর (ক্লী) সুষ্ঠু মধুরঃ। ১ অতিশয় মধুর বাক্য, পর্য্যায় সান্ত্ব। (হেম) (ত্রি) ২ অতিশয় মধুর রসযুক্ত।
"গীতধ্বনিং সুমধুরং তথৈবাধ্যাপনধ্বনিং।
হংসান্ সুমধুরাংশ্চাপি তত্র সুশ্রাব পার্থিব॥" (ভারত ১৩।১৪।২৫)
(পুং) সুষ্ঠু মধুরো রসো যত্র। ৩ জীবশাক। (রাজনি°)

সুমধ্য (ত্রি) সু শোভনঃ মধ্যঃ মধ্যভাগো যস্য। সুমধ্যম, শোভনমধ্যভাগবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুমধ্যা—সুমধ্যমা নারী।

সুমধ্যম (ত্রি) উত্তম মধ্যভাগবিশিষ্ট। উত্তম কটিদেশবিশিষ্ট।

স্ত্রিয়াং টাপ্।' সুমধ্যমা—শোভন মধ্যদেশযুক্তা রমণী, ক্ষীণ-মধ্যা স্ত্রী, যে স্ত্রীর কটিদেশ অতি শোভায়মান।

সুমন (পুং) সুষ্ঠু মন্যতে ইতি সু-মন-অচ্। ১ গোধূম। ২ ধুস্তূর। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ মনোহর।

সুমন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কএকজন রাজা। (সহ্যা° ৩২।৪, ৩৩।৪৮, ৭৫)

সুমনঃপত্র (ক্লী) জাতীপুষ্পপত্র, সুমনঃপত্রিকা।

সুমনঃপত্রিকা (স্ত্রী) সুমনসো জাত্যাঃ পত্রিকা। ১ জাতী-পত্রিকা। ২ জাতীকোষ, চলিত জয়িত্রী। (রাজনি°)

সুমনঃপ্রধান (পুং) জাতীপল্লব, জাতী ফুলের শাখা। (চক্রদত্ত)

সুমনঃফল (ক্লী) সুমনসো জাত্যাঃ ফলং। ১ জাতীফল। (রাজনি°) (পুং) সুষ্ঠু মনো যস্মাৎ তাদৃশং ফলং যস্য। ২ কপিত্থ বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সুমনস্ (পুং) শোভনং মনো যস্য। ১ দেবতা। অমরটীকায় ভরত ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, "সুষ্ঠু মন্যতে সুমনাঃ অল্ শোভনং মনোহস্য ইতি বা" (ভরত) ২ পণ্ডিত। (মেদিনী) ৩ পূতিকরঞ্জ। (শব্দমালা) ৪ নিম্ব। ৫ মহাকরঞ্জ। ৬ গোধূম। (রাজনি°) (ত্রি) ৭ শোভনচিত্ত, উত্তম মনোযুক্ত। (স্ত্রী) সুষ্ঠু মনো যস্যাঃ। ৮ পুষ্প। পুষ্প অর্থে সুমনস্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, কিন্তু স্থল বিশেষে যদিও একবচনান্ত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা বলিয়া সাধারণতঃ একবচনান্ত প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। দ্বিতীয়তঃ এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও ক্লীবলিঙ্গে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন "সুপ্রীতং মনো আভিঃ, ইতি সুমনসঃ নিত্য বহুবচনান্তত্বাৎ বহুবচননির্দ্দেশঃ। একত্বঞ্চ দৃশ্যতে।

'সুমনাঃ পুষ্পমালত্যোঃ স্ত্রিয়াং নাচীরদেবয়োঃ।' ইতি মেদিনী।

বেশ্যা শ্মশানসুমনা ইব বর্জ্জনীয়া। ইতি শূদ্রকপ্রয়োগঃ। সুমনসঃ ক্লীবত্বমপি, পুষ্পং সুমনঃ কুসুমং ইতি নাম মালাদিদর্শনাৎ। অপ্রত্যাখ্যেয়ে দধিসুমনসীতি ক্লীবত্বং ছান্দ-সমিত্যেকে।" (ভরত) কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে সুমনঃ শব্দ যে ক্লীবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ছান্দস।

মহাভারতে এই শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপে লিখিত আছে, মন অতিশয় আহ্লাদিত হয় এবং শ্রীদান করে বলিয়া পুষ্পকে সুমনস্ কহে। যিনি দেবতাদিগকে ইহা দান করেন, তাঁহার প্রতি দেবগণ সন্তুষ্ট হন।

"মনোহ্লাদয়তে যস্মাৎ শ্রিয়ঞ্চাপি দদাতি চ।
তস্মাৎ সুমনসঃ প্রোক্তা নরৈঃ সুকৃতকর্ম্মভিঃ॥
দেবতাভ্যঃ সুমনসো যো দদাতি নরঃ শুচিঃ।
তস্য তুষ্যন্তি বৈ দেবাস্তুষ্টাঃ পুষ্টিং দদত্যপি॥"
(ভারত ১৩।৯৮।২০-২১)

৯ জাতী, চামেলী। ১০ শতপত্রী, সেউতী। (রাজনি°)

সুমনা (স্ত্রী) জাতীপুষ্পবৃক্ষ। "আবন্তাপি সুমনাস্তি।
সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টয়োস্তথা।" (ভরতধৃত সুশ্রুত)

সুমনা, প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫৩।১)

সুমনামুখ (ত্রি) সুন্দর মুখবিশিষ্ট।

সুমনায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (সংস্কারকৌ°)

সুমনাস্য (পুং) যক্ষভেদ।

সুমনোজ্ঞঘোষ (পুং) সুমনোজ্ঞঃ ঘোষো ঘোষণা যস্য। বুদ্ধদেব।

সুমনোত্তরা (স্ত্রী) অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী।

সুমনোমুকুল (ক্লী) জাতীপুষ্পের মুকুল, জাতী ফুলের কুড়ি। (সুশ্রুত সূ° ৩৬ অ°)

সুমনোমুখ (পুং) যক্ষভেদ।

সুমনোরজস্ (ক্লী) সুমনসাং রজঃ। পরাগ, পুষ্পরেণু। (অমর)

সুমনোহর (ত্রি) অতিশয় মনোহর, অতিশয় মনোজ্ঞ।

সুমন্ত, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।৩৬)।

সুমন্তু (পুং) মুনি বিশেষ। এই মুনি অথর্ব্ববেদের শাখাপ্রচারক এবং বজ্রবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

"অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ॥" (ভাগ° ১।৪।২১)
"জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥" (পুরাণ)

জৈমিনি, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য ও পুলহ এই পাঁচ জন মুনি ব্রজবারক, অর্থাৎ ইহাদের নাম করিলে আর বজ্র ভয় থাকে না। পৈঠীনসি, হলায়ুধ প্রভৃতির গ্রন্থে একখানি সুমন্তুকৃত স্মৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। (ত্রি) সুষ্ঠু মন্তুঃ অপরাধো যস্য। ২ অতিশয় অপরাধী।

সুমন্তু, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ২৭।২৩, ২৭।৫৫)

সুমন্ত্র (পুং) কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র এই তিন জন কল্কির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কল্কিদেব এই ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (কল্কিপু° ২, ৩ অ°) ২ রাজা দশরথের সারথি ও মন্ত্রী। রামচন্দ্র যখন বনগমন করেন, তখন সুমন্ত্র তাঁহাকে রথে করিয়া কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া তথায় রাখিয়া প্রত্যাগত হন। [রাম ও দশরথ দেখ]

সুমন্ত্রক (পুং) সুমন্ত্র স্বার্থে কন্। সুমন্ত্র শব্দার্থ, কল্কির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সুমন্ত্রিত (ত্রি) উত্তম রূপে মন্ত্রিত, যাহার সম্বন্ধে উত্তম রূপে মন্ত্রণা করা হইয়াছে।

সুমন্ত্রিন্ (ত্রি) সু শোভনং মন্ত্রী। উত্তম মন্ত্রী, মন্ত্রণাকুশল,

রাজা সুমন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিলে বিপন্ন হন না, তাহার সকল বিষয়ে শুভ হইয়া থাকে। আর দুর্মন্ত্রীর মন্ত্রণায় কার্য্য করিলে প্রতিপদে তাহার বিপদ হয়।

সুমন্দবুদ্ধি (ত্রি) সুমন্দা বুদ্ধির্যস্য। অতিশয় মন্দ বুদ্ধি; অতি দুর্বুদ্ধি।

সুমন্দভাজ্ (ত্রি) অতি মন্দ ভাগ্য, হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য।

সুমন্দা (স্ত্রী) শক্তিভেদ।

সুমন্দ্র (ত্রি) সুমধুর ধ্বনি।

সুমন্মন্ (ত্রি) শোভনমতি, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট।

"বুধান উষসা সুমন্মা" (ঋক্ ৭।৬৮।৯)

'সুমন্মা শোভনমতিঃ' (সায়ণ)

সুমন্যু (ত্রি) সু শোভনো মন্যুর্যস্য। ১ অতি ক্রোধী, অতিশয় মন্যুবিশিষ্ট। (পুং) ২ দেবগন্ধর্ব্ব। (ভারত)

সুমর (পুং) বায়ু। সহজ মৃত্যু।

সুমরীচিকা (স্ত্রী) সাংখ্যোক্ত নবধা তুষ্টির মধ্যে এক প্রকার তুষ্টি।

সুমল্লিক (পুং) জনপদ ভেদ।

সুমহ (পুং) জহ্নুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুমহৎ (ত্রি) অতি মহৎ, বিপুল, অনেক।

"সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ।" (হিতোপদেশ)

সুমহস্ (ত্রি) সু শোভনং মহঃ তেজো যস্য। শোভনতেজস্ক, অতি তেজোযুক্ত।

"রাস্ব সুমহো ভূরি মন্ম" (ঋক্ ৪।১১।২)

'সুমহঃ শোভনতেজস্কঃ' (সায়ণ)

সুমহাকপি (পুং) দানবভেদ।

সুমহাতপস্ (ত্রি) সুমহৎ তপো যস্য। অতি তপস্বী, সুমহৎ তপোযুক্ত, যিনি অত্যন্ত তপস্যা করিয়াছেন।

সুমহাত্মন্ (ত্রি) সুমহান্ আত্মা যস্য। অতি মহাত্মা, অতি মহাশয়।

সুমহাত্যয় (ত্রি) সুমহান্ অত্যয়ো নাশো যত্র। অতি বিনাশযুক্ত যুদ্ধ, যে যুদ্ধে অতিশয় বিনাশ হয়। অতিশয় নাশবিশিষ্ট।

সুমহাবল (পুং) অতি বলবান্, অতিশয় বলশালী।

সুমহাবাহু (ত্রি) সুমহান্তৌ বাহূ যস্য। সুদীর্ঘ বাহু, আজানুলম্বিত ভুজ।

সুমহামনস্ (ত্রি) সুমহৎ মনো যস্য। মনস্বী, প্রশস্ত মনোযুক্ত।

সুমহারথ (পুং) অতিরথ, অতিশয় বীর পুরুষ।

সুমহাসত্ত্ব (ত্রি) সুমহৎ সত্ত্বং যস্য। অতি বলশালী।

সুমাগধা (স্ত্রী) অনাথপিণ্ডিকের কন্যা।

সুমাগধী (স্ত্রী) মগধপ্রবাহিত-নদীভেদ। (রাজনি°)

সুমাতৃ (ত্রি) ১ শোভনমাতৃক, উত্তম মাতাযুক্ত।

"সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্" (ঋক্ ১০।৭৮।৬)

'সুমাতরঃ শোভনমাতৃকাঃ' (সায়ণ)

(স্ত্রী) ২ উত্তম মাতা।

সুমাত্রা—পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের (The Eastern Archipelago) সম্মুখ ভাগে অবস্থিত বৃহৎ একটি দ্বীপ। ভেনিসের নিকলো ডি কান্টি ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি তদানীন্তন পোপের মুন্সীর নিকট স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান। তাহাতে তিনি বলেন যে জেইলাম্ (Zeilam) হইতে সমুদ্র-পোতে রওনা হইয়া তিনি আসিয়া সুমাত্রা নামক এক প্রকাণ্ড দ্বীপে অবতরণ করেন। প্রাচীনেরা এদেশকে 'তাপ্রোবন' বলিত। ইহার পরে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ওডোয়ারডাস্ বারবোসা (Odoardus Barbosa) যাইয়া সুমাত্রা পরিদর্শন করেন। তাঁহার মতে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রধানতঃ কাটি অথবা চীন দেশে রপ্তানি হইত।

মলয় উপদ্বীপ ও চীনসাগরকে ভারত মহাসমুদ্র হইতে পৃথক্ রাখিয়া সুমাত্রা পেনাং এর সমান্তরাল রেখায় আরম্ভ হইয়া বণ্টমের সমান্তরাল রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ৯২৫ ভৌগোলিক মাইল এবং প্রস্থ গড়ে ৯০ মাইল। বর্গফল মোটামুটি ভাবে ১২৮৫৬০ ভৌগোলিক বর্গমাইল। পশ্চিমপ্রান্তে যে সংলগ্নপ্রায় দ্বীপ গুলি আছে, সে গুলিকে ধরিলে জমির পরিমাণ আরও ৫০০০ মাইল বাড়িয়া যাইবে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় কতকটুকু নীচু জমি আছে—তাহার পরেই একেবারে পাহাড় উঠিয়াছে। এখানে নিম্নলিখিত পাহাড় গুলি আছে—

তেলাং—১১৮২০ ফিট্
সিঙ্গালং—৯৬৩৪ "
মেরাপী—৯৫৭০ "
সাগো—৫৮৬২ "
অফির—৯৭৭০ "
কলাবু—৫১১৫ "
সেরেং মেরাপী—৫৮৬০"
পিত্য কেলিং—৬৮০ "
লুবুরাজা—৬২৩৪০ "
ইন্দ্রপুত্র—১২২৫৫ "
লিউস্ (অচীন্ রাজ্য)—১১২৫০
লম্বক্—১২৩৬৩ "

সমগ্র দ্বীপ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে অচীন্, দিল্লী, লম্বাং ও সিয়াক্ এই কয়টি উল্লেখযোগ্য। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে অচীনের সঙ্গে ইংরাজদিগের রাজনৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে এখানে যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহার

ফলে দুর্ব্বল কামাসক্ত রাজা জওহর সাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত সীক্-উল্ আলম সাহ নামক একজন ধনাঢ্য বণিকপুত্রকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরামর্শ ও বন্দোবস্তের পরে রাজ্যচ্যুত রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে বসান হয় এবং তাঁহার সঙ্গে ইংরাজদিগের সন্ধি বন্ধন হয়। দিল্লী, লঙ্কাৎ এবং সিয়াকের সঙ্গেও ইহাদিগের সন্ধি বন্ধন হইয়াছিল; কিন্তু ১৮২৪ খৃঃ ওলন্দাজদিগের সঙ্গে যে সন্ধি বন্ধন হয়, তাহার পরে সুমাত্রার সঙ্গে ইংরাজদিগের সম্বন্ধ একেবারেই রহিত হইয়াছে। এখানে অন্ততঃ পক্ষে ১৫টি বিভিন্ন-জাতীয় লোকের বাস। মোট লোক-সংখ্যা ২৫০০০০০ হইতে ৭০০০০০০ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সুমাত্রার উপকূলে বিভিন্ন স্থান হইতে এই সকল লোক আসিয়া বাস করিতেছে—

	ভৌগোলিক বর্গমাইল	য়ুরোপীয়	ভারতবাসী	চীন	আরব	অন্যান্য
পদং	২২০৭	১৩৭২	৯৩৭০০৭	৩৯৯৭	৭৭	৭০৭
তাপানেলি	...	২০২	১৭১০১২	৭৬৯	২৯	১৩৭
বেন্‌হুলেন্	৪৫৫	১৫৯	১৪২৫০১	৫৬৯	১৭	২
লাম্পং	৪৭৫	৭৭	১২৫৪০১	২৪৬	১৮	১৪
পালেম্‌ব্যাং	২৫৫৮	২৮০	৬২১৯০০	৪২৪৫	:৯৪১	১২৪
পূর্ব্বোপকূল	৭৬৮	৪৩৫	১১০০৭১	২৯৮৫৭	...	২৪
এচি	৯২৮	২২৮	৪৭৪৩০০	৩৫০৯	২২২	৮৩৯

অসভ্যজাতি—এখানে দুই শ্রেণীর অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী অর্দ্ধ-অসভ্য—ইহারা আদিম নিবাসীদিগের বংশধর এবং সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে বাস করিয়া থাকে। উত্তরে ইহাদিগের নাম ওরাং লুবু, এবং দক্ষিণে ওরাং কুবু। মেজর ষ্ট্রার্লারের বর্ণনানুসারে বোধ হয় যে অবস্থা ও আচার-ব্যবহারে মলয়-উপদ্বীপের অসভ্যতর জাতিসমূহের সঙ্গে ওরাং কুবুদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। বাঙ্কায় যে ওরাং-গুণং জাতি আছে, তাহাদিগের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সুমাত্রা একটি সুবিস্তীর্ণ সমরৈখিক পার্ব্বত্য মেখলায় বিভূষিত। ইহা পেনাং ও বণ্টমের সমসূত্রে বিস্তৃত। এই মেখলার দক্ষিণতম প্রান্তে ওরাং আবুং নামক জাতির বাস। ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত মানুষের মাথা শিকার করিয়া বেড়াইত। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ঘড় ও বাসস্থান নাই—ইহারা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ লোনা জলময় অপ্রশস্ত খাড়িতে নৌকায় ও কেহ কেহ পূর্ব্ব প্রান্তের সাগুবনে ও অমুচ্চ বৃক্ষ-সমাকুল জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। ইহারাও অর্দ্ধ-অসভ্য।

কিন্তু মলয়বংশীয়েরাই এখানকার প্রধান অধিবাসী। তাহাদিগের নাম ওরাং মলয়। ইহারা সুমাত্রার সমগ্র মধ্য ও বস্ত প্রদেশে বাস করিয়া থাকে। যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে ইহাদের বাস, তাহার বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ২৭৫ মাইল ও প্রস্থ গড়ে ১৯০ মাইল। ইহাদিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১ম—যাহারা পর্ব্বতশ্রেণীতে বাস করিয়া থাকে, তাহারাও আবার চারি উপবিভাগে বিভক্ত। যথা—(১) মেনং-কাবাউ; (২) সপুলো বুয়া বন্দরের এবং গুণং সুঙ্গেই পাগুর মলয়; (৩) করিঞ্চি; (৪) রওয়া। ২য়—পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চিম সীমান্ত পার্ব্বত্য দেশবাসী, ৩য়—নিম্ন অথবা পূর্ব্ব প্রদেশের মলয় এবং ৪র্থ—উত্তর খণ্ডের পূর্ব্বোপকূলবাসী মলয়।

এখানে বাট্টা নামে আর এক জাতীয় লোকেরও বাস আছে। দৈহিক গঠনে তাহাদের সঙ্গে মলয় উপদ্বীপবাসী বিনুয়াদিগের বিশেষ কোন বৈসাদৃশ্য নাই। কিন্তু বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির বিকাশ ইহাদিগের মধ্যেই অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ভাষার একটা বর্ণমালা আছে। এই ভাষা অন্য কোন ভাষা হইতে উদ্ভূত নহে, ইহা হইতে কয়েকটি উপভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ভূত প্রেতে ও ভবিতব্যতার পূর্ব্বাভাষে ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহারা সুমাত্রাদ্বীপের অভ্যন্তর প্রদেশে বাস করিয়া থাকে। ওলন্দাজদিগের রাজ্যের বহির্ভাগে যে সকল বাট্টা বাস করে, তাহারা সুদূর প্রাচীন কাল হইতেই নরমাংস খাইয়া আসিতেছে। এখানে পরদারগামী, নিশীথে দস্যুতাপরাধে ধৃত ব্যক্তি, যুদ্ধে বন্দী ও অন্য জাতীয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপয়িতা এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন গ্রাম,বাড়ী কি কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, তাহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ কাটিয়া খাওয়া হয়।

সীমান্ত প্রদেশ গুলিতে বিভিন্ন জাতীয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। উত্তরখণ্ডের অনেক গ্রাম ও জেলায় মলয় এবং অচীনীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলে দেশীয় লোক ছাড়া মলয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, ভারতবর্ষ ও আরবদেশ হইতে সমাগত বহু জাতীয় লোক, এবং পালেম্বং বঙ্কোলু, ও পদংএ অল্পসংখ্যক য়ুরোপায়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

কমৃরিং এবং কমরিং উলুর অধিবাসীদিগের ভাষা, অক্ষরে ও উচ্চারণে, বাট্টাদিগের ভাষার অনেকটা অনুরূপ। এখানকার নৃত্য (মেনারেঃ) ও গীত (বারুণ্ ওয়ারা) অন্যান্য স্থানের নৃত্যগীত হইতে বিভিন্ন। এখানকার যুবতীরা, অন্যান্য যে সকল স্থানে সঙ্গীতের চর্চ্চা হইয়া থাকে,সে সকল স্থানের যুবতীদিগের অপেক্ষা দেখিতে ভাল ও হাব-ভাবে অধিকতর তৃপ্তিদায়িনী; ইহাদের কণ্ঠস্বরও অপেক্ষাকৃত শ্রবণানন্দদায়ক। এখানকার মেয়েরা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তখন-তখন সুন্দর সুর-লয়যুক্ত ছড়া ও কবিতা গাইয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে পারে। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের মধ্য হইতে সুলতানের উপপত্নী সংগ্রহ কর

হইত। সুমাত্রাবাসীরা ব্যাঘ্রকে বড় ভয় ও ভক্তির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। ব্যাঘ্রের প্রচলিত নাম (রাইম্ বা মোচিং) তাহারা কদাচিং লইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস করিয়াই হউক, বা ইহাদিগকে প্রীত করিবার ও ভুলাইবার উদ্দেশ্যেই হউক, ইহারা ব্যাঘ্রকে সতোয়া (বন্য জন্তু), এমন কি 'নেনেক' (পূর্ব্বপুরুষ) নামে পর্য্যন্ত অভিহিত করিয়া থাকে।

মলয় ভাষা ব্যতীত, সুমাত্রা ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপসমূহে আরও অন্ততঃ নয়টি ভাষা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটী ভাষার অনুশীলন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি চলিত ভাষাও প্রচলিত আছে। সুমাত্রার যে অংশ যবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী, সেখানে লমপুং জাতির বাস। ইহাদিগের বর্ণমালায় ১৯টি মূল বর্ণ ও ২৫টি সংযুক্ত বর্ণ, মোট ৪৪টি বর্ণ আছে। সুমাত্রার পশ্চিম প্রান্তস্থিত দ্বীপসমূহে কয়েকটি ভাষা প্রচলিত আছে—ইহাদের কোন বর্ণমালা নাই। যথা, পগদ্বীপের নীয়াস্ জাতির ও মারস্‌দিগের ভাষা। বাট্টারা নরখাদক হইলেও আশ্চর্য্যের কথা যে তাহাদের মধ্যে লিখিত ভাষার প্রচলন আছে। সুমাত্রায় অচীন্ ও মলয়ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা হয়। রেজাংদিগেরও স্বতন্ত্র ভাষা ও বর্ণমালা আছে।

ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। সুমাত্রাবাসী কখনও নিজের নাম উচ্চারণ করে না। যদি ইহা না জানিয়া কোন বৈদেশিক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করে তবে সে ভারি বিব্রত হইয়া পড়ে; অন্য লোক কাছে থাকিলে, তবে তাহার মুখ দিয়া নিজের নাম বলিয়া থাকে। কর্ত্তাই কেবল অধীন ব্যক্তিবর্গকে মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত অন্য সকলেই প্রথম পুরুষের আশ্রয় লইয়া থাকে। নাম বা উপাধির উল্লেখ করিয়া কথা বলা হয়; সর্ব্বনাম কখনও ব্যবহৃত হয় না। যথা 'আপনার কি ইচ্ছা?' না বলিয়া 'অমুকের কি ইচ্ছা?' এইরূপ বলা হয়। আর যে স্থলে নাম কি উপাধি কিছুই জানা থাকে না, সেখানে কোন সাধারণ সম্মানসূচক শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যথা "আপ ওরং ক্যায়া পুনিয়া সুক?"—"আপনার কি ইচ্ছা?" যখন কোন অপরাধীর কি নিন্দার্হের উল্লেখ করিতে হয়, তখন ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম 'কাউ' (অক্কাউ হইতে সংক্ষিপ্ত) এই ঘৃণাসূচক শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। পূর্ব্বকালে এখানে তিনটি বিভিন্ন রকমের বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। 'জুগুর' বিবাহে পুরুষ স্ত্রীকে ক্রয় করিয়া লইত; 'আম্বেল-আনক' বিবাহে স্ত্রী পুরুষকে ক্রয় করিত; আর 'সোমান্দোতে' উভয় পক্ষ সমকক্ষ ভাবে যোগদান করিত। আম্বেল-আনক বিবাহে, কুমারীর পিতা আপন অপেক্ষা নিম্নতর বংশের কোন যুবককে কন্যার স্বামীরূপে নির্ব্বাচন করেন। তখন আর পিতৃবংশের সঙ্গে এই যুবকের কোন সম্বন্ধ থাকেনা। সে শ্বশুরের সংসারের একেবারে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা জামাতার আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে গুটি পঞ্চাশ রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং নিজে একটা মহিষবলি দেয়। তদবধি জামাতার 'বুরুক বৈক্‌নিয়া' (ভালমন্দ) তাহার পরিবারের সঙ্গে একেবারে জড়িত হইয়া পড়ে। সে খুন কি দস্যুতা করিলে, জরিমাণার (বঙ্গুন) টাকাটা শ্বশুরবংশকে দিতে হয় এবং সে খুন হইলে জরিমাণার টাকাটা তাহারা পাইয়া থাকে। বিবাহের বাবদ সে যত ঋণ করিবে, সে সমস্তের জন্য ইহারাও দায়ী; কিন্তু তৎপূর্ব্বের ঋণের জন্য তাহার পিতৃকুলদায়ী। শ্বশুরগৃহে তাহার পুত্র ও অধমর্ণ এই দুইএর মাঝামাঝি অবস্থা। পুত্রের ন্যায় বাড়ীর সুখ-দুঃখ সকলেরই সে অংশভাগী; কিন্তু কোন জিনিষের উপর তাহার নিজের কোন দাবী নাই। তাহার ক্ষেত্র উৎপন্ন শস্যে, তাহার অর্জ্জিত সকল জিনিষেই, শ্বশুর পরিবারের অধিকার। ইচ্ছা হইলে যখন-তখন, এমন কি সন্তানাদি হইবার পরেও, তাহাকে ইহারা পত্নীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া একেবারে বিদায় করিতে পারে।

প্রাচ্য দেশবাসীরা সুমাত্রাকে ইন্দালস্ (Indalas) এবং পুলো পার্চ্চা বা প্রৌচো নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এস্থান বহুকাল ধরিয়া সুবর্ণের জন্য বিখ্যাত। এখানে ভূগর্ভ হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। তাম্র, লৌহ এবং টিনের খনিও আছে। আগ্নেয়গিরিগুলির সমীপবর্ত্তী প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাটি হইতে সোরা উত্তোলিত হয়, কয়লাও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সুমাত্রা দ্বীপে প্রায় ১৫টি আগ্নেয়গিরি আছে। ইহার মধ্যে দেম্পো (১০৪৬০ ফিট্), ইন্দ্রপুত্র (১২১৪০ ফিট্); তলং (৮৪৮০ ফিট্) এবং মেরাহী (৯৭০০ ফিট্) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিঃ জর্জ্জ উইণ্ডসর আরল্ প্রমাণ করিয়াছেন যে সুমাত্রা এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপাবলী অনতিগভীর সাগর দ্বারা এসিয়া মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। মিঃ ওয়ালেশ দেখাইয়াছেন, এই দ্বীপমালার কতকগুলি এসিয়ার সঙ্গে ও কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলিত। সুমাত্রা, যব এবং বোর্ণিওর মধ্যে যে সাগর প্রবাহিত, তাহা এত অগভীর ইহার যেখানে-সেখানে জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে। সুমাত্রার হস্তী, তাপির (কতক অংশে শূকরের ও কতক অংশে গণ্ডারের সদৃশ) ও গণ্ডারের সঙ্গে এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের কোন কোন স্থানের এই জাতীয় জন্তুর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে যে সকল স্বভাবজাত দ্রব্যাদি, জীবজন্তু, পক্ষী ও পতঙ্গাদি দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও সেই সকল আছে। অনেক স্থলেই এগুলি

দেখিতে ঠিক একই রূপ এবং একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক ও মানসিক শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশে এবং চরিত্রের বলে মলয় জাতীয়েরা পাপুয়ান্‌দিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। ক্রমেই মলয় জাতীয়েরা পাপুয়ান্‌দিগের মধ্যেও স্ব স্ব উন্নততর সভ্যতা, ভাষা ও আচার ব্যবহারের প্রসার বিস্তার করিতেছে।

য়ুরোপীয়গণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী হইতে সুমাত্রার পরিচয় পরিজ্ঞাত হইলেও ভারতবাসীর নিকট বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সুমাত্রা পরিচিত। রামায়ণে এই ভূভাগ "সুবর্ণদ্বীপ" এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি মহাপুরাণে এই স্থান মলয়দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই সুমাত্রার মধ্যেই লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাবণের অধঃপতনের পরও ভারতবাসী স্বর্ণলাভাশায় ও দেব দর্শনার্থ বরাবর এই স্থানে গমনাগমন করিতেন। [উপনিবেশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] সুমাত্রার পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের সেরূপ সুবন্দোবস্ত হয় নাই। ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানিতে পারি যে 'বর্ম্ম' উপাধিধারী আর্য্য-ক্ষত্রিয় রাজগণ খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুমাত্রার নানাস্থানে শাসন পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, নানা স্থানের প্রাচীন ধ্বস্ত দেবকীর্ত্তি হইতে তাহার পরিচয়জ্ঞাপক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে এখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় ধর্ম্মই এক দিন বিশেষ প্রবল ছিল।

সুমানিকা (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ১, ৩, ৫, ৭ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

সুমায় (ত্রি) শোভনকর্ম্মা বা শোভন প্রজ্ঞাবান্।

"ইষা বয়ো ন পপ্তুতা সুমায়াঃ" (ঋক্ ১৷৮৮৷১)

'সুমায়াঃ মায়েতি কর্ম্মণো জ্ঞানস্য চ নামধেয়ং, শোভনকর্ম্মাণঃ শোভনপ্রজ্ঞা বা' (সায়ণ) (পুং) সু শোভনা মায়া যস্য। ২ অসুর, ইহারা অতি মায়াবী। ৩ বিদ্যাধর। (কথাসরিৎসা°) (ত্রি) ৪ অতিশয় মায়াযুক্ত, মায়াবিশিষ্ট।

সুমায়ক (পুং) সুমায়া স্বার্থে কন্। সুমায় শব্দার্থ। বিদ্যাধর। (কথাসরিৎ ৪৮৷১৩৬)

সুমারুত (স্ত্রী) শোভমান মরুৎদিগের গণ।

"কুধত সুমারুতং ন" (ঋক্ ১০৷৭৭৷২)

'সুমারুতং শোভমানানাং মরুতাং গণং' (সায়ণ)

সুমার্ৎস্ন (ত্রি) অতি সুন্দর, অতি মনোজ্ঞ।

সুমাল (পুং) জনপদভেদ। (ভারত)

সুমালতী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৬টী করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় ও পঞ্চম অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

সুমালিন্ (লী°) (পুং) রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষসের বিষয় রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুকেশ গ্রামণী নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা দেববতীকে বিবাহ করে। এই দেববতীর গর্ভে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র হয়। সুমালীর পত্নী কেতুমতী। সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ মহাদেবের বরে অতি গর্ব্বিত হইয়া দেবতা, ঋষি, নাগ ও যক্ষগণকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল, দেবগণ ইহাদের অত্যাচারে নিতান্ত পীড়িত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা আর উপায় না দেখিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহারা বিষ্ণুকে বলেন যে ভগবন্! সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ লঙ্কায় অবস্থিত হইয়া আমাদের উপর এরূপ অত্যাচার করিতেছে যে আমরা স্বর্গরাজ্যে অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছি, আপনি উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদের ভয় দূর করুন। ইহাতে বিষ্ণু তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলেন যে, শিবের বরে রাক্ষসগণ অতি তৃপ্ত হইয়াছে, আমি অচিরে তাহাদিগকে বিনাশ করিব। দেবগণ এইরূপে বিষ্ণুর নিকট আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

তৎপরে সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ দেবগণের এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সকলে যুদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। দেবতা ও রাক্ষসে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। তখন স্বয়ং বিষ্ণু এই রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য দেবগণের সহিত যোগ দিলেন। বিষ্ণুর সহিত তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা মালীর মস্তকচ্ছেদ করিলেন। মালীকে সংগ্রামে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া মাল্যবান্ ও সুমালী রাক্ষস আকাশ হইতে অবিলম্বে সাগরজলে পতিত হইল। তৎপরে বিষ্ণুর ভয়ে ভীত হইয়া সুমালী সুদীর্ঘকাল পাতালে বাস করিতে লাগিল। কিছুদিনের জন্য দেবগণের রাক্ষসভয় বিদূরিত হইল। এই সময় ধনেশ্বর কুবের লঙ্কাধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুমালী দেবগণকে প্রতিশোধ দিতে পারিল না বলিয়া বিশেষ কষ্টে অবস্থান করিতে লাগিল। একদা রাক্ষস তাহার অবিবাহিতা কৈকসী নামক কন্যাকে লইয়া মর্ত্ত্যলোকে গমন ও তথায় চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া লঙ্কার অধীশ্বর হইয়া তথায় সুখে অবস্থান করিতেছে, এমন সময়ে কুবেরকে দেখিয়া পুনরায় তাহার ভয়ে পাতালপুরে প্রবেশ করিল। তখন সুমালী সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিল যে, কি উপায় বা তপোঽনুষ্ঠান করিলে আমরা বর্দ্ধিত হইতে পারিব? কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

তখন সুমালী আর কোন উপায় না দেখিয়া, কন্যাকে কহিল

পুত্রি! তোমার বিবাহকাল প্রায় অতীত হইয়াছে, অতএব তুমি প্রজাপতি-কুল-সম্ভূত পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবার নিকটে গমন করিয়া তাহাকে স্বয়ং পতিত্বে বরণ কর। ধনেশ্বর কুবের যেমন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তোমারও ঐ মুনি হইতে তৎসদৃশ পুত্র জন্মিবে এবং তাহা হইতেই রাক্ষসকুলের শ্রেয়ঃসাধন হইবে। কন্যা পিতার এই আদেশ পাইয়া বিশ্রবামুনি যে স্থলে তপস্যা করিতে ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় সুদারুণ প্রদোষ কাল, ঐ কন্যা ইহা না বুঝিয়া উক্ত মুনির সমীপে অবস্থান করিয়া অধোমুখে রহিল। কোন কথাই বলিতে পারিল না। তখন বিশ্রবা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা এবং কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? ঐ কন্যা মুনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মুনে! আপনি তপঃ-প্রভাবে আমার মনোগত বিষয় অবগত হউন, আমার নাম কৈকসী. আমি পিতার আদেশ ক্রমে আসিয়াছি, অবশিষ্ট বিষয় আমি বলিতে পারিব না। আপনি নিজেই তাহা অবগত হউন। তখন ধ্যানযোগে সকল বিষয় অবগত হইয়া বিশ্রবা তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার অভিপ্রায় আমি জানিয়াছি, তুমি সন্তান কামনা করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, কিন্তু দারুণ সময়ে আসিয়াছ, এই জন্য খলস্বভাব ভীষণাকৃতি রাক্ষস সকল প্রসব করিবে। কন্যা তাহার কথা শুনিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, অতএব আপনার নিকট হইতে এ প্রকার অতি দুরাচার সন্তান কামনা করি না। অতএব যাহাতে উত্তম ধর্ম্মপরায়ণ সন্তান হয়, তদ্বিষয়ে আপনি দয়া প্রকাশ করুন। ইহাতে বিশ্রবা কহিলেন, তোমার কনিষ্ঠ সন্তান আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাত্মা হইবে।

তৎপরে সেই কন্যার গর্ভে বিশ্রবা হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও শূর্পণখা এবং সর্ব্ব শেষে বিভীষণ জন্মগ্রহণ করিল। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে অতিশয় বলদৃপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সুমালী রাবণের বর লাভ বৃত্তান্ত শুনিয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিয়া আসিল। মারীচ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাক্ষসের সহিত রাবণের নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিল, বৎস! তুমি ব্রহ্মার নিকট উত্তম বর লাভ করিবে, এই বাসনা আমরা বহুকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তুমি তাহাই লাভ করিয়াছ যাহার জন্য আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে গিয়াছিলাম। আমাদের সেই হরিকৃত সুমহদ্ভয় দূর হইয়াছে। নারায়ণের ভয়ে আমরা বারংবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া পাতালে পলাইয়া ছিলাম। পুরাকালে এই লঙ্কা নগরী আমাদের অধিকারে ছিল। তোমার ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষ কুবের এক্ষণে তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। অতএব যাহাতে এ পুরী আমাদের অধিকৃত হয়, তাহার উপায় কর।

সুমালীর উপদেশে রাবণ কুবেরকে পরাজয় করিয়া লঙ্কা অধিকার এবং দেব দানব প্রভৃতি সকলের অপরাজেয় হইয়া এই লঙ্কায় সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস সকল পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় দৃপ্ত হইয়া উঠিল। (রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ৬-২০ স°) [রাবণ ও কুম্ভকর্ণ দেখ] ২ অসুর বিশেষ, সুমালি, মালি প্রভৃতি অসুরগণ বৃত্রাসুরের অনুচর এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ ছিল।

সুমালী—আরবজাতিভেদ। আফ্রিকার উপকূলে, আদেনে এবং আরব দেশের পশ্চিম উপকূলে ইহাদের বাস। যাহারা সমুদ্রো-পকূলে বাস করে, তাহারা ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসের বংশধর, ইহারা পূর্ব্বে আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে বাস করিত, সেখান হইতে দাসব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। ইহারা একখণ্ড সাদাধুতি কোমরে জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করে এবং তাহার এক প্রান্ত বক্ষঃ ও স্কন্ধদেশের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া পৃষ্ঠের দিকে ঝুলাইয়া রাখে। এইরূপ ক্ষুদ্রতর একখানা বস্ত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকেরা কোমরে একখানা পাতলা চামড়াও জড়াইয়া থাকে। সেইরূপ আর একখানা চামড়া বক্ষঃ ও স্কন্ধ দেশের উপর দিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহারা বক্ষো-দেশ আবৃত রাখে। পুরুষেরা লম্বা কোঁকড়ান চুল রাখে। মেষের চর্ব্বি মাখিয়া তাহারা চুল স্নিগ্ধ ও মসৃণ করিয়া থাকে। চুলের উপরিভাগে একটা মাংস সিদ্ধ করিবার লোহার শিকের মত রাখে। ইহাতে চিরুণীর কাজও হয়, চুলও যথা-স্থানে থাকে।

সুমাল্য (পুং) ১ নন্দের পুত্র রাজভেদ। ভাগবতে লিখিত আছে যে কলিতে নবনন্দ অর্থাৎ ৯জন নন্দবংশীয় রাজা এই পৃথিবী শাসন করিবেন। রাজা নন্দের সুমাল্যপ্রমুখ ৮টী পুত্র হইবে, এবং ইহারা সকলেই পৃথিবী শাসন করিবেন।

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥
নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ॥"

(ভাগবত ১২।২।১১-১২)

(ক্লী) ২ সু শোভনং মাল্যং। ২ উত্তম মাল্য। (ত্রি) ৩ উত্তম মাল্যধারী।

সুমাল্যক (পুং) পর্ব্বতভেদ। (গোলাধ্যায়)

সুমিত (ত্রি) সু মা-ক্ত। ১ নির্ম্মিত। "মাত্রে নুতে সুমিতে ইন্দ্র" (ঋক্ ১০।৩।৬) 'সুমিতে নির্ম্মিতে' (সায়ণ) ২ সুষ্ঠু রূপে গৃহে স্থাপিত। "স্থূণেব সুমিত্‌ দৃংহত" (ঋক্ ৫।৪৫।২) 'সুমিতা সুষ্ঠু গৃহে স্থাপিতা' (সায়ণ)

সুমতি (স্ত্রী) সু-মা-ক্তিন্। ১ শোভমান বুদ্ধি বা শোভন-পরিমাণ।

"সুমিতী মীয়মানো বর্চ্চঃ" (ঋক্ ৩।৮।৩)

'সুমিতী শোভমানয়া বুদ্ধ্যা অথবা শোভনেন পরিমাণেন' (সায়ণ)

সুমিত্র (পুং) চতুর্বিংশতি অর্হৎপিতৃর অন্তর্গত বিংশার্হৎ পিতা। (হেম) ২ ইক্ষ্বাকু বংশীয় অর্হৎ সুব্রতের পিতা। বৃহদ্বলান্বয়, সুরথ রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।২৩অ°) (ত্রি) ৩ শোভন মিত্রযুক্ত, উত্তম মিত্রবিশিষ্ট।

"সুমিত্রঃ সোম নো ভব" (ঋক্ ১।৯১।১২) 'সুমিত্রঃ শোভনানি মিত্রাণি সখায়ো যস্য' (সায়ণ) (পুং) ৪ বৈদিক ঋষি-বিশেষ। ৫ এতন্নামক অগ্নি।

"মনুর্যদনীকং সুমিত্রঃ" (ঋক্ ১০।৬৯।৩)

'সুমিত্র এতন্নামকোঽহং' (সায়ণ)

৫ শোভন মিত্র। ৬ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশেষ। ৭ সৌবীর রাজভেদ। ৮ মিথিলাপতি। (ললিতবি°) ৯ অভিমন্যুর সারথি। (হরিবংশ) ১০ গদের পুত্র। ১১ সমীকের পুত্র। ১২ কৃষ্ণের পুত্র। (হরিবংশ) ১৩ অগ্নিমিত্রের পুত্র। ১৪ সুরথের পুত্র। ১৫ ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ১৬ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১৭২)

সুমিত্র, প্রাচীন সৌরাষ্ট্রজনপদের একজন রাজা। ভাগবতে ইনি শেষরাজ বলিয়া বর্ণিত। ঘটনাচক্রে পড়িয়া ইনি রাজপুতনা আসিতে বাধ্য হন এবং মেবার-রাজ্য স্থাপন করেন। রাজপুতনার ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেব ইঁহাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের (খৃঃ পূঃ ৫৭ অঃ) সম-সাময়িক বলিয়া অনুমান করেন।

সুমিত্রভূ (পুং) সগর। ইনি জৈনদিগের একজন চক্রবর্ত্তী।

সুমিত্রা (স্ত্রী) দশরথরাজপত্নী। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা। রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা এই তিনজন প্রধানা মহিষী ছিলেন। সুমিত্রার গর্ভে দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন। [দশরথ দেখ] ৩ মার্কণ্ডেয়ের মাতা। ৩ জয়দেবের মাতা।

সুমিত্র্য (ত্রি) শোভন বন্ধুত্বকারক।

"নো রাসস্তাং মহয়ে সুমিত্র্যাঃ" (ঋক্ ১০।৬১।৩)

'সুমিত্র্যাঃ শোভনসখিকর্ম্মাণঃ' (সায়ণ)

সুমীন (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মার্ক°পু°)

সুমুখ (পুং) শোভনং মুখং যস্য। ১ গরুড়পুত্র। (ভাগবত ৫।১০।১২) ২ গণেশ। ৩ শাকভেদ। ৪ নাগভেদ। (শব্দরত্না°) ৫ পণ্ডিত। ৬ সিতার্জ্জক। ৭ বনবর্ব্বরিকা। ৮ বর্ব্বর। (রাজনি°) (ক্লী) ৯ নখক্ষতবিশেষ। শোভনং মুখং। ১০ শোভন মুখ, উত্তমাস্য। (ত্রি) সুষ্ঠু মুখং যস্য। ১১ মনোজ্ঞ। ১২ সুন্দরানন, শোভনমুখবিশিষ্ট।

"সুনাসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ পীনাংসঃ সুস্মিতস্মিতঃ।"

(ভাগবত ৪।২১।১৫)

(পুং) ১৬ রাজিকাক্ষুপ। ১৭ জলচর পক্ষিবিশেষ। (চরক)

সুমুখসূ (পুং) সুমুখস্য সূরুৎপত্তি র্যস্মাৎ। ১ গরুড়। (ত্রিকা°) ২ উত্তমানন পিতা।

সুমুখা (স্ত্রী) শোভনং মুখং যস্যাঃ টাপ্। ১ সুন্দরী নারী, সুন্দরী স্ত্রী। ২ সুন্দরআননযুক্তা। (ভরত দ্বিরূপকোষ) ৩ দর্পণ।

সুমুখী (স্ত্রী) সুষ্ঠু মুখং যস্যাঃ (স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জ্জনাদসংযোগোপধাৎ। পা ৪।১।৫৪) ইতি ঙীষ্। সুন্দরী নারী, সুন্দরাননা।

"উমেতি মাত্রা তপসা নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" (কুমার ১।২৬)

২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তন্মধ্যে ৫, ৮, ও ১১ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণগুলি গুরু। (ছন্দোম°)

সুমুণ্ডীক (পুং) অসুরবিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

সুমুষ্টি (পুং) মুষ বন্ধনে ক্তিন্, শোভনা মুষ্টি র্যস্মাৎ। বিষমুষ্টিক্ষুপ। (ত্রি) ২ উত্তম মুষ্টিযুক্ত, দৃঢ়মুষ্টি।

সুমুহূর্ত্ত (পুং ক্লী) শুভ মুহূর্ত্ত, উত্তম সময়।

সুমূল (পুং) সুষ্ঠু মূলং যস্য। ১ শ্বেত শিগ্রু, সাদা সজিনা। (ক্লী) ২ শোভনমূল। (ত্রি) ৩ শোভনমূলবিশিষ্ট।

সুমূলক (ক্লী) শোভনং মূলং যস্য কপ্। গর্জর, গাঁজর।

সুমুষিত (ত্রি) বিড়ম্বিত। বঞ্চিত, প্রতারিত। (দিব্যা° ৩০।৩-৭)

সুমূলা (স্ত্রী) শোভনং মূলং যস্যাঃ টাপ্। ১ শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী।

সুমৃগ (ক্লী) মৃগয়ার্থ ভূমি।

সুমৃড়ীক (ত্রি) অতিশয় সুখী, অতি সুখযুক্ত।

"অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃড়ীকঃ" (ঋক্ ১।৩৫।১০)

'সুমৃড়ীকঃ সুষ্ঠু সুখয়িতা, সুষ্ঠু মৃড়ীকং সুখং যস্য' (সায়ণ)

সুমৃত্যু (পুং) সু শোভনো মৃত্যুঃ। ১ শোভন মৃত্যু, উত্তম মৃত্যু। (ত্রি) ২ উত্তম মৃত্যুযুক্ত, যাহার মৃত্যু শোভনরূপে হইয়াছে।

সুমৃষ্ট (ত্রি) সু-মৃজ-ক্ত। সুপরিষ্কৃত।

"পীতবাসা মহোরস্কঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।" (ভাগবত ৮।৮।৩৩)

সুমেক (ত্রি) সুদীপ্ত, অতিশয় দীপ্ত। "পথো অনক্তি সুধিতঃ সুমেকঃ" (ঋক্ ৪।৬।৩) 'সুমেকঃ সুদীপ্তঃ' (সায়ণ)

সুমেখল (পুং) শোভনা মেখলা যস্মাৎ। ১ মুঞ্জতৃণ, চলিত মুজ।

"মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

(ত্রি) ২ শোভনমেখলাযুক্ত।

সুমেঘ (পুং) ১ শোভন মেঘ, উত্তম মেঘ। (ত্রি) ২ উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট। "দাশুষে সুমেধা সবিতারিণীং" (ঋক্ ৮।৫।৬) 'সুমেধাং শোভনযজ্ঞাং' (সায়ণ)

সুমেধস্ (স্ত্রী) সুষ্ঠু মেধা অস্যাঃ (নিত্যমাসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫।৪।১২২) ইতি অসিচ্। ১ জ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত লতা-ফট্কী। (ত্রি) সুষ্ঠু মেধা যস্য। সুবুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট।

সুমেধা (ত্রি) উত্তম প্রজ্ঞ, উত্তমবুদ্ধিযুক্ত।

"সুমেধাং বৃহস্পতিং" (ঋক্ ১০।৪৭।৬)

'সুমেধাং সুপ্রজ্ঞং' (সায়ণ)

সুমেধ্য (ত্রি) সুপবিত্র, অতি পবিত্র।

সুমেরু (পুং) সুষ্ঠু মিনোতি ক্ষিপতি জ্যোতীংষি ইতি-সু-মি (মিপীভ্যাং রুঃ। উণ্ ৪।১০১) ইতি রু। পর্ব্বতবিশেষ, পৃথিবীর মধ্যস্থ পর্ব্বত। পর্য্যায় মেরু, হেমাদ্রি, রত্নসানু, সুরালয়, অমরাদ্রি, ভূস্বর্গ। (জটাধর) ২ পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত। ৩ জপ-মালা মধ্যস্থিত গুটিকা। ৪ সর্ব্বশেষ। ৫ বিদ্যাধর বিশেষ। ৬ শিব। (ত্রি) ৭ অতি সুন্দর।

।•। সুমেরু পর্ব্বতের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—

এই ভূমণ্ডল একটী প্রকাণ্ড পদ্মস্বরূপ। সপ্ত দ্বীপ তাহার কোষ, ঐ সপ্তদ্বীপরূপ কোষ মধ্যে অভ্যন্তরকোষ জম্বুদ্বীপ। এইটী প্রথম দ্বীপ, ইহার দীর্ঘতা নিযুত যোজন এবং বিস্তার লক্ষ যোজন। ঐ দ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে, ঐ সকল বর্ষ সীমাপর্ব্বত দ্বারা পরস্পর সুন্দর রূপে বিভক্ত হইয়া আছে। ঐ নববর্ষের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তরবর্ষ। তাহার মধ্য স্থলে কুল-পর্ব্বত সকলের রাজা সুমেরু নামে এক পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বত সুবর্ণময়। উহার উচ্চতা উক্ত দ্বীপের বিস্তার পরিমাণের তুল্য। এই পর্ব্বতের মস্তক ভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন, মূলদেশ ষোড়শ সহস্র যোজন, এবং মধ্যভাগ সহস্র যোজন। ইহা ভূমণ্ডলরূপ প্রকাণ্ড কমলের কর্ণিকার স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

উক্ত সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরু মন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে, ঐ সকল পর্ব্বতের প্রত্যেকের বিস্তার ও উচ্চতা দশ সহস্র যোজন। এই চারি পর্ব্ব-তের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ব্বত দক্ষিণোত্তর বিস্তৃত, এবং দক্ষিণোত্তর দিকের পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত।

উক্ত চারিটী পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই চারিটী বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত যোজন। এই বৃক্ষ সকল পার্ব্বত্য ধ্বজার ন্যায় একাদশ শত যোজন উচ্চ, এবং তাহাদের শাখা সকলও শত যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ বৃক্ষ চারিটীর অদূরে চারিটী হ্রদ আছে, তন্মধ্যে প্রথম হ্রদে দুগ্ধ, দ্বিতীয়ে মধুজল, তৃতীয়ে ইক্ষুরস জল এবং চতুর্থে শুদ্ধ জল। ঐ চারি হ্রদেরই জল অতি চমৎকার। উপদেবগণ এই সকল হ্রদের জলপান করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। ঐ স্থানে আরও চারিটী উদ্যান আছে; এই সকল উদ্যানের নাম নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র। দেবগণ এই সকল উদ্যানে সুরবালাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তাহাদের উদ্যানে যাইবার কালে গন্ধর্ব্বগণ তাহাদের মহিমা গান করেন।

উক্ত মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড় দেশে দেবচূত নামে একটী বৃক্ষ আছে, তাহার উচ্চতাও একাদশ শত যোজন। ঐ বৃক্ষের অগ্র-ভাগ হইতে সর্ব্বদা ভূরি ভূরি অমৃততুল্য ফল পতিত হয়, সেই সকল ফল পর্ব্বতের শৃঙ্গসদৃশ স্থূল। ঐ সকল বিশীর্য্যমাণ ফল অতি সুগন্ধ, এবং ইহার রস রক্তবর্ণ, ঐ সুবাসিত অরুণবর্ণ রস সকল জলরূপে পরিণত হইয়া অরুণোদা নামে নদী হইয়াছে। ঐ নদী মন্দর পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত বর্ষকে আপ্লাবিত করিতেছে। ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাগণ ঐ রস সেবন করিয়া অতি সুগন্ধি হইয়াছে। তাহারা গমন করিলে তাহাদের গাত্র-গন্ধে দশযোজন আমোদিত হয়।

মেরুমন্দর পর্ব্বতে যে জম্বুবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষের ফল অতিস্থূল এবং বীজ অতিসূক্ষ্ম। ঐ ফল উচ্চ হইতে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হয়, তাহার রসে জম্বুনদী নামে এক নদী হইয়াছে। এই নদীর উভয় তটের মৃত্তিকা জম্বু ফলের রসে অনুবিদ্ধ হইয়া বায়ু ও সূর্য্য সংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় জাম্বুনদ নামে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই সুবর্ণ দ্বারা সুরবালাগণের নানা-প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অপর সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে মহাকদম্ব নামে যে বৃক্ষ আছে, তাহার কোটর সকল হইতে পঞ্চব্যাম পরিমিত পাঁচটী মধু-ধারা নিঃসৃত হইতেছে। যাঁহারা ঐ মধুধারা সেবন করেন, তাঁহাদের মুখ হইতে নির্গত সুগন্ধ বায়ু সকল দিকে শতযোজন পর্য্যন্ত সুবাসিত করিয়া দেয়।

কুমুদ পর্ব্বতে শতবল্শ নামে যে বটবৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধ-দেশ হইতে অধোমুখে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, অন্ন প্রভৃতি, বসন-ভূষণ, শয়নআসনাদি সমুদায় অভিলষিত বস্তু দোহনকারী নদ-সকল ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া ইলাবৃত বর্ষ-বাসী জনগণের মহা উপকার সাধন করিতেছে। কারণ তথায় লোক সকল ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করায় তাহাদের অঙ্গবৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণ জন্য বৈবর্ণ্য কিছুই হয় না। যাবজ্জীবন কেবল তাঁহারা নিরতিশয় সুখ সম্ভোগে কালযাপন করে। সুমেরুর মূলদেশে কুরঙ্গ, কুবর প্রভৃতি পর্ব্বত চারিদিকে বিরচিত আছে। ঐ সকল পর্ব্বত কর্ণিকার ন্যায় অব-স্থিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের কেশর স্বরূপ হইয়াছে।

এই সুমেরুর পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত। ঐ দুই পর্ব্বত প্রত্যেকের উত্তর দিকে অষ্টাদশ যোজন আয়ত এবং দ্বিসহস্র

যোজন উচ্চ। এইরূপ পশ্চিম দিকে পবন ও পারিপাত্র পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকে কৈলাস ও করবীর গিরি। ঐ সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব-দিকে বিস্তৃত। উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত। এই প্রকারে মূল হইতে সহস্র যোজন পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে অগ্নির পরিধির ন্যায় ঐ আটটী পর্ব্বতে বেষ্টিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে শোভমান রহিয়াছে। এই সুমেরু পর্ব্বতের মস্তকোপরি মধ্যস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মার পুরী বিরচিত আছে,তাহার বিস্তার সহস্র অযুত যোজন। ঐ পুরী সুবর্ণনির্ম্মিত এবং চারিদিকে সম চতুষ্কোণ। ঐ পুরীর পশ্চাৎ চারিদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালের আটটী পুরী নির্ম্মিত আছে। এই সকল পুরীর বর্ণ ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালগণের বর্ণানুরূপ এবং প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রহ্মপুরী পরিমাণের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র যোজন। (ভাগব' ৫।১৬অ')

ভাগবতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে মানসোত্তরে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রসম্বন্ধিনী যে পুরী আছে, তাহার নাম দেবধানী, দক্ষিণ দিকে যমসম্বন্ধিনী পুরী, ইহার নাম সংযমনী,:পশ্চিমদিকে বরুণসম্বন্ধিনী পুরী, নাম নিম্লোচনী, উত্তর দিকে চন্দ্র সম্বন্ধিনী পুরী, নাম বিভাবরী। ঐ সকল পুরীতে সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্ন,অস্ত ও অর্দ্ধরাত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল উদয়াদিই প্রাণিগণের প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়াদি উপলক্ষ করিয়াই প্রাণিসমূহের চেষ্টাদি হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল প্রাণী সুমেরুতে অবস্থিত, দিবাকর তাহাদিগকে দিবা মধ্যগত হইয়া তাপ দিয়া থাকেন।

(ভাগবত ৫।২১ অ')

এই সুমেরু পর্ব্বত সুবর্ণময়। ইহার তিনটী প্রধান শৃঙ্গ আছে, ঐ সকল শৃঙ্গ স্ফটিক, বৈদূর্য্য ও মাণিক্যময়। এই সকল শৃঙ্গে এক বিংশতি স্বর্গ বিরাজিত আছে। দেবগণ ঐ সকল স্বর্গে সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বত পর্ব্বত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (নরসিংহ পু° ৩০ অ°) মৎস্য পুরাণ ৯৫ অ', কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

এই সুমেরু পর্ব্বত ও লঙ্কা হইতে সূর্য্যের রেখা কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, ইহা দ্বারা সূর্য্যের গতি অবগত হওয়া যায়।

[সূর্য্য শব্দ দেখ]

সুমেরু, ভোগোলিকগণ শীতপ্রধান সুমেরু প্রদেশকে যে বৃত্তরেখা দ্বারা বিভক্ত করেন, তাহার নাম সুমেরুমণ্ডল (Arctic zone) এবং ঐ প্রদেশের সর্ব্বোত্তরকেন্দ্র প্রকৃত উত্তর মেরু বা সুমেরু (North pole) বলিয়া পরিচিত। সুমেরুমণ্ডল অক্ষা° ৬° ৩২´ উঃ। হইতে সুমেরুকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যে কল্পিত বৃত্তরেখা ইহা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সুমেরু-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরত্ব ১৪০৮ ভৌগোলিক মাইল। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের কত লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল যে এখনও মানুষের অজ্ঞাত তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রচণ্ড শীত, ও বরফের উপর দিয়া যাতায়াতের দুর্গমতাবশতঃ আবিষ্কারের চেষ্টা বড়ই ধীর ও বিপদসঙ্কুল। তথাপি অধুনা এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ বড় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

সুমেরু প্রদেশ দক্ষিণ দিকে আসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার উত্তরসীমান্ত রেখা অতিক্রম করিয়াও কিয়দ্দূর নামিয়া আসিয়াছে। ইহার দক্ষিণ সীমা, এই সকল মহাদেশের অংশগুলি ও উত্তর আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের এবং ডেভিস্ ও বেরিং প্রণালীর জল রাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুমেরু মণ্ডলের পরিধির মোট দৈর্ঘ্য ৮৮৪০ মাইল—তন্মধ্যে আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগর ৬৮০, ডেভিস প্রণালী ১৬৫, ও বেরিং প্রণালী ৪৫ মাইল পরিমিত অংশ মাত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ঝালরের ন্যায় ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে এবং এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার সুমেরুপ্রান্তবর্ত্তী অংশসমূহের উত্তরে যে সকল দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহাতে বরফ স্রোতের গতি ও প্রবাহ-পথ অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর ও ডেভিস প্রণালীর মধ্যে গ্রীণলণ্ডের সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ অবস্থিত। ইহা সুমেরু সীমান্তরেখা অতিক্রম করিয়া ৫৮° ৪৮´ উঃ অক্ষা° রেখায়, ফেয়ার্-ওয়েল (Farewell = বিদায়) অন্তরীপে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

সুমেরু প্রদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রাচীন জাতিসমূহের কতদূর পরিচয় ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার অন্তর্গত থিউল নামক দ্বীপ দেখিয়া পাইথিয়াস্ যে সকল অদ্ভুত কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় এদেশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রাচীনদিগের প্রথম কথা। কিন্তু নবম শতাব্দীতে বাস্তবিকই কয়েক জন আয়র্লণ্ডবাসী খৃষ্টান সন্ন্যাসী আইস্‌লণ্ড (বরফের দেশ) দেখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ৮২৫ খৃঃ অব্দের সময়-সময় মঙ্ক ডাই সুইল লিখিয়াছিলেন যে, কয়েকজন সন্ন্যাসী কতিপয় মাস পর্য্যন্ত থিউলে অবস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে কর্কট-সংক্রান্তির সময় এখানে আদৌ অন্ধকার থাকে না।

ইংলণ্ডের প্রাচীনকালের রাজা আলফ্রেড্, অরোসিয়াসের অনুবাদে প্রথম মেরুযাত্রা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ওথার এবং উলফষ্টান, আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সর্ব্ব প্রথম মেরু প্রদেশে যাত্রা করেন, একথা তিনি ওথারের নিজ মুখেই অবগত হইয়াছিলেন। গল্পোক্ত স্থানগুলির প্রকৃত সংস্থান এখন নির্ণয় করা অসম্ভব, তবে এটুকু সম্ভবপর বলিয়া মনে

হয় যে, ওথার, উত্তর অন্তরীপ (North Cape) ঘুরিয়াও লাপ্‌লণ্ডের উপকূল দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

স্কন্দিনেভিয় উপদ্বীপের নর্মানেরা আইস্‌লণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনান্তর সর্ব্বপ্রথমে যাইয়া গ্রীন্‌লণ্ডের উপকূলে স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা এই চিরনীহারাবৃত প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া সুমেরুমণ্ডলের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করে। গ্রীন্‌লণ্ডের ব্রাটোলিড্-এইনারস্ জর্ডে নোর্সদিগের যে উপনিবেশ ছিল, তাহা ৬৫° ডিগ্রির উত্তরেও যে বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা মনে হয় না। কিন্তু একথা ঠিক যে গ্রীষ্ম ঋতুতে সিল (সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ) শিকারোপলক্ষে এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা সুমেরুর দক্ষিণ-সীমা অতিক্রম করিয়াও অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইত। অক্ষাং ৭৩° উত্তরে তাহাদের কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার এক খানা হইতে জানা যায় যে, উক্ত লিপি ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে যে আর একটি অভিযান বাহির হইয়াছিল, তাহা বারো প্রণালীতে অক্ষাং ৭৫° ৪৬´ উঃ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। বর্ত্তমান দেন্‌মার্কের উপনিবেশ উপারনিভিকের উত্তরে অক্ষা° ৭৩° উঃ পর্য্যন্ত তাহাদের সাধারণ শিকার-ভূমি বিস্তৃত ছিল।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নর্‌ওয়ের সঙ্গে গ্রীন্‌লণ্ডের সংবাদের আদান প্রদান ও যাতায়াত চলিয়াছিল। তাহার পরে নর্‌ওয়েতে কালা মড়ক (Black Death) নামক মহামারী আরম্ভ হয়। এদিকে ১৩৪৯ খৃঃ স্ক্রেলিং বা এস্‌কুইমো জাতি পশ্চিম ব্রীগ্‌ড্ বিপর্য্যস্ত করিয়া গ্রীন্‌লণ্ডের ঔপনিবেশিকদিগকে যাইয়া আক্রমণ করে। গ্রীন্‌লণ্ডের আদিম অধিবাসী ও পূর্ব্ব বীগ্‌ডের বিশপের প্রধান কর্ম্মচারী ইভার বার্ডসেনকে ইহাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহার লিখিত একখানা উপদেশলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আইস্‌লণ্ড হইতে কোন্ পথে উপনিবেশে যাইতে হয়, তাহার উপদেশ ও উপনিবেশের স্থান-সন্নিবেশের বিবরণ আছে। গ্রীন্‌লণ্ডের উপনিবেশগুলির প্রথম ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা এখনও বিশেষ মূল্যবান্ দলিল। ১৪০০ হইতে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে যাতায়াত ছিল, কিন্তু পরে ইহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই হইল সুমেরুপ্রদেশের পাশ্চাত্যজাতির পরিজ্ঞাত আদি ইতিহাস।

ইহার পরে যখন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গমনের নিকট পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়, তখন আবার নূতন করিয়া এদেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে তারিখে সার হিউ উইলাউবী এবং রিচার্ড চান্‌সেলারের অধিনায়কত্বে পৃথিবীর উত্তরাংশ আবিষ্কারের জন্য এবং নূতন ও অজ্ঞাত প্রদেশে ভ্রমণের পথ বাহির করিবার উদ্দেশ্যে জল-পথে এক অভিযান প্রেরিত হয়। নব-জেমব্লা আবিষ্কার করিবার পরে উইলাউবী লাপ্‌লণ্ডের কোন বন্দরে শীত ঋতুর অবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবার সংকল্প করেন। এখানে শীতে ও অনাহারে তিনি সদলবলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চান্‌সেলার সেণ্ট নিকোলাস্ উপসাগর পর্য্যন্ত পৌছিয়া, আর্ক-এঞ্জেলের সন্নিকটে অবতরণ করেন। এখান হইতে মস্কো যাইয়া ও রুষিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে মেরু-যাত্রার সার্থকতা ও আবশ্যকতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহার ফলে "মার্চ্চেণ্ট আড্‌ভেন্‌চারার্স এসোসিয়েশন্" নামক সম্প্রদায়কে রাজসরকার হইতে মেরু-যাত্রার সনন্দ প্রদান করা হয়।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে চান্‌সেলারের পূর্ব্বসহচর ষ্টিফেন্‌বারো যে সমুদ্রযাত্রা করেন, তাহার বৃত্তান্ত তিনি সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। আর্ক-এঞ্জেলে যাইয়া তিনি, যে প্রণালী দিয়া কারা-সাগরে যাওয়া যায়, নব-জেমব্লা এবং ওয়েগট্ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সেই প্রণালী আবিষ্কার করেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত "মার্চ্চেণ্ট আড্‌ভেন্‌চারার্স" সমিতি, আর্থার পেট্ ও চার্‌লস্ যাক্‌মানের অধীনে দুই খানা জাহাজ প্রেরণ করেন। তাহাদিগকে বারোর আবিষ্কৃত প্রণালী বাহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ওবি নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া হইল। কারাসাগরাভিগামী প্রণালীতে পৌছিয়া ও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া পেট্ নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নর্‌ওয়ের কোন বন্দরে শীত ঋতু অতিবাহিত করিয় যাক্‌মান্ স্বদেশের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু ইহার পরে যে তাহার ও তাহার দলের লোকের কি হইল, সে সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ভেনিস্ হইতে যে বিবরণ ও মানচিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারা বহু বৎসর পর্য্যন্ত মেরু প্রদেশীয় স্থান সন্নিবেশ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা পরিচালিত হইয়াছিল। নিকোলো জিনো নামক একজন ভেনিসীয় সম্ভ্রান্ত লোক ইহা প্রচার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিকোলো নামধেয় তাহার একজন পূর্ব্বপুরুষ উত্তরসমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হন। এই উপলক্ষে জাহাজপরিচালকরূপে তিনি জিকান্‌মি নামক একজন রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার সহোদর আণ্টোনিও যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হন। ইহার চারি বৎসর পরে, যে স্থানকে তিনি ফ্রিজ্‌লণ্ড আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন সে স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। আণ্টোনিও আরও দশবৎসর কাল জিকনমির চাকুরী করিয়া ভেনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই

ভ্রাতৃদ্বয়ের খণ্ডিত পত্রাবলী ও মানচিত্র হইতেই প্রচারক তাহাঁর বিবরণ ও মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রায় শতাব্দী ধরিয়া তাহা লইয়া ভৌগোলিক ও আবিষ্কারকগণ মহা আন্দোলন করিতে থাকেন। অবশেষে, গভীর গবেষণার পরে মিঃ মেজর, জিনোর প্রচারিত মানচিত্রের স্থানগুলিকে এই ভাবে চিনাইয়া দেন—এন্‌গ্রোণ্‌ লণ্ট্‌—গ্রীণলণ্ড; আইলণ্ড—আইস্‌লণ্ড; এষ্ট্‌-লণ্ড্‌—কোটলণ্ডস্‌; ফ্রিজলণ্ড—ফারো আইলস্‌ (দ্বীপ), মার্ক-লণ্ড—নব স্কোশিয়া; এষ্টোটিলণ্ড—নিউ ফাউণ্ডলণ্ড; দ্রোজিও—উত্তর আমেরিকার-উপকূল; আইকোরিয়া—আয়র্লণ্ডের কেরি উপকূল।

ইহার পরে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে উত্তর-পশ্চিম দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার নিকটতর পথ আবিষ্কার করিবার মানসে ফ্রবিষার নামক একজন ইংরাজ "গেব্রিয়েল" ও "মাইকেল নামক দুইখানা ছোট জাহাজে করিয়া সুমেরুর পথে বাহির হইলেন। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে আসিয়াই মাইকেল যাত্রা সংকল্প ত্যাগ করিল, তখন একা গেব্রিয়েলই উদ্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় চলিতে লাগিল। ২০এ জুলাই তারিখে ফ্রবিষার উচ্চ ভূমি দেখিতে পাইলেন; ইহার নাম তিনি কুইন্‌ এলিজাবেথ্‌স্‌ ফোর্‌লণ্ড (রাণী এলিজাবেথের অগ্রভূমি) রাখিলেন। পর দিবস তিনি যে প্রণালীতে প্রবেশ করেন, তাহার নাম তিনি 'মেটা ইন্‌কগ্‌নিটা' (অজ্ঞাত) রাখেন। বহু সংখ্যক চারা গাছের ও পাথরের নমুনা লইয়া শরৎকালে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। একখণ্ড চক্‌চকে বহুস্তরবিভক্ত অভ্র দেখিয়া কতকগুলি লোকের ধারণা জন্মিল যে ইহার মধ্যে সুবর্ণ-রেণু সংমিশ্রিত আছে। ইহাতে ইংলণ্ডে লোকের আগ্রহ বাড়িয়া গেল, এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক বড় বড় অভিযান প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় অভিযানে পনের খানা জাহাজ প্রেরিত হইল। 'এম্‌ মা' নামক ব্রিজ্‌ওয়াটারের এক খানা বাস্‌সি (ছোট জাহাজ) ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ প্রচার করিল যে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ইহা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে স্থল দেখিতে পাইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার ধার দিয়া বাহিয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত ফ্রবিষার প্রণালী গ্রীন্‌লণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ধারণা ছিল; তখন ইহার দক্ষিণাবস্থিত স্থানকে ফ্রিজ্‌লণ্ড বলা হইত। এখন পরিষ্কার জানা গিয়াছে যে, ফ্রবিষার কখনও গ্রীন্‌লণ্ড চক্ষুতে দেখেন নাই; তাহার নামধেয় প্রণালী ও 'মেটা ইন্‌কগনিটা' ডেভিস্‌ প্রণালীর সন্নিকটে আমেরিকার দিকে অবস্থিত।

ইহার পরে উইলিয়াম্‌ সাণ্ডার্স‌ন্‌ প্রভৃতি বণিক্‌দিগের সহায়তায় ও আনুকূল্যে জন্‌ ডেভিস্‌ নামক একজন নৌবিজ্ঞানাভিজ্ঞ ইংরাজ উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য তিনবার সমুদ্রযাত্রা করেন। প্রথম বার ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে, তিনি ডার্টমাউথ হইতে বাহির হইয়া নোর্স‌দিগের পরিত্যাগের পরে সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রীন্‌লণ্ডের পশ্চিম উপকূল পরিদর্শন করেন। তিনি ইহার 'লণ্ড অব্‌ ডিসোলেশন্‌' (পরিত্যক্ত প্রদেশ) নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি ৬৪°১০´ উত্তরে গিলবার্ট‌স্‌ প্রণালী আবিষ্কার করেন ও স্বনামখ্যাত প্রণালী পার হইয় ইহার পশ্চিমকূলের কিয়দংশ দেখিয়া আসেন। দ্বিতীয় বারের যাত্রায় তিনি হাড্‌সন্‌ প্রণালীতে যে প্রচণ্ড জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আসেন। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় বার বহির্গত হন। এবারে ৭২° ৪১´ উত্তরে তিনি একটি গ্রেনাইট্‌ পাথরের দ্বীপ আবিষ্কার করেন ও তাহার নাম 'সাণ্ডার্স‌ন্‌স্‌ হোপ্‌' (সাণ্ডার্স‌নের আশা) রাখেন।

তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজেরাও একটা উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে আম্‌ষ্টার-ডামের বণিক্‌-সম্প্রদায়ের সাহায্যে বেরেণ্টস্‌ বৃহৎ একখানা অর্ণব-পোত লইয়া এই পথ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হইলেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি নব জেম্‌ব্লা দেখিতে পান; ইহার পরে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত বরফ-প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা কষ্টে রাস্তা করিয়া তিনি নাসাউ অন্তরীপ ও একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ অরেঞ্জ (কমলা) দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ওলন্দাজদিগের প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযানে বিশেষ কোন ফলদায়ক হয় নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে আবার জেকব্‌ হিম্‌স্কার্ক ও রিজ্‌প্‌ এর অধিনায়কত্বে আর এক অভিযান প্রেরিত হয়। তাঁহারা ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিয়া আসিয়া ৯ই জুন তারিখে বেয়ার্‌ (ভল্লূক) দ্বীপ আবিষ্কার করেন। আরও উত্তরে আসিয়া তাঁহারা স্পিট্‌সবার্‌জেনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দেখিতে পান। বরফস্তূপের জন্য তাঁহারা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই স্থানকে তাঁহারা গ্রীন্‌লণ্ডেরই একাংশ বলিয়া মনে করেন ও 'নূতন দেশ' (নিউ লণ্ড) বলিয়া ইহার নামকরণ করেন। ১লা জুলাই তারিখে তাঁহারা আবার বেয়ার্‌ দ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। এখান হইতে হিম্‌স্কার্ক পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৬এ আগষ্ট তারিখে ইহার উত্তর সীমা ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহারা আইস-হাভেনে (বরফ বন্দরে) পৌছিলেন। এখানে শীত কাটাইয়া বসন্ত-সমাগমে তাঁহারা নৌকা করিয়া লাপ্‌লণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন ও পরিশেষে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই অভিযানের ফলে হলণ্ডে তিমি ও সিল শিকারের ব্যবসায় আরম্ভ হইল।

মেরু প্রদেশ আবিষ্কারের জন্য বিলাতে মাস্কোভি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার কর্ম্মচারী হেন্‌রি হাড্‌সন্‌ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রযাত্রা করেন। এ পর্য্যন্ত গ্রীন্‌লণ্ডের যত দূর দেখা হইয়াছে, তিনি তাহারও উত্তরে যাইয়া ৭৩° উত্তরে পৌছিলেন ও এ স্থানের নাম 'হোল্ড্‌ উইথ্‌ হোপ' (আশায় ধরিয়া থাক) রাখিলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হইয়া ৮০° ২৩´ উঃ গ্রীন্‌লণ্ড ও স্পিটস্‌বার্জেনের মধ্যবর্ত্তী বরফ-রেখা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি 'জান্‌ মাইয়েন্‌' দ্বীপ আবিষ্কার করেন; তখন তিনি ইহার নাম 'হাড্‌সনস্‌ টাচেস্‌' রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় যাত্রায় তিনি উত্তর আমেরিকার উপকূল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসেন ও স্বনামধেয় নদীটি আবিষ্কার করেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার স্বনামখ্যাত প্রণালী ও উপসাগর আবিষ্কার করেন।

ইহার ফলে তিমি-শিকারের ধূম পড়িয়া গেল। শিকারীরা স্পিটস্‌বার্জেন্‌ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনে ও ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন্‌ এজ্‌ পূর্ব্বদিকে প্রকাণ্ড এক দ্বীপ আবিষ্কার করেন, ইহার নাম তিনি 'ওয়াইচির দ্বীপ' রাখেন।

১৬১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সার টমাস্‌ বাটন্‌ নামক একজন ইংরাজ দুই খানা জাহাজ লইয়া পশ্চিম প্রদেশ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হন। হাড্‌সন্‌ উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যাইয়া ইহার পশ্চিমকূলে ৫৭°১০´ উত্তরে এক নদীর মোহানায় শীত অতিবাহন করেন; জাহাজের কাপ্তেনের নামানুসারে এ নদীর নাম নেলসন্‌ নদী রাখা হয়। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি সাউদাম্পটন্‌ দ্বীপের ৬৫° উঃ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া শরৎকালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাইলট্‌ ও বাফিন্‌ নামক দুইজন ইংরাজ ডেভিস্‌ প্রণালী বাহিয়া সাণ্ডারসনস্‌ হোপ্‌ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং বৃহত্তর প্রণালী হইতে বহির্গত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী আবিষ্কার করেন। তদবধি এই গুলির নাম বাফিন্‌ উপসাগর হইয়া রহিয়াছে। বাফিন্‌ সর্ব্বোত্তর জলপথটির নাম স্মিথ্‌ প্রণালী রাখেন। উলষ্টেন্‌ হোম প্রণালী, ডাড্‌লী ডিগ্‌স্‌ অন্তরীপ, হাক্‌লুইট্‌ দ্বীপ, লাংকেষ্টার প্রণালী, জোনস্‌ প্রণালী ও কেরি দ্বীপপুঞ্জ—এই সকলই তিনি আবিষ্কার করেন।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ও বৃষ্টলের বণিক্‌-সম্প্রদায় দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। লণ্ডন হইতে যাঁহারা যান, তাঁহাদের নেতা লিউক্‌ ফক্স হাড্‌সন্‌ উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী 'সার টমাস্‌ রো'র ওয়েলকাম্‌ নামক স্থান পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং ইহার পরে বৃষ্টল্‌ অভিযানের সমভিব্যাহারে হাড্‌সন্‌ উপসাগরের উত্তরে ৬৬° ৫৭´ উঃ পর্য্যন্ত গমন করেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী প্রধানতঃ আবিষ্কার কার্য্যে অতিবাহিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দী এই আবিষ্কারের ফলভোগে ব্যয়িত হইল।

কয়েকটি নিষ্ফল অভিযানের পরে কাপ্তেন্‌ ক্রিষ্টোফার মিড্‌ল্‌টনের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হয়। ইনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বহির্গত হন এবং চার্চ্চিল নদী ও রিপাল্‌স্‌ উপসাগর আবিষ্কার করেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মূরও সেই দিকেই যাত্রা করেন এবং ওয়েজার ইন্‌লেট্‌ (খাড়ি) পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সামুয়েল হার্ণ কপারমাইন্‌ নদী বাহিয়া মেরু প্রদেশীয় সাগর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া আসেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আলেক্‌সান্দর মাকেঞ্জি, মাকেঞ্জি নদীর মোহানা আবিষ্কার করেন। তৎপূর্ব্বে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে বেরিং সাহেব এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এক প্রণালী আবিষ্কার করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বহির্গত হন এবং বেরিং মাউণ্ট-সেণ্ট-ইলায়াস্‌ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। আলিউটিয়ান্‌ দ্বীপপুঞ্জও তিনি সবিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু একটা দ্বীপে আহত হইয়া জাহাজ খানা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার দলের অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অবশেষে ১৭৪১ খৃঃ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর তিনি নিজেও ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে লিয়াখফ্‌ নামক একজন রুষ বণিক্‌ নূতন সাইবেরিয়া বা লিয়াখফ্‌ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন তারিখে কাপ্তেন্‌ ফিপ্স্‌সের নেতৃত্বে ইংলণ্ড হইতে নূতন এক অভিযান প্রেরিত হয়। ইহারা সপ্তদ্বীপে (Seven Islands) পৌছিয়া ওয়াল্ডেন দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহার উত্তরে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব বোধ হইল। স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেন দ্বীপাবলীর মধ্যভাগে ৮০°৪৮´ উঃ পর্য্যন্ত পৌছিয়া তাঁহারা দেখিলেন ২৪ ফুট গভীর বরফ জমিয়া রহিয়াছে। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফিপ্‌স্‌ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। পাঁচ বৎসর পরে কামাস্‌কাট্‌কা হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবার এবং প্রশান্ত হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত একটা পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর পথ খুঁজিয়া দেখিবার ভার কাপ্তেন্‌ কুকের উপর সংন্যস্ত হইল। তদনুসারে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি যাইয়া আমেরিকার পশ্চিমতম প্রান্তে অবস্থিত প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ অন্তরীপে উপস্থিত হইলেন। ১৭ই আগষ্ট তারিখে আইসী (বরফ সমাচ্ছন্ন) অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল। আমেরিকার দিকে এতদূর পর্য্যন্ত আর কেহ পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এসিয়ার দিকেও তিনি উত্তর অন্তরীপ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন।

ফরাসী বিপ্লবের অবসানে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সার জন্ ব্যারো সুমেরু প্রদেশ অনুসন্ধানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার আগ্রহ ও যত্নে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তৎসম্বন্ধে এক আইন্ প্রণয়ন করেন। ইহা দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য ২০০০০ পাউণ্ড এবং ৮৯° উঃ পর্য্যন্ত পৌছিবার জন্য ৫০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যাঁহারা যতদুর আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাঁহারা তদনুরূপ পুরস্কার পাইবেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারো স্পিট্স্-বার্জেনের পথে একটি ও বাফিন্স্ উপসাগরের পথে আর একটি অভিযান প্রেরণ করিলেন। স্পিট্স্-বার্জেনের অভিযান, কাপ্তেন্ বুকান্ ও লেফ্টেনাণ্ট ফ্রাঙ্কলিনের অধিনায়কত্বে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বহির্গত হইল। কিন্তু বরফে আহত হইয়া, ভগ্ন ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া তাঁহাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হইল। কাপ্তেন্ রস ও লেফ্টেনাণ্ট পারির নেতৃত্বে ১৮২৮ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় অভিযান বাফিন্স্ উপসাগরের পথে রওনা হইল। ইহার ফলে বাফিন্স উপসাগরের "উত্তর জলে" সিল ও তিমি শিকারের ধুম পড়িয়া যায়।

পর বৎসর পারি আবার দুই খানা জাহাজ লইয়া লাংকেষ্টার প্রণালীর মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রণালীর উর্দ্ধাংশের নাম তিনি "ব্যারো প্রণালী" রাখেন। এই পথে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা দ্বীপপুঞ্জ পড়ে; তদবধি ইহার নাম পারিদ্বীপমালা হইয়াছে। উত্তর দিকে একটা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইয়া তিনি ইহার নাম ওয়েলিংটন্ প্রণালী রাখেন ও ৩০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বাহিয়া মেল্ভিল্ দ্বীপে যাইয়া উপনীত হন। দুর্ভেদ্য বরফ-স্তূপের জন্য আর অধিকদুর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁহাকে শীত ঋতু অতিবাহিত করিতে হয়। এই অভিযান ১৮২০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ফিরিয়া আসে। কাপ্তেন পারির নেতৃত্বে ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৮ই মে তারিখে আর একটি অভিযানও প্রেরিত হইল। ইহা ৬৯° ২০´ উঃ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া হাডসন্ উপসাগরের উর্দ্ধদেশ হইতে পশ্চিমাভিমুখে যে প্রণালী বাহির হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করেন। পারি ইহার নাম ফিউরি ও হেকুলা প্রণালী রাখেন। এই অভিযান ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তৎপূর্ব্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে আমেরিকার উত্তর প্রান্ত আবিষ্কারের জন্য আর একটি অভিযানও প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮২০ খৃঃঅব্দের আগষ্ট মাসে তাহা কপারমাইন্ নদীর অভিমুখে রওনা হয় এবং ক্রমে ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে নদীর মোহানায় যাইয়া পৌছে। এখান হইতে ফ্রাঙ্কলিন্ ৭৫০ মাইল পর্য্যন্ত উপকূল-রেখা পরিদর্শন করিয়া টার্ণ-এগেন্ অন্তরীপে যাইয়া উপস্থিত হন। পারি দ্বিতীয় যাত্রায় যে সকল স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত টার্ণ-এগেনের সংযোগ স্থাপন করার মানসে প্রথমবার যে চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই।

ইহার পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পারি, বীচি ও ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে একত্র তিনটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। পারি এবার কিছুই করিতে পারেন নাই। বীচি ১৮০৬ খৃঃ অব্দের আগষ্টমাসে বেরিং প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া ৭১°২৩´৩০´´ উত্তরে ব্যারো অন্তরীপ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। ফ্রাঙ্কলিন্ ১৮২৫-২৬ খৃঃঅব্দে মাকেঞ্জি নদী বাহিয়া ইহার মোহানায় যাইয়া পৌছেন এবং এখান হইতে পশ্চিম অভিমুখে ৩৭৪ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূল পর্য্যবেক্ষণ করেন। এদিকে ডাঃ রিচার্ডসনও আর এক অভিযান লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি মাকেঞ্জি নদীর ও কপারমাইন্ নদীর মোহানার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে যে ভূভাগ দেখিতে পান, তাহার নাম উলাষ্টান্লণ্ড রাখেন। সেই ভূভাগও ঐ নদীদ্বয়ের মধ্যে যে প্রণালী প্রবাহিত, তাহার নাম রাখা হইল 'ইউনিয়ান ও ডলফিন্ প্রণালী'। তাঁহারা সকলেই ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮২১ হইতে ১৮২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লাট্কি নামক রুষিয়ার একজন কাপ্তেন নাসাউ পর্য্যন্ত নবজেমব্লার পশ্চিমউপকূল জরিপ করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'পেণ্ডিউলাম্ অবজারভেশনের' জন্য কাপ্তেন্ সেবাইন্ মেরুযাত্রা করেন। তিনি ৭৫° ৩০´ উঃ প্রদেশের তুষার-সমুদ্রের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে রাস্তা করিয়া গ্রীন্লণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে যাইয়া পৌছেন। এখানে পেণ্ডিউলাম্ দ্বীপে তিনি পেণ্ডিউলাম্ পরীক্ষা করেন। ইহার ফলে নির্ণীত হয় যে, ঐ স্থানটি ৭৬° হইতে ৭২° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে পারি বরফের উপর দিয়া গমনসমর্থ 'স্লেজ্বোট' নামক নৌকার সাহায্যে ৮৫° ৪৫´ উঃ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন।

১৮২৮ খৃঃঅব্দে ডেন্মার্কের নৌ-কাপ্তেন গ্রাঃ সাহেব বিদায় অন্তরীপ (Cape Farewell) ঘুরিয়া আসিয়া গ্রীন্লণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে ৬৫° ১৮´ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন।

১৮২৯ খৃঃঅব্দে কাপ্তেন্ রস প্রিন্স রিজেণ্টের খাড়ি (Inlet) দিয়া বুথিয়া উপসাগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং এখানে যে স্থানে তিনি শীত অতিবাহিত করেন, তাহার নাম তিনি স্বকীয় পৃষ্টপোষকের নামানুসারে বুথিয়া ফেলিক্স্ রাখেন। তাঁহার সঙ্গে জেম্স্-রস্ নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ঐ স্থানটি

ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে ইহার পশ্চিম উপকূলে তিনি ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ১লা জুন্ তারিখে দিগ্দর্শনযন্ত্রে উত্তরমেরুর সংস্থান আবিষ্কার করেন। বুথিয়ার পশ্চিমদিকে তিনি যে স্থান আবিষ্কার করেন, তাহার নাম তিনি কিং-উইলিয়াম্-লণ্ড রাখেন। সর্ব্বোত্তরে যে অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল, তাহার নাম রাখা হইল ফেলিক্স অন্তরীপ। এখান হইতে সমুদ্রোপকূল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে নামিয়া আসিয়া ভিক্টরী অন্তরীপ শেষ হইয়াছে। চারি বৎসরের মধ্যেও ইহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। ইহাদিগের সংবাদ পাইবার জন্য ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে সার জর্জ্জ বেক্ ও ডাঃ রিচার্ড কিং বহির্গত হইলেন। গ্রেট্ স্লেভ্লেক (মহাদাস হ্রদে) শীত কাটাইয়া তাঁহারা ১৮৩৪ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন তারিখে রিলায়ান্স দুর্গ ত্যাগ করেন ও ফিস্ (মৎস্য) নদী অবতরণ করিয়া ৬৭° ১৭´ উত্তরে ইহার মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হন।

'হাড্সন্স বে কোম্পানী' নামে আবিষ্কার-কার্য্যসংসাধনের জন্য যে দল সংগঠিত হয়, তাঁহারাই আমেরিকার উত্তর-মেরুর অন্তর্গত প্রদেশগুলির আবিষ্কারকার্য্য সম্পূর্ণ করেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে মাকেঞ্জি নদীর মোহানার সঙ্গে বারো অন্তরীপের সংযোগ স্থাপন করা হয়। দুই বৎসর পরে এই কোম্পানীর প্রেরিত সিম্সন্ সাহেব টার্ণ-এগেন্ অন্তরীপ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গ্রেট্-ফিস্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত এক পথ আবিষ্কার করেন। এখানে মন্ট্রিয়েল নামক দ্বীপে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে তিনি কাষ্টর ও পোলাক্স নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ফিরিবার সময় তিনি এক প্রণালীর উত্তর প্রান্ত (অর্থাৎ কিং উইলিয়াম্ দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত) দিয়া আসিতে থাকেন। সর্ব্ব দক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরীপটির নাম বাখা হইল হারসেল অন্তরীপ। এখানে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ২৬এ আগষ্ট তারিখে তিনি এক কুটীর নির্ম্মাণ করেন। আমেরিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলের যে সামান্য অংশ এখন আবিষ্কার করিতে বাকি রহিল, তাহার ভার ১৮১৬ খৃঃ অব্দে হাড্সন-বে-কোম্পানীর একজন গোমস্তা ডাঃ জন্ রেইর উপর সংন্যস্ত হইল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া এক বৃহৎ উপসাগরের উপকূল-প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করেন; ইহার উপকূল-রেখা ৭০০ মাইল দীর্ঘ। এই ভাবে তিনি ফিউরী ও হেক্লা প্রণালীর মুখের সঙ্গে বুথিয়া উপকূলের সংযোগ সাধন করেন ও প্রমাণ করেন যে বুথিয়া আমেরিকা মহাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইংরাজেরা যখন মেরু-প্রদেশান্তর্গত আমেরিকা লইয়া এই ভাবে খাটিতেছিলেন, রুষগণ তখন সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে লেফ্টেনান্ট আঞ্জু নিউ-সাইবেরিয়া-দ্বীপসমূহ সম্পূর্ণ জরিপ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহার উত্তরে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ১৮২০—২৩ খৃষ্টাব্দে বারণ রাঙ্গেল, কলিমা নদীর মুখ হইতে কুকুরবাহিত বরফে চলিবার গাড়ী করিয়া চারিবার যাত্রা করেন। তিনি সেলাগস্কর অন্তরীপ ও কলিমা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া উত্তর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বরফ অতি পাতলা বলিয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে একজন দেশীয় রাজার নিকট হইতে তিনি সংবাদ পান যে উত্তর দিকে কয়েক ক্রোশ দূরে আবার স্থল আছে। অধুনা সাইবেরিয়ার সুমেরু প্রদেশান্তর্গত অংশসমূহ সমস্তই আবিষ্কৃত ও বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন জাহাজ সর্ব্বোত্তর অন্তরীপটি ঘুরিয়া আসিতে পারে নাই। তাহা হইলেই পূর্ব্বোত্তর পথটি আবিষ্কার হইয়া যায়।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে লাংকেষ্টার প্রণালী হইতে বেরিং-প্রণালী পর্য্যন্ত একটা পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সার জন্ ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে একটা অভিযান প্রেরিত হয়। বীচি দ্বীপে শীত কাটাইয়া ফ্রাঙ্কলিন্, পারি কর্ত্তৃক ১৮১৯ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত উত্তর সমার্সেট্ প্রদেশের পশ্চিম উপকূল বাহিয়া যে প্রণালী প্রবাহিত, পীল সাউণ্ড নামধেয় সেই প্রণালী দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিং উইলিয়াম দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বহুদূর পর্য্যন্ত দুই দিকেই স্থল, কিন্তু যেমন তিনি পশ্চিম তীরের দক্ষিণতম সীমা ছাড়াইয়া আসিলেন, অমনি মেলভিল্ দ্বীপ হইতে কিং উইলিয়ম্ দ্বীপের দিকে যে ভীষণ বরফ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, একেবারে তাহার উপর যাইয়া পড়িলেন। এই থানেই অভিযানের শেষ হইল।

এদিকে তাঁহারা ফিরিয়া না আসাতে ১৮৪৮ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডে একটা মহা উদ্বেগের সঞ্চার হইল। একটা বিরাট্ অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইল। কলিন্সনের অধীনে বেরিং প্রণালীর পথে এক অভিযান, এবং কাপ্তেন অষ্টিনের অধীনে বারো প্রণালীর পথে আর এক অভিযান প্রেরিত হইল। এই পথে কাপ্তেন পেনী নামক একজন তিমি-শিকারীর অধীনে তৃতীয় এক অভিযানও রওনা হইল। অষ্টিন এবং পেনী বারো প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া বীচি দ্বীপে ফ্রাঙ্কলিনের শীতাবাস দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কোন্ পথে যে ঐ অভিযান গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অষ্টিন গ্রিফিৎ দ্বীপে ও পেনী কর্ণওয়ালিস দ্বীপে শীত কাটাইয়া, বিস্তৃত রূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। পেনী ওয়েলিংটন প্রণালী দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ক্লিন্টক ৮১ দিনে ৭৭০ মাইল অতিক্রম করিয়া মেল্ভিল্

দ্বীপে যাইয়া পৌঁছিলেন ; ওস্মানী ও অস্‌বর্ণ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন, লেফ্‌টেনান্ট ব্রাউন পীল-প্রণালীর পশ্চিমোপকূলে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের আর কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। তখন জোন্‌স প্রণালীতে প্রবেশের পথে অনুসন্ধান করিয়া অষ্টিন ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই বৎসর লেডি ফ্রাঙ্কলিন স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য যে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহার কাপ্তেন কেনেডি ও লেফ্‌টেনান্ট বেলট্, বুথিয়া ও উত্তর সমারসেটের মধ্যবর্ত্তী বেলট প্রণালী আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করেন যে এই প্রণালীর বুথিয়া-উপকূলই আমেরিকা-মহাদেশের সর্ব্বোত্তর সীমা।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কলিন্‌সন্ যে অভিযান লইয়া বহির্গত হন, তাহা বেরিং ও প্রিন্সস্ আল্‌বার্ট দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ নামক সঙ্কীর্ণ প্রণালী বাহিয়া প্রিন্সেস্ রয়েল দ্বীপসমূহে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পরে দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ৭১° ৩৫´ উঃ ও ১১৭° ৩৫´ পঃ প্রিন্স আলবার্ট দ্বীপে শীত অতিবাহন করেন। ১৮৫২খৃঃ অব্দে উত্তর আমেরিকার উপকূল বাহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কলিন্‌সন্ ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে কেম্‌ব্রিজ উপসাগরে আসিয়া উপনীত হন। এখানে ভিক্টোরিয়া নামক স্থানের ৭০° ২৬´ উঃ ও ১০০° ৪৫´ পঃ পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ রূপে পরিদর্শন করেন। ইহার পরে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ৭০° ৪´ উঃ ও ১৪৫° ২৯° পশ্চিমে কামডেন উপসাগরে শীত অতিবাহিত করেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

তাঁহাদের সঙ্গে আর একখানা জাহাজ লইয়া এম্ ক্লিউরি আসিয়াছিলেন। প্রিন্সেস্ রয়াল দ্বীপে আসিয়া তিনি কোন এক পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে বারোপ্রণালীর উপরিভাগে একেবারে বরফ জমিয়া গিয়াছে। তখন বেরিং-দ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্ত ঘুরিয়া আসিয়া তিনি ঐ স্থানের পশ্চিমোপকূল ও তুষার-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে তিনি যাইয়া বাঙ্কস্‌লণ্ডের উত্তর সীমায় পৌঁছিলেন। ক্লিউরি এই স্থানের নাম রাখেন 'বে অব্ গড্‌স্ মার্শি' (ঈশ্বরের দয়ার উপসাগর)। এখানে আসিয়া জাহাজ একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে একখানা জাহাজের ভার কাপ্তেন কেলেটের উপর সমর্পিত হয়। তাঁহারা নানা স্থান ঘুরিয়া আসিয়া ক্লিউরীর অবস্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হন, ও অবশেষে ক্লিউরির শোচনীয় অবস্থা জানিতে পারিয়া কেলেট তাঁহাকে সদলবলে আপনার জাহাজে উঠাইয়া লয়েন (১৮৫৩, ১৭ই জানুয়ারি)। ক্লিউরি সুধু যে একটা উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার করেন তাহা নহে, ইহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও দেখেন। পরবর্ত্তী বৎসর সকলে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

পদব্রজে ঘুরিয়া দেখিবার জন্য কেলেটের দলে ক্লিণ্টক, মেচাম্ প্রভৃতি কয়েকজন লোক গিয়াছিলেন। তাঁহারা মেলভিল্ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর ও পশ্চিমদিকের যে সকল স্থান আবিষ্কারের বাকী ছিল, তাহা, এবং আরও পশ্চিমে অবস্থিত প্রিন্স পেট্রিক নামক দ্বীপটির সমস্ত প্রান্তসীমাটি আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পদব্রজে বা স্লেজে চড়িয়া ১০০০।১২০০ মাইল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া আসেন।

কিং উইলিয়াম্‌লণ্ড যে একটী দ্বীপ, ইহা প্রমাণ করিবার মানসে ও আমেরিকার উপকূলপ্রদেশের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ডাঃ রেই সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি চেষ্টারফিল্ড উপসাগরের ও কুয়োইক্ নদীর উর্দ্ধদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহিয়া যাইয়া রিপাল্‌স্ উপসাগরে শীত অতিবাহন করেন। এখানে মৃগমাংস ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি সিম্‌প্‌সনের আবিষ্কৃত প্রদেশের সঙ্গে জেম্‌স্ রসের আবিষ্কৃত প্রদেশের সংযোগ সংস্থাপন করিয়া প্রমাণ করেন যে কিংউইলিয়ামলণ্ড বাস্তবিকই একটী দ্বীপমাত্র—কোন মহাদেশের সহিত সংযুক্ত নহে।

সার্ ফ্রাঙ্কলিনের অন্বেষণার্থ যে সকল অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের চেষ্টায় আমেরিকার উপকূল-রেখার ৭০০০ হাজার মাইল পরিমিত স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং বহু-বিস্তৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থান পরিভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমাও বহুদূর বিস্তৃত করেন। সুধু ইহাই নহে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব নানাপ্রকার সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াও তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির প্রভূত সহায়তা করেন।

এদিকে ফ্রাঙ্কলিনের নিরুদ্দেশের সংবাদে আমেরিকাও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য ১৮৫০ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্ক হইতে মিঃ গ্রিণেল্, ডি হেভেন্ ও গ্রিফিথের অধিনায়কত্বে দুইখানা জাহাজ প্রেরণ করেন। বীচি দ্বীপে পৌঁছিয়া ও ফ্রাঙ্কলিনের শীতাবাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ডাঃ কেন্, স্মিথ প্রণালী বাহিয়া মাত্র ১৭ মাইল যাইবার পরেই ৭৮°৪৫´ উঃ উপরে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—সম্মুখে অনন্ত তুষার-সমুদ্র। তিনি লিখিয়াছেন, এই স্থানের উপকূল ৮০০ হইতে ১২০০ ফিট উচ্চ খাড়া তুষারশৈলে সমাকীর্ণ। ইহাদের

পদপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া ১৮ ফিট পুরু একটা বরফের মেখলা যেন বিরাজ করিতেছে। এই যে চিরস্থায়ী বরফজাঙ্গালটি, কেন্ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'আইয়ু-ফুট' (তুষার-পাদ)। যে স্থানে তিনি শীত অতিবাহন করেন, সে স্থানকে তিনি 'ভান্ রেন্ ছেলেয়ার পোতাশ্রয়' আখ্যায় অভিহিত করেন। বসন্ত-কালে সমুদ্রের দিকে ৪৫ মাইল বিস্তৃত একটা তুষারক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহার নাম রাখা হয় "হামবোল্ট্ গ্লাসিয়ার" (Humboldt Glacier)। মর্টন নামক কেনের যে গোমস্তা সঙ্গে ছিলেন, তিনি একটা কুকুরের গাড়ীতে চড়িয়া এই বরফ-রাশির পাদদেশ অতিক্রম করেন এবং 'কনষ্টিটিউশন্' নামক অন্তরীপে যাইয়া পৌছেন।

ফ্রাঙ্কলিনের সংবাদ আনয়নের জন্য সিন্সিনাটির চার্ল্স্ হল কয়েকবার মেরুযাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে (১৮৬৪-৬৯ খৃঃ অব্দে) তিনি ফ্রাঙ্কলিনের দলের মরণাবশিষ্ট লোক কয়েকজন যে পথে পলায়ন করিয়াছিল, কিংউইলিয়ম দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলস্থ সেন্ট্ টড্স্ আয়লণ্ড (দ্বীপ) ও পেফার নদীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এস্কিমো জাতীয় লোকের মুখে তিনি জাহাজের ধ্বংসের ও আরোহীদিগের পলায়নের কথা অবগত হন, এবং সাত জন য়ুরোপীয়কে টড্ দ্বীপে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া, সেখান হইতে কয়েকখানা অস্থি লইয়া আসেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে তিনি, স্মিথ্ প্রণালী হইতে যে প্রণালী উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই প্রণালী-পথে ২৫০ মাইল অগ্রসর হইয়া এই সুদীর্ঘ প্রণালীর স্মিথ সাউণ্ড, কেন্ বেসিন, কেনেডি চানেল, রোব্-সন্ চানেল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করেন।

১৮২০ খৃঃ অব্দ হইতে নরওয়েবাসীরা মৎস্য-শিকার উপ-লক্ষে মেরুপ্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা উল্লেখযোগ্য কিছুই করিতে পারে নাই। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কার্লসেন সর্ব্বপ্রথম স্পিট্সবার্জেন দ্বীপপুঞ্জ ঘুরিয়া আসেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন টোবসেন্ নর্থ-ইষ্ট-লণ্ড দেখিয়া আসেন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন আণ্ট-মান ও কাপ্তেন জনসেন, ১৬১৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন এজ্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উইচেস্লণ্ড নামক স্থান পরিদর্শন করিয়া আসেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে নরওয়েবাসীরা নব-জেমব্লা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। সেই বৎসর কার্লসেন কারাসাগর পার হইয়া ওবি নদীর মোহানা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে বারেন্ট্স্ যে স্থানে শীত কাটাইয়া ছিলেন, তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দের পর সেখানে এই প্রথম সভ্যজগতের লোকের পদচিহ্ন পতিত হয়।

১৮৫৮ হইতে ১৮৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে সুইডেনের অধিবাসীরা স্পিটস্বার্জেনে সাতটি এবং গ্রীনলণ্ডে দুইটি অভিযান প্রেরণ করে। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে নরডেন্ স্কিয়ল্ড ও ডুনার, স্পিটস্বার্জেন প্রদেশের আশিটি বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ও বহু-সংখ্যক পর্ব্বতের উচ্চতা নির্দ্ধারিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন।

গোথার অধিবাসী ডাঃ পিটারমান ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে বার্জেন হইতে কাপ্তেন কোল্ডিওয়ের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহারা স্পিটস্বার্জেনের হিন্লোপেন্ প্রণালী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বারণ হিউগ্লিন ও কাউন্ট জেইলষ্টর ফোর্ড ওয়াল্টর টাইমেনের প্রণালী পরিদর্শন করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে 'জারমেনিয়া' ও 'হান্সা' নামে দুই খানা জাহাজ লইয়া কোল্ডিওয়ে ও হিজমান গ্রীন্লণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করেন। ৭০° ৪৬´ উত্তরে যাইয়া হান্সা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও অব্যবহিত পরেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। আরোহীরা নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া ফেয়ার-ওয়েল অন্তরীপের পশ্চিমে অবস্থিত 'ফ্রেডরিক্ স্থলে' যাইয়া উপনীত হয়। জারমেনিয়া নির্ব্বিঘ্নে গ্রীন্লণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল বাহিয়া ৭৫° ৩০´ উত্তর পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে জাহাজের লোকেরা পদব্রজে উত্তর দিকে ১০০ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত প্রদেশের উত্তর সীমায় একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার নাম রাখা হয়, প্রিন্স বিসমার্ক। ৭৩° ১৫´ উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি অনতিগভীর অপ্রশস্ত খাল গ্রীন্লণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; ইহার উভয় তীরে ৭০০-১৪০০ ফিট্ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ বিরাজমান।

কোল্ডিওয়ের সঙ্গে লেফ্টেনাণ্ট পেয়ার নামক একজন ভদ্র লোক ছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ওয়েপ্রেট নামে একজন নৌবিভাগের কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তিনি মেরু-যাত্রা করেন। স্পিট্স্বার্জেন ও নব জেমব্লার মধ্যবর্ত্তী বরফ-ক্ষেত্রের সীমান্ত রেখা পরীক্ষা করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা নব জেমব্লার উত্তর প্রান্ত দিয়া অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। যখন তাঁহারা তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন অষ্ট্রি-য়ার হাঙ্গারী হইতে এক অভিযানপ্রেরণের বিপুল আয়োজন হইতেছিল। ১৮৯৮ খৃঃঅব্দের জুলাই মাসে ওয়েপ্রেট ও পেয়ারের অধীনে এই অভিযান প্রেরিত হয়। বহু কষ্টে তাঁহারা নব জেমব্লার উত্তরপ্রান্ত ছাড়াইয়া আসিয়া ১৪ মাইল দূরে একটা পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর

মাসে ইহার অদূরবর্ত্তী একটি দ্বীপের নিকটে জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে, পেয়ার অবতরণ করিলেন এবং বিষুবরেখা হইতে ৭৯° ৫৪´ উত্তরে ইহার অবস্থান নির্ণয় করিলেন। এই অভিযানের একজন পৃষ্ঠ-পোষক কাউন্ট উইল্‌ক্‌জেকের নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখা হইল। এখানে ভল্লুকের বড় প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও পেয়ার স্লেজে চড়িয়া একবার এই স্থানটি পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত দেশটি আয়তনে স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেনের সমান, এবং কতকগুলি অপ্রশস্ত খাল ও অষ্ট্রিয়া প্রণালীনামক একটি প্রণালী দ্বারা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত; এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক ছোট বড় দ্বীপ আছে। এই অংশ দুইটির পূর্ব্বদিক্‌টির নাম উইল্‌ক্‌জেক্‌লণ্ড ও পশ্চিমদিক্‌টির নাম জিকিলণ্ড রাখা হইল। অষ্ট্রিয়া প্রণালীটি ৪২° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখান হইতে রলিন্‌সন্‌ প্রণালী বাহির হইয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানকার পর্ব্বত গুলি ২০০০—৩০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী নিম্নপ্রদেশগুলি একেবারে বরফে আবৃত। সমীপবর্ত্তী দ্বীপগুলির উর্দ্ধদেশও বরফের মুকুটে শোভমান। এই নবাবিষ্কৃত প্রদেশটির নাম ফ্রান্স-জোসেফ-লণ্ড রাখা হইল। ২৪এ এপ্রিল তারিখে পেয়ার জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে এম্‌ক্লিন্টকের নামানুসারে যে প্রকাণ্ড দ্বীপটির নাম রাখা হইয়াছিল, সেই দ্বীপটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অভিযান সেই দিকে রওনা হইল। কিন্তু কতকদূর যাইয়াই জাহাজে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইল। তখন, ২০এ মে তারিখে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া যাত্রিগণ নৌকায় চড়িয়া প্রস্থান করিবার জন্য রওনা হইলেন। স্লেজের উপরে নৌকা চাপাইয়া তাঁহারা বরফ-সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে ১৪ই আগষ্ট তারিখে ৭১° ৪০´ উত্তরে ইহার প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নৌকা গুলি জলে ভাসাইলেন। পরিশেষে রুষিয়ার একখানা জাহাজ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইল এবং এই ভাবে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহারা আসিয়া ভার্ডোতে অবতরণ করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সুমেরু প্রদেশে যত অভিযান প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বপ্রধান।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে স্মিথ প্রণালীর পথে মেরু প্রদেশে আবার অভিযান প্রেরণ করা হইবে। কাপ্তেন নেয়ার্সের অধিনায়কত্বে দুই খানা জাহাজ ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ২৯এ মে তারিখে পোর্টস্‌মাউথ হইতে রওনা হইল। একখানার পরিচালক ছিলেন কমাণ্ডার মার্খাম্‌, অপরখানার কাপ্তেন ষ্টিফেনসন। জুলাই মাসের শেষ ভাগে স্মিথ প্রণালীতে পৌছিয়া ইহারা বহুকষ্টে চঞ্চল বরফরাশির মধ্য দিয়া পথ করিয়া ৮১° ৪৪´ উত্তরে লেডি ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন ষ্টিফেনসনের জাহাজ এখানেই রহিয়া গেল, কিন্তু মার্খাম আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে বরফ-সমুদ্রের প্রান্তদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এখানে বরফ ৮০ হইতে ১০০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর। রোবসন্‌ প্রণালী পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ৮২° ২৭´ উত্তর পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শীত আসিয়া উপস্থিত হইলে, আগামী বসন্ত ঋতুতে দুই জাহাজের লোক একত্র হইয়া স্লেজে চড়িয়া এই অজ্ঞাত প্রদেশ পরিদর্শন করিবার পরামর্শ ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৭৬ খৃঃঅব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহারা স্লেজে চড়িয়া বাহির হইলেন এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব ৩০০ শত মাইল পরিমিত স্থান আবিষ্কার করিয়া এবং বহু নূতন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। মার্খাম্‌ যতটা উত্তরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত কোন জাহাজই ততদূর যাইতে পারে নাই। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে লে স্মিথ ইংলণ্ড হইতে 'এইরা' নামক জাহাজে চড়িয়া ফ্রান্স-জোসেফলণ্ডে যাইয়া উপনীত হন। তিনি দেখিলেন যে গ্রীন্‌লণ্ডের বরফরাশি কোণ ও শৃঙ্গবিশিষ্ট হইলেও, এখানকার বরফ-পৃষ্ঠ একেবারে সমতল এবং ১৫০ হইতে ২০০ ফিট উচ্চ। সমুদ্রের ধার দিয়া চলিয়া তিনি ফ্রান্স-জোসেফ-লণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্য্যন্ত ১১০ মাইল উপকূল-রেখা আবিষ্কার ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান সংগ্রহ করেন। সাণ্ডারলণ্ডের কাপ্তেন উইগিনস্‌ ১৮৭৪, ৭৫ ও ৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইবেরিয়ার উত্তর উপকূলের সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া ইয়েনেসেই নদীর মোহানার সঙ্গে য়ুরোপীয় বন্দরসমূহের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে নর্ডন্‌স্কিয়ল্ড এই উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের সংকল্প করিয়া সুইডেনের ট্রম্‌সো হইতে কারাসাগার-পথে ইয়েনেসেতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে এই নদীর মোহানার উত্তর তীরে চমৎকার একটি পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেন ও তাহার নাম 'পোর্ট ডিকসন্‌' রাখেন। এবার এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই তিনি সুইডেনে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে এই উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা তেমন দুরূহ হইবে না। তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সুইডেনের রাজা ও আরও কয়েকজন ধনাঢ্য লোক এক বিরাট্‌ আয়োজন করিয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে স্কিয়ল্ডকে কয়েকজন কুর্ম্মকুশল উৎসাহী লোকের সঙ্গে

সাইবেরিয়ার পথে প্রেরণ করিলেন। ১০ই আগষ্ট ইহারা পোর্ট ডিক্‌সনে পৌছেন ও ১৯এ তারিখে ৭৭°৪১´ উত্তরে সাইবেরিয়ার ও প্রাচীন মহাদ্বীপের সর্ব্বোত্তর অন্তরীপ সেভারো বা সেলিউস্কিনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তাঁহারা ঈষৎ দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখ হইয়া জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এখানকার সমুদ্র বরফবিমুক্ত ও অনতিগভীর। ২৭এ আগষ্ট তারিখে তাঁহারা লেনা নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি তাঁহারা ৬৭° ৭´ উঃ ও ১৭৩° ২০´ পশ্চিমে একটি নিম্ন সমতল-ভূমির উপকূলের অদূরে আসিয়া বরফে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা বিস্তর প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া অভ্যন্তর প্রদেশেরও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। ২৯০ দিন বরফে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার পরে জাহাজ আবার চলিতে লাগিল এবং ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ২০এ জুলাই তারিখে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিল। এই ভাবে একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নেই উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কৃত হইল। ১৮৭৯ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ যাইয়া জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে নঙ্গর করিল।

ইহার পরে মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের জন্য আরও কএকটী অভিযান প্রেরিত এবং বহু নূতন স্থান ও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি পারি ও ক্লার্ক সুমেরুপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এখনও নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই।

সুমেরুপ্রদেশের ক্ষেত্রফল ৮২০১৮৮৩ বর্গমাইল; তন্মধ্যে এখনও অর্দ্ধপরিমিত স্থান আবিষ্কৃত হয় নাই। যে পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে এখানকার শীতাতপ, বায়ু, বরফ, ও অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথাগুলি বলা যাইতে পারে—

শীতাতপ—সুমেরুপ্রদেশের যে অংশে উত্তর আমেরিকা ও যে অংশে পূর্ব্ব সাইবেরিয়া, সেই দুই অংশে শীতের বড়ই আধিক্য। বেরিং প্রণালী ও স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেন সাগরসমূহের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে শীতের প্রখরতা অনেকটা মন্দীভূত। এই বৈষম্যের কারণ, প্রথমোক্ত প্রদেশ একেবারেই বরফাচ্ছন্ন, এখানে যে বরফ জমে, তাহা বরাবরই একস্থানে স্থির হইয়া থাকে। আর শেষোক্ত প্রদেশে, সমুদ্র অধিকাংশ স্থলেই বরফবিমুক্ত; এবং যে স্থানে বরফ জমে, তাহাও এক জায়গায় স্থির হইয়া না থাকিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। বায়ু-প্রবাহের গতি দ্বারাও শীতাতপের পরিমাণ এবং বরফের গতিবিধি প্রভূত পরিমাণে নিয়মিত হইয়া থাকে। যখন বরফাচ্ছন্ন অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন শীতের আধিক্য বর্দ্ধিত হয়। গ্রীন্‌লণ্ডের চতুর্দ্দিকে শীতের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। একদিকে মেরুপ্রদেশান্তর্গত আমেরিকা ও পারি-দ্বীপপুঞ্জের প্রচণ্ড শীত, এবং অপর দিকে গাল্‌ফ ষ্ট্রীমের অবস্থিতি বশতঃ সুখোষ্ণতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে শীতের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে তাপ বাড়িতে থাকে।

বরফ—সমুদ্রের জল যখন জমিতে আরম্ভ হয়, তখন তাহা হইতে লবণের ভাগটা পৃথক হইয়া পড়ে ও ২৮° ডিগ্রিতে জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। এখানে নানা ভাবে বরফের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও একত্র এত বরফ জমিয়া থাকে যে, তাহা সমুদ্রের মত অপার অসীম বলিয়া মনে হয়। কখনও খণ্ড-খণ্ড বরফের রাশি আসিয়া বায়ু-প্রবাহের শক্তিতে সমবেত হইয়া থাকে। এক বৎসরে যে বরফ জমে, তাহার গভীরতা সাধারণতঃ ৭ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রমশঃই ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বরফ-সমুদ্রের গভীরতা ৮০ হইতে ১০০ ফিট্ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের খণ্ড সমুদ্রের জলে ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহাদের উচ্চতা ৬০ হইতে ৩০০ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রীন্‌লণ্ডের প্রধান বরফখণ্ডটি ৯২০ ফিট গভীর ও ১৮৪২০ ফিট প্রশস্ত। গ্রীষ্মঋতুর সময় ইহা প্রতি দিন প্রায় ৪৭ ফিট করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

স্রোতঃ—সুমেরুপ্রদেশের সমুদ্রে মুক্ত জলের স্রোত অনবরত উত্তরাভিমুখী, কিন্তু বরফবাহিজলের স্রোত ঠিক তাহার বিপরীত-গামী। আমেরিকা ও এসিয়ার উত্তরপ্রান্তে বহুসংখ্যক ও বহুবিস্তৃত নদীর মোহানা দিয়া অনবরত উষ্ণ জলস্রোত আসিয়া বরফগুলিকে উপকূল হইতে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে। নরওয়ে এবং লাপ্‌লণ্ড হইতে যে জলপ্রবাহ বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে ছুটিয়াছে, তাহার জন্য এই দুই স্থানের উপকূল-প্রদেশ বরফবিমুক্ত থাকে। সুমেরুপ্রদেশ হইতে যে দক্ষিণাভিমুখী স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা ডেভিস্‌প্রণালী ও গ্রীন্‌লণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে এক ডেভিস্‌প্রণালী দিয়াই দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীন্‌লণ্ডের পূর্ব্বোপকূল দিয়া যে স্রোত দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে বরফ-খণ্ড ভাসিয়া আসিয়া থাকে। গ্রীন্‌লণ্ডের এই স্রোতটি পশ্চিমদিকে যাইয়া, ফেয়ার্‌ওয়েল অন্তরীপের উত্তর দিয়া ৬৪°৬´, পর্য্যন্ত প্রবাহিত;

হইয়াছে ও এখানে বাফিন্‌স্‌-বে নামক উপসাগর হইতে যে স্রোত আসিতেছে, তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত স্রোত বরফপুঞ্জ বক্ষে লইয়া লাব্রাডোর উপকূল ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে নিউফাউণ্ডলণ্ড পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। সুমেরু প্রদেশ হইতে আর একটি যে দক্ষিণাভিমুখী স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পারিদ্বীপপুঞ্জের সকলগুলি প্রণালী ও খাড়ি, এবং ফিউরী ও হেক্‌লা প্রণালীর মধ্য দিয়া বাফিন্‌স্‌-বে ও ডেভিস প্রণালী পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

বরফ-সমুদ্র—যে অপরিমেয় বরফ-রাশি প্রতিনিয়ত এই প্রদেশে সঞ্জাত হইতেছে, তাহার অতি অল্প পরিমাণই এই দক্ষিণাভিমুখী স্রোতদ্বারা নিম্নদেশে অবতরণ করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই ক্রমাগত মিলিত, বর্দ্ধিত ও স্তূপীকৃত হইয়া সমুদ্র-পৃষ্ঠে এক জঙ্গম মহাদেশে পরিণত হইতেছে। স্থানে স্থানে বরফের পাহাড় শত ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

উপকূলের অধিবাসী—য়ুরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার যে অংশগুলি মেরুমণ্ডলের মধ্যে পড়িয়াছে, সেগুলিতে মানবজাতির বাস দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা বুথিয়ার উপকূল এবং ডেভিস্‌প্রণালী ও বাফিন্‌স্‌-বে উপসাগরের উভয়-তীরেও আপনাদিগের আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাধারণতঃ মৎস্য খাইয়াই ইহাদিগকে জীবনধারণ করিতে হয়। সেইজন্য প্রধানতঃ ইহারা সমুদ্রোপকূলেই বাস করিয়া থাকে। স্পিটস্‌বার্জ্জেন, ফ্রান্সজোসেফ্‌লণ্ড ও নব-জেমব্লায় মানুষের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। য়ুরোপের যে অংশ মেরুমণ্ডলের অন্তর্ভূত, তাহার অধিবাসীদিগকে লাপ বলে। সামোয়েদেরা কারা-সাগরের কূলে এবং ইয়াল্‌মস্‌ উপদ্বীপে বাস করিয়া থাকে। লাপেরা ও সামোয়াদেরা বল্‌গা হরিণ পুষিয়া থাকে, এবং শীত আরম্ভ হইলে সমুদ্র-তীর ছাড়িয়া অভ্যন্তর প্রদেশে যাইয়া প্রবেশ করে। সাইবেরিয়ার উপকূলে যে এক সময়ে লোক বাস করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা হয় একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, নতুবা অভ্যন্তর প্রদেশের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে, কলমা হইতে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাকৃতচেদ্‌দিগের শিবির সন্নিবেশে না আসিলে আর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এস্কিমো নামক এক জাতিকে মেরুমণ্ডলস্থ আমেরিকার সর্ব্বাংশে ও গ্রীনলণ্ডের উপকূলে বাস করিতে দেখা যায়। আমেরিকার উত্তরে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহাতে ও চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রদেশটিতে একেবারেই লোকের বাস নাই। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জন্ রস যাহাদিগকে আর্কটিক্ হাইলণ্ডার নাম দিয়াছিলেন, সেই জাতিই বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর প্রদেশবাসী। ইহারা গ্রীন্‌লণ্ডের উপকূলে ৭৬° হইতে ৭৯° পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। দেনমার্কের অধিকৃত গ্রীন্‌লণ্ডে এস্কিমোরা ঔপনিবেশিকদিগের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তাহার সংখ্যা মোট অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৩০ জন হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এখন খাঁটি ঔপনিবেশিক কেহ আছে কি না সন্দেহ। গ্রীন্‌লণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত পরিবারও দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন সুমেরু প্রদেশ চিরতুষারমণ্ডিত মানব সাধারণের বসবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অতি পূর্ব্বকালে এই স্থানের প্রাকৃতিক সংস্থান এরূপ ছিল না। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন, আজ যে স্থান চির তুষারময় বলিয়া সুখী মানবের কষ্টদায়ক ও অসহ্য এবং উপাদেয় ফলমূল বৃক্ষাদি উৎপাদনের অনুপযোগী, সেই উত্তর মহাদেশ (Arctic Regions) এক সময়ে আর্য্য জাতির নন্দনকানন (Paradise) বলিয়া গণ্য ছিল। প্রায় দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই চিরসুন্দর ভূভাগে হিমপ্রলয় ঘটিয়া ইহার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যতদিন হিমপ্রলয় ঘটে নাই, যতদিন তুষারসম্পাতে উক্ত প্রদেশের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই,—সেই অতীত যুগে এসিয়া ও য়ুরোপের সর্ব্বোত্তর ভূভাগ শীতলগ্রীষ্ম এবং উষ্ণশীত ঋতু মণ্ডিত অর্থাৎ চিরবসন্তবিরাজিত সকল উপাদেয় ফলমূলের উদ্যান স্বরূপ ছিল, সেও প্রায় ২১০০০ বর্ষের পূর্ব্বকার কথা। সুপণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতা হইতে প্রমাণ প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছেন।* সেই অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে সভ্যতার স্রোত বহিতেছিল, তখন হইতে তাঁহারা নানা যাগযজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। সেই সুদূর অতীত কালে হিমপ্রলয়ের সময়ে ভীষণ তুষারসমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া চিরবসন্তবিরাজিত সুমেরুকে বিধ্বস্ত ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিল। তৎকালে সেই লোকক্ষয়কর দারুণ তুষারপ্লাবন হইতে যে কয় মহাত্মা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া পামির নামক এসিয়ার সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের বংশধরগণ সেই আদি বাসভূমির নামানুসারে নববাসেরও 'সুমেরু' নামকরণ করিয়াছিলেন, এই সুমেরুর বিবরণই নানাপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, এবং এই স্থানই এক্ষণে 'পামির' নামে পরিচিত। [বেদ ও বর্ণলিপি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

সুমেরুজা (স্ত্রী) সুমেরু-জন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। সুমেরু পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা নদী।

সুমেরুবৃত্ত, উত্তরমেরু হইতে ২৩।০ অক্ষাংশ অন্তরে স্থিত রেখা। (Arctic circle)

* B. G. Tilak's Arctic Home in the Vedas, p. 26.

সুমেরুসমুদ্র, পৃথিবীর উত্তরমেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র, উত্তর মহাসাগর। (Arctic ocean)

সুম্ন (ক্লী) সুখ। "প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসঃ" (ঋক্ ১।১০৭।১)
'সুম্নং সুখং' (সায়ণ)
২ সুখেচ্ছা। "ধীরা দেবেষু সুম্নয়া" (ঋক্ ১০।১০১।৪)
'সুম্নয়া সুম্নমিতি সুখনাম, সুখেচ্ছয়া, সুম্ন শব্দাৎ ক্যজন্তাৎ ভাবে অ, অথবা দেবেষু সুম্নয়া সুখেন' (সায়ণ)

সুম্নয়ু (ত্রি) আপনার ধনাভিলাষী, যিনি আপনার ধন ইচ্ছা করেন। "ভরস্ব সুম্নয়ুর্গিরঃ" (ঋক্ ১।৭৯।১০)
'সুম্নয়ুঃ সুম্নং ধনং আত্মন ইচ্ছন্ সুম্নশব্দাৎ ক্যচি উপ্রত্যয়' (সায়ণ)

সুম্নহূ (ত্রি) সুখকর, ধনপুত্রকলত্রাদির সুখ আহ্বান অর্থাৎ প্রার্থনাকারী। "সুম্নহূর্যজ্ঞ আ চ বক্ষৎ" (শুক্ল যজু° ১৭।৬২)
'সুম্নহূঃ সুম্নং সুখং ধনপুত্রকলত্রাদ্যাথঃ আহ্বয়তি সুম্নহূঃ সুখকরো যজ্ঞঃ' (সায়ণ)

সুম্নাবৎ (ত্রি) সুখযুক্ত, সুখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুম্নাবরী—সুখবিশিষ্টা। "ঋতেজাঃ সুম্নাবরী সূনৃতা" (ঋক্ ১।১১৩।১২)
'সুম্নাবরী সুম্নতি সুখ নাম তদ্বতী' (সায়ণ)

সুম্নিন্ (ত্রি) সুম্ন অস্ত্যর্থে ইনি। ১ সুখী, সুখবিশিষ্ট। ২ দয়ালু।

সুম্পলুণ্ঠ (পুং) কর্পূর। (শব্দচ°)

সুম্ভ (পুং) দেশবিশেষ। (শব্দরত্না°)

সুম্মুনি (পুং) রাজভেদ। (রাজতর°)

সুযজ্ (ত্রি) সু-যজ্-ক্বিপ্। শোভনযাগকারী, শোভনযাগযুক্ত। "সুযজা যজেহ দেবেভ্যো হব্যং" (শুক্ল যজু° ৫।৪) 'সুযজা শোভনযাগেন' (মহীধর)

সুযজুস্ (পুং) ভূমন্যুর পুত্র। (ভারত)

সুযজ্ঞ (পুং) সু শোভনো যজ্ঞঃ। ১ শোভনযাগ, উত্তম যজ্ঞ। (ত্রি)) সু শোভনো যজ্ঞো যস্য। ২ শোভন যজ্ঞোপেত, শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট। "পাবকঃ সুযজ্ঞো অগ্নিঃ" (ঋক্ ৩।১৭।১) 'সুযজ্ঞঃ শোভনো যজ্ঞোপেতঃ' (সায়ণ)
(পুং) ৩ রুচি প্রজাপতির পুত্র। [সুযম দেখ]

সুযত (ত্রি) সু-যম-ক্ত। সুসংযত, অতিশয় সংযত, জিতেন্দ্রিয়, সুষ্ঠু রূপে যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছেন।

সুযতাত্মবৎ (পুং) ঋষি। (ভারত)

সুযন্তু (ত্রি) সুগমন, শোভনগমনযুক্ত, উত্তমগমনবিশিষ্ট।
"সুযন্তুভিঃ সর্ব্বশাসৈরভীশুভিঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৪)
'সুযন্তুভিঃ সুগমনৈঃ' (সায়ণ)

সুযন্ত্রিত (ত্রি) ১ সুনিয়মিত। ২ উত্তম বাদ্য বা বাদ্যধ্বনিযুক্ত।

সুযম (ত্রি) ১ শোভন-নিয়মন। ২ লোকত্রয়সঞ্চারী, যাহারা ত্রিলোক সঞ্চরণ করিতে পারেন। "যুবো রজাংসি সুযমাসঃ" (ঋক্ ১।১৮০।১) 'সুযমাসঃ শোভননিয়মনা লোকত্রয়সঞ্চারিণ' (সায়ণ).
৩ দেবগণভেদ। এই সুযম দেবগণ সুযজ্ঞের স্বভার্য্যা দক্ষিণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রুচি নামক প্রজাপতির ভার্য্যা আকূতি, এই আকূতি হইতে সুযজ্ঞের জন্ম হয়। এই সুযজ্ঞ হইতে সুযম দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

"জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াং।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্ত্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ॥" (ভাগবত ২।৭।২)

সুযবস্ (ত্রি) শোভনান্ন, শোভন অন্নযুক্ত বা সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞমার্গগামী। "সুপ্রৈতুঃ সুযবসো ন পন্থা" (ঋক্ ১।১৯০।৬)
'সুযবসঃ শোভনান্নস্য বা সুষ্ঠু যজ্ঞমার্গগামিনঃ" (সায়ণ)
২ শোভন তৃণবিশিষ্ট।
"পানীয় সুযবস কন্দরকন্দমূলৈঃ" (ভাগবত ১০।২১।১৮)
'সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ' (স্বামী)

সুযবসাদ (ত্রি) সু শোভনং যবসং ঘাসাদিকং অত্তি অদ্-ক্বিপ্। শোভনঘাসাদিভক্ষক। "ক্ষামেবোর্জা সুযবাসাৎ সচেথে" (ঋক্ ১০।১০৬।১০)'সুযবসাৎ শোভনং যবসং ঘাসাদিকং ভক্ষয়ন্তী'(সায়ণ)

সুযবসিন্ (ত্রি) শোভনযবস, শোভন তৃণযুক্ত।
"ধেনুমতীহি ভূতং সুযবসিনী" (ঋক্ ৭।৯৯।৩)
'সুযবসিনী শোভনযবসে' (সায়ণ)

সুযবস্যু (ত্রি) শোভন তৃণাভিলাষী।
"যস্য গাবা বরুষা সুযবস্যূ" (ঋক্ ৬।২৭।৭)
'সুযবস্যূ শোভনতৃণানি ইচ্ছন্তী' (সায়ণ)

সুযশস্ (ত্রি) সু উত্তমং যশো যস্য। অতিযশস্বী, উত্তম যশোযুক্ত। (পুং) ২ অশোকবর্দ্ধনের পুত্র। (ভাগবত ১২।১।১৩) রাজা চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, তাহার পুত্র অশোকবর্দ্ধন। (স্ত্রী) ৩ অবসর্পিণী। (হেম)

সুযষ্টব্য (পুং) রৈবতমনুর পুত্র। (মার্ক° পু° ৭৫।৭৫) (ত্রি) সু-যজ-তব্য। শোভনরূপে যষ্টব্য, উত্তমরূপে যাগ করিবার যোগ্য।

সুযাতি (পুং) নহুষের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুযাম (ত্রি) অতিশয় বিস্তৃত।
"চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুযামাঃ" (ঋক্ ৩।৭।৯)
'সুযামাঃ অতিশয়েন বিস্তৃতাঃ' (সায়ণ)
(পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সুযামুন (পুং) শোভনং অতিপ্রিয়ং যামুনং যমুনাসম্বন্ধিজলং যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ বৎসরাজ। ৩ প্রাসাদ। ৪ অদ্রিবিশেষ। (হেম) ৫ মেঘ বিশেষ। (মেদিনী)

সুয়া (দেশজ) প্রিয়া, যেমন দো, সো, দুয়া, সুয়া।

স্বামীর বিশেষ প্রিয়াকে 'সুয়া' ও অপ্রিয়াকে 'দুয়া' কহে।

সুযাশুতরা (স্ত্রী) অতিশয় সুমুখা, অতিশয় শোভনমুখযুক্তা বা অতিশয় শোভনপুত্রবিশিষ্টা। "ন সুযাশুতরা ভুবৎ" (ঋক্ ১০।৮৬।৮) 'সুযাশুতরা অতিশয়েন সুপুত্রা বা' (সায়ণ)

সুযুক্ত (ত্রি) সু-যুজ-ক্ত। উত্তমরূপে যুক্ত। উত্তমরূপে মিলিত।

সুযুক্তি (স্ত্রী) সু-যুজ-ক্তিন্। উত্তম যুক্তি, উত্তম মন্ত্রণা, সুপরামর্শ।

সুযুজ্ (ত্রি) সু-যুজ্-ক্বিপ্। সম্যক্ প্রযুক্ত।

"যাতি সুযুজা রথেন" (ঋক ১।১২৩.১৪)

'সুযুজা সম্যক্‌প্রযুক্তেন' (সায়ণ)

২ সুষ্ঠুরূপে প্রযুজ্যমান।

"যে অস্মিন্ কামং সুযুজং" (ঋক্ ১।১১৩।১৪)

'সুযুজং সুষ্ঠু প্রযুজ্যমানং' (সায়ণ)

সুযুদ্ধ (ক্লী) শোভনং যুদ্ধং। শোভন যুদ্ধ, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ, ধর্ম্ম-যুদ্ধ। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজা সুযুদ্ধ করিবেন, কূট যুদ্ধ করিবেন না, সুযুদ্ধে মঙ্গল সাধন এবং কূটযুদ্ধে অধো-গতি হইয়া থাকে।

সুযোধন (পুং) সুখেন যুধ্যতেঽসৌ যুধ-যুচ্। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুরুরাজ দুর্য্যোধন। [বিশেষ বিবরণ দুর্য্যোধন শব্দে দেখ]।

সুর, ১ দীপ্তি। ২ ঐশ্বর্য্য। তুদাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সুরতি। লুট্ সোরিতা। লিট্ সুষোর। লুঙ্ অসোরীৎ, অসো-রিষ্টাং অসোরিষুঃ। ণিচ্ সুরয়তি। লুঙ্ অসুসুরৎ।

সুর (পুং) সুষ্ঠু রাতি দদাত্যভীষ্টমিতি রা-ক। যদ্বা সুরতি শোভতে ইতি সুর ইগুপধেতি কঃ, বা সুনোতীতি সুঞ অভি-ষবে (সু সূধাঞ গৃধিভ্যঃ ক্রন্। উণ্ ২।২৪) ইতি ক্রন্। ১ দেবতা। ২ সূর্য্য। ৩ পণ্ডিত। ৪ স্বর। সুর সংযোগে গান করিতে হয়। সুর তাললয়ে গীত সুমধুর হইয়া থাকে। ৫ চন্দ্রপ্রভা নদীতীরস্থ প্রাচীন নগরভেদ। (ভ° ব্রহ্মখ°)

সুরক (ত্রি) ১ সুরাবর্ণ। ২ সুরা প্রকার, সুরা।

সুরকন্দল, রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।১২১)

সুরকরিন্ (পুং) সদৃশ দিগ্‌হস্তী। ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের ৮টী হস্তী আছে, এই সকল হস্তী সুররাজ নামে খ্যাত।

সুরকরীন্দ্রদর্পাপহা (স্ত্রী) সুরকরীন্দ্রস্য ঐরাবতস্য দর্পং অপহন্তি অপ-হন-ড-টাপ্। গঙ্গা। গঙ্গা ঐরাবতের দর্পনাশ করিয়াছিলেন।

"ভগীরথপথানুগা সুরকরীন্দ্রদর্পাপহা

মহেশমুকুটপ্রভা গিরিশিরঃপতাকা সিতা।" (কল্কিপু° ৩৪অ°)

সুরকামিনী (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সুরকারু (পুং) সুরাণাং কারু শিল্পী। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

সুরকার্ম্মুক (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ।

সুরকার্য্য (ক্লী) সুরাণাং কার্য্যং। দেবগণের কার্য্য।

সুরকাষ্ঠ (ক্লী) দেবকাষ্ঠ। দেবদারু। (সুশ্রুত)

সুরকুল (ক্লী) সুরাণাং কুলং। দেবগণের কুল।

সুরকৃৎ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভরত)

সুরকৃত (ত্রি) সুরেণ কৃতঃ। দেবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

সুরকৃতা (স্ত্রী) সুরেণ কৃতা। গুড়ূচী। (রাজনি°)

সুরকেতু (পুং) ইন্দ্রধ্বজ, শক্রধ্বজ।

"প্রীতৈঃ ক্রীতানি বিবিধৈর্যানি পুরা ভূষণানি সুরকেতোঃ।"

(বৃহৎস° ৪৩।৪১)

সুরক্ত (ত্রি) সু-রঞ্জ-ক্ত। ১ শোভনরাগযুক্ত। অতিশয় রক্ত-বিশিষ্ট। ২ অতিশয় অনুরক্ত।

সুরক্তক (পুং) সুরক্ত স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ কোষাম্র। ২ স্বর্ণগৈরিক। (রাজনি°)

সুরক্ষ (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ পর্ব্বতভেদ। (মার্ক° পু°) (ত্রি) ৩ উত্তম রক্ষাযুক্ত। ৪ উত্তমরূপে রক্ষণ।

সুরক্ষিত (ত্রি) সু-রক্ষ-ক্ত। উত্তমরূপে রক্ষিত, যাহা বিশেষ সাবধানে রক্ষা করা হইয়াছে।

সুরখণ্ডনিকা (স্ত্রী) বীণাভেদ। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর সুরমণ্ডলিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুরখালী, সুন্দরবনের উত্তরাংশে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে হাট বাজার আছে।

সুরগজ (পুং) দেবহস্তী, দিগ্‌হস্তী।

সুরগণ (পুং) দেবগণ, দেবসমূহ।

সুরগণ্ড (পুং) রোগ বিশেষ, চলিত রাজগাঁড়।

সুরগতি (স্ত্রী) দৈবগতি, অদৃষ্ট।

সুরগায়ক (পুং) সুরাণাং গায়ক। দেবতাদিগের গায়ক, গন্ধর্ব্ব; গন্ধর্ব্বগণ দেবসভায় গান করে, এ জন্য তাহাদিগকে সুরগায়ক কহে। (ভারত)

সুরগিরি (পুং) সুরাণাং গিরিঃ। সুমেরু পর্ব্বত। দেবগণ এই পর্ব্বতে বাস করেন। (ভাগ° ৫।১।৩০)

সুরগুরু (পুং) সুরাণাং গুরুঃ। বৃহস্পতি। (ত্রিকা°)

সুরগুরুদিবস (পুং) বৃহস্পতিবার। (বৃহৎস° ১০৪।৬২)

সুরগৃহ (পুং) দেবগৃহ, মন্দির।

সুরগ্রামণী (পুং) সুরাণাং গ্রামণী নেতা। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

সুরঙ্গ (ক্লী) সুষ্ঠু রঙ্গো যস্মাৎ। ১ হিঙ্গুল। ২ পতঙ্গ। (পুং) ৩ নাগরঙ্গ। (রাজনি°) ৪ গর্ত্তবিশেষ, সুড়ঙ্গ।

সুরঙ্গদ (পুং) সুষ্ঠু রঙ্গং দদাতীতি দা-ক। পত্তঙ্গ, চলিত পিতল।

সুরঙ্গধাতু (পুং) সুষ্ঠু রঙ্গো যস্মাৎ, তাদৃশো ধাতুঃ। গৈরিক ধাতু। (রাজনি°)

সুরঙ্গম, সমাধিভেদ। (শতসা° প্রজ্ঞাপা° ৮ অঃ)

সুরঙ্গযুজ্ (পুং) সুরঙ্গং যুনক্তীতি যুজ-ক্বিপ্। চোর বিশেষ, যে চোর সুরঙ্গ করিয়া অপহরণ করে, সন্ধিচোর, সিঁধেল চোর।

'কুজম্ভিলঃ সুরঙ্গাহিরধংচোরঃ সুরঙ্গযুক্।' (শব্দরত্না°)

সুরঙ্গা (স্ত্রী) ১ সন্ধি, সিঁধ। ২ কৈবর্ত্তিকা লতা। (রাজনি°)

সুরঙ্গিকা (স্ত্রী) ১ মূর্ব্বালতা। ২ উপোদিকা, চলিত পুঁইশাক। ৩ শ্বেত কাকমাচী, চলিত শ্বেত গুড় কাঁউনী। (বৈদ্যকনি°)

সুরঙ্গী (স্ত্রী) সুষ্ঠু রঙ্গো যস্যাঃ ঙীষ্। কাকনাসা, চলিত কুঁচ গাছ। ২ কাকমাচী, চলিত গুড় কামাই। (বৈদ্যকনি°) ৩ রক্ত শোভাঞ্জনবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সুরচাপ (পুং) ১ ইন্দ্রধনুঃ। বর্ষাকালে সূর্য্যমণ্ডল যদি ইন্দ্রচাপ দ্বারা খণ্ডিত হয়, তাহা হইলে রাজগণের বিরোধ ঘটে।

"সুরচাপপাটিততনুর্ন্নৃপতে বিরোধপ্রদসহস্রাংশুঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ৩।২৭)

সুরজঃফল (পুং) সুষ্ঠু রজো যত্র, তাদৃশ ফলং যস্য। পনস বৃক্ষ।

সুরজনী (স্ত্রী) সু শোভনা রাত্রিঃ। রাত্রি, শোভন রাত্রি।

সুরজস্ (ত্রি) সুন্দর পুষ্প-পরাগবিশিষ্ট।

সুরজা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (ভারত) ২ চট্টলস্থ নদীভেদ।
(ভ° ব্রহ্মখ°)

সুরজিৎ, রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।৯৬)

সুরজ্যেষ্ঠ (পুং) সুরেষু জ্যেষ্ঠঃ। ব্রহ্মা। (অমর)

সুরঞ্জন (পুং) সুষ্ঠু রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ণিচ্-ল্যু। গুবাক বৃক্ষ।

সুরণ (ত্রি) স্তূয়মান। "বিভাযা দেবঃ সুরণঃ" (ঋক্ ৩।৩।৯) 'সুরণঃ স্তূয়মানঃ, অত্র বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ, শোভনং রময়তীতি সুরমণঃ' (সায়ণ) মাত্র বেদেই এই শব্দের প্রয়োগ হয়, অন্য স্থলে সুরমণ এইরূপ পদ হইবে।

সুরত (ক্লী) সুষ্ঠু রতং রমণং যত্র। রমণ, রতিক্রীড়া, নিধুবন। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার বিধি ও নিষেধের বিশেষ বিধান লিখিত আছে—

"শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুরতস্পৃহা।
অব্যবায়াম্মেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ॥" (ভাবপ্র°)

মানবগণের শরীরে নিত্য রমণেচ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া একেবারে মৈথুন না করিলে মেহরোগ, মেদোবৃদ্ধি ও শরীরের শিথিলতা হয়। বিধিপূর্ব্বক যদি সুরত-ক্রীড়া করা হয়, তাহা হইলে পরমায়ু বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যের অল্পতা, পুষ্টি, বর্ণের প্রসন্নতা ও বলবৃদ্ধি এবং মাংস সকল স্থির ও উপচিত হইয়া থাকে।

ঋতুভেদে ইহার বিধির ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হেমন্ত ঋতুতে বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিয়া কামবেগ অনুসারে যথাসম্ভব সুরতানুষ্ঠান করা বিধেয়। শিশির ঋতুতে ইচ্ছানুসারে, বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর, বর্ষা ও গ্রীষ্মে ১৫ দিন পরে সুরত-ক্রীড়া প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন সাধারণ বিধান এই যে, কেবল গ্রীষ্মভিন্ন সমস্ত ঋতুতে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মে ১৫দিন অন্তর বিধেয়।

সন্ধ্যাকাল, পর্ব্বদিন, প্রত্যূষ, অর্দ্ধরাত্র এবং দিবাহ্নকালে সুরত-ক্রীড়া বিশেষ নিষিদ্ধ। প্রকাশ্য ও অতি লজ্জাকর স্থান, এবং যে স্থানের নিকট কোন গুরুলোক অবস্থিতি করেন, এবং যে স্থানে আর্ত্তনাদাদি শ্রুত হয়, এই সকল স্থানও নিন্দনীয়।

যে স্থান অতি নিভৃত, অথচ রমণীগণের গীতধ্বনিতে মনোহর ও সদ্‌গন্ধ ব্যাপ্ত এবং যে স্থান সুখবায়ু বহন জন্য মনোরম, এই সকল স্থানই প্রশস্ত। যে স্থানে মন উৎফুল্ল হয়, তাদৃশ স্থানই সুরত ক্রীড়াবসানে হিতকর।

বৈদ্যক শাস্ত্রে যে সকল বাজীকরণ ঔষধ অভিহিত হইয়াছে, এবং যে ঔষধ সেবনে আশু শুক্র বৃদ্ধি হইয়া স্রাব হয়, তাদৃশ ঔষধ সেবন দ্বারা উপচিত হইয়া হর্ষচিত্তে রূপগুণসম্পন্না, শোভনালঙ্করা হর্ষযুক্তা অতিশয় কামাভিকাঙ্ক্ষিণী যুবতী স্ত্রীর সহিত সুরতক্রীড়া করিবে। রজস্বলা, অকামা, মলিনবেশা, বর্ণ ও বয়োবৃদ্ধা, ব্যাধিপীড়িতা, হীনাঙ্গী, সগোত্রা, গুরুপত্নী এবং যে স্ত্রীতে মন আসক্ত না হয়, এই সকল স্ত্রীতে সুরতক্রীড়া করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয়। সুতরাং ইহার অনুষ্ঠান করিবে না। শুক্র ধারণ করিলে বল, বর্ণ, মেধা ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং শুক্র ক্ষয় হইলে এই সকল বিনষ্ট হয়। এই জন্য শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সুরতানুষ্ঠান করা বিধেয়।

যাহারা আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহারা দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া থাকে। সন্ন্যাসিনী, গুরুপত্নী, সগোত্রা ও বৃদ্ধা স্ত্রী এবং পর্ব্বদিন ও সন্ধ্যাকালে স্ত্রীসঙ্গত হইলে পরমায়ুঃ ক্ষয় হয়। গর্ভিণী স্ত্রীর সহিত রতিক্রীড়া করিলে গর্ভ-পীড়া, ব্যাধিপীড়িতা স্ত্রীতে সঙ্গত হইলে বলহানি; মলিনা এবং অননুরক্তা, অকামা ও বন্ধ্যা স্ত্রীর সহিত সুরতক্রীড়া করিলে মন অতি অপ্রসন্ন হয়। গর্ভিণী স্ত্রী সম্বন্ধে, যতদিন তাহার পুংসবন সংস্কার না হয়, ততদিনের মধ্যে বুঝিতে হইবে।

ক্ষুধাতুর, সংক্ষিপ্ত চিত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও দুর্ব্বল অবস্থায় কিংবা মধ্যাহ্নকালে সুরতক্রীড়ায় শুক্রের হীনতা ও বায়ু প্রকুপিত হয়। ব্যাধিপীড়িতা স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইলে প্লীহা ও মূর্চ্ছাদি বিবিধ রোগ, এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রভাত বা অর্দ্ধরাত্রে সুরতক্রীড়ায় বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ হয়। [মৈথুন দেখ]

রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে রাত্রিচর্য্যাস্থলে সুরতের বিধি ও নিষেধ বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থেও ইহার বিধান আছে।

কবিগণ সুরতক্রীড়ায় এই সকল বিষয় বর্ণন করিয়া থাকেন—

সাত্ত্বিক ভাব, শীৎকার, কাঞ্চী, কঙ্কণ ও মঞ্জীররব, অধর নখক্ষতি, ও কুট্মলাক্ষতা।

"সুরতে সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শীৎকারাঃ কুট্মলাক্ষতা।
কাঞ্চীকঙ্কণমঞ্জীররবাধরনখক্ষতিঃ॥" (কবিকল্পলতা ১।৩)

২ ক্রীড়াযুক্ত, ক্রীড়াবিশিষ্ট। (উজ্জ্বল)

৩ চম্পারণ্যস্থ প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ°)

সুরততালী (স্ত্রী) সুরতং তালয়তীতি তল-ণিচ্-অণ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দূতী। ২ শিরঃস্রক্। (মেদিনী)

সুরতপ্রিয় (ত্রি) রমণপ্রিয়।

সুরতমঞ্জরী (স্ত্রী) বিদ্যাধর মতঙ্গদেবের কন্যা। (কথাসরিৎ°)

সুরতরঙ্গিণী (স্ত্রী) ১ গঙ্গা দেবী। ২ সুরতক্রীড়ার সঙ্গিনী।

সুরতরু (পুং) সুরাণাং তরুঃ। দেবতরু, কল্পবৃক্ষ। (ভাগ°৭।৯।১২)

সুরতা (স্ত্রী) সুরাণাং ভাবঃ সমূহো বা তল্-টাপ্। দেবতা, দেবতার ভাব, ধর্ম্ম বা কার্য্য। (মেদিনী) ২ সুরসমূহ, দেবসমূহ। ৩ সুষ্ঠু রতা। ৪ অপ্সরো বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৫১)

সুরতুঙ্গ (পুং) সুরপুন্নাগ বৃক্ষ, চলিত সুর পুনাং গাছ। (রাজনি°)

সুরতোষক (পুং) সুরান্ তোষয়তীতি তুষ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ কৌস্তুভমণি। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ দেবতা প্রীতিকারক।

সুরত্ন (ক্লী) সু শোভনং রত্নং। ১ স্বর্ণ। ২ মাণিক্য। (বৈদ্যকনি°) প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেটী যেটী শ্রেষ্ঠ তাহাই রত্ন নামে অভিহিত হয়, অতএব উৎকৃষ্ট বস্তু মাত্রই সুরত্ন পদবাচ্য।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে॥" (কুমারটীকা)

(ত্রি) ২ শোভন রত্নোপেত, উৎকৃষ্ট রত্নযুক্ত।

"দেবো যাতু সবিতা সুরত্নঃ" (ঋক্ ৭।৪৫।১)

'সুরত্নঃ শোভনরত্নোপেতঃ' (সায়ণ)

সুরথ (পুং) চন্দ্রবংশীয় রাজভেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দ্বিজরাজ নামে খ্যাত হন। এই চন্দ্রের স্বীয় গুরুপত্নী তারাতে বুধ নামে পুত্র হয়। বুধের পুত্র চৈত্র, এই চৈত্রই সুরথের পিতা। এই সুরথ রাজা স্বারোচিষ মন্বন্তরে কোলাপুরাধিপতি ছিলেন। ইনি পৃথিবীতে প্রথমে দুর্গা:পূজা করেন, এবং দুর্গা দেবীর বরে সাবর্ণি নামে মনু হন।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৪-৫৮ অ°)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য-চণ্ডীতে সুরথের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে রাজা সুরথ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। কোলবিধ্বংসী নরপতিগণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার উপদেশে নদী-পুলিনে গমন এবং তথায় মহামায়া ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। [সাবর্ণি শব্দ দেখ।] সুরথ রাজার এই বৃত্তান্ত-সম্বলিত দেবীমাহাত্ম্য-চণ্ডী প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে প্রায় নিয়ত পঠিত হইয়া থাকে।

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে স্বারোচিষ মন্বন্তর সময়ে চৈত্রবংশ সমুৎপন্ন মহাবল পরাক্রান্ত সুরথ নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। ইনি সর্ব্বগুণান্বিত এবং সকলেরই মাননীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সর্ব্বদা তাঁহার কোষাগার ধনরত্নে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই সময় ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার ন্যায় কেহই পারদর্শী ছিল না। কালের কুটিল গতি কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। তাঁহার কতকগুলি তেজস্বী শত্রু বহু সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার কোলা নামক নগর অবরোধ করে। তখন রাজা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হন। কিন্তু তুমুল সংগ্রামের পর যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হয়। ইত্যবসরে তাঁহার মন্ত্রিগণ সমস্ত কোষাগার অপহরণ করে।

রাজা এই সকল ব্যাপারে বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া অরণ্য মধ্যে গমন করিলেন, সেই অরণ্যে মেধস মুনির আশ্রম ছিল; ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি ঐ মুনির আশ্রমে উপনীত হন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া একদিন মেধস মুনির নিকট গমনান্তর তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরুতর মানসিক কষ্টে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি, শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পর যাহারা কৃতঘ্নের ন্যায় আমার সমস্ত ধন ও রাজ্যাদি অপহরণ করিয়াছে, কিজন্য এখনও আমার মনোমধ্যে তাহাদের প্রতি মমতা উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় যাই, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে শান্তি হয়, আপনি তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিন। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহই আমার আশ্রয়ণীয়।

মুনিবর মেধস রাজা সুরথের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! জগন্মায়া ভগবতীর অতি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, এই মাহাত্ম্য শুনিলে জীবের সকল কামনা পূর্ণ হয়। এই বিশ্বময়ী মহামায়া হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। ইনিই বলপূর্ব্বক জীবের মন আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই মহামায়াই ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং শঙ্কররূপে সংহার করিয়া থাকেন। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ও যথাকালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব রাজন্! সেই দেবীকেই পরাৎপরা বলিয়া জানিবে। যাঁহার উপর সেই দেবীর অনুগ্রহ হয়, তিনিই মোহ অতিক্রম করিতে পারেন।

রাজা মুনির নিকট ইহা শুনিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আপনি যাঁহার বিষয় কহিলেন, সেই দেবী কে? কোন্ দেবী বা এই

সমস্ত প্রাণিবর্গকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কি জন্যই বা তিনি সকলকে মুগ্ধ করেন। এই দেবী কোথা হইতে উৎপন্না এবং তাঁহার রূপ বা গুণ কিরূপ? কৃপা করিয়া আপনি এই সকল বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।

মুনি কহিলেন, পূর্ব্বে যখন ভগবান্ বিশ্ব-সংসারের সংহার করিয়া সমুদ্র মধ্যে অনন্তশয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটী বিকটাকার দানব উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন ব্রহ্মা সেই দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়কে এবং দেবদেব ভগবান্‌কে যোগনিদ্রায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করি কোথায় যাই, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, ইহা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল যে ভগবান্ হরি যাঁহার অধীন হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন আমি সেই দেবীর শরণাগত হই, তাহা হইলে তিনি আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন। ইহা ভাবিয়া, সেই দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। মহামায়া দেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া দানবদ্বয়কে মুগ্ধ করিলেন। বিষ্ণু মহামায়া কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া এই দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করেন। [মধুকৈটভ শব্দ দেখ।]

পরে যখন মহিষাসুর সমস্ত দেবগণকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্র হইয়াছিল, সেই সময় সকল দেবতা একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট মহিষাসুরকর্ত্তৃক নিপীড়নবৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুর মুখমণ্ডল হইতে সহস্রসূর্য্যসদৃশ দিব্য তেজের আবির্ভাব হইল, অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবতার শরীর হইতে তেজ নির্গত হইল। দেবগণ এই তেজোরাশি অবলোকন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। অনন্তর এই তেজোরাশি হইতে এক নারীর উৎপত্তি হইল। শঙ্করশরীরোৎপন্ন তেজ হইতে তাঁহার মুখপদ্ম, বিষ্ণুর তেজে বাহু, যমতেজে কেশকলাপ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রতেজে মধ্য ভাগ, বরুণতেজে জঙ্ঘা ও উরুযুগল, পৃথিবীতেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুল সকল, বসুতেজে করাঙ্গুলিশ্রেণী, কুবেরতেজে নাসিকা ও দন্তশ্রেণী, প্রজাপতিতেজে লোচনত্রয়, অগ্নি ও সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, এবং বায়ুতেজ হইতে কর্ণযুগল সমুৎপন্ন হইল। তখন তাঁহাকে মহেশ্বর শূল, বিষ্ণু সুদর্শন চক্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, বায়ু ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা, যম কালদণ্ড, ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য্য সমস্ত লোম কূপে অপূর্ব্ব তেজ, কাল ঢাল ও তরবারি, সমুদ্র নির্ম্মল হারমালা ও বস্ত্রযুগল, বিশ্বকর্ম্মা চূড়ামণি, কুণ্ডল, অঙ্গদ, কটক প্রভৃতি বিবিধ ভূষণ এবং হিমবান্ নানাবিধ রত্ন এবং বাহন জন্য একটী সিংহ অর্পণ করিলেন। কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র, ও অনন্তদেব অমূল্য নাগহার প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই দেবী নানা অস্ত্র শস্ত্র ও ভূষণাদিতে বিভূষিতা হইলে দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এই মহামায়া দেবগণের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া মহিষাসুরকে বিনাশ করেন।

[মহিষাসুর শব্দ দেখ।]

পরে যখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে মহাবল পরাক্রান্ত দুইটী দানব দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়াছিল, তখন বিনষ্টশ্রী দেবগণ হিমালয়ে যাইয়া অতি সমাদরে ভগবতীর আরাধনা করেন। দেবী ভগবতী দেবগণের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিভুবনমোহিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপে শুম্ভনিশুম্ভসেনানী ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিহত করেন।

এইরূপে যখনই দেবগণের কোন বিপত্তি উপস্থিত হয়, তখনই দেবগণ এই মহামায়ার শরণাপন্ন হন। মহামায়াও তৎকালে দেবগণকে সকল বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব রাজন্! তুমি এই মহামায়ার শরণাগত হও এবং একাগ্র চিত্তে বিশেষ ভক্তিসহকারে তাঁহার আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

নরপতি সুরথ মেধস মুনির এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া সমাহিত চিত্তে সেই সর্ব্বকামনাদায়িনী ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে তিনি অতিভক্তিপূর্ব্বক দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিলেন এবং পূজান্তে নিজ গাত্র হইতে শোণিত লইয়া তাঁহাকে বলি দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন জগজ্জননী জগন্মায়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া "বর প্রার্থনা কর" বলিয়া সুরথের সম্মুখে প্রাদুর্ভূতা হইলে সুরথ তাঁহার নিকট নিষ্কণ্টক রাজ্য ও মোহবিনাশক পরম জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তখন দেবী কহিলেন, রাজন্! ইহজন্মে আমার বরপ্রভাবে তোমার নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ এবং মোহবিনাশক জ্ঞানের উৎপত্তি হইবে ও পরজন্মে তুমি সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি নামে বিখ্যাত মনু এবং সেই মন্বন্তরের অধিপতি হইয়া বহু সন্তান সন্ততি লাভ করিবে। ভগবতী এইরূপে সুরথকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পরে সুরথ স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল তাহা ভোগ করিবার পর তাঁহার দেহাবসান হয়, পরে তিনিই সূর্য্যপুত্র সাবর্ণি মনু হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি এই সুরথ রাজার বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রতি মহামায়া ভগবতীর কৃপা হয়।

(দেবীভাগ° ৯।১০—১২ অ°)

প্রবাদ আছে যে রাজা সুরথ দুর্গা পূজা করিয়া লক্ষ বলি

দিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন মূল বৃত্তান্ত জানা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণ বা দেবীভাগবত মতে জানা যায়, তিনি নিজ গাত্রাসৃক্ প্রদান করিয়াছিলেন। বিবিধ প্রকার বলির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অবগত হওয়া যায় যে, মেধস-শিষ্য রাজা সুরথ সরিত্তটে দুর্গা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া মেষ, মহিষ, কৃষ্ণ-সার, গণ্ডার, ছাগ, মীন, কুষ্মাণ্ড ও পক্ষী প্রভৃতি বলি এবং পূজান্তে ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

"কালান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেণ মৃন্ময়্যাঞ্চ সরিত্তটে ॥
মেষাদিভিশ্চ মহিষৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চ গণ্ডকৈঃ।
ছাগৈর্মীনৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভির্বলিভি র্মুনে ॥" ইত্যাদি
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৪ অ°)

মেধস মুনির উপদেশে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য এই দুই জন ভগবতী মহামায়ার আরাধনা করেন। দুর্গাপূজা শরৎ ও বসন্ত এই দুই সময় হইয়া থাকে। কিন্তু রাজা সুরথ কোন্ সময় এই পূজা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, তিনি বসন্তকালে দেবীর পূজা করেন। পরে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে দেবীর বোধন করিয়া শরৎকালে পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি বসন্ত ও শরৎকালে দেবীর এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। [দুর্গা দেখ।]
২ একটী পর্ব্বত। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

সুরথাকার (ক্লী) বর্ষভেদ। (ভারত)

সুরদারু (ক্লী) সুরপ্রিয়ং দারু। দেবদারুবৃক্ষ। (ভাগ° ৮।২।১৩)

সুরদীর্ঘিকা (স্ত্রী) সুরাণাং দীর্ঘিকা। স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। (অমর)

সুরদুন্দুভী (স্ত্রী) সুরাণাং দুন্দুভীব আহ্লাদকত্বাৎ। তুলসী।

সুরদাস (সূরদাস)—একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ভাষার সরলতা ও গাম্ভীর্য্যে এবং অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমের আকুলতায় তুলসীদাসের মত সুরদাসও যুগ-যুগ ধরিয়া ভারতের নরনারীর প্রাণ মাতাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের দুই জনেরই কবিতায় কবিত্ব-শক্তির অনন্যসাধারণ স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়াছে। তুলসীদাস একান্ত রামসেবক, আর সুরদাস একান্ত কৃষ্ণসেবক ছিলেন।

ভক্তমালটীকা ও চৌরাশীবার্ত্তা নামক গ্রন্থদ্বয়ে সুরদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। তদনুসারে তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার জনকজননী গুয়াঘাট কি দিল্লীতে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ১৫৪০ সম্বতের (১৪৮৩ খৃঃ অব্দের) সময় তাঁহার জন্ম হয়।

কিন্তু আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা বাবা রামদাস সম্রাট্ অকবরের সভায় সঙ্গীতালাপ করিতেন তাঁহার সম্বন্ধে ভিক্ষাবৃত্তির জনশ্রুতি যে সম্পূর্ণ অলীক, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। আইন-ই-অকবরী ১৫৯৬-৯৭ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ইহাতে যেরূপ ভাবে সুরদাস ও তাঁহার পিতার উল্লেখ আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তখনও তাঁহারা উভয়েই জীবিত ছিলেন। ইহা হইতে প্রবাদোক্ত সুরদাসের জন্ম তারিখ ভ্রান্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। গ্রীয়ারসনের মতে সুরদাস ১৫৫০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রবাদ অনুসারে সুরদাস সারস্বত ব্রাহ্মণ; কিন্তু তিনি নিজে দৃষ্টকূট বলিয়া যে কতকগুলি সটীক কবিতা লেখেন, তাহাতে তিনি আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতেই গ্রীয়ারসন সাহেব দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, ইনি ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। আমাদের কিন্তু, সেই আত্মবৃত্তান্ত হইতেই, এই দৃঢ় বিশ্বাস যে ইনি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মভট্ট বংশোদ্ভূত (ভাট) ব্রাহ্মণ।

সুরদাস আপনার বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—জগাৎ বংশোদ্ভব ব্রহ্মরাও বা ব্রহ্মভট্ট তাঁহাদের আদি পুরুষ, তাঁহার বংশে সুরূপ ও সুবিখ্যাত চন্দ (চাঁদভট্ট) জন্মগ্রহণ করেন। চাঁদকে পৃথ্বীরাজ জোয়ালা প্রদেশ দান করেন। তাঁহার চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পিতৃভক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র গুণচন্দ্রের ঔরসে শীলচন্দ্র ও তাঁহার ঔরসে বীরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রণথম্ভরের অধিপতি হম্মীরের সঙ্গে একত্র খেলা ধূলা ও আমোদ প্রমোদ করিতেন। ইহার বংশে হরিচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি আগ্রায় বাস করিতেন। হরিচন্দ্রের বীরপুত্র রামচন্দ্র (বৈষ্ণব প্রথানুসারে ইনি পরে রামদাস নামে পরিচিত হন) গোপাচলে বাস করিতেন। তাঁহার সাত পুত্র—(১) কৃষ্ণ, (২) উদারচন্দ্র, (৩) জুরুপ, (৪) বুদ্ধি, (৫) দেব, (৬) সংস্থৎ এবং (৭) সুরজ চন্দ (সুরদাস)।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, যে বংশে চাঁদকবির জন্ম, সেই বংশ হইতেই সুরদাস উদ্ভূত। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম ব্রহ্মরাও। 'জগাৎ' এবং 'রাও' এই দুইটি শব্দই 'ভাট্' শব্দের প্রতিশব্দ এবং ব্রহ্মভাট চিরকালই ব্রাহ্মণ। অতএব সুরদাস যে ব্রহ্মভট্ট-বংশোদ্ভব, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ ভট্টকবি চন্দ (চাঁদ) যখন পৃথ্বীরাজের অনুগ্রহে রাজ্যলাভ করেন, তখন হইতেই তাঁহারা রাজবংশীয় হইয়া পড়েন; কিন্তু তাই বলিয়া গ্রীয়ারসনের সঙ্গে আমরাও বলিতে পারি না যে সুরদাস ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয়।

তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি অন্ধ ছিলেন, কিন্তু জন্মান্ধ ছিলেন কি পরে অন্ধ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আবুল ফজলের মতে সুরদাসের

পিতা রামদাস গোয়ালিয়ার হইতে এবং বদাওনীর মতে তিনি লক্ষ্মৌ হইতে সম্রাট্ অকবরের সভায় আগমন করেন।

বাল্যকালে সুরদাস আগ্রা সহরে পিতার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা, পারসীক ও মাতৃভাষা শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনি ভজন লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে বহুলোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি এই সময়ে 'ভজন' ব্যতীত 'নলদময়ন্তীর' উপাখ্যানও লিখিয়াছিলেন এবং স্বরচিত কবিতায় ও গল্পে 'সুরস্বামী' বলিয়া নিজের নাম প্রকাশ করিতেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে তিনি আগ্রা হইতে মথুরার পথে, ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গুয়াঘাট নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন তিনি এই ভজনগুলি লেখেন, তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি বল্লভাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 'সুরদাস' 'সুর' 'সুরজদাস' এবং কখনও কখনও পূর্ব্বের ন্যায় 'সুরস্বামী' বলিয়াও নিজের নাম লিখিতেন। ১৬২৩ খৃঃ অব্দে সন্তদাস নামে যে একজন কবি আবির্ভূত হইয়া ছিলেন অনেকেরই বিশ্বাস সেই সন্তদাস সুরদাসের নামান্তর মাত্র। কবিতা মিলাইয়া দেখিলে এই রূপই মনে হয়। এই সময়ে তিনি ভাগবতপুরাণ মাতৃভাষায় অনুবাদ ও স্বরচিত ভজনাবলী একত্র করিয়া 'সুরসাগর' নামে প্রচার করেন। তাঁহার সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে বৃদ্ধবয়সে রাজদরবারে আহ্বান করেন। গোকুলে তাঁহার মৃত্যু হয় (প্রবাদ অনুসারে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে)।

'দৃষ্টকূটে' আপনার বংশের পরিচয় দিয়া তিনি নিজের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধে আমার পিতার প্রথম ছয় পুত্রই নিহত হন। একমাত্র অন্ধ ও অপদার্থ আমি সুরজদাসই জীবিত রহিলাম। আমি একটা কূপে পতিত হইয়াছিলাম, সাহায্যের জন্য চীৎকার করিলেও ছয় দিন পর্য্যন্ত কেহ আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিল না। সপ্তম দিবসে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমাকে উত্তোলিত করেন ও দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া বলেন,—বৎস, তোমার কি বর চাই? আমি বলিলাম 'প্রভো! যাহাতে একান্তমনে আপনার আরাধনা করিতে পারি, যাহাতে আমার শত্রু বিনষ্ট হয়, এবং আমার আরাধ্য দেবতার রূপ দেখিয়া যাহাতে আমার চক্ষু আর অন্য কিছু দেখিতে না চায় আমাকে সেই বর দিন' আমার প্রার্থনা শুনিয়া কৃপাসিন্ধু বলিলেন, 'তথাস্তু। দক্ষিণাপথের একজন পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে।" এই বলিয়া এবং আমার নাম 'সুরজদাস' 'সুর' 'সুরশ্যাম' রাখিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন আবার আমার সকলই অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। ইহার পরে আমি ব্রজধামে চলিয়া যাই। মহাত্মা প্রভু বিট্‌ঠল নাথ 'অষ্টছাপে' (ব্রজের আটজন মহাকবির তালিকায়) আমার নামও সন্নিবেশিত করেন।

কবি-হিসাবে সুরদাসের স্থান অনেক উচ্চে। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও শব্দের উপরে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল, স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা এমনই দুর্ব্বোধ্য যে সহজে আর তাঁহার ভাবের উপর দন্তস্ফুট করা যায় না; স্থানে স্থানে আবার ইহা এমনই সরল ও প্রাঞ্জল যে, বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ভাবসম্পদে তুলসীদাস বড়, আর ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য-ঝঙ্কারে সুরদাস শ্রেষ্ঠ।

ইহার শেষজীবন সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। অন্ধ অবস্থায় তাঁহার একজন লেখক ছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিয়া যাইতেন, লেখক তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন, কিন্তু অনেক সময় এমন হইত যে লেখক উপস্থিত নাই; অথচ, তাহা জানিতে না পারিয়া কবি আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন, তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার লেখকের কার্য্য করিতেন। অবশেষে একদিন সুরদাস বুঝিতে পারিলেন যে, বক্তব্য বিষয় তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবার আগেই লেখক তাহা ঠিক ঠিক লিখিয়া যাইতেছেন। তখন অন্তর্যামীকে চিনিতে পারিয়া তিনি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন; কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই উপলক্ষে সুরদাসের মুখ দিয়া যে উচ্চঅঙ্গের কবিতাটি বাহির হয়, তাহার ভাব এই—

"আমাকে দুর্ব্বল জানিয়া তুমি আমার হাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তোমার উদ্দেশ্য—আমি তোমাকে মানুষ বলিয়া মনে করিব; কিন্তু জানিয়া রাখিও যে, তুমি যতদিন না আমার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইবে, ততদিন আমি তোমাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিব না।"

তাঁহার 'দৃষ্টকূট' হইতে এইরূপ বংশলতা পাওয়া যায়,—
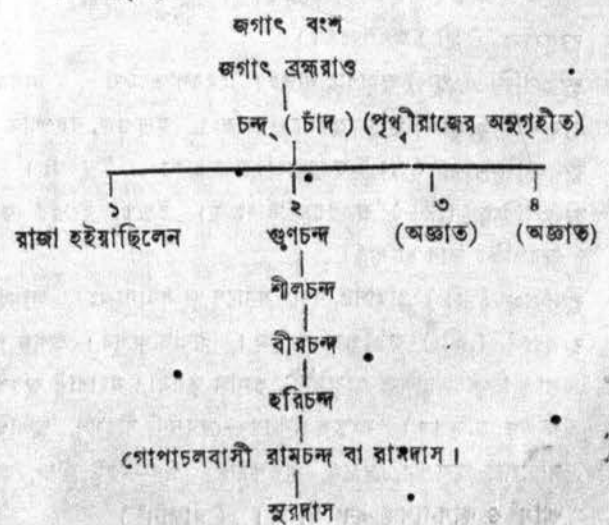
সুরদাস রাজা টোডরমল কর্তৃক শাণ্ডিলের আমিন নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া একটা প্রবাদ আছে। সেই সঙ্গে ইহাও কথিত হইয়া থাকে যে ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া ইনি আদায়ী টাকা সমস্তই বৃন্দাবনের মদনমোহনের মন্দিরে দান করেন ও সম্রাটের দরবারে প্রস্তরখণ্ডপরিপূর্ণ এক সিন্দুক পাঠাইয়া দেন। টোডরমল তাঁহাকে বন্দী করেন, কিন্তু সম্রাট্ মার্জ্জনা করেন।

সুরদ্রু (পুং) সুরদ্রুম, দেবদারু।

সুরদ্রুম (পুং) সুরাণাং দ্রুমঃ। ১ দেবনল। (রাজনি°) ২ দেবদারু, কল্পবৃক্ষাদি। (ভাগ° ১০।৩৮।২২)

সুরদ্বিপ (পুং) সুরাণাং দ্বিপঃ। দেবহস্তী। ঐরাবত।

"হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ
সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।" (রঘু ৩।৫৫)

সুরধনুস্ (ক্লী) সুরস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ। (জটাধর)

সুরধামন্ (ক্লী) দেবলোক, স্বর্গ।

সুরধূপ (পুং) সুরপ্রিয়ো ধূপঃ। রাল, সর্জ্জরস, ধুনা। (রাজনি°)

সুরধ্বজ (পুং) সুরকেতু, ইন্দ্রধ্বজ

সুরনদী (স্ত্রী) সুরাণাং নদী। গঙ্গা।

"গঙ্গায়াঃ সুরনদ্যা বৈ স্বাত্মভূতং যথোদকং।
মহোদধিগুণাভ্যাসাৎ লবণত্বং নিযচ্ছতি॥" (ভারত ৬।৮০।৫)

সুরনন্দা (স্ত্রী) সুরান্ নন্দয়তীতি নন্দ-ণিচ্-অণ্-টাপ্। নদী-বিশেষ। (শব্দরত্না°)

সুরনায়ক (পুং) সুরাণাং নায়কঃ। সুরপতি ইন্দ্র।

সুরনাল (পুং) সুরপ্রিয়ং নালমস্য। দেবনল। (রাজনি°)

সুরনিম্নগা (স্ত্রী) সুরাণাং নিম্নগা। গঙ্গা। (অমর)

সুরনির্গন্ধ (ক্লী) পত্রক, তেজপাতা। (রাজনি°)

সুরনিলয় (পুং) সুরাণাং নিলয়ঃ বাসস্থানং। সুমেরু পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে দেবগণ বাস করেন। (বৃহৎস° ১৪।২)

সুরন্ধক (ক্লী) জনপদভেদ।

সুরপতি (পুং) সুরাণাং পতিঃ। দেবপতি ইন্দ্র। (অমর)

সুরপতিগুরু (পুং) সুরপতে গুরুঃ। ইন্দ্রগুরু, বৃহস্পতি।

সুরপতিচাপ (পুং) সুরপতেরিন্দ্রস্য চাপঃ। ইন্দ্রধনুঃ।

সুরপতিত্ব (ক্লী) সুরপতে র্ভাবঃ ত্ব। ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্রের কার্য্য, সুরপতির ভাব বা ধর্ম্ম।

সুরপথ (ক্লী) সুরাণাং পন্থাঃ সমাসে অ সমাসান্তঃ। আকাশ।

সুরপর্ণ (ক্লী) সুরপ্রিয়ং পর্ণমস্য। ওষধিবিশেষ। সুগন্ধ পত্র-শাক বিশেষ, চলিত পানমৌরী, ছুলাল তুলসী। মহারাষ্ট্র সুরপর্ণী, কলিঙ্গ মক্ষিপত্র। সংস্কৃত পর্য্যায়—দেবপর্ণ, বীরগণ, সুগন্ধিক, মাচীপত্র, সূক্ষ্মপত্র, দেবার্হ, গন্ধপত্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি, শ্বাস ও কাসনাশক এবং দীপন। (রাজনি°)

সুরপর্ণিক (পুং) সুরপ্রিয়ং পর্ণমস্যাস্তেতি ঠন্। সুরপুন্নাগ বৃক্ষ।

সুরপর্ণিকা (স্ত্রী) সুরপর্ণী সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। পুন্নাগ। (হেম)

সুরপর্ণী (স্ত্রী) সুরপ্রিয়ং পর্ণমস্যাঃ। ঙীষ্। পলাশী।

সুরপর্ব্বত (পুং) সুরপ্রিয়ঃ পর্ব্বতঃ। সুমেরু পর্ব্বত, এই পর্ব্বত দেবগণের অবস্থিতি স্থান, এই জন্য ইহাকে সুরপর্ব্বত কহে।

সুরপাদপ (পুং) সুরাণাং পাদপঃ। কল্পবৃক্ষ। দেবতাদিগের বৃক্ষ।

সুরপাল (পুং) গ্রন্থকার বিশেষ।

সুরপুন্নাগ (পুং) সুরপ্রিয়ঃ পুন্নাগঃ। পুন্নাগবৃক্ষ বিশেষ। পর্য্যায় নমেরু, সুরেষ্ট, সুরপর্ণিক, সুরতাঙ্গ। (রাজনি°)

সুরপুর (ক্লী) সুরাণাং পুরং। দেবতাদিগের পুরী, অমরাবতী।

সুরপুরোধস্ (পুং) সুরাণাং পুরোধাঃ। দেবতাদিগের পুরোহিত, বৃহস্পতি। (কাম° নীতি° ২।৪)

সুরপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) সুরাণাং প্রতিষ্ঠা। দেবপ্রতিষ্ঠা, দেবতাপ্রতিষ্ঠা।

সুরপ্রবীর (পুং) তপসের পুত্র অগ্নিভেদ। (ভারত)

সুরপ্রিয় (পুং) সুরাণাং প্রিয়ঃ। ১ অগস্ত্যপুষ্পবৃক্ষ। বক ফুলের গাছ। (রাজনি°) ২ ইন্দ্র। ৩ বৃহস্পতি। (ত্রি) ৪ দেবহৃদ্য, দেবগণের প্রিয়।

সুরপ্রিয়া (স্ত্রী) সুরাণাং প্রিয়া। ১ জাতী। ২ স্বর্ণরম্ভা। (রাজনি°) ৩ অপ্সরা।

"হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা।
পাণ্ডরেণ প্রতিচ্ছন্নমার্গে যান্তি সুরপ্রিয়াঃ॥" (ভাগ° ৮।১৫।১৯)

সুরভবন (পুং) সুরাণাং ভবনং। দেবভবন, দেবমন্দির, দেবতার গৃহ। (বৃহৎসং ৭৯।৪) ২ সুরপুরী, অমরাবতী।

সুরভাব (পুং) সুরাণাং ভাবঃ। দেবতার ভাব, দেবভাবব্যঞ্জক।

সুরভি (ক্লী) সুষ্ঠু রভতেঽনেনেতি সু-রভ-ইন্। ১ স্বর্ণ। ২ গন্ধাশ্ম, গন্ধপাষাণ। (শব্দরত্না°) ৩ সুন্দর। ৪ সাধুগন্ধ। (ধরণি) ৫ সুগন্ধি। ৬ চম্পক। ৭ বসন্ত ঋতু। ৮ জাতীফল বৃক্ষ। (মেদিনী) ৯ শমীবৃক্ষ। ১০ কদম্ববৃক্ষ। ১১ কণ গুগ্গুলু। ১২ গন্ধতৃণ। ১৩ বকুল বৃক্ষ। ১৪ রাল, ধুনা। (রাজনি°) ১৫ চৈত্রমাস। ১৬ বীর। ১৭ গন্ধফল। (শব্দরত্না°) ১৮ বর্ব্বরচন্দন। (স্ত্রী) ১৯ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী, কোন কোন পুস্তকে মুরা স্থানে সুরা এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পাঠ সাধু বলিয়া বোধ হয় না। ২০ শল্লকী। ২১ মাতৃভেদ। ২২ গো, গাভী। ২৩ রুদ্রজটা। ২৪ বনমালিকা। ২৫ তুলসী। ২৬ পাচী নামক এক প্রকার সুগন্ধ পত্র। ২৭ গন্ধাপত্রী। ২৮ পৃথিবী। ২৯ গোমাতা। ৩০ বনমল্লিকা। ৩১ এলবালুক। ৩২ মহাভরী বচা। ৩৩ গোমাতা।

সুরভি হইতেই গোজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি-বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—একদা নারদ

ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্ সুরভি কে? ইহার উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে? ভগবান্ বলিয়াছিলেন, সুরভি গাভীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং গোজাতির আদি গোপ্রসূ। সুরভি গোলোকে উৎপন্না হইয়াছিল। পূর্ব্বে একদা রাধিকা-রাধার সহিত গোপাঙ্গনাপরিবৃত হইয়া পুণ্যতম বৃন্দারণ্যে ক্রীড়ার জন্য গমন করেন। তখন তাঁহার সহসা ক্ষীর পানের ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে ইচ্ছাময় রাধানাথের বামপার্শ্ব হইতে এই গোমাতা সবৎসা সুরভি দেবীর উৎপত্তি হয়। এই বৎসের নাম মনোরথ। সুদাম নামক গোপ সহসা সবৎসা সুরভিকে দেখিয়া রত্নভাণ্ডে তাহার দুগ্ধ দোহন করেন। এই ক্ষীর সুধারস হইতেও স্বাদু এবং জন্ম-মৃত্যু-জরানাশক। রাধিকারমণ তখন সেই কদুষ্ণ পয়ঃপানে তুষ্টিলাভ করিলেন। সুদাম যখন দুগ্ধ দোহন করেন, তখন পাত্র ছাপাইয়া এরূপ অধিক দুগ্ধ নিপতিত হয় যে, ঐ দুগ্ধদ্বারা শতযোজন বিস্তৃত এক সরোবর হয়। ঐ সরোবর গোলোকে ক্ষীর-সরোবর নামে বিখ্যাত। ইহা গোপিকাদিগের এবং শ্রীমতী রাধিকার ক্রীড়াসরোবর। পরে ভগবানের ইচ্ছায় সুরভির লোমকূপ হইতে লক্ষকোটি সবৎসা কামধেনু উৎপন্ন হয়। এই সকল কামধেনুদিগের পুত্রপৌত্রাদিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং এই সকল গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া এখন জগৎ রক্ষা পাইতেছে। এইরূপে গোসমূহের সৃষ্টি হয়।

ভগবান্ সুরভির সৃষ্টি করিয়া ইহার পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিলোকে সুরভির পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিন সুরভির পূজা করিতে হয়। 'ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ' এই ষড়ক্ষর মন্ত্রে সুরভির পূজা করিলে সকল কামনা সিদ্ধি হয়। এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে লোক সিদ্ধ হয়। ইহার ধ্যান—

"লক্ষ্মীস্বরূপাং পরমাং রাধাসহচরীং পরাং।
গবামধিষ্ঠাত্রীদেবীং গবামাদ্যাং গবাং প্রসূং॥
পবিত্ররূপাং পূজ্যাঞ্চ ভক্তানাং সর্ব্বকামদাং।
যয়া পূতং সর্ব্ববিশ্বং তাং দেবীং সুরভিং ভজে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪৭ অ°)

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ঘট বা ধেনুর মস্তকে সুরভির পূজা করিবে। পূজা করিয়া নিম্নোক্ত স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। ইন্দ্র এই স্তব করিয়াছিলেন—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ।
গবাং বীজস্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে॥
নমো রাধাপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাংশায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ গবাং মাত্রে নমো নমঃ॥
কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্ব্বেষাং সন্ততং পরং।
শ্রীদামধনদায়ৈ চ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ।
যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মদায়ৈ নমো নমঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৪৭ অ°)

সুরভি জগৎমাতা, এই জন্য সকলেরই ইহার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বিধি বিধানে ইহার পূজা করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা বিহিত হইল না।

তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন যে কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন যাহাদের গাভী আছে, তাহারা সুরভির পূজা করিবেন। ফল এই লক্ষ্মী-পূজাকালে সুরভিরও পূজা হইয়া থাকে। সুরভি হইতে গোজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, গো হইতে দুগ্ধ ঘৃতাদি প্রস্তুত হয়, এবং সেই ঘৃতাদি দ্বারাই যজ্ঞ প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। যজ্ঞে দেবগণ প্রীত হইয়া মানবের অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব শুভ ফলার্থী মাত্রেরই সুরভির পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ত্রি) ৩৪ সুগন্ধি। ৩৫ কান্ত। ৩৬ ধীর। ৩৭ বিখ্যাত

সুরভিকন্দর (পুং) পর্ব্বতভেদ। (বিক্রম°)

সুরভিকা (স্ত্রী) সুরভি স্বার্থে কন্। স্বর্ণকদলী। (রাজনি°

সুরভিকান্তা (স্ত্রী) বাসন্তীপুষ্পবৃক্ষ, বাসন্তী ফুলের গাছ।

সুরভিগন্ধ (ক্লী) ১ তেজপত্র। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শোভন গন্ধযুক্ত। ৩ (স্ত্রী) সুরভিগন্ধা—জাতীপুষ্পবৃক্ষ, চামেলী ফুলের গাছ। (রাজনি°)

সুরভিগন্ধি (ত্রি) সুরভির্গন্ধো যস্য (গন্ধস্যেদুৎপূতি-সু-সুরভিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৫) ইতি ইকারঃ। শোভন গন্ধযুক্ত, উত্তম গন্ধবিশিষ্ট।

সুরভিচূর্ণ (ক্লী) সুগন্ধিচূর্ণ।

সুরভিচ্ছদ (পুং) কপিত্থ বৃক্ষ, কৎবেল। (বৈদ্যকনি°)

সুরভিতনয় (পুং) সুরভিপুত্র, গো, গাভী। (বৃহৎস° ৪১।৩)

সুরভিতা (স্ত্রী) সুরভে র্ভাবঃ তল্-টাপ্। সুরভির ভাব বা ধর্ম্ম, শোভন গন্ধ, সুরভিত্ব।

সুরভিত্রিফলা (স্ত্রী) সুরভিঃ সুগন্ধিস্ত্রিফলা। সুগন্ধি ত্রিফলা।

সুরভিত্বচ্ (স্ত্রী) সুরভিঃ ত্বক্ যস্যাঃ। বৃহদেলা, বড় এলাচি।

সুরভিদত্তা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সুরভিদারু (পুং) সুরভি সুগন্ধি দারু যস্য। সরল বৃক্ষ।

সুরভিস্তর (ত্রি) অত্যন্ত সুগন্ধি।

"পরিস্রবাদক্রঃ সুরভিস্তরঃ" (ঋক্ ৯।১০৭।২)

'সুরভিস্তরঃ অত্যন্তং সুগন্ধিঃ' (সায়ণ)

সুরভিপত্রা (স্ত্রী) সুরভিপত্রং যস্যাঃ। রাজজম্বুবৃক্ষ, চলিত গোলাপ জাম। (রাজনি°)

সুরভিপুত্র (পুং) সুরভিতনয়, গো। (বৃহৎস° ৪৬।৩৬)

সুরভিবাণ (পুং) সুরভিঃ সাধুগন্ধঃ বকুলাদিপুষ্পং বা বাণো যস্য। কামদেব।

সুরভিমঞ্জরী (স্ত্রী) শ্বেততুলসী। (বৈদ্যকনি°)

সুরভিমৎ (ত্রি) সুরভি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সুগন্ধবৎ, সুগন্ধবিশিষ্ট।
"মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ।" (ভাগ° ১১।২৭।৪০)
'সুরভিমৎ সুগন্ধবৎ' (স্বামী)

সুরভিমাস (পুং) চৈত্রমাস। (শকুন্তলা)

সুরভিবল্কল (ক্লী) সুরভি সুগন্ধি বল্কলং যস্য। গুড়ত্বক্, দারু-চিনি। (শব্দরত্না°)

সুরভিশাক (পুং) সুগন্ধ শাকভেদ। (রাজনি°)

সুরভিষ্টম (ত্রি) অতি সুরভি, অতিশয় শোভন গন্ধবিশিষ্ট।
"সুরভিষ্টমং নরাং নসস্ত" (ঋক্ ১।১৮৬।৭)
'সুরভিষ্টমং অতিশয়েন সুরভিং' (সায়ণ)

সুরভিসময় (পুং) সুরভি কাল, বসন্ত সময়। (সাহিত্যদ°)

সুরভিস্রবা (স্ত্রী) সুরভিঃ সুগন্ধিঃ স্রবো নির্য্যাসো যস্যাঃ। সল্লকী। (রাজনি°)

সুরভী (স্ত্রী) সুরভি বা ঙীষ্। ১ সুগন্ধি। (ভরত) ২ শল্লকী। (শব্দচ°) ৩ পৃথক্‌শিম্বা, চলিত আলকুশী। ৪ তুলসীভেদ, বাবুই তুলসী। ৫ মাচিকা শাক, চলিত পুদিনা শাক। ৬ রুদ্রজটা। ৭ সুগন্ধ শালিধান্য। ৮ মুরা, মুরামাংসী। ৯ এলবালুক। ১০ রাস্না। (বৈদ্যকনি°) ১১ গোমাতা। [সুরভি দেখ।]

সুরভীগোত্র (ক্লী) সুরভিতনয় গাভী।

সুরভীপট্টন (ক্লী) নগরভেদ। (ভারত সভাপ°)

সুরভীমূত্র (ক্লী) গোমূত্র, সুরভীজল। গাভীর মূত।
"সৌরভেয়কমূত্রস্থ ঘনং সান্দ্রং প্রশস্যতে।" (অত্রিচি° ৯ অ°

সুরভীরসা (স্ত্রী) শল্লকী বৃক্ষ। (অমরটীকা মথুরেশ)

সুরভীসুত (পুং) সুরভিতনয়, গাভী। (রামা° ২।১০০।৫২)

সুরভূরুহ (পুং) সুরাণাং ভূরুহঃ। ১ দেবদারু। ২ কল্পবৃক্ষাদি।

সুরভূষণ (ক্লী) দেবগণের অলঙ্কারভেদ। এই অলঙ্কার লম্বে চারি হাত এবং ১০০৮টী মুক্তা দ্বারা গ্রথিত।

সুরমণীয় (ত্রি) সু-রম-অনীয়র্। অতি রমণীয়। অতি মনোজ্ঞ।

সুরমণ্য (ত্রি) সুরমণীয়। (হরিবংশ)

সুরমন্দির (ক্লী) সুরাণাং দেবানাং মন্দিরং। দেবমন্দির, দেবগৃহ, যে গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

সুরমা (নদী)—শ্রীহট্ট জেলার বরাক্ নদীর প্রধান শাখা। কাছাড় হইতে শ্রীহট্ট প্রবেশ করিয়া বরাক্ সুরমা এবং কুসিয়ারা এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে সুরমা নদী দিয়া ছাতক পর্য্যন্ত ষ্টিমার ও বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহার উপরে ছোট ছোট নৌকা বারমাসই চলাচল করিতে পারে। সুর্ম্মার তীরে শ্রীহট্ট, ছাতক ও সুনামগঞ্জ এই তিনটী সহর অবস্থিত। ছাতক ও সুনামগঞ্জের বন্দরে খাসিয়া পর্ব্বতের চুণ, গোল আলু ও কমলালেবু সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

সুরমা—রসাঞ্জন; রসাঞ্জন প্রস্তুতের উপাদান এক প্রকার কৃষ্ণ-বর্ণের আকর-লব্ধ ধাতব পদার্থ। ভারতীয় মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরমা, আরবদেশ হইতে সিনাই বা টার পর্ব্বত হইতে আসিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, এই পর্ব্বতে অবস্থান কালে মুসা (মোজেস্) ভগবানের স্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন যে তাহার এই মানুষী চক্ষু সেই দিব্যজ্যোতির প্রখরতা সহ্য করিতে পারিবে না। একারণ পর্ব্বতের একটি ফাটালের মধ্য দিয়া সেই জ্যোতির একটি মাত্র কিরণ তাঁহার উপর প্রবাহিত করিলেন, তাহাতে পর্ব্বতের যেখানে এই প্রখর জ্যোতিঃ পতিত হইয়াছিল, সেখানটা গলিয়া রসাঞ্জনে পরিণত হয়। 'গ্যালেনা' নামক সীসার ধাতব উপাদান রসাঞ্জনরূপে বিক্রীত হয়। মুসলমানেরা চক্ষুর পাতায় সুরমা ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু উহাদের স্ত্রীলোকেরা ইহার 'কাজল' প্রস্তুত করিয়া চক্ষু সুরঞ্জিত করেন।

সুরমা-ই-ইস্পাহানি, চক্‌চকে আকরোদ্ভূত লৌহচূর্ণ, মুসলমানেরা ইহাদ্বারা অক্ষিপত্র সুরঞ্জিত করিয়া থাকেন।

সুরমা-দান, যে পাত্রে সুর্‌মা রাখা যায়।

সুরমা ভেলী (উপত্যকা)—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় অবস্থিত জেলা। প্রকৃত আসামের জেলাগুলি হইতে বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে একত্র সুরমা ভেলী নাম দেওয়া হইয়াছে।

একটি অনুচ্চ পাহাড় দ্বারা সুরমা-ভেলী মণিপুর উপত্যকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুরমা নদীর প্রায় সত্তর মাইল উর্দ্ধে উত্তর দিকে (জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে) যে সকল পাহাড় আছে, সে গুলি প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চ এবং সিকিমের পাহাড় গুলির ন্যায় ইহারাও শ্রেণীবদ্ধ অরণ্যানী দ্বারা সুশোভিত। সুরমা হইতে ইহাদের প্রান্ত দেশ পর্য্যন্ত এবং স্থানে স্থানে ইহাদের উপত্যকাগুলির অভ্যন্তর প্রদেশ পর্য্যন্তও, বিস্তীর্ণ জলাভূমি প্রসারিত। ইহার জন্য এ অঞ্চল একেবারে ম্যালেরিয়ার চিরন্তন আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের মধ্যে এখানে জারুল প্রধান।

সুরমানিন্ (ত্রি) আত্মানং সুরং মন্যতে মন-ণিনি। য আপনাকে দেবতা বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুর্‌মা-সফেদ্. আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার নামক একপ্রকার স্ফটিকবৎ খনিজপদার্থ। ইহা কাবুলের পাহাড়ে পাওয়া যায়। ইহা

ভাঙ্গিয়া ইহাকে অল্পবিস্তর অবচ্ছ স্ফটিকবৎ চূর্ণে পরিণত করা হয় এবং চক্ষুপ্রদাহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুরমৃত্তিকা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়া মৃত্তিকা। তুবরী, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গোপীচন্দন। (রাজনি°)

সুরমেদা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়ো মেদো যস্যাঃ। মহামেদা। (রাজনি°)

সুরম্য (ত্রি) সু-রম-যৎ। অতিমনোজ্ঞ, মনোহর।

সুরযান (ক্লী) দেবযান।

সুরযুবতি (স্ত্রী) সুরাণাং যুবতিঃ। অপ্সরা। (মেঘদূত ৬২।

সুরযোষিৎ (স্ত্রী) সুরাণাং যোষিৎ। সুরস্ত্রী। অপ্সরা।

সুররাজ্ (পুং) ইন্দ্র। (ভাগ° ১০। ৭৪। ৫১)

সুররাজ (পুং) সুরাণাং রাজা, টচ্ সমাসান্ত। সুরপতি, ইন্দ্র।

সুররাজগুরু (পুং) সুররাজস্য গুরুঃ। ইন্দ্রগুরু, বৃহস্পতি।

সুররাজন্ (পুং) সুররাজ, ইন্দ্র। (রামা° ২। ৭৪। ১৪)

সুররাজবস্তি (পুং) ইন্দ্রবস্তি, পায়ের ডিম। (সুশ্রুত চি°১৮অঃ)

সুররাজবৃক্ষ (পুং) সুররাজস্য বৃক্ষঃ। পারিজাত বৃক্ষ।

সুররিপু (পুং) সুরাণাং রিপুঃ। দেবশত্রু অসুর।

সুরর্ষভ (পুং) ১ শিব। (ভাগ° ৮। ১২। ৩০) ২ ইন্দ্র।

সুরর্ষি (পুং) সুরশ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি। দেবর্ষি। (অমর) ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি সাত প্রকার ঋষি, তাহার মধ্যে নারদ, তুম্বুরু, কোলাহল প্রভৃতি সুরর্ষি মধ্যে পরিগণিত।

"সপ্ত প্রকারা ঋষয়স্তত্র নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয় উক্তাঃ" (ভরত)

সুরলতা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়া লতা। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

সুরলা (স্ত্রী) সুরান্ লাতীতি লা-ক। ১ গঙ্গা। ২ নদীবিশেষ।

সুরলাসিকা (স্ত্রী) সুরানপি লাসয়তি আহ্লাদয়তীতি লস-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। বংশীবাদ্য, বংশীধ্বনি।

'সালেয়িকা চ সালেয়া সাণিকা সুরলাসিকা'। (শব্দরত্না°)

সুরলোক (পুং) সুরাণাং লোকঃ। স্বর্গ। স্বর্গে দেবাদি অবস্থান করেন, এইজন্য উহাকে সুরলোক বলে। (অমর)

সুরলোকসুন্দরী (স্ত্রী) সুরলোকানাং সুন্দরী। অপ্সরা।

সুরবধূ (স্ত্রী) সুরাণাং বধূঃ। দেবগণের পত্নী, অপ্সরা।

সুরবর্ত্মন্ (ক্লী) সুরাণাং বর্ত্ম। আকাশ। (অমর)

সুরবল্লভা (স্ত্রী) সুরাণাং বল্লভা। শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সুরবল্লী (স্ত্রী) সুরাণাং বল্লী। তুলসী।

সুরবাহিনী (স্ত্রী) গঙ্গা। (কথাসরিৎসা°)

সুরবীথী (স্ত্রী) নক্ষত্রপথ।

সুরবেলা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হেম)

সুরবৈরিন্ (পুং) সুরাণাং বৈরী। অসুর। (শব্দরত্না°)

সুরশত্রু (পুং) দেবশত্রু। অসুর।

সুরশত্রুহন্ (পুং) সুরশত্রুং হন্তি হন-ক্বিপ্। অসুরনাশক শিব।

সুরশাখিন্ (পুং) সুরাণাং শাখী। কল্পবৃক্ষ। (জটাধর)

সুরশ্মি (ত্রি) শোভন অংশুবিশিষ্ট সোম। "সুরশ্মিং সোমমিন্দ্রিয়ং যমীমহি "(ঋক্ ১০।৩৬।৮) 'সুরশ্মিং শোভনাংশুং' (সায়ণ)

সুরশ্রেষ্ঠ (ত্রি) সুরেষু দেবেষু শ্রেষ্ঠঃ। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ ধর্ম্ম। ৪ গণেশ। ৫ ইন্দ্র।

সুরশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) সুরেষু শ্রেষ্ঠা। ব্রাহ্মী। (রাজনি°)

সুরস (ক্লী) শোভনো রসো যস্য। ১ বোল, চলিত গন্ধবোল। ২ ত্বক্, গুড়ত্বক্। ৩ পত্র, তেজপত্র। ৪ সুগন্ধতৃণ, গন্ধতৃণ। ৫ তুলসী। (মেদিনী) (পুং) ৬ সিন্ধুবার। (শব্দরত্না°) ৭ মোচরস। ৮ পীতশাল। ৯ তুলসী বিশেষ।

"হিক্কাকাসবিষশ্বাসপার্শ্বশূলবিনাশনঃ।
পিত্তকৃৎকফবাতঘ্নঃ সুরসঃ পূতিগন্ধহৃৎ॥" (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

(ত্রি) শোভনো রসো যস্য। ১০ স্বাদু। (মেদিনী) ১১ সুন্দর রসযুক্ত। (বৃহৎস° ৫৪।১০৩)

সুরসখ (পুং) সুরাণাং সখা-টচ্ সমাসান্তঃ। দেবতাদিগের সখা। ইন্দ্র।

সুরসদ্মন্ (ক্লী) সুরাণাং সদ্ম। ১ স্বর্গ। ২ দেবগৃহ।

সুরসর্ষপ্ (স্ত্রী) দেবকাষ্ঠ, দেবদারু।

সুরসম্ভবা (স্ত্রী) সুরপ্রিয়ঃ সম্ভবো যস্যাঃ। আদিত্যভক্তা।

সুরসরিৎ (স্ত্রী) সুরাণাং সরিৎ। গঙ্গা।

"সুরসরিদিব তেজো বহ্নি নিষ্ঠ্যূতে নৈশং" (রঘু ২।৭৫)

সুরসর্ষপক (পুং) সুরপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ ততঃ কন্। দেবসর্ষপ।

সুরসা (স্ত্রী) শোভনো রসো যস্যাঃ। ১ তুলসী। রক্ত তুলসী, পর্ণাস ভেদ। এই শব্দ শব্দরত্নাবলীমতে স্ত্রীলিঙ্গ। মুদ্রাঙ্কিত মেদিনীমতে ক্লীবলিঙ্গ, হস্তাক্ষর মেদিনীমতে নপুংসকলিঙ্গ। 'সুরসা স্ত্রী তু পর্ণাসে' (শব্দরত্না) 'পর্ণাসে তু নপুংসকং' ইতি মুদ্রাঙ্কিত মেদিনী 'পর্ণাসে পুং নপুংসকং' ইতি হস্তাক্ষর মেদিনী।

২ রাস্না। ৩ মিশ্রেয়া, চলিত মৌরী। ৪ ব্রাহ্মী। ৫ মহাশতাবরী। (রাজনি°) ৬ শ্বেত যূথিকা, সাদা জুই। ৭ পুনর্ণবা। ৮ সর্পগন্ধা। ৯ শ্বেত ত্রিবৃতা; সাদা তেউড়ী। ১০ শল্লকী বৃক্ষ। ১১ নিশুণ্ডী। ১২ বৃহতা। ১৩ কণ্টকারী। ১৪ নাগমাতা।

রামায়ণে লিখিত আছে যে নাগমাতা সুরসা দেবী সমুদ্রতলে অবস্থান করিতেন। যখন হনুমান্ সীতার সংবাদের জন্য লঙ্কায় গমন করেন, তখন দেবগণ নাগমাতা সুরসাকে বলিয়াছিলেন যে বায়ুতনয় হনুমান্ সাগরের উপরি ভাগ দিয়া ধাবিত হইতেছেন। অতএব আপনি অতি ভয়ানক রাক্ষস রূপধারণ করিয়া স্বল্পকাল ইহার গমনে বাধা প্রদান করুন, আমরা ইহাতে ইহার বুদ্ধি, বল ও বিক্রম বুঝিব।

তখন নাগমাতা দেবগণের এই বাক্যে অতি ভীষণা রাক্ষসী-রূপ ধারণপূর্ব্বক লঙ্কাগমনোন্মত হনূমানের পথ রোধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, কপিশ্রেষ্ঠ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্য-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। অতএব তুমি আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ কর। পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এইরূপ বর দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তোমার সম্মুখে আসিবে সেই ব্যক্তি তোমার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

সুরসা দেবী ইহা বলিয়া অতি বৃহৎ বদন ব্যাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সুরসার কথায় হনূমান্ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাকে কহিলেন, দশরথতনয় রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন, কোন কারণ বশতঃ রাক্ষসগণের সহিত তাঁহার শত্রুতা বাধিয়াছে। তজ্জন্য রাবণ তাঁহার পত্নী সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি সেই রামের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার দূত হইয়া যাইতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া যাইতেছি যে সীতার সংবাদ লইয়া রামকে দর্শন করিয়া আমি নিশ্চয়ই তোমার মুখে আসিয়া প্রবেশ করিব। সুরসা বলিলেন, আমি এরূপ বর পাইয়াছি যে কেহই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। পরে তিনি হনূমান্‌কে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাঁহার বল জানিবার ইচ্ছায় তাহাকে কহিলেন, পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এই বর দিয়াছেন যে সকলকেই আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং আমার বদনে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ তোমার গমন করা উচিত। সুরসা দেবী পবনতনয়কে ইহা বলিয়া বিপুল বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। ইহাতে হনূমান্ হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, যাহাতে আমি তোমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, তুমি এইরূপ ভাবে মুখ ব্যাদান কর। তখন হনূমান্ দশযোজনবিস্তৃতা সুরসাকে দেখিয়া নিজেও দশযোজন হইলেন, তখন সুরসা বিংশতি যোজন মুখব্যাদন করিল। হনূমান্ ইহা দেখিয়া ত্রিংশযোজন হইলেন। এইরূপে আয়তন বৃদ্ধি চলিতে লাগিল।

তখন হনূমান্ অনন্যোপায় হইয়া নিজ দেহ সঙ্কোচপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইলেন এবং সুরসা দেবীর বদন মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার বদন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, সুতরাং আপনার বর সুফল হইয়াছে। এক্ষণে আপনাকে নমস্কার। বৈদেহী যে স্থলে এক্ষণে তথায় যাই। সুরসা তাহাকে স্বীয় মুখবিবর হইতে বহির্গত দেখিয়া নিজরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্র! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া সত্বর রামের নিকট গমন কর। এইরূপে হনূমান্ সুরসাকে কৌশলে জয় করিয়া গমন করিলেন। (রামায়ণ সুন্দরকা° ১ অ°) ১৫ নদী-ভেদ। (ভাগবত ৫।১৯ অ°) ১৬ অপ্সরো বিশেষ। (ভারত ১।১২৩।৬০) ১৭ রাক্ষসী বিশেষ। হারীতের চিকিৎসিত স্থানে লিখিত আছে যে হিমবানের উত্তরকূলে সুরসা নামে এক রাক্ষসী আছে, ইহার নূপুর শব্দে গর্ভবতী স্ত্রী অনায়াসে প্রসব করে।

"হিমবদুত্তরে কূলে সুরসা নাম রাক্ষসী।
তস্যা নূপুরশব্দেন বিশল্যা গুর্ব্বিণী ভবেৎ॥" (হারীত চি° ৫১অ°)

সুরসাগ্র (ক্লী) সিন্ধুবারমঞ্জরী, নিসিন্দা মঞ্জরী। (চক্রদত্ত)

সুরসাগ্রজ (ক্লী) সুরসাগ্রণী, শ্বেত তুলসী। (বৈদ্যকনি°)

সুরসাদিবর্গ (পুং) সুরসা আদি করিয়া ঔষধগণবিশেষ। এই গণ যথা সুরসা, (তুলসী) শ্বেত তুলসী, গন্ধতৃণ, গন্ধমাত্রা, সুগন্ধক, কৃষ্ণতুলসী, কাসমর্দ্দ (কাল কাসুন্দা), অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, সুরসী, নির্গুণ্ডী, নীল, শেফালিকা, কুকৃসিমা, ইন্দুর-কাণী, বামুনহাটী, প্রাচীবল, কাকমাচী ও বিষমুষ্টিক, ইহা কফ ও কৃমিনাশক, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাসরোগের প্রণাশক এবং ব্রণশোধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৮ অ°)

অন্যবিধ—শ্বেততুলসী, কৃষ্ণতুলসী, ক্ষুদ্রপত্রতুলসী, বাবুই তুলসী, বিড়ঙ্গ, বনবাবুই, ইন্দুরকাণী, কট্‌ফল, কাসমর্দ্দ, হেঁচেতা, নির্গুণ্ডী, বামনহাটী, অতিমুক্তলতা, কোকশিমা, ঘোড়ানিম, গন্ধ-তৃণ ও নীল নিসিন্দা। (বাভট সূত্রস্থা° ১৫ অ)

সুরসাষ্ট (পুং) বৃক্ষগণবিশেষ। এই গণ যথা নির্গুণ্ডী, তুলসী, ব্রাহ্মী, বৃহতী, কণ্টকারিকা ও পুনর্ণবা।

'নির্গুণ্ডী তুলসী ব্রাহ্মী বৃহতী কণ্টকারিকা।
পুনর্ণবেতি মুনিভিঃ সুরসাষ্ট প্রকীর্ত্তিতঃ॥' (শব্দচ°)

সুরসিন্ধু (পুং) সুরাণাং সিন্ধুঃ। গঙ্গা।

সুরসুত (পুং) সুরাণাং সুতঃ। দেবপুত্র।

সুরসুন্দর (ত্রি) অতি মনোজ্ঞ, অতিশয় সুন্দর।

সুরসুন্দরী (স্ত্রী) সুরাণাং সুন্দরী রমণী, সুরেষু সুন্দরী বা ইতি। ১ অপ্সরা। ২ দুর্গা। ৩ যোগিনী বিশেষ। তন্ত্রে এই সুরসুন্দরী-সাধনপ্রণালী বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, গুরুর উপদেশানু-সারে এই সুন্দরীসাধন করিলে সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। তন্ত্রোক্ত কার্য্য মাত্রই গুরুর উপদেশসাধ্য। যে গুরু মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তৎ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করা যায়, নচেৎ সিদ্ধি লাভে বিলম্ব হয়। এই সুরসুন্দরীসাধন-বিষয়ে তন্ত্রসারে এইরূপ বিধান আছে—

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমং।
সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদং॥
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।
যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশোহভূদ্ধনাধিপঃ॥

তাসামাদ্যং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে।
অস্যা অভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই সুরসুন্দরী-যোগিনীসাধন বলা হইতেছে, ইহা শ্রেষ্ঠ সাধন এবং অতিশয় গুহ্যতম। ইহা দেহীদিগের সর্ব্বার্থসাধক ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, এই মহাবিদ্যা দেবতাদিগেরও দুর্ল ভা, এই সুরসুন্দরীসাধন করিয়া যক্ষাধিপতি কুবের ধনাধিপতি হইয়াছেন। যোগিনীদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথমা। ইঁহার পূজা করিলে মানব রাজত্ব লাভ করে।

পূজাপ্রণালী—সাধক স্নানাদি করিয়া যথাবিধানে নিত্য ক্রিয়া শেষ করিয়া 'হৌঁ' এই মন্ত্রে আচমন, 'ওঁ সহস্রার হুঁ ফট্' এই মন্ত্রে দিগ্ বন্ধন, মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম, হ্রীং এই বীজ দ্বারা করাঙ্গন্যাসের বিধানানুসারে ন্যাস করিবে। তৎপরে পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মে দেবীর জীবন্যাস ও পরে পীঠ দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া সুরসুন্দরীর ধ্যান করিবে।

"ওঁ পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
পীনোন্নতকুচাং বামাং সর্ব্বেষামভয়প্রদাং॥"

এই ধ্যানের পর মানসপূজার বিধানানুসারে মানসপূজা, অর্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা প্রভৃতি করিয়া পরে আবার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। 'ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা' এই মন্ত্রে আসনাদি ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ প্রণালী অনুসারে ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা করিয়া 'ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। একমাস কাল এইরূপ বিধানে পূজা ও জপ করিতে হয়। মাসান্ত দিনে দেবীকে নানাবিধ উপচার ও বলি দ্বারা পূজা ও পূজাশেষে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে সাধক পূজাদি করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করিবেন। দেবী অর্দ্ধরাত্রিকালে সাধকের নিকট উপস্থিত হন। তখন সাধক দেবীর আগমন দেখিয়া পুনর্ব্বার পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া সচন্দনপুষ্প লইয়া দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিবেন। সেই সময় সাধক দেবীকে মাতা, ভগিনী বা ভার্য্যা এই তিনটীর একটী বলিয়া সম্বোধন করিবে। সাধক এই দেবীকে মাতৃভাবে ভজনা করিলে দেবী তাহাকে মনোহর দ্রব্য প্রদান করেন। এমন কি রাজত্ব পর্য্যন্তও দিয়া থাকেন এবং প্রতিদিন তিনি তাহার সমীপে আসিয়া তাহাকে পুত্রভাবে প্রতিপালন করেন। মাতা যেমন পুত্রের হিতাভিলাষিণী হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, এই দেবীও সেই প্রকার সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভগিনী ভাবে আরাধনা করিলে এই দেবী ভগিনীরূপে তাহাকে নানাবিধ দ্রব্য, বস্ত্র এবং দিব্যকন্যা ও নাগকন্যা আনিয়া দেন। অধিকন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে সকল ঘটনা হয়, তাহা তাহাকে জানান। সাধক দেবীর নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করেন এবং সর্ব্বদা তাহাকে ভ্রাতৃবৎ প্রতিপালন করেন।

ভার্য্যারূপে উপাসনা করিলে সাধক সংসারে সর্ব্ব রাজপ্রধান হন এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকে অব্যাহত প্রভাবে বিচরণ করিতে পারেন। সাধক তাহার সহিত ভার্য্যার ন্যায় সুখসম্ভোগে কালযাপন করেন। সাধক তাঁহাকে ভার্য্যারূপে সাধন করিলে তিনি কায়মনোবাক্যে অন্য স্ত্রীর আসক্তি পরিত্যাগ করিবেন। অন্য স্ত্রীর প্রতি কিছু মাত্র আসক্তি প্রকাশ পাইলে দেবী তাঁহাকে সমূলে বিনষ্ট করেন।

এই যোগিনীসাধন দ্বারা উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুরুর উপদেশানুসারে এবং তাঁহাকে উত্তরসাধক করিয়া সাধন করিলে অচিরে সিদ্ধি হয়, নচেৎ সিদ্ধিলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে। ইহা অতিশয় গুহ্য। সুতরাং গুরু যাহাকে তাহাকে এই সাধনপ্রণালী উপদেশ দিবেন না। সাধকের ভক্তি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাকে উপদেশ দিবেন। (তন্ত্রসার)

সুরসেনা (স্ত্রী) সুরাণাং সেনা। দেবতাদিগের সেনা।

সুরস্কন্দ (পুং) অসুর।

সুরস্ত্রী (স্ত্রী) সুরাণাং স্ত্রী। অপ্সরা। (হেম)

সুরস্ত্রীশ (পুং) সুরস্ত্রীণামীশঃ। ইন্দ্র। (হেম)

সুরস্থান (ক্লী) সুরাণাং স্থানং। স্বর্গ, দেবলোক।

সুরসুন্দরীগুড়িকা (স্ত্রী) বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণ ও পারদ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া হিজ্জলের রসে মাড়িয়া ইহা পুটপাকে পাক করিবে। এই ঔষধ মুখে ধারণ করিলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। বাজীকরণাধিকারের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

সুরা (স্ত্রী) সু অভিষবে ক্রন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, যদ্বা সুষ্ঠু, রায়ত্যানয়েতি সুরে শব্দে, (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১১৬) ইত্যঙ্, টাপ্। চষক। মদ্য। মদ্যের সাধারণ নাম সুরা। কিন্তু বৈদ্যক মতে মদ্য, সুরা, আসব ও অরিষ্টের সামান্য মাত্র প্রভেদ আছে। আবার কোন কোন স্থলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রানুসারে সুরাপান বিশেষ নিষিদ্ধ। অন্যান্য পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা নিরাকৃত হয়, কিন্তু সুরাপানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। মহাভারতে লিখিত আছে যে দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যকে সুরাপানে উন্মত্ত করাইয়া কচকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করাইয়া ছিলেন। পরে শুক্রাচার্য্য তাহা জ্ঞাত হইয়া সুরাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন, যে অদ্য হইতে যে ব্রাহ্মণ মোহহেতু সুরাপান করিবে, সেই মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মচ্যুত ও

ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত এবং ইহপরলোকে নিন্দিত হইবে। আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিষয়ে এই সীমা ও মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। (ভারত আদিপ° ৭৬ অ°) ইহা দ্বারা জানা যায় যে সুরা ব্রাহ্মণের অপেয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহা দ্বিজাতিদিগের মধ্যে বিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সুরা পান, দান বা গ্রহণ করিবে না। ইহার দান, পান বা গ্রহণ এই তিনই পাপজনক।

দ্বিজাতিগণ যদি সুরাপান করেন, তাহা হইলে জলন্ত সুরায় প্রাণত্যাগ করিয়া তাহার পাতক উদ্ধার হইবেন। নচেৎ আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। [মদ্য দ্রষ্টব্য] কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সুরাপান করিলে অঙ্গবৈকল্য, বচন ও গমনের স্খলন, লজ্জা ও মানচ্যুতি, প্রেমাধিক্য, রক্তাক্ষতা ও ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

"সুরাপানে বিকলতা স্খলনং বচনে গতৌ।
লজ্জামানচ্যুতি প্রেমাধিক্যং রক্তাক্ষতা ভ্রমঃ॥" (কবিকল্পলতা ১)

সুরাকর (পুং) সুরায়া আকারঃ। ১ নারিকেলবৃক্ষ। ২ মদ্যোৎপত্তিস্থান, যেথানে সুরা প্রস্তুত হয়, মদের ভাটী, এই স্থান অতি অপবিত্র।

"আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্বে বর্জ্জয়িত্বা সুরাকরং।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সুরাকর্ম্মন্ (ক্লী) সুরা দ্বারা যজ্ঞীয় কর্ম্মভেদ। (লাট্যা° ৫।৪।১১)

সুরাকার (পুং) সুরাং করোতীতি কর্ম্মোপপদে কৃ-অণ্। সুরাপ্রস্তুতকারক। "কীলালায় সুরাকারং ভদ্রায় গৃহপং॥" (শুক্লযজু° ৩০।১১) 'সুরাকারং মদ্যকৃতং' (বেদদীপ)

সুরাগার (ক্লী) সুরায়া আগারং। ১ সুরাগৃহ, যে গৃহে সুরা থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১।৩৫) ২ সুরদিগের আগার, দেবতাদিগের গৃহ।

সুরাগৃহ (ক্লী) সুরাগৃহ, সুরাগার।

সুরাঙ্গনা (স্ত্রী) সুরাণামঙ্গনা। ১ দেবপত্নী। ২ অপ্সরা।

সুরাচার্য্য (পুং) সুরাণামাচার্য্যঃ। বৃহস্পতি। (অমর)

সুরাজক (পুং) সুষ্ঠু রাজতে ইতি রাজ-ণ্বুল্। ভৃঙ্গরাজ।

সুরাজন্ (পুং) সুষ্ঠু পূজিতো রাজা (ন পূজনাৎ। পা ৫।৪।৬৯) ইতি ন টচ্। শোভন রাজা, উত্তম রাজা। সুষ্ঠু রাজা যস্য। (ত্রি) ২ সুন্দর নৃপতিযুক্ত দেশাদি, যে দেশের রাজা অতি উত্তম।

'সুরাজ্ঞি দেশে রাজন্বান্ স্যাত্ততোঽন্যত্র রাজকান্।' (অমর)

সুরাজীব (পুং) বিষ্ণু। (পঞ্চরাত্র)

সুরাজীবিন্ (পুং) সুরয়া জীবতীতি জীব-ণিনি। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি, ইহারা সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

'কল্যপালঃ সুরাজীবী শৌণ্ডিকো মন্দহারকঃ।
বারিবাসঃ পানবণিক্ ধ্বজো ধ্বজ্যা সুতীবলঃ॥' (হেম)

সুরাট—বোম্বাই প্রদেশের একটি জেলা। অক্ষা° ২০° ১৫´ হইতে ২১° ২৮´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৭২° ৩৮´ হইতে ৭৩° ৩০´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণফল ১৬৬২ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ভরোচ্ জেলা ও বরোদা নামক দেশীয় রাজ্য; পূর্ব্বে বরোদা, রাজপিপ্‌লা, বাঁসদা ও ধর্ম্মপুর রাজ্য; দক্ষিণে থানা জেলা ও পর্ত্তুগীজাধিকৃত দমন নামক প্রদেশ এবং পশ্চিমে আরব্যোপসাগর। বরোদা-রাজ্যের কতকটুকু অংশ বাহির হইয়া আসিয়া ইহাকে উত্তরপশ্চিম ও পূর্ব্বদক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

এই জেলা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠদেশ সমতল। উহা পূর্ব্বে দাং গিরিমালা হইতে পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত ও উত্তরে কিম্ নদী হইতে ৮০ মাইল দক্ষিণে দমনগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরব্যসাগর ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে যেথানে কাম্বে উপসাগরে আসিয়া পরিণত হইয়াছে, সেই থানে সুরাট জেলার উপকূল আরম্ভ হইয়াছে। এই উপকূলের অধিকাংশ স্থানই উচ্চ বালুকা-স্তূপে পরিপূর্ণ, এগুলি স্থানে স্থানে একেবারে তৃণগুল্মাদি বিবর্জ্জিত। কিন্তু কোথাও কোথাও আবার প্রস্রবণের জলে বিধৌত হইয়া শ্যামল স্নিগ্ধ তৃণলতায় ও উচ্চ খর্জ্জুর তরুরাজিতে সুশোভিত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে নদীমুখে উঠিয়া এই সকল বালুকাস্তূপের পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূখণ্ডকে অনেক দূর পর্য্যন্ত লবণসম্পৃক্ত জলে বিধৌত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে শস্যোৎপাদনের সহায়তা না হইয়া বরং বিশেষ অসুবিধাই ঘটে। এথানে কৃষিজীবীর সংখ্যা বড় অল্প; অধিবাসীরা প্রধানতঃ নাবিকের কার্য্য ও শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যে সকল বারি-পথে নৌকায় যাতায়াত করা চলে, তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসিগণ স্থানীয় দ্রব্যজাতের ক্রয়বিক্রয় কার্য্যেও মনোযোগী। ইহার পরে জেলার উত্তরাংশে, প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত তাপ্তীর ব-দ্বীপ রূপে যে সমতল ক্ষেত্র আছে, তাহাতে প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। যতই দক্ষিণ দিকে আসা যায়, ততই পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে দক্ষিণাংশে যে সমতল ক্ষেত্রটুকু আছে, তাহা মাত্র পনের মাইল প্রশস্ত। সাধারণতঃ এই জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। কিন্তু উত্তরাংশে যে সমশীর্ষ পাহাড় আছে, তাহাদের উচ্চতা ২৫০ হইতে ৩০০ ফিট্ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে পারদি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাঁচ মাইল দূরে যে পার্ণেরা পাহাড় আছে, তাহা ৬০০ ফিট্ উচ্চ।

এথানে তাপ্তী এবং কিম্ নদীই উল্লেখযোগ্য। এই দুইটিই জেলার উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত। কিমের জলে নৌকা চলাচলের সুবিধা নাই; তাহাতে কৃষিকার্য্যেরও বিশেষ কোন সহায়তা

হয় না। তাপ্তী সুরাট জেলার মধ্য দিয়া সরল রেখায় ৫০ মাইল, এবং আঁকাবাঁকা ধরিলে ৭০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩২ মাইল পর্য্যন্ত স্রোতোজল যাতায়াত করিয়া থাকে। এই খানে জমির উর্ব্বরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতবর্ষে নর্ম্মদার পরেই তাপ্তীকে পুণ্যতোয়া বলিয়া মনে করা হয়। জেলার দক্ষিণাংশে কোন নদী বা খাল নাই, কিন্তু কতকগুলি গভীর ও নৌকা-চলাচলযোগ্য বারিপথ আছে। এ ছাড়া দেশে অনেক পুষ্করিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে।

সুরাট সহর ও সঙ্গে সঙ্গে সুরাট জেলা অতি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংস্রবে আসিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা ভারতবর্ষের একটি প্রধান সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দেই গ্রীক্ দেশীয় ভৌগোলিক তলেমী সুরাট সহরের পুলিপুল, সম্ভবতঃ ফুলপাড় নামক অংশের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে কুতুব-উদ্দীন্ অনিলবার (অণহল্‌বাড়ের) রাজপুতরাজকে পরাভূত করিয়া দক্ষিণ রন্দের ও সুরাট সহর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সুরাট নগরটি তাহারও বহু পূর্ব্বে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার নির্ম্মাণকাল নিশ্চয় রূপে জানা যায় নাই। ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলকের সময়ে, যখন গুজরাটে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন বাদশাহী সৈন্যেরা এই স্থানটিকে লুটপাট করিয়া হতশ্রী করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার পরে ১৩৭৩ খৃঃ অব্দে তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ফিরোজ তোগলক্ ভীলদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কুতুবউদ্দীনের সময়ে এখানে একজন স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন; সুরাট নগর হইতে ১৩ মাইল পূর্ব্বে কান্‌রেজ নামক স্থানে তাঁহার একটি দুর্গ ছিল। যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলে মুসলমান সম্রাট্ তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার পরে কখন যে সুরাট একেবারে মুসলমান-শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়া পড়ে, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আহম্মদাবাদের মুসলমান রাজাদের সম্বন্ধে যে সকল ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে সুরাটের কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার জন্যই কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, এখন আমরা যে সুরাট নগরীটিকে দেখিতে পাই, তাহা সে সময়ে বিদ্যমান ছিল না। স্থানীয় জনরবও এই মতেরই সমর্থন করিয়া আসিতেছে। এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোপী নামক একজন হিন্দুব্যবসায়ী আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এ স্থানের যথেষ্ট উন্নতি সম্পাদন করেন। কিন্তু সুরাট সহরটি ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিড়ম্বিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বারবোসা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক ১৫১৬ খৃঃ অব্দে সুরাটের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। মলবার ও অন্যান্য সকল বন্দর হইতেই এখানে বহু সংখ্যক বাণিজ্যপোত আসিয়া থাকে। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে একবার, এবং ১৫৩০ ও ১৫৩২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা দুইবার এই সহরটিকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করে। তাই আহ্মদরাজের আদেশে ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে একটি দৃঢ়তর দুর্গ বিনির্ম্মিত হয়। ১৫৭২ খৃঃ মীর্জ্জারা যখন সম্রাট্ অকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তখন সুরাট তাঁহাদের হস্তগত হয়। পরবর্ত্তী বৎসর স্বয়ং সম্রাট্ আসিয়া সুদীর্ঘ কাল অবরোধের পর ইহা পুনরধিকার করেন। ইহার পরে ১৬০ বৎসর পর্য্যন্ত সুরাট মোগল বাদসাহের অধীনে থাকিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার গুণে ভারতবর্ষের একটি প্রধান বাণিজ্যবন্দরে পরিগণিত হয়। অকবরের রাজস্বসংক্রান্ত জরিপের রিপোর্টে প্রথম শ্রেণীর বন্দর বলিয়া সুরাটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন দুই জন বিভিন্ন শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

১৫৭৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুরাট-সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। সুরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া এই সহরে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৬১১ খৃঃ অব্দে আবার যখন তাঁহারা বাণিজ্যপোত লইয়া তাপ্তী নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে তাঁহাদের ছোটখাটো একটু যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে; অবশেষে তাঁহারা সরিয়া পড়েন। পরবর্ত্তী বৎসর গুজরাটের শাসনকর্ত্তা যে সন্ধি বন্ধন করেন, তাহার ফলে ইংরাজেরা সুরাট, মুম্বই, আহম্মদাবাদ ও গোগোতে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর তাঁহারা আপনাদিগকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার অল্প কাল পরেই সম্রাটের নিকট হইতে এক সনন্দ লাভ করেন।

কিন্তু ইহার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ ও মোগলদিগের ষড়যন্ত্রে ইংরাজদিগকে বড় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে হয়। অবশেষে ১৩১৫ খৃঃ অব্দে স্যর টমাস্ রো আজমীরে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৩১৮ খৃঃ অব্দে যখন তিনি সুরাটে ফিরিয়া আসেন, তখন ইংরাজেরা সম্রাটের নিকট হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক বিশেষ অধিকার

লাভ করেন। কিন্তু এ সময়ে ওলন্দাজেরাও আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং একটি কুঠী নির্ম্মাণের অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

ইংরাজদিগের আগমন হইতে অরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সুরাট অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। বাণিজ্য ব্যপদেশে নানাস্থান হইতে এখানে লোকের সমাগম হইতে আরম্ভ হয় এবং বহু সুন্দর ও মূল্যবান্ সৌধমালায় সুরাট নগর বিভূষিত হইতে থাকে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে এখানে স্থলবাণিজ্যের যান-বাহনাদি আসিত ও এখান হইতে অপর আগ্রা দিল্লী, রোহিল্‌খণ্ড ও লাহোরের দিকে প্রেরিত হইত। ভারতবর্ষের মলবার ও কোঙ্কণ উপকূল হইতে অনবরত এখানে বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত। বহির্জ্জগতের সঙ্গেও তখন ইহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব, সুমাত্রা, সিংহল, আরবদেশ ও পারস্য উপসাগর হইতে, এবং য়ুরোপের নানাস্থান হইতে সমাগত বণিক্‌দিগের বাণিজ্য কোলাহলে সুরাট তখন অহর্নিশ মুখরিত থাকিত।

পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে অনেকেই তখন আপনাদের আনীত দ্রব্যের কতক অংশ মাত্র এখানে বিক্রয় করিত। এখান হইতে তাহারা স্বদেশীয় বন্দরে বিক্রয় করিবার জন্য গুজরাটের প্রস্তুত দ্রব্যজাত লইয়া চলিয়া যাইত। একমাত্র ওলন্দাজেরাই তখন এখানে স্থায়ীরূপে ব্যবসায় করিতেছিলেন; ফরাসীরাও একটু একটু করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ছিলেন।

অরঙ্গজেবের সময়ে মহারাষ্ট্রদস্যুগণ অনেকবার এদেশের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু তাহাতেও ইহার সমৃদ্ধির ও শ্রীর কোনই লাঘব হয় নাই। কাম্বে উপসাগরের ঊর্দ্ধদেশ ভরিয়া যাওয়ায় ও উত্তর গুজরাটে অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হওয়াতে সুরাটই এ প্রদেশের বাণিজ্য কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ মুসলমানগণ ইহাকে আবার মক্কার ফটক বলিয়া মনে করিত বলিয়া তখন মক্কায় যাতায়াতও এই পথে হইত।

কিন্তু মহারাষ্ট্রদিগের উৎপাত ক্রমশঃই সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতে লাগিল। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে প্রবল পরাক্রান্ত শিবাজী আসিয়া অপ্রতিহত ভাবে তিন দিন পর্য্যন্ত সুরাট লুণ্ঠন করেন, ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে আবার তিনি এখান হইতে বহুসংখ্যক ধনরত্ন লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পরে প্রায় প্রতিবৎসরই মহারাষ্ট্রদিগের অশুভ আগমন হইতে লাগিল। ইংরাজ বণিকগণও তখন ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার কোনই চেষ্টা না করিয়া উৎকোচদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এত অত্যাচারের পরেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সুরাট পরম সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়াই পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। লোকসংখ্যা তখনও দুই লক্ষের কম ছিল না।

এদিকে বোম্বাই বন্দরের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে ও সুরাটে এইরূপ অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ইংরাজ বণিকগণ ক্রমেই বোম্বাইর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে বিলাত হইতে আদেশ আসিল যে সুরাটের পরিবর্ত্তে বোম্বাইকেই কোম্পানীর প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র করিতে হইবে। ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হয়। এই সময়ে ওলন্দাজেরাই অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্র জাতি আসিয়া একেবারে সুরাটের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ মোগল-রাজের অধীন শাসনকর্ত্তৃগণ বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া কোন মতে ইহা রক্ষা করেন। ১৭৭৩ খৃঃ তেগ্‌ বখত নামক শাসনকর্ত্তা প্রকাশ্য ভাবে মোগলের অধীনতা ছিন্ন করিয়া সুরাটে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যু (১৭৪৩ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত এদেশে কোন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছিল না। ইহার পরে সিংহাসন লইয়া প্রায় প্রতি-নিয়তই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে, ইংরাজেরা এবং ওলন্দাজেরাও তাহাতে যোগদান করিতেন। পশ্চিম ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রদিগের তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অবশেষে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ইংরাজগণ সুরাট আক্রমণ করিলেন। সামান্য বাধা প্রদান করিয়াই নবাব আত্মসমর্পণ করিলেন ও তাঁহারা সুরাটের কার্য্যতঃ অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। নবাবদিগের নাম মাত্র আধিপত্য ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে আবার সুরাট শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। অত্যাচার অনাচার নিবারিত ও চীনদেশের সঙ্গে তুলার রপ্তানী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আবার এদেশের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লোকসংখ্যায় ও আয়তনে, অর্থে ও গৌরবে সুরাট প্রাধান্য লাভ করে। তখন বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে জনবলে ইহাই সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে এবং ১৭৮২ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে ও ১৭৯০ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে এখান হইতে ক্রমেই বণিক্ ব্যবসায়ীরা বোম্বাই যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে সুরাট ক্রমেই আবার শ্রীহীন হইয়া পড়িতে লাগিল।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে নবাবের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে ইংরাজেরাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। নবাব শুধু নামে নবাব থাকিয়া ইংরাজ-প্রদত্ত বৃত্তি লইয়াই পরিতুষ্ট রহিলেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে নবাব উপাধিরও লোপ হইল। এখানে

একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন শুধু সুরাট্ ও রন্দের ইংরাজদিগের শাসনাধীন ছিল। ক্রমে বসই ও পুণার সন্ধিলব্ধ স্থান গুলি আসিয়া ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান সুরাট জেলায় পরিণত হইয়াছে। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে এখানে একজন কলেক্টর ও একজন জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

১৮১৩ খৃঃ অব্দে উত্তর গুজরাটে যে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, তাহাতেই সুরাট সহরের বাণিজ্যগৌরব একেবারে বিনষ্ট হয়। ১৮২৫ খৃঃ অব্দ আসিতে না আসিতেই এখানে বহির্বাণিজ্যের মধ্যে শুধু বোম্বাই সহরে তুলা রপ্তানীকার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে একটা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া ১০ মাইল পরিমিত স্থান একেবারে ভস্মীভূত হয়, ইহার অব্যবহিত পরেই আবার তাপ্তীতে বান ডাকিয়া সমস্ত সহর ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দুই বিপদে প্রায় পাঁচকোটি টাকার ক্ষতি হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও পার্শী মহাজনেরা সুরাট ত্যাগ করিয়া বোম্বাইতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ১৮৪০ খৃঃ অব্দ হইতে আবার ইহার শ্রী একটু একটু করিয়া ফিরিতে থাকিল। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে গুজরাটে রেলওয়ের প্রচলন হওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্যের স্রোত আবার কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই জেলায় তিনটী সহর ও প্রায় অষ্টশত গ্রাম আছে। এখানে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, অনার্য্য হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, য়িহুদী ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। মোট লোকসংখ্যা ৬ হইতে ৭ লক্ষের মধ্যে। এখানকার সহর তিনটির মধ্যে সুরাটে ১ লক্ষের উপর, বুলসরে ১৫ হাজার ও রান্দেরে ১০ হাজার লোকের বাস। বুলসর আরঙ্গা নদীর তীরস্থ একটি সামুদ্রিক বন্দর। রান্দের তাপ্তী নদীর তীরে সুরাট নগরের দুই মাইল উপরে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে ও তুলার বেশ প্রশস্ত কারবার চলিতেছে। এই জেলায় যত হিন্দু তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে বোধন নামক স্থানই সর্ব্ব প্রধান, এখানে একটি প্রকাণ্ড দেবমন্দির আছে। বুলসরের সমীপবর্ত্তী পার্দেরা নামক স্থানে একটি ভগ্নপ্রায় দুর্গ আছে। সুরাটের সমুদ্রবন্দর সুয়ালি তাপ্তী নদীর মুখের সন্নিকটে অবস্থিত। উনাই গ্রামে প্রতিবৎসর বেশ বড় রকমের একটা মেলা বসিয়া থাকে। এখানে প্রধানতঃ গুজরাটী ভাষাই প্রচলিত।

বড় গাছের মধ্যে এখানে তেঁতুল, বট, পিপুল, বাবুল, খর্জ্জুর, তাল, জম্বু ও সেগুন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, ভল্লুক, বন্য শূকর, নেকড়েবাঘ, কৃষ্ণসার, চিতা, হরিণ, তরক্ষু, উদ্বিড়াল ও ধূসর বর্ণের খেকশিয়াল এবং সময় সময় সমীপবর্ত্তী বাঁশদা ও ধর্ম্মপুরের জঙ্গল হইতে সমাগত ব্যাঘ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহাঁস, পাঁতিহাঁস ও বেলেহাঁস, তিত্তির পক্ষী এবং অন্যান্য অনেক জলচর পক্ষীও শীত ঋতুর সময় দেখা গিয়া থাকে।

সুরাট সহরটি বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেও, জেলাটিতে কৃষিকার্য্যও বেশ সতেজভাবে চলিতেছে, ১১৫৫ বর্গমাইল পরিমিত জমিতে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৪৫ বর্গমাইল স্থান লাখেরাজ। চাষী জমি ক্রমেই বাড়িতেছে। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য। একলক্ষ একরের অধিক জমিতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীর সমীপবর্ত্তী কালো ও লাল জমিতে ধান্য জন্মান হয়। তাপ্তীর তীরে লক্ষাধিক একর পরিমিত জমিতে তুলার চাষ হইয়া থাকে। ক্রমে দক্ষিণ দিকেও ইহার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। গরীব লোকেরা সাধারণতঃ কোদ্রা এবং নাগ্‌লি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। মরিচসহরের ইক্ষুর চাষও এখানে প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। এখান হইতে উত্তর গুজরাট ও কাঠিয়াবাড়ে যথেষ্ট গুড় রপ্তানি হইয়া থাকে। বজরা এবং তামাকেরও অল্প বিস্তর চাষ আছে। গোধুম ও নীলের চাষের পক্ষে জমি বিশেষ অনুকূল হইলেও, ইহা অতি অল্প পরিমাণেই হয়। এখানে খরীফ্ ও রবি, এই দুই খন্দ প্রচলিত এবং কৃষককুলও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— উজালি (সুশ্রী লোক) ও কাল (কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসী)। ভাটেলা ব্রাহ্মণরাই এখানকার প্রধান কৃষিজীবী।

ব্যবসায় বাণিজ্য প্রধানতঃ সুরাট ও ধুলসর্ সহরে এবং বরোদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিলিমোরা বন্দরে সন্নিবদ্ধ। স্থানীয় বাণিয়ারাই প্রধান ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারীরা এখানে তেজারতী ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। এখানে বৎসরে গড়ে সাড়ে চারিকোটি টাকার জিনিষ রপ্তানি হইয়া থাকে। একমাত্র সুরাট ও বুলসর হইতেই বৎসরে আড়াই কোটি টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি বিদেশে প্রেরিত হয় ও প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার জিনিষ আমদানী হয়। রপ্তানি মধ্যে ধান্য গোধুম মটর প্রভৃতি, মহুয়া ফল, বাহাদুরি কাষ্ঠ ও বাঁশই প্রধান। বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আনীত হয়, তাহার মধ্যে তামাক, তুলার বীজ, লৌহ, নারিকেল এবং য়ুরোপের দ্রব্যজাতই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুরাটের বুটাদার রেশমী বস্ত্র প্রাচীন কালে বিশেষ বিখ্যাত ও আদৃত ছিল। রেশমী বস্ত্রের উপর সোণা ও রূপার ফুল তোলা হইত। এখানে নানা প্রকার রঙ্গীন তুলার বস্ত্রও প্রস্তুত হইত। ভরোচ্ মস্‌লিনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুরাটে গণ্ডার চর্ম্মের সুন্দর সুন্দর ঢাল প্রস্তুত হইয়া প্রতিখানা ৩০৲—৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইত। এক সময়ে এখানে জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্যের বিশেষ প্রচলন ছিল, পার্শিরাই প্রধানতঃ এই

সকল কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সূতা কাটা ও কাপড় বুননই এখানকার প্রধান শিল্পকার্য্য। প্রায় সমগ্র রমণীসমাজই এই দুই কার্য্যে সবিশেষ নিপুণ। এখন এখানে এই দুই কার্য্যের জন্য কলও স্থাপিত হইয়াছে। হস্তচালিত তাঁতে রেশমী ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই-বরোদা ও মধ্য-ভারত-রেলওয়ে এই জেলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুরাট সহর হইতে গোগো পথে ভাউ নগর পর্য্যন্ত একটা ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে।

সাধারণ শিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার দিকেও এখানকার লোকেরা অমনোযোগী নহেন। গবর্ণমেণ্টের চালিত অনেকগুলি স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮০০ খৃঃ অব্দে এখানে এক জন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, একজন কলেক্টর, ও একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ নিযুক্ত হন। এখন আর লেফটেনাণ্ট গবর্ণর নাই; কলেক্টরই এখন জেলার সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা। এতদ্ব্যতীত তিনি আবার বোম্বাই গবর্ণরের এজেণ্ট (গোমস্তা) স্বরূপেও কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে আটটি তালুক বা মহকুমা আছে। জমিদারদিগের উপাধি এখানে গিরসিয়া। জমিদার ও কৃষকদিগের মধ্যে যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী আছে, তাহার নাম দেশাই।

সুরাট—সুরাট জেলার প্রধান সহর। অক্ষা° ২১°৯´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৪´ ১৫´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে, জেলার শাসন ও বিচারবিভাগ সম্বন্ধীয় আফিস ইত্যাদিও এখানে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত। এক সময়ে ইহা ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। যদিও এখন আর সে গৌরবের কারণ নাই, তথাপি এখনও ইহা একটি প্রধান বন্দর বলিয়া বিখ্যাত।

যেখানে কলনাদিনী তাপ্তী হঠাৎ পশ্চিম দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সমুদ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে, সেই খানে আরব্যোপসাগর হইতে জলপথে ১৪ মাইল ও স্থলপথে ১০ মাইল দূরে সুরাট সহর অবস্থিত। ইহার যে অংশ তাপ্তীর স্নিগ্ধ সলিলবিধৌত, তাহার মধ্যস্থলে কেল্লাটি উন্নত শীর্ষে দাঁড়াইয়া সুরাটের পূর্ব্ব গৌরব বিঘোষিত করিতেছে। নদীবক্ষ হইতে দেখিলে ইহার মনোহর দৃশ্যে হৃদয় বিভোর হইয়া উঠে। খান্দেশ যখন গুজরাটরাজদিগের শাসনাধীন ছিল, তখন, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে, খুদাবন্দখাঁ নামক জনৈক তুরকী সৈন্যের নক্সা অনুসারে কেল্লা বিনির্ম্মিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গ প্রথমে মোগলরাজের ও পরে ইংরাজের সৈন্যাবাস রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছিল। এখন এখানে সরকারী আফিস প্রতিষ্ঠিত। সুরাটের যে অংশ নদীতীরে অবস্থিত, তাহা ১½ মাইল দীর্ঘ একটি বৃত্তাংশের মত। এক সময়ে পর পর দুইটি দুর্গ-প্রাকার দ্বারা ইহা সুরক্ষিত ছিল। ভিতরের প্রাচীরটি লুপ্তপ্রায়। ইহার বহির্ভাগে, বহিঃপ্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত যে অংশটি, তাহা ইহার উপকণ্ঠ ছিল, অন্তঃপ্রাকারের অন্তর্ভুক্ত স্থানটিই আসল সহর। এখানে লোকের বসতি অতি সন্নিবিষ্ট। বহু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও ধনাঢ্য পার্শীর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় সুরাট সহরটি পরিশোভিত। রাজপথ গুলি তেমন প্রশস্ত না হইলেও, বেশ পরিষ্কার ও ধূলিবিবর্জ্জিত। উপকণ্ঠের বাড়ীগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; পূর্ব্বে এখানে বহুসংখ্যক শোভন বৃক্ষবাটিকা ছিল; এখন সে গুলি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখানকার কাঁচা রাস্তাগুলি দুই পার্শ্বের জমি হইতে অনেক নিম্নতলে অবস্থিত। বর্ষার সময়ে এই সকল পথে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। অন্য ঋতুতে ধূলিস্তূপের জন্য এ সকল রাস্তায় চলাচল করা এক দুরূহ ব্যাপার। এ অঞ্চলের বাড়ী গুলি সাধারণতঃ কুটীর-সমষ্টি মাত্র। এখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও তন্তুবায়গণ বাস করিয়া থাকে। সহরের পশ্চিম প্রান্তে সৈন্যাবাস ও কুচ-কাওয়াজের প্রাঙ্গণ সলিলপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সুরাতি (ত্রি) উত্তম দানযুক্ত, অতিশয় দাতা। "সুরাতয়ঃ সুজাতে অশ্ব সূনৃতে" (ঋক্ ৫।৭৯।৪) 'সুরাতয়ঃ রাতি দানং সুদানাশ্চ ভবান্ত' (সায়ণ)

সুরাদৃত (পুং) শৌণ্ডিকালয়, মদের দোকান।

সুরাধম (ত্রি) সুরোত্তম, সুরশ্রেষ্ঠ।

"নঃ স্বস্তি যাস্তস্তনয়া মমেক্ষতঃ
সুরাধমাসাদিতশূকরাকৃতে।" (ভাগবত ৩।১৮।৩)

'সুরা অধমা যস্মাৎ হে সুরাধম সুরোত্তম' (স্বামী)

সুরাধ (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎ)

সুরাধস্ (ত্রি) শোভন ধনযুক্ত, উত্তম ধনবিশিষ্ট। "সুরাধা আ বরুণা পৃণধ্বং (ঋক্ ৩।৩৩।১২) 'সুরাধাঃ শোভনধনোপেতাঃ' (সায়ণ)

সুরাধানী (স্ত্রী) সুরা যে কুম্ভে স্থাপিত হয়, মদের কলসী। "বেস্তে কুম্ভী সুরাধানী" (শুক্লযজুঃ ১৯।১৬) 'সুরাধানী সুরা দীয়তে স্থাপ্যতে যস্যাং সা সুরাধানী কুম্ভী' (বেদদীপ)

সুরাধিপ (পুং) সুরাণামধিপঃ। দেবতাদিগের অধিপতি ইন্দ্র।

সুরাধীশ (পুং) সুরাণামধীশঃ। সুরদিগের অধিপতি, ইন্দ্র।

সুরাধ্যক্ষ (পুং) ১ ব্রহ্মা। (হরিবংশ) ২ কৃষ্ণ। ৩ শিব।

সুরাধ্বজ (পুং) সুরাধ্বজাকার চিহ্ন। সুরাপাত্রচিহ্ন।

"গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্॥" (মনু ৯।২৩৭)

চারি প্রকার মহাপাতকী যদি যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের ধন গ্রহণ করিয়া শারীরিক দণ্ড

বিধান করিবেন। গুরুপত্নীগমনে গন্ধার ললাটে ভগাকার চিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্রচিহ্ন, সুবর্ণাপহরণে কুক্কুরের পদচিহ্ন, এবং ব্রাহ্মণঘাতীর ললাটে একটী কবন্ধপুরুষ তপ্তলৌহ দ্বারা চিরকালের জন্য আঁকিয়া দিবেন।

সুরানক (পুং) দেবতাদিগের আনক, দেবগণের পটহবাদ্য।

সুরামন্দ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ হঠযোগী।

সুরান্ত (পুং) রাক্ষস। (ভাগবত ৯। ১০। ১৮)

সুরাপ (পুং) সুরাং পিবতীতি পা ক। সুরাপানের কর্ত্তা, সুরাপায়ী। "ব্রহ্মহা জায়তে যক্ষ্মী সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।
সুবর্ণহারী কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ॥" প্রায়শ্চিত্তবিবেক।
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহাপাতকী নরক ভোগ করিয়া এক একটী মহাপাতক চিহ্ন লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মারোগী, সুরাপায়ী, শ্যাবদন্তক অর্থাৎ সম্মুখের দন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

সুরাপগা (স্ত্রী) সুরাণাং আপগা। গঙ্গা, সুরদিগের আপগা।

সুরাপাণ (ক্লী) সুরায়াঃ পানং (বা ভাব করণয়োঃ। পা ৮।৪।১০) ইতি বিভাষয়া ণত্বং। মদ্যপান। এই শব্দের বিকল্পে ণত্ব বিধান হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য দুই হয়। সুরাপান পাঁচটী মহাপাতকের মধ্যে একটী, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন ও ইহাদের সহিত সংসর্গ এই পাঁচটি মহাপাতক।
"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)
২ অবদংশ। (শব্দরত্না°)

সুরাপান (পুং) সুরা পানং যেষাং (পানং দেশে। পা ৮।৪।৯) ইতি ণত্বং। ১ ভূমা। ২ পূর্ব্ব দেশস্থ। এই শব্দ বহুবচনান্ত সুতরাং তদনুসারে 'সুরাপানাঃ' এইরূপ হইবে। 'সুরাপাণাঃ প্রাচ্যাঃ' (সংক্ষিপ্তসারটীকায় গোয়ীচন্দ্র)

সুরাপীথ (পুং) সুরাপাণ।
"কুত্থাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত।
সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম॥" (ভাগবত ৬।৯।১)

সুরাবলি (পুং) যজ্ঞে সুরা উৎসর্গ।

সুরাব্ধি (পুং) সুরাসমুদ্র, সপ্তসমুদ্রের মধ্যে ইহা তৃতীয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ ইক্ষু সমুদ্র এবং ইক্ষু সমুদ্রের দ্বিগুণ সুরাসমুদ্র।
"লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলাব্ধিভিঃ।
দ্বিগুণৈর্দ্বিগুণৈর্বৃদ্ধ্যা সর্ব্বতঃ পরিবেষ্টিতঃ॥" (মার্ক° পু° ৫৪।৭)

সুরাভাগ (পুং) সুরায়া ভাগঃ। সুরার অগ্রভাগ, সুরামণ্ড, মদের মাত। (শব্দচ°)

সুরাম (ত্রি) সুষ্ঠু রমণসাধন।
"যুবং সুরামং অশ্বিনা নমুচৌ" (ঋক্ ১০।১৩১।৪)
'সুরমাং সুষ্ঠু রমণসাধনং' (সায়ণ)

সুরামণ্ড (পুং) সুরায়া মণ্ডঃ। সুরার অগ্রভাগ, চলিত মদের মাত, পর্য্যায় কারোত্তর, কারোত্তম, কালোত্তর, সুরাভাগ। (শব্দচ°)

সুরাময় (ত্রি) সুরা স্বরূপে ময়ট্। সুরাস্বরূপ।

সুরামেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। যে মেহরোগে রোগীর সুরার ন্যায় মেহ ক্ষরিত হয়, তাহাকে সুরামেহ কহে। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

সুরামেহিন্ (ত্রি) সুরামেহ অস্ত্যর্থে ইনি। সুরামেহরোগবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

সুরায়ুধ (ক্লী) দেবগণের আয়ুধ।

সুরারি (পুং) সুরাণাং অরিঃ। দেবশত্রু অসুর।

সুরারিঘ্ন (পুং) সুরারিং অসুরং হন্তি হন-ক। অসুরহন্তা, বিষ্ণু। (হরিবংশ)

সুরারিহন্তৃ (পুং) সুরারীণাং হন্তা। অসুরদমনকারী বিষ্ণু।

সুরার্দ্দন (পুং) সুরান্ অর্দ্দয়তি অর্দ্দি-ল্যু। অসুর।

সুরার্হ (ক্লী) সুরান্ অর্হতীতি অর্হ-অণ। ১ হরিচন্দন। (রাজনি°) ২ স্বর্ণ। ৩ কুঙ্কুমাগুরুচন্দন। (বৈদ্যকনি°)

সুরাহ্বক (পুং) বর্ব্বরক, কাল বাবুই। (রাজনি°) ২ বৈদ্যমতে তুলসী। (বৈদ্যকনি°)

সুরাল (পুং) শ্বেত সর্জ্জরস, উত্তম ধুনা। (বাভট সূ° ১১ অঃ)

সুরালয় (পুং) সুরাণাং আলয়ঃ। ১ সুমেরু পর্ব্বত, দেবতাদিগের বাসস্থান, যাহারা বিধিপূর্ব্বক গঙ্গায় অবগাহন করেন তাহারা চতুর্যুগ সহস্র সুরালয় হইতে পতিত হন না।
"গঙ্গাং যেহবগাহন্তে বিধিনা চ নরাধিপ।
চতুর্যুগসহস্রং তে ন পতন্তি সুরালয়াৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ দেবমন্দির। ৩ সুরার আলয়, মদের দোকান।

সুরালিকা (স্ত্রী) যাতলা, তেকাটা মনসা। (বৈদ্যকনি°)

সুরাব (পুং) ১ অশ্বভেদ। (ভারত) ২ উত্তম ধ্বান।

সুরাবনি (স্ত্রী) ১ দেবমাতা অদিতি। (মার্ক° পু°) ২ পৃথিবী।

সুরাবৎ (ত্রি) সুরানির্ম্মাতা, সুরা প্রস্তুতকারী। "দৃতিং সুরাবতো গৃহে" (ঋক্ ১।১৯১।১০) 'সুরাবতঃ সুরানির্ম্মাতা' (সায়ণ)

সুরাবারি (পুং) সুরাসমুদ্র।

সুরাবাস (পুং) সুরাণাং আবাসঃ। সুমেরু, সুরনিলয়।

সুরাবৃত (ত্রি) সূর্য্য। (হেম)

সুরাশু (ত্রি) সুরাদ্বারা বৃদ্ধ, সুরাপানের ন্যায় প্রমত্ত। "বিশ্বদেব পীতাসি তে সুরাশ্বঃ" (ঋক্ ৮।২১।১৪) 'সুরাশ্বঃ সুরয়া বৃদ্ধাঃ তদ্বৎ প্রমত্তাঃ' (সায়ণ)

সুরাশ্রয় (পুং) সুরাণাং আশ্রয়ো যত্র। সুমেরু।

সুরাষ্ট্র (পুং) শোভনং রাষ্ট্রং যস্য। ১ দেশ বিশেষ। চলিত সুরাট। এই দেশ ভারতবর্ষের প্রতীচী দেশে অবস্থিত। (ভরত) এখন যাহাকে সুরাট বলে, তাহা প্রাচীন সুরাষ্ট্র বা সৌরাষ্ট্র নহে। প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের বর্ত্তমান নাম কাঠিয়াবাড়।

[কাথিয়াবাড় দেখ।]

২ শ্রীরামচন্দ্রের পরিবারবিশেষ। শ্রীরামচন্দ্রের পূজায় শ্রীরামযন্ত্র অঙ্কিত হইলে ঐ যন্ত্রের পদ্মদল মধ্যে সুরাষ্ট্রের পূজা করিতে হয়।

"ধৃষ্টং জয়ন্তং বিজয়ং সুরাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনং।
অকোপং ধৃষ্টং পালাখ্যং সুমন্ত্রং দলমধ্যতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সুরাষ্ট্রজ (ক্লী) সুরাষ্ট্রে জায়তে ইতি জন ড। ১ তুবরিকা। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গোপীচন্দন, তিলক মাটী, এই মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করা হয়। (পুং) ২ কৃষ্ণমুদ্গ, কৃষ্ণবর্ণ মুগ, কালমুগ। (রাজনি°) ৩ রক্ত কুলথ, লাল কুল্‌তি কলাই। ৪ বিষভেদ। (ত্রি) ৫ তদ্দেশজাত মাত্র, যাহা সুরাষ্ট্রদেশে জন্মে।

সুরাষ্ট্রজা (স্ত্রী) সুরাষ্ট্রজ-টাপ্। তুবরী। (রাজনি°)

সুরাষ্ট্রোদ্ভবা (স্ত্রী) ফট্‌কিরি।

সুরাসমুদ্র (পুং) সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্র বিশেষ।

সুরাসব (পুং) আসব বিশেষ, এক প্রকার আসব।

"তীক্ষ্ণঃ সুরাসবো হৃদ্যো মূত্রলঃ কফবাতনুৎ।
মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫অ°)

গুণ—তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, মুখপ্রিয়, স্থিরমদ ও বায়ুনাশক।

সুরাসার (Alcohol)– দ্রাক্ষাফলর গাঁজলা হইতে উৎপন্ন সারভাগ। ইহা না হইলে মদ্য প্রস্তুত করা যায় না। ইয়েষ্ট (সুরামণ্ডের) সাহায্যে সুমিষ্ট তরল পদার্থ গুলির রাসায়নিক উপাদান-সমূহ পুনর্ব্বার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে থাকে, এই প্রক্রিয়াকে গাঁজলা তোলা বলে। ইহা দ্বারা স্পিরিট (সার) বা খাটি সুরাসার উৎপন্ন হয়। কিন্তু তখনো ইহা অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে সংমিশ্রিত থাকে। পুনঃ পুনঃ চোলাই করিয়া ইহাকে বিশ্লিষ্ট করিতে হয়।

রাসায়নিক হিসাবে সুরাসার অর্থ অম্লজন, অঙ্গারায় ও জলজন এই তিন পদার্থের ক্রিয়াহীন সংমিশ্রণ, ইহা হইতে এক রকমের 'ইথার' উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা দ্বারা 'ইথিলিক এল্‌কোহল' বা মদ্যসার (Spirit বা wine)ই বুঝাইয়া থাকে। যে সকল উপাদান দ্বারা মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাদের শর্করাগুণবিশিষ্ট অংশের উপর সুরামণ্ড (Yeast) প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ বেঙের ছাতার ক্রিয়া দ্বারা যে গাঁজলা উঠিয়া থাকে, তাহা হইতে সুরাসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাজারে তিন প্রকারের শক্তিসম্পন্ন সুরাসার পাওয়া যায়—খাটি সুরাসার (Absolute Alcohol), বিশুদ্ধ সুরাসার (Rectified spirits) এবং অর্দ্ধ মাত্রা জল ও অর্দ্ধ মাত্রা সুরাসারের সংমিশ্রণ (Proof spirits) খাঁটি সুরাসারে জলের লেশও নাই। সুরাসারের ওজনের সঙ্গে শতকরা ১৬ ভাগ হিসাবে জল মিশাইলে বিশুদ্ধ সুরাসার উৎপন্ন হয়। প্রুফ্‌ স্পিরিটে খাটি সুরাসারের সঙ্গে শতকরা ৫০- পরিমাণ জল মিশ্রিত করা হয়। বারুদের উপর সুরাসার ঢালিয়া ও তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া সুরাসারের শক্তি পরীক্ষা করা হয়। বারুদ জলিয়া উঠিলে সুরাসারকে Proof (প্রমাণ) বলা হয়। কিন্তু সুরাসারে যদি জলের অংশ বেশি থাকে, তবে আর বারুদ জলে না; তখন ইহাকে (Under proof) বলা হয়, সাধারণতঃ ইহা রাসায়নিক কার্য্যে ও আরক প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুরাসুর (পুং) সুরশ্চ অসুরশ্চ। সুর ও অসুর, দেবতা ও দানব।

সুরাসুরময় (ত্রি) সুরাসুর স্বরূপে ময়ট্। দেবদানবময়, দেবতা ও দৈত্য স্বরূপ।

সুরাসুরাচার্য্য (পুং) একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য।

সুরাসোম (পুং) সোমবিশেষ, সুরারূপ সোম।(শুক্ল যজু ১৯।৫৯)

সুরাস্পদ (পুং) দেবমন্দির, দেবগৃহ।

সুরাহ্ব (পুং) সুরস্য আহ্বা যস্য। দেবদারু। (শব্দরত্না°) এই শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও ক্লীবলিঙ্গে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"সুরদারু দ্রুকিলিমং সুরাহ্বং ভদ্রদারু চ।
দেবকাষ্ঠং পীতদারু দেবদারু চ দারু চ॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

২ মরুবক বৃক্ষ, গন্ধতুলসী। ৩ হরিদ্রু বৃক্ষ। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। সুরাহ্বা, রুদ্রজটা। (রাজনি°)

সুরাহ্বয় (পুং) সুরাহ্ব শব্দার্থ।

সুরি (ত্রি) সু শোভনং রা ধনং যস্য। শোভনধনবিশিষ্ট, অতিশয় ধনী। (মুগ্ধবোধব্যা°)

সুরীক (পুং) একজন প্রসিদ্ধ কবি।

সুরুক্ম (ত্রি) শোভনদীপ্তাভরণ। "সুরুক্মে হি সুপেশসধিঃ" (ঋক্ ১।১৮৮।৬) 'সুরুক্মে শোভনদীপ্তাভরণে' (সায়ণ)

সুরুঙ্গ (পুং) শোভাঞ্জন বৃক্ষ, চলিত সজিনা গাছ। (শব্দমালা)

সুরুঙ্গা (স্ত্রী) সুরঙ্গা, চলিত সুড়ঙ্গ, পর্য্যায় সন্ধিলা, সন্ধি।

"জ্ঞাত্বা তু তদ্‌গৃহং সর্ব্বমাদীপ্তং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
সুরুঙ্গাং বিবিশুস্তূর্ণং মাত্রা সার্দ্ধমরিন্দমাঃ॥"(ভারত ১।১৪৯।১১)

সুরুঙ্গাহি (পুং) সুরুঙ্গায়ামহিরিব। চৌরবিশেষ, চলিত সিঁধেল চোর।

'কুজম্ভিলঃ সুরুঙ্গাহিরধশ্চৌরঃ সুরঙ্গযুক্।' (শব্দরত্নাবলী)

সুরুচ্ (ত্রি) সু শোভনা রুক্ যস্য। শোভনদীপ্তি, সুন্দর দীপ্তিযুক্ত। "গাথাশ্চঃ সুরুচো যস্য দেবাঃ" (ঋক্ ১।১২০।১)
'সুরুচঃ শোভনদীপ্তেঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) সু শোভনা রুক্ দীপ্তিঃ। ২ শোভনা দীপ্তি। (ঋক্ ৩।১৫।৬) (পুং) ৩ গরুড়ের পুত্রভেদ। (মহাভারত°)

সুরুচি (ত্রি) সু শোভনা রুচির্যস্য। শোভন রুচিবিশিষ্ট, উত্তম রুচিযুক্ত। (স্ত্রী) রাজা উত্তানপাদের স্ত্রী। রাজা উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই স্ত্রী, সুরুচি রাজার অতিশয় প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। ইহার পুত্র উত্তম। সুনীতির পুত্র ধ্রুব। (ভাগবত ৪।৮ অ°) [ধ্রুব শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

সুরুচির (ত্রি) অতিশয় মনোজ্ঞঃ। অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট।

সুরুন্দলা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হেম)

সুরুদ্রি (স্ত্রী) ভারতবর্ষস্থিত নদী বিশেষ। রাজনির্ঘণ্টে এই নদীর উল্লেখ এবং ইহার জলগুণ এইরূপ লিখিত আছে,—শীতল, স্বাদু, লঘু, সর্ব্বরোগনাশক, নির্ম্মল, দীপন, পাচন, বল, বুদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্জনক। (রাজনি°) ইহাই শতদ্রু বা বর্ত্তমান শতলেজ্।

সুরূপ (ত্রি) সু সুন্দরং রূপমস্য। শোভন রূপবিশিষ্ট, সুন্দর রূপযুক্ত। পর্য্যায়—
'সুন্দরং রুচিরং চারু সুনোজ্ঞং মঞ্জু মঞ্জুলং।
কান্তং মনোরমং রুচ্যং সুষমং সাধু শোভনং।
বল্গু হারি সুরূপাভিরূপদিব্যমনোহরং॥' (জটাধর)
নকুল, পুরূরবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নলকূবর, কন্দর্প ও শাম্ব ইহারা সুরূপ। (কবিকল্পলতা) ২ বিদ্বান্। (ক্লী) সু শোভন রূপমস্য। ২ তুল, তুলকাষ্ঠ। (পুং) ৩ পরিব্যাধ, চলিত পলাশপিপুল। (রাজনি°)

সুরূপক (ত্রি) সুরূপ স্বার্থে কন্। সুরূপ শব্দার্থ। (ত্রিকা°)

সুরূপকৃত্নু (ত্রি) শোভন রূপোপেত কর্ম্মের কর্ত্তা, সুন্দর রূপবিশিষ্ট কার্য্যের কারক। "সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব" (ঋক্ ১।৪।১) সুরূপকৃত্নুং শোভনরূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারং করোতীতি কৃত্নুঃ, 'কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ' (উণ্ ৩।৩০), কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ, তকারোপজনশ্ছান্দসঃ' (সায়ণ)

সুরূপতা (স্ত্রী) সুরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুরূপের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুরূপা (স্ত্রী) সু শোভনং রূপং যস্যাঃ। ১ শোভন রূপোপেতা। ২ শালপর্ণী। ৩ ভার্গী, চলিত বামুনহাটী। ৪ বনমল্লিকা, কাঠমল্লিকা। বার্ষিকী মল্লিকা, বেলফুল। (রাজনি°)

সুরূহক (পুং) গর্দ্দভাশ্ব। (হেম)

সুরেক্ণস্ (ত্রি) শোভনধন, শোভন ধনযুক্ত। "বধন্ সুরেক্ণাঃ মর্ত্তঃ" (ঋক্ ৬।১৬।২৬) 'সুরেক্ণাঃ শোভনধনঃ' (সায়ণ)

সুরেখা (স্ত্রী) শুভ রেখা। হস্ত পদাদিতে যে সকল রেখা থাকিলে শুভ লক্ষণ সূচিত হয়, তাহাকে সুরেখা কহে। (বৃহৎস° ৭ অ°)

সুরেজ্য (পুং) সুরাণাং ইজ্যঃ। বৃহস্পতি। (বৃহৎস° ৮।২৫)

সুরেজ্যা (স্ত্রী) সুরাণামিজ্যা। তুলসী। (রাজনি°)

সুরেণু (পুং) ১ ত্রসরেণু। (স্ত্রী) ২ নদীভেদ, সপ্ত সরস্বতীর মধ্যে একটী। ৩ ত্বষ্টার কন্যা বিবস্বানের স্ত্রী। (হরিবংশ)

সুরেণুপুষ্পধ্বজ (পুং) কিন্নররাজভেদ।

সুরেতর (পুং) সুরাদিতরঃ। অসুর।

সুরেতস্ (ত্রি) সু শোভনং রেতো যস্য। শোভনসমর্থ, শোভন সামর্থ্যবিশিষ্ট।
"সুরেতসা পিতরা ভূম" (ঋক্ ১।১৫৯।২)
'সুরেতসা শোভনসামর্থ্যেন' (সায়ণ)

সুরেতোধা (ত্রি) উত্তম রেতোবিশিষ্ট।

সুরেন্দ্র (পুং) সুরেষু ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যশালী। ১ সুরপতি ইন্দ্র। ২ লোকপাল।
'যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥" (মনু ৭।৫)
রাজা অষ্ট লোকপালের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এইকারণ তিনি সকলকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা অভিভব করিয়া থাকেন।

সুরেন্দ্রক (কন্দ) (পুং) কটু শূরণবিশেষ, এক প্রকার ওল, বাথা ওল। (বৈদ্যকনি°)

সুরেন্দ্রগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীট, চলিত আষাঢ় পোকা।

সুরেন্দ্রচাপ (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ।

সুরেন্দ্রজিৎ (পুং) সুরেন্দ্রং দেবরাজং জিতবানিতি জি-ক্বিপ্, তুকাগমশ্চ। ১ গরুড়। (হলায়ুধ) ২ ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রবিজয়ী।

সুরেন্দ্রতা (স্ত্রী) সুরেন্দ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সুররাজ্যের আধিপত্য।

সুরেন্দ্রলোক (পুং) সুরেন্দ্রস্য লোকঃ। ইন্দ্রলোক।

সুরেন্দ্রবতী (স্ত্রী) ১ শচী। ২ কাশ্মীরের একজন রাণী। (রাজতর° ৪।২২৫)

সুরেভ (ক্লী) সু-রেভ-অচ্। ১ রজ। (ত্রিকা°) (পুং) সুরাণামিভঃ। ২ সুরহস্তী।

সুরেবট (পুং) পূগবৃক্ষবিশেষ, এক প্রকার সুপারি গাছ, রামপূগ।

সুরেশ (পুং) সুরাণামীশঃ। সুরেশ্বর।

সুরেশলোক (পুং) সুরেশস্য লোকঃ। ইন্দ্রলোক।

সুরেশ্বর (পুং) সুরাণামীশ্বরঃ। ১ রুদ্র। (জটাধর) ২ ইন্দ্র। (ত্রি) ৩ দেবশ্রেষ্ঠ। ৪ আচার্য্যভেদ, সুরেশ্বরাচার্য্য।
"অজ্ঞোত্তাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব।
ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিদ্ধং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ॥" (পঞ্চদশী ৬।১৯০)

সুরেশ্বরধনুস্ (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ।

সুরেশ্বরী (স্ত্রী) সুরাণামীশ্বরী। ১ স্বর্গগঙ্গা। (শব্দরত্না°) ২ দুর্গা। দেবতাদিগের ঈশ্বরী।

সুরেষ্ট (পুং) সুরাণামিষ্টঃ। শ্বেতরক্ত বকবৃক্ষ, সাদা ও লাল বকফুলের গাছ। (রাজনি) ২ শিবমল্লী। ২ শালগাছ। ৩ সুর-পুন্নাগ। (রাজনি°)

সুরেষ্টা (স্ত্রী) সুরাণামিষ্টা। ব্রাহ্মী। (রাজনি°)

সুরোচন (পুং) সুলোচন।

সুরোচিস্ (পুং) বশিষ্ঠের পুত্র, একজন ঋষি। (ভাগ° ৪।১।৪১)

সুরোত্তম (পুং) সুরেষু উত্তমঃ। ১ সূর্য্য। ২ দেবশ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের মধ্যে উত্তম।

সুরোত্তর (পুং) সুরেষু তৎপূজনেষু উত্তরঃ শ্রেষ্ঠঃ। চন্দন। (শব্দচ°)

সুরোদ (পুং) সুরা উদকং যত্র, উত্তরপদস্থে হ্রাদকস্থাদেশঃ। সুরাসমুদ্র। (জটাধর)

সুরোদক (ক্লী) ১ সুরাসমুদ্র। ২ মদ্যজল। ৩ সুরাজলবিশিষ্ট।

সুরোধ (পুং) তংসুর একপুত্র। (হরিব°)

সুরোধস (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক একঋষি।

সুরোমন্ (ত্রি) ১ সুন্দর রোমবিশিষ্ট। (পুং) ২ যক্ষবিশেষ।

সুরোষণ (পুং) দেবসেনানীভেদ।

সুরোহ (পুং) চীনরাজভেদ। (কথাসরিৎ)

সুরৌকস্ (পুং) সুরালয়, দেবগৃহ।

সুলক্ষণ (ত্রি) সু শোভনং লক্ষণং যস্য। শোভন লক্ষণবিশিষ্ট, সুন্দর লক্ষণযুক্ত, শোভনচিহ্নবিশিষ্ট। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দেবপূজায় ছাগাদি পশুবলিদান স্থলে সুলক্ষণাক্রান্ত পশু বলি দিতে হয়, পশু সুলক্ষণ না হইলে বলি দিবে না। (ক্লী) ২ শুভ লক্ষণ, শুভ চিহ্ন। শাস্ত্রে সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণের বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ উমাসখীবিশেষ। (শব্দমালা)

সুলক্ষণত্ব (ক্লী) সুলক্ষণস্য ভাবঃ সুলক্ষণ-ত্ব। সুলক্ষণের ভাব বা ধর্ম্ম, শুভ লক্ষণ।

সুলক্ষিত (ত্রি) সু-লক্ষ-ক্ত। উত্তমরূপে লক্ষিত।

সুলতান (পারসী) রাজাধিরাজ।

সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর জেলায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি গণ্ডগ্রাম। ইহারই নামানুসারে সুলতানগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। অক্ষা° ১০°৪০´ হইতে ১১°৬´, ও দ্রাঘি° ৯১°৫৮´ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নৌকা চলাচলের সুবিধা থাকায়, এবং তাহার উপর আবার রেলওয়ে হওয়ায় ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে দুইটি গ্রেনাইট্ পাথরের পাহাড় আছে। ইহাদের একটির শীর্ষদেশে একটি মুসলমান মস্জিদ্ দণ্ডায়মান। দ্বিতীয়টি অনেক বড় ও উচ্চ। ইহার শীর্ষদেশে গৈবনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুদিগের চক্ষুতে তাহা একটি পরম পবিত্র স্থান। একস্থানে গঙ্গা পর্ব্বতগাত্রে পড়িতেছেন; ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চক্ষে উহা গঙ্গাদেবীর সহিত দেবদেব মহাদেবের প্রেমালিঙ্গন।

সুলতানপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের কমিশনরের অধীনস্থ একটি জেলা। অক্ষা° ২৬° হইতে ২৬°৩৯´ উত্তর পর্য্যন্ত ও দ্রাঘি° ৮১°৩১´ হইতে ৮২°৪৪´ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষেত্রফল ১৭০৭ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ফয়জাবাদ, পূর্ব্বে জৌনপুর, দক্ষিণে প্রতাপগড় ও পশ্চিমে রায়বরেলি। বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ৮০ মাইল ও প্রস্থ ৩৮ মাইল। লোকসংখ্যা ১০ লক্ষের ন্যূন নহে। জেলার শাসন সংরক্ষণের আফিস আদালত ইত্যাদি সুলতানপুর সহরে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৭০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ ফল ১৫৭০ বর্গমাইল ছিল, এবং তখন এই জেলা নিম্নলিখিত ১২টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। যথা—ইন্হোনা, জগদীশপুর, সুবেহা, রোখা, জইস্, সিমরোতা, গৌরজামুন, সাহাগঞ্জ, অমোঘ, ইসৌল, তপ্পাঅসল, সুলতানপুর ও তান্দা। ১৮৬৯-৭০ খৃঃ অব্দে ইন্হোনা, রোখা, জইস্, সিম্রৌতা ও সাহাগঞ্জ এই চারিটি পরগণা রায়বরেলির সঙ্গে ও সুবেহ পরগণা বারাবাঁকীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু এদিকে হসৌলি, বরৌচলা, অল্দেমৌ ও সুরহরপুরের কতক অংশ আনিয়া সুলতান-পুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় সমতল। উত্তরপশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের দিকে জমির যে সামান্য একটু ক্রমনিম্নতা আছে, তাহা প্রায় ধরাই যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্ব্বত্র একরূপ নহে। গোমতী নদীর তীরে বহু মনোরম স্থান আছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানই শস্যশ্যামলতাবর্জ্জিত, নয়নবিনোদন নহে। মধ্যে মধ্যে দুই একটা আম্রকানন আছে। জেলার মধ্যদেশ দিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে জৌনপুর পর্য্যন্ত যে উচ্চ রাজবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বের গ্রাম ও মাঠগুলি পরম সুন্দর—বড় বড় বৃক্ষের শ্রেণীও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের অভ্যন্তর হইতে কেমন স্নিগ্ধ সজীবতা ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু একটু দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই দিগন্তপ্রসারিত অনুর্ব্বর বিশুষ্ক সমতল ক্ষেত্র এবং ঝিল ও বিস্তীর্ণ জলাভূমি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে গোমতী, কান্দু, পিলি, তেভ্যা ও নাহিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্রোতস্বতী আছে। ইহার মধ্যে গোমতীই সর্ব্বপ্রধান। বড়বাঙ্কীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া এই নদী আসিয়া সুলতানপুরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জৌনপুর জেলায় যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা প্রায় দুইশত

ক্ষত প্রকাণ্ড ও ১২।১৩ ফিট গভীর থাকে। তখন ইহার স্রোতোবেগ ঘণ্টায় দুই মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার ঘনফিট জল নির্গত হয়। রায়পুর গ্রামের নিকটে যে একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে, সেখান হইতে কান্দু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। উৰ্দ্ধদেশে ইহা একটি অগভীর খালমাত্র; সেখানে ইহার নাম নইয়া। জগদীশপুরের নিকট আসিয়া ইহা একটী ছোট নদীর আকার ধারণ করিয়াছে ও কান্দু নামে অভিহিত হইয়াছে এবং পরিশেষে গোমতীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় পিলিনদী বেশ বৃহদাকার ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্ত সময়ে ইহা শুকাইয়া কতকগুলি ঝিল ও জলাভূমিতে পর্য্যবসিত হয়। তেঙ্গা এবং লন্ধিয়া অপ্রশস্ত হইলেও বেশ গভীর। ঝিলগুলির জল যখন স্ফীত হইয়া উঠে, তখন এই দুই নদী তাহা বহন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই ঝিলগুলির মধ্যে সোধাই নামের ঝিলটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভন্‌গাঁও হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ণ গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এখন এই জেলায় কোন বিস্তীর্ণ অরণ্যানী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুনা যায় যে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে আমেথির রাজ-গৃহ হইতে লক্ষ্ণৌ রাস্তা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলময়ভূমি বিস্তৃত ছিল। ভদৈয়ান নামে পূর্ব্বে যে একটা জঙ্গল ছিল, এখনও ভদৈয়ান্ গ্রামের সন্নিকটে স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট বাঁশ গাছের বন ব্যতীত এখন আর এখানে তেমন কিছুই নাই। এই গাছগুলি দ্বারা অগ্নিপ্রজ্বালন ব্যতীত আর কোনই কাজ হয় না। কিন্তু এখানে বেশ বড় বড় সুন্দর সুন্দর সযত্নরক্ষিত উদ্যান আছে। আম্র, জাম ও মহুয়া এই ত্রিবিধ ফলবান্ বৃক্ষেরই এখানে সবিশেষ আদর। এতদ্ব্যতীত প্রতি গ্রামেই বহুপ্রাচীন বট, পাকুড় ও পিপল, বেল, কাইমা, বাবুল এবং নিম্ববৃক্ষও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপক্ষীর মধ্যে নেকড়ে বাঘ, নীলগাই, বন্য-শূকর, হরিণ, কৃষ্ণসার ও শশক এবং তিত্তির, বন্যরাজহংস প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র কাঁকর নামে চূণাপাথরই পাওয়া যায়।

শুনিতে পাওয়া যায় যে গজনীর সুল্‌তান মামুদের সহকারী সৈয়দ সালার মসাউদ্ যখন ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জইস্ ও জৌনপুর বিধ্বস্ত করেন, তখনও ভররাজবংশ আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ ও জৈন এই কয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮৯ জন। ইহার মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি। এখানে এই কয় জাতীর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ভাট, বাণিয়া, চামার, আহীর, কাচ্ছী, কুর্ম্মী, পাশী, কাহার, মল্লা, গদারিয়া, কোরি, তেলি, নাই, কলঙ্গর, ভুর্জ্জি, কুমার, ধুপী, বরুই, লোহার, লোনিয়া, লোধ, তামুলী ও সোণার। মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০ জনের কিছু অধিক, ইহার একচতুর্থাংশ সৈয়দ, সেখ, মোগল অথবা পাঠান; একষষ্ঠাংশ রাজপুত এবং গুজর জাতি; বাকী গুলি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান।

এই জেলায় দুইটি প্রধান তীর্থস্থান ও মেলা আছে। গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে সীতাকুণ্ডতীর্থ অবস্থিত। রামের বনগমনকালে সীতাদেবী এখানে স্নান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসে ১০।১২০ হাজার লোক স্নান করিতে আসিয়া থাকে। গোমতীর তীরবর্ত্তী রাজাপতি গ্রামের গোপাপ নামক যে ঘাট, তাহাও পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। জনশ্রুতি এইরূপ যে লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় রামচন্দ্র এখানে স্নান করিয়া রাবণবধের পাপ ধৌত করিয়াছিলেন। এখানেও সীতাকুণ্ডের মত বর্ষে দুইবার মেলা হয়।

জেলার কোন অংশে বড় বড় গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ স্থলেই গ্রামগুলি খুব ছোট ছোট ও কুটীর সমাকীর্ণ। চান্দা পরগণায় বাড়ী গুলি প্রায়ই পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

মোট জমি ১০৯২৪২৮ একর, তন্মধ্যে ৫৭১৭৯৫ একর পরিমিত স্থানে চাষ আবাদ হয়, ২৬৮৯১১ একর চাষোপযোগী হইলেও উহা গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ২৫১৭২২ একর শস্যোৎপাদনের অনুপযোগী বলিয়া পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। এখানে গোধুম এবং ধান্যই বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা একটি তালুকদার (জমিদার)-প্রধান স্থান, ইহার পূর্ব্বাংশ বচ্‌গোতি ও রাজকুমার রাজপুতদিগের, মধ্যাংশ আমেথিয়া রাজপুতদিগের ও পশ্চিমাংশ কানহপুরিয়া রাজপুতদিগের তালুকদারীর অন্তর্গত। ১১৬৩ গ্রামে তালুকদারী স্বত্ব, ৩০৪ গ্রামে জমিদারী স্বত্ব, ৫৪২ গ্রামে পত্তিদারী স্বত্ব, এবং ৩১৭ গ্রামে ভায়াচার স্বত্ব প্রচলিত আছে।

এখানে কতকগুলি রাস্তা আছে। ইহাদের মধ্যে ফয়জাবাদ হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যে উচ্চ রাজবর্ত্মটি বিস্তৃত, তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্ণৌ-জৌনপুর পথ, সুলতানপুর-রায়বরেলি-পথ এবং ফয়জাবাদ-রায়বরেলি পথ নামে আরও তিনটি কাঁচা রাস্তা আছে। এই সকল বড় বড় রাস্তা হইতে আবার কতকগুলি ছোট ছোট পথও বহির্গত হইয়া জেলার বিভিন্ন অংশে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গোমতীর জলপথে বার মাসই বেশ বড় বড় নৌকা চলাচল করিতে

পারে। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে এই জেলার মধ্য দিয়া যাতায়াত করায় এখানে বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানি করিবার বেশ সুবিধা আছে।

শস্য, তুলা, গুড় ও দেশীয় বস্ত্রেরই এখানে প্রধান ব্যবসায়। গোক্রয়বিক্রয়ও স্থানে স্থানে বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। এখানে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হয় না; মোটা কাপড়, কাঁসার ও পিতলের বাসনপত্রই এখানকার প্রধান শিল্পদ্রব্য। চান্দা পরগণায় অতি অল্প পরিমাণে চিনি এবং নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় রাজার আমলে এখানে লবণ এবং সোরা প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করা হইত; এখন তাহা একেবারেই রহিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বড় গ্রামেই বড় বড় বাজার আছে। এই সকল বাজারই ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থল। ইহাদের মধ্যে পারকিন্সগঞ্জ, স্থকুল বাজার, গৌরীগঞ্জ, বন্ধুয়া এবং আলিগঞ্জই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারকিন্সগঞ্জ বাজারটি ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অল্প পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার মধ্যে ইহা একটি প্রধান বন্দর এবং ক্রমশঃই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

এখানে ১৩টি দেওয়ানী ও রাজস্বসংক্রান্ত এবং ১০টি ফৌজদারী আদালত আছে। বিদ্যাশিক্ষার দিকেও লোকের দৃষ্টি ক্রমশই আকৃষ্ট হইতেছে। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে এখানে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত ১১২টী স্কুল ছিল; এখন আরও বাড়িয়াছে। স্থলতানপুর সহরে যে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানে ইংরাজী, উর্দ্দু, পারসিক ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। জগদীশপুরে যে স্কুল আছে, তাহার অবস্থাও বেশ ভাল।

এখানকার জলহাওয়া বেশ স্নিগ্ধ, নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। অক্টোবর হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত পশ্চিমা বাতাস বহিয়া থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি হইতে এই বাতাসের বেগ কিছু প্রবল হইয়া উঠে, উত্তাপ বাড়িতে থাকে এবং মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে বেশ গরম পড়িতে থাকে। কিন্তু এখানকার গরম কখনও একেবারে অসহ্য হয় না। জুন মাসের মাঝামাঝি বর্ষা আরম্ভ হইয়া সেপ্টেম্বর মাসের শেষ কি অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত থাকে। এ সময়ে সর্ব্বদাই বায়ু পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে বেশ মধুর ও উপভোগ্য শীত পড়িতে আরম্ভ হয়।

পীড়ার মধ্যে জ্বর এখানকার প্রবল ব্যাধি। বর্ষার শেষ ও শীতারম্ভের পূর্ব্বে আমাশয় এবং উদরাময় বেশ দেখা দিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ওলাউঠা ও বসন্তের তেমন প্রাদুর্ভাব হয় না। এই জেলায় স্থলতানপুর, মুজঃফরখানা, কাদিরপুর, ও আমেঠিতে চারিটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

স্থলতানপুর, অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত স্থলতানপুর জেলার একটি তহশীল বা মহকুমা। অক্ষা° ২৬° ৩´ হইতে ২৬°৩০´ উ, ও দ্রাঘি° ৮১° ৪৬´ হইতে ৮২° ২২´ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে ফয়জাবাদ জেলার বিকাপুর তহশীল, পশ্চিমে মুজঃফরখানা তহশীল, দক্ষিণে রায়পুর তহশীল ও পূর্ব্বে কাদিরপুর তহশীল। ক্ষেত্রফল ৫০৬ বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে ২৭৭ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে চাষ আবাদ ও শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও জৈনই প্রধান অধিবাসী; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যার ছয় গুণেরও উপর। স্থলতানপুর ও স্থলতানপুর বরৌন্সী এই দুইটি পরগণা লইয়া এই মহকুমা গঠিত। এখানে দুইটি দেওয়ানী ও দুইটি ফৌজদারী আদালত আছে।

স্থলতানপুর, স্থলতানপুর জেলার একটি পরগণা। ইহা গোমতীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জমি কতক পরিমাণে শুষ্ক ও অনুর্ব্বর। স্থলতানপুর সহরটি এই পরগণায় অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ২৪৬ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ১৪৫ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন রকমের লোক আছে। হিন্দুই এখানকার প্রধান অধিবাসী। ইহার মধ্যে ৪০১টী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ২৩৮টিতে তালুকদারী ও ১৩৩টিতে জমিদারী স্বত্ব বিদ্যমান। ব্রাহ্মণের সংখ্যাই খুব বেশী; কিন্তু তাঁহাদের ভূসম্পত্তি বড় কম। বাচ্‌-গোতি রাজপুতেরা এখানকার বড় তালুকদার। ৯৪টি গ্রামে তাঁহাদের তালুকদারী ও ৯৬টি গ্রামে জমিদারী স্বত্ব আছে। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী খানজাদা বাচ্‌গোতিরা ১১১টি গ্রামের তালুকদার ও ১৯টির জমিদার।

স্থলতানপুর, অযোধ্যার স্থলতানপুর জেলার প্রধান সহর। জেলার শাসনসংক্রান্ত আফিস আদালত ইত্যাদি এখানেই প্রতিষ্ঠিত। ইহা গোমতী নদীর দক্ষিণ কূলে, অক্ষা° ২৬° ১৫´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২°৭´১০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই সহর আধুনিক, প্রাচীন সহরটি গোমতীর বামতীরে অবস্থিত; নাম কুশপুর বা কুশভবনপুর। কথিত আছে যে রামচন্দ্রের পুত্র কুশ এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে ইহা ভরবংশীয় রাজাদিগের করতলগত হয়, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ—বহুশত বৎসর পূর্ব্বে সৈয়দ মহম্মদ ও সৈয়দ আলী উদ্দীন্ নামক দুই জন অশ্ববিক্রেতা এখানে আসিয়া ভর রাজাদিগের নিকট কয়েকটি অশ্ববিক্রয়ের প্রস্তাব করে। রাজারা বিক্রেতাদ্বয়কে মারিয়া অশ্বগুলি বাজে-

যাপ্ত করেন। কথাটা আলাউদ্দীন্ ঘোরীর কাণে গেলে মুসলমানদিগের উপর যাহারা অত্যাচার করে, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত লইয়া কুশপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। নদীর অপর তীরে করৌন্দী নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত হইল। করৌন্দী তখন নিবিড় অরণ্য। এখানে এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে বৃথা কাটাইতে হইল। অবশেষে যেন নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, এই মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া ভরদিগের নিকট তিনি বহুসংখ্যক সুসজ্জিত শিবিকা প্রেরণ করিলেন—প্রকাশ করা হইল যে ইহাতে নানা প্রকার বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরিত হইয়াছে। লোভে পড়িয়া ভরেরা উপযুক্ত সতর্কতা না লইয়াই উপহারদ্রব্যপূর্ণ শিবিকা গুলিকে একেবারে নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। হঠাৎ একটি সাঙ্কেতিক ধ্বনি হইতে না হইতেই শিবিকাগুলি খুলিয়া গেল ও বহুসংখ্যক সশস্ত্র মুসলমানসৈন্য বাহির হইয়া আল্লা আল্লাহো ধ্বনিতে কুশপুর ও অধিবাসীদিগের হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিল। হিন্দুগণ অপ্রস্তুত ছিল; সহজেই মুসলমানগণ তাহাদিগকে যমালয় প্রেরণ করিয়া নগর অধিকার করিয়া ফেলিল। কুশপুর অগ্নিতে ভস্মীভূত, এবং বিজেতার নামানুসারে নূতন নগর সুলতানপুর প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে মধ্যে মধ্যেই সুলতানপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কখনও যে ইহা খুব একটা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, এক সময়ে ইহা ছোটখাটো রকমের হইলেও বেশ সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল। ইহা কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেশীয় রাজা গোমতীর অপরতীরে একটি সৈন্যাবাস স্থাপন করেন। তদবধিই পুরাতন নগরটির পতন আরম্ভ হয়। জানা যায় যে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ইহার অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে এখানে তখন কোন প্রকারের ব্যবসায় বাণিজ্যই ছিল না এবং লোকসংখ্যাও মাত্র পনের শতে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১৮৫৭খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের সময় অধিবাসীরা দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রাণ বিনাশ করে বলিয়া, বিদ্রোহান্তে সহরটিকে একেবারেই ভূমিসাৎ করা হয়।

বর্ত্তমান সহরটি, পূর্ব্বে যেখানে সৈন্যাবাস ছিল, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত। এখানেও হিন্দুর সংখ্যা বেশী। অধুনা সহরটির অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে আম্র ও অন্যান্য ছায়াবহুল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, দশ একরের উপর জমি লইয়া একটা সাধারণ উদ্যান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

সুলতানপুর, পঞ্জাবের কাঙ্‌ড়া জেলার অন্তর্গত কুলু তহশীলের অন্তর্ব্বর্ত্তী সহর। ইহা বিয়াস্ নদীর দক্ষিণকূলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৯২ ফিট উচ্চে অবস্থিত। প্রথমে কুলুদিগের, তৎপরে শিখদিগের ও সর্ব্বশেষে ইংরাজদিগের আমলে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইহা জেলার শাসনকেন্দ্র স্বরূপ ছিল। অধুনা বিয়াস্ নদীর আরও উর্দ্ধদেশে নগর নামক স্থানে মহকুমার সদর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। সেই সুদৃঢ় প্রাকারের এখন দুইটি মাত্র ধ্বস্তপ্রায় ফটক অবশিষ্ট আছে। রাজকর্ম্মচারী যে বাড়ীতে বাস করিতেন সে বাড়ীটি খুব বড়, ছাদ শ্লেটপ্রস্তরে নির্ম্মিত ও ঢালু, তাহার প্রাচীরগুলি প্রস্তরখণ্ডে গ্রথিত। ইহার উত্তরে যে উপকণ্ঠ আছে, লাহুলী জাতীয়েরা সেই খানে বাস করে। এখানে কাঙ্‌ড়া, লাহুল এবং লাদখের অনেক ব্যবসায়ীর দোকান আছে। সমতল প্রদেশ ও মধ্য এসিয়ার মধ্যে এই পথে বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মাল চলাচল করিয়া থাকে। এখানে রঘুনাথজীর একটি মন্দির আছে। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসে ৮০টি দেবমূর্ত্তি এখানে সমবেত হয় ও তদুপলক্ষে বেশ বড় রকমের একটি মেলা বসিয়া থাকে। এখানে ডাকঘর, ডাক্তারখানা, সরাই, মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি থানা আছে।

সুলতানপুর—পঞ্জাব প্রদেশের গুর্‌গাঁও জেলার একটি গ্রাম। এখানেও নজফ্‌গড় ঝিলের প্রান্তবর্ত্তী এতৎসংলগ্ন গ্রামসমূহে লবণাক্ত কূপদেশ হইতে লবণ প্রস্তুত করা হয়। যে স্থানে লবণ পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ ১৫৬৫ একর ও কূপের সংখ্যা ৩৩০। এই সকল কূপ হইতে বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই লবণ দিল্লী, দোয়াবের উর্দ্ধাংশ, রোহিলখণ্ড, পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশ এবং অযোধ্যা ও মীর্জ্জাপুরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুলতানপুর—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহারণপুর জেলার অধীন লকুর তহশীলের অন্তর্গত একটি সহর। শাহারণপুর হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ১৪৫০ খৃঃ অব্দের সময় সুলতান বহ্‌লোল লোদী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার জৈন ও সারঙ্গী মহাজনেরা ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহারা পঞ্জাবের সঙ্গে লবণ ও চিনির ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন।

সুলেমান কর্‌রাণী—দিল্লীসম্রাট্ শেরসাহ ও তদীয় পুত্র সেলিম শাহ কর্‌রাণী নামক আফগান জাতিকে বিশেষ প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে ও আশ্রয়ে কর্‌রাণীরা আসিয়া বুজিপুরে এবং কুশপুর তাঁড়ার সন্নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেলিমশাহের সময়ে দুইটি কর্‌রাণী ভ্রাতা বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন; জ্যেষ্ঠ তাজখাঁ কর্‌রাণী শম্ভলের এবং কনিষ্ঠ সুলেমান কর্‌রাণী বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

সুলেমান সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেলিমের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া বসিলেন এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। সম্রাটের দরবার হইতে ফিরিবার সময় তাজর্খাঁ পথিমধ্যে কতকগুলি সরকারী হস্তী ও অর্থ হস্তগত করেন, রাজমন্ত্রী হিমুর সহিত চুণারের সন্নিকটে তাঁহার এক তুমুল যুদ্ধ হয়। ইহাতে পরাজিত হইলেও কররাণাসৈন্য অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে বুজিপুরে পলাইয়া যায়।

১৫৫৫ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ আদিল্ শাহ বেহারের অভিমুখে অগ্রসর হইলে সুলেমান যাইয়া বঙ্গেশ্বর বাহাদুর শাহের সঙ্গে যোগদান করিলেন। উভয় পক্ষে মুঙ্গেরের সন্নিকটে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে সম্রাট্ সৈন্য পরাজিত হইয়া দিল্লীর অভিমুখে পলায়ন করিল।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র জলাল-উদ্দীন্ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার সঙ্গেও সুলেমানের বেশ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্রকে নিহত করিয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন, তখন সুলেমান বঙ্গদেশ অধিকার করিবার জন্য অগ্রজ তাজর্খাঁকে এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য সহ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। এক প্রকার নির্ব্বিবাদেই বঙ্গদেশ সুলেমানের পদানত হইল। তিনি জ্যেষ্ঠকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন; এবং এক বৎসর পরে যখন তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন স্বয়ং আসিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন (১৫৬৪ খৃঃ অব্দ।) তিনি অল্পদিন পরেই রাজধানী গৌড় হইতে তাঁড়ায় স্থানান্তরিত করিলেন। এই তাঁড়াকে কেহ কেহ কুশপুর-তাঁড়াও বলিয়া থাকেন। ইহা গৌড়ের অনতিদূরে বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসন আবার মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছে। সুলেমান যখন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিলেন, অকবরশাহ ভারতবর্ষের সম্রাট্—তাঁহার সৈন্যদল ধীরে ধীরে বিদ্রোহী প্রদেশ গুলিকে আবার দিল্লীর অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতেছিল, কূটবুদ্ধি সুলেমান বহুমূল্য উপঢৌকন সহ এক জন দূত পাঠাইয়া সম্রাটের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য প্রকাশ করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিলেন। বঙ্গবাসী রক্ষা পাইল।

এই ভাবে সমগ্র বাঙ্গালা ও বেহারের রাজা হইয়া সুলেমান রোহ্‌তস্ দুর্গ আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। তখনও ঐ দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। ১৫৬৫-৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অগণিত সৈন্য যাইয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিল। এই ভাবে প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। তখন অকবর জোনপুরে আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া দুর্গাধিপতি ফতের্খাঁ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এমন একটি মূল্যবান্ দুর্গ হস্তগত করিবার মানসে সম্রাট্‌ও সম্মত হইয়া একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভীত হইয়া সুলেমান তাঁড়ায় অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু পাছে বা বঙ্গাধিপতি যাইয়া বিদ্রোহী উস্‌বেক সর্দ্দারগণের সঙ্গে যোগদান করেন, এই ভয়ে সম্রাট্ তাঁহার অনুধাবন না করিয়া, তাঁহার প্রতি মিত্রতার ভাবই প্রদর্শন করিলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুলেমান বাঙ্গালা ও বেহার লইয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; তিনি উড়িষ্যার দিকে ঘন ঘন লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন যে সম্রাট্ পশ্চিম প্রদেশগুলি লইয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি যাইয়া ১৫৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সহজেই উহা অধিকার করিলেন। উড়িষ্যার সর্ব্বশেষ হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

ইহার পরে, এখানে একজন প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা রাখিয়া সুলেমান পর বৎসর কোচবিহার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন; কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে উড়িষ্যার লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রতিনিধিকে তাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁড়ায় ফিরিয়া আসিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া তিনি উড়িষ্যা পুনরধিকার করিলেন, ইহার পরে তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আমলে প্রজারা বেশ সুখ-শান্তিতে ছিল, ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন প্রজা সাধারণে সকলেই বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছিল। নামতঃ স্বাধীন না হইলেও কার্য্যতঃ তিনি স্বাধীন রাজাই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র বয়াজিদ্‌র্খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সুলভ (ত্রি) সুখেন লভ্যতে ইতি সু-লভ-খল্ (ন সুদুর্ভ্যাং কেবলাভ্যাং। পা ৭।১।৬৮) ইতি নুমাগমো ন। সুখলভ্য, অনায়াসলভ্য, যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়।

"সুলভং সকলং পুণ্যং যজ্ঞদানাদিজং ফলং।
গঙ্গাতোয়ৈশ্চ সলিলৈর্দুর্লভং পিতৃতর্পণং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সুলভত্ব (ক্লী) সুলভস্য ভাবঃ ত্ব। সুলভের ভাব বা ধর্ম্ম, সুখে লাভ।

সুলভা (স্ত্রী) সু লভ-টাপ্। ১ মাষপর্ণী। ২ ধূম্রপত্রা। (রাজনি°) ৩ তুলসী গাছ। (বৈদ্যকনি°) ৪ বার্ষিকী মল্লিকা, চলিত বেলফুল।

সুলভেতর (ত্রি) সুলভাদিতরঃ। অসুলভ, যাহা সুখে লাভ হয় না।

সুললাট (ত্রি) সু শোভনো ললাটো যস্য। ১ শোভন ললাটযুক্ত। (পুং) ২ সুপ্রশস্ত ললাট।

সুললিত (ত্রি) সু ললিতঃ যত্র। অতি সুন্দর, অতি মনোহর।

সুলবণ (ত্রি) অতিশয় লবণবিশিষ্ট।

সুলাভ (ত্রি) সুখেন লভ্যতে ইতি ঘঞ্ (ন সুদুর্ভ্যাং কেবলাভ্যাং। পা ৭।১।৬৮) ইতি ঘঞ্। সুলভ, যাহা সুখে পাওয়া যায়।

সুলাভিকা (স্ত্রী) শোভনলাভযুক্তা, শোভন লাভবিশিষ্টা।

"অশ্ব সুলাভিকে যথে বাঙ্গ ভবিষ্যতি" (ঋক্ ১০।৮৬।৭)

'সুলাভিকে শোভনলাভে' (সায়ণ)

সুলাভিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সুলিখিত (ত্রি) উত্তমরূপে লিখিত। বৈদ্যকোক্ত লেখনগুণ বিশিষ্ট।

সুলূন (ত্রি) উত্তমরূপে ছিন্ন।

সুলেক (পুং) আদিত্যভেদ।

সুলেখ (ত্রি) সু শোভনা রেখা যস্য, রস্য লঃ। শোভন রেখাযুক্ত বিশিষ্ট। সুন্দর রেখাযুক্ত।

"স্ত্রিয়াং জ্রনাসাক্ষিগ্‌বলিকটিসুলেখাঙ্গুলিচয়ঃ।" (বৃহৎসং ৫১।৮)

সু শোভনা লেখা লিপি যস্য। সুন্দর লেখাযুক্ত, শোভন লিপিবিশিষ্ট।

সুলেখক (ত্রি) উত্তম লেখক, যিনি সুন্দর লিখিতে পারেন, যিনি সুন্দর প্রবন্ধাদি রচনা করিতে পারেন।

সুলেমান শৈল, আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালা। ইতিহাসে ইহাই ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা ডেরা ইস্‌মাইল-খান, ডেরাগাজিখান ও ডেরাজাতের সীমান্তদেশ। অক্ষা° ৩১°৩৫′ ৩৯″ হইতে ৩১° ৪০′ ৫৯″ উত্তর ও দ্রাঘি° ৬১° ৫৮° ২৯″ হইতে ৭০° ০′ ৪৫″ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ডেরা ইস্‌মাইল্ সহরের ঠিক পশ্চিমে ইহার উচ্চতম শিখর তখ্‌-তি-সুলেমান অবস্থিত। ইহার শৃঙ্গদ্বয় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে ১১২৯৫ ও ১১০৭০ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বদিকে বৃটীশ অধিকারের সীমান্ত দেশে ইহা অনেকটা ঋজু ভাবে বিস্তৃত। ইহার বহির্ভাগে কয়েকটি সমান্তরাল অনুচ্চ শৈলশ্রেণী ঠিক উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিয়াছে এবং সর্ব্ব পশ্চিমে প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী আফ্‌গানিস্থানের দিকে কান্দাহার উপ-ত্যকার অভিমুখে ক্রমনিম্নভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। সুলেমান শৈল সাধারণতঃ খাড়া ও প্রস্তরময়; ইহার পার্শ্বদেশে বৃক্ষাদি একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না; প্রান্তদেশে যে সকল সুঁড়িপথ আছে, তাহাতে কখনও বিন্দু পরিমাণ জলও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মধ্য দিয়া অনেকগুলি গিরিসঙ্কট চলিয়া গিয়াছে। এ গুলির একদিকে বৃটীশ রাজ্য ও অপর দিকে তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন পার্ব্বত্য জাতির অধি-কার। সুলেমানের পূর্ব্বপার্শ্ব বাহিয়া যে সকল জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাদের জল যাইয়া সিন্ধুনদের দেহ পুষ্ট করে, আর পশ্চিম পার্শ্বের জলধারা গুলি যাইয়া হেল্‌মন্দ নদীতে মিলিত হয়, অথবা তৎপূর্ব্বেই পারস্য ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্ত্তী মরুভূমিতে যাইয়া বিলীন হয়। এখানকার নদীগুলির মধ্যে কুরম্‌ই একটু উল্লেখযোগ্য, শুষ্ক গিরিশৃঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এই নদী উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩৫০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। সুলেমানের দক্ষিণাংশের জলধারাগুলি একেবারে সাগরজলে মিলিত হইতেছে।

সুলোচন (পুং) শোভনে লোচনে যস্য। ১ হরিণ। (রাজনি°) ২ দুর্য্যোধন। ৩ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭।৯৪) দুর্য্যোধনের নাম সুলোচন ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। (ত্রি) ৪ সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট, শোভন-নেত্রযুক্ত। ৫ চকোর। (বৈদ্যকনি°)

সুলোচনা (স্ত্রী) মাধবরাজপত্নী। পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ৫ম অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বিক্রম নৃপতির পুত্র মাধব। সমুদ্রপার্শ্বে প্লক্ষদ্বীপে গুণাকর নামে অতি যশস্বী এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সুশীলা। এই সুশী-লার গর্ভে সুলোচনার জন্ম হয়। রাজা মাধব গান্ধর্ব্ববিধানে সুলোচনাকে বিবাহ করেন। ইনি আদর্শভার্য্যা বলিয়া অভি-হিতা। (পদ্মপু° ক্রিয়াযোসার ৫ অ°)

সুলোম (ত্রি) উত্তমলোমবিশিষ্ট।

সুলোমধি (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সুলোমন্ (ত্রি) [সুলোম দেখ।]

সুলোমনী (স্ত্রী) জটামাংসী। (বৈদ্যকনি°)

সুলোমশ (ত্রি) সুষ্ঠু লোমশঃ। ১ শোভন লোমযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুলোমশা—২ কাকজঙ্ঘা। ৩ জটামাংসী। (বৈদ্যকনি°)

সুলোমা (স্ত্রী) সুষ্ঠু লোমান্যস্যাঃ টাপ্। ১ তাম্রবল্লী। ২ মাংস-চ্ছদা। ৩ মাংসরোহিণীভেদ। (রাজনি°)

সুলোহক (ক্লী) সুষ্ঠু লোহমিব কন্। পিত্তল। (হেম)

সুলোহিত (পুং) ১ সুন্দর রক্তবর্ণ। (ত্রি) ২ সুন্দর রক্তবর্ণ-যুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুলোহিতা। ৩ অগ্নির সপ্ত জিহ্বার মধ্যে একটী।

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।"
(মুণ্ডকোপনি° ১।২।৪)

সুলোহিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সুহলণ (পুং) একজন প্রাচীনকবি।

সুহলরী (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটী গ্রাম। (রাজতর°)

সুবংশ (পুং) ১ বাসুদেবপুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৫০) ২ উত্তমবংশ, উত্তম কুল।

সুবংশঘোষ (পুং) উত্তম বংশীধ্বনিবিশিষ্ট।

সুবংশেক্ষু (পুং) শ্বেত‌ইক্ষু, সাদা আক। (রাজনি°)

সুবক্তু (পুং) সুষ্ঠু বক্তং যস্মাৎ। ১ বন বর্ব্বরী, চলিত বনবাবুই। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দরানন। ৩ শিব। (ভারত)

সুবক্ষস্ (ত্রি) শোভনং বক্ষো যস্য। বিশালবক্ষঃ, সুন্দর বক্ষঃ-স্থলবিশিষ্ট।

সুবচন (ত্রি) সুষ্ঠু বচনং। শোভনোক্তি, সুন্দর কথন, পর্য্যায় সুপ্রলাপ।

"এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥" (উত্তরচরিত ১ অ)

সুবচনী (স্ত্রী) সুষ্ঠু বচনং যস্যাঃ, টিত্বাৎ ঙীপ্, এতদারাধনায়াঃ আরাধয়িতৃ বাক্যসাফল্যাৎ তথাত্বং। দেবীবিশেষ। স্ত্রীগণ কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহার পরিহারকামনায় এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। কোন শুভ কার্য্যের প্রারম্ভে বা শেষে ইহার পূজা হয়। বঙ্গদেশে মঙ্গল কামনায় প্রতি গৃহেই এই দেবীর পূজা হইতে দেখা যায়। স্ত্রীগণ এই দেবীর পূজা করিয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া পাঁচালী প্রবন্ধে ইহার কথা শ্রবণ করিয়া থাকে। যাহার কল্যাণে এই পূজা হয়, তাহার মস্তকে কুলা রাখিয়া কথা শুনিতে হয়। যদি সেই ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধিরূপে আর একজন পালনী করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহার পূজা ব্রাহ্মণে করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীগণ ইহার পূজা করে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থলে ইহার কথারও ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যনারায়ণের যেরূপ বিস্তর পাঁচালী আছে, ইহারও সেইরূপ অনেক পাঁচালী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যনারায়ণের যেরূপ রেবাখণ্ডোক্ত মূলবিধান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সেরূপ কিছু মূল পাওয়া যায় না। কিন্তু আচারমার্তণ্ডে শুভসূচনী পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় শুভসূচনী ও সুবচনী একই হইবে। যাহা হউক কোন পুরাণান্তরে ইহার বিধান থাকাও অসম্ভব নহে।

[বাঙ্গালা ভাষা দেখ।]

সুবচস্ (ত্রি) সুষ্ঠু বচো যস্য। বাগ্মী, উত্তম বাক্যবিশিষ্ট।

সুবচস্যা (স্ত্রী) সুবচনাং, শোভন বাক্যের যোগ্য।

"অগ্নিভ্যাং সুবচস্যাং" (ঋক্ ১০।১১১৭)

'সুবচস্যাং সুবচনার্হাং স্তুতিং ছন্দসি চেতি যৎ প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

সুবজ্র (ত্রি) শোভন বজ্রবিশিষ্ট, ইন্দ্র। "সনদপঃ সুবজ্রঃ" (ঋক্ ১।১০০।১৭) 'সুবজ্রঃ শোভনবজ্রবিশিষ্টঃ' (সায়ণ)

সুবদন (ত্রি) সুন্দরানন, সুন্দর বদনবিশিষ্ট, শোভন মুখযুক্ত। (পুং) ২ বর্ব্বরক, বনবাবুই। (রাজনি°)

সুবদনা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২০টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার সপ্তম, চতুর্দ্দশ এবং বিংশতি অক্ষরে যতি, এবং ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

"জ্ঞেয়া সপ্তাশ্ব ষড়্‌ভি মরভ নয়যুতা ভৌগ সুবদনা।" (ছন্দোম°)

সুবন (পুং) সুতে বিশ্বমিতি (সু ভূ সু ধু ভ্রস্ জিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ২।৮০) ইতি ক্যন্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ৩ চন্দ্র। কোন কোন কোষকার চন্দ্র অর্থ করেন, কিন্তু ইহা সকলের সম্মত নহে।

সুবয়স্ (স্ত্রী) দৃষ্টার্ত্তবা মধ্যমা স্ত্রী। (রাজনি°)

সুবরত্র (ত্রি) শোভন বরত্রোপেত।

"অবতং সুবরত্রং সুষেচনং" (ঋক্ ১।১০।১৬)

'সুবরত্রং শোভনবরত্রোপেতং' (সায়ণ)

সুবরূথ (ত্রি) সুরক্ষক, উত্তম আশ্রয়যুক্ত।

সুবর্চ্চক (পুং) স্বর্জিকাক্ষার। (জটাধর)

সুবর্চনা (স্ত্রী) [সুবর্চ্চলা দেখ।]

সুবর্চ্চল (পুং) ১ দেশবিশেষ। (স্ত্রী) ২ সৌবর্চ্চল লবণ, সচললবণ।

সুবর্চ্চলা (স্ত্রী) ১ সূর্য্যপত্নী। (ত্রিকা°) ২ অতসীপুষ্প। ৩ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৪ ব্রাহ্মী শাক।

সুবর্চ্চস্ (ত্রি) সু শোভনং বর্চ্চো যস্য। শোভন তেজোবিশিষ্ট। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।৬৭।১০১)

সুবর্চ্চসিন্ (ত্রি) ১ সুবর্চ্চস্ শব্দার্থ। ২ শিব।

সুবর্চ্চিক (পুং) স্বর্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সুবর্চ্চিকা (স্ত্রী) ১ জতুকা। ২ স্বর্জিকাক্ষার।

সুবর্চ্চিন্ (পুং) স্বর্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সুবর্ণ (ক্লী) শোভনো বর্ণো যস্য। ধাতুবিশেষ, চলিত সোনা। ধাতুর মধ্যে সুবর্ণ সর্ব্বোত্তম, পর্য্যায় স্বর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, শাতকুম্ভ, গাঙ্গেয়, ভর্ম্ম, কর্ব্বুর, চামীকর, জাতরূপ, মহারজত, কাঞ্চন, রুক্ম, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, অষ্টাপদ, শাতকৌম্ভ, কর্ব্বুর, কর্চ্চুর, রুগ্ম, ভদ্র, ভূরি, পিঞ্জর, দ্রবিণ, গৈরিক, চাম্পেয়, ভরু, চন্দ্র, কলধৌত, অভ্রক, অগ্নিবীজ, লোহবর, উদ্ধসারক, স্পর্শমণিপ্রভব, মুখ্যধাতু, উজ্জ্বল, কল্যাণ, মনোহর, অগ্নিবীর্য্য, অগ্নি, ভাস্বর, পিঞ্জান, অপিঞ্জর, তেজঃ, দীপ্ত, ঋষিভ, দীপক, মঙ্গল্য, সৌমঞ্জক, ভৃঙ্গার, জাম্বব, আগ্নেয়, নিষ্ক, অগ্নিশিখ।

সকল ধাতুর মধ্যে ইহার বর্ণ অধিকতম সুন্দর ও উজ্জ্বল। লৌহের উপর যেমন মরিচা পড়ে, ইহার উপর তেমন পড়ে না। ইহাকে পিটাইয়া অতি পাতলা পাত প্রস্তুত করা যায়, আবার ইচ্ছামত নোয়ানও যায়। এই সকল গুণের জন্য জগতের আদি কাল হইতেই ইহা পৃথিবীর সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে অন্যান্য ধাতুর অপেক্ষা অধিকতর আদৃত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে, খৃষ্টানের বাইবেলে, ইজিপ্টের সুপ্রাচীন চিত্রলিপিতে, এট্রুরিয়ার ভূগর্ভোত্তোলিত সুবর্ণ পাত্রসমূহে,—পরিষ্কার নিদর্শন রহিয়াছে যে, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গ্রীকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের একটা স্বাভাবিক সংমিশ্রণের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। ইহার নাম তাঁহারা ইলেক্ট্রাম্ (Electrum) বলিয়াছিলেন। ইহার রং ঈষৎ পীত হইতে পীতাভ শ্বেত ও ইহাতে শতকরা ২০ হইতে ৪০ অংশ রৌপ্যমিশ্রিত থাকে।

যত ধাতু আছে, তাহার মধ্যে একমাত্র স্বর্ণই পীতাভ। কিন্তু অন্য ধাতুর সহিত সংমিশ্রণে ইহার বর্ণের বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে, অল্প একটু রৌপ্যমিশ্রিত করিলে ইহার উজ্জ্বলতা অনেকটা কমিয়া আসে, আবার তাম্রের সংমিশ্রণে তাহা অনেকটা বর্দ্ধিত হয়। ইহা প্রায় সীসকের মত নরম; কিন্তু সংমিশ্রণে অল্প বিস্তর পরিমাণে কঠিন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ অবস্থায় এক গ্রেন্ স্বর্ণকে পিটাইয়া ৫৬ বর্গ ইঞ্চ পরিমিত, ও ২৮২০০০ ইঞ্চ পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। আবার সেই এক গ্রেণ স্বর্ণকে ৫০০ ফিট দীর্ঘ তারেও পরিবর্ত্তিত করা যায় এবং একখণ্ড রৌপ্য তারে জড়াইয়া এক আউন্স সুবর্ণকে ১৩০০ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যাইতে পারে। ইহার আণবিক গুরুত্ব নানা ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যথা—১৯৬·৬৭, ১৯৬°৩, ১৯৬°৫, ও ১৯৬·০। ১২৪০° সেন্টিগ্রেড্ তাপে ইহা গলিয়া থাকে। ইহার তাড়িতপরিচালিকা শক্তি (Electric Conductivitie) ১৫·১° সেন্টি, তাপে ৭৩°৯৯ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যদি হাজার ভাগের কয়েকটি ভাগ মাত্র রৌপ্যও মিশ্রিত থাকে, তবে সেই পরিচালিকা শক্তি শতকরা ১০ হিসাবে কমিয়া আসে। ইহার উত্তাপপরিচালিকা শক্তি ৫৩°২। এবং আপেক্ষিক উত্তাপ ০°০৩২৪। একটা কাচের ঘরে, যেখানে কাচ গালান হয়, সেইখানে এক আউন্স পরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুই মাসেও ইহার ওজনের কোন ইতর বিশেষ হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গলিত অবস্থায়ও স্বর্ণ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় না। স্বর্ণকে খুব সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিয়াও কড়া সাল্‌ফিউরিক্ (গন্ধকজাত) এসিড্ এবং অল্প পরিমাণ নাইট্রিক এসিড (যবক্ষারিক অম্ল)এর সঙ্গে মিশ্রিত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্রবীভূত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্বর্ণ আপনার ঘনফলের (Volume) ০·৪৮ পরিমাণ জলজন (Hydrogen) এবং ০·২০ পরিমাণ যবক্ষারজন (Nitrogen) অপসারিত করিতে পারে। প্রকৃতিলব্ধ স্বর্ণ সাধারণতঃ ধাতব অবস্থায় পাওয়া যায়। য়ুরোপ এবং আমেরিকার কোন কোন স্থানে ইহা টেলারিম সীসক ও রৌপ্যের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়ও দেখা যাইয়া থাকে। প্রকৃতিলব্ধ স্বর্ণ সাধারণতঃ ঘনক্ষেত্র (Cubic System) স্ফটিক আকারে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও আবার অষ্টাগ্র আকৃতিই (Octohedron) বেশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্বর্ণের বড় বড় খণ্ডকে Nuggets (তাল) এবং ১/৪ হইতে ১/২ আউন্সের কম পরিমিত স্বর্ণকে Golddust (স্বর্ণরেণু) বলা হয়। অল্পবিস্তর কোণবিশিষ্ট এই সকল তাল ব্যতীত মটর আকৃতিতেও স্বর্ণখণ্ড পাওয়া যায়। এই গুলি আবার সময় সময় এত পাতলা যে জলে ভাসাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া না যাইয়া অতি ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। কাজেই স্রোতে ছাড়িয়া দিলে, ইহা অ:নক দূর পর্য্যন্ত ভ:সিয়া যায়। ইহাদিগকেই খনিকারেরা ভাসা সোণা বলিয়া থাকে।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সিলভানাইট্ বা গ্রাফিক টেলিউরিয়াম্ (Syvanite or graphic tellurium), কেলাভেরাইট এবং ফোলিয়েট টেলিউরিয়াম্ (Calaverite and foliate tellurium) এই কয়টির সঙ্গেই অধিক পরিমাণে স্বর্ণ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটির সঙ্গে শতকরা ২৪ হইতে ২৬ ভাগ, দ্বিতীয়টির সঙ্গে ৪২ ভাগ ও শেষেরটির সঙ্গে ৫ হইতে ৯ ভাগ স্বর্ণ থাকে। কিন্তু এই সকল খনিজ দ্রব্য সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না; ট্রান্সিল্ভানিয়ার নাগিয়াগে এবং অফেন্ বানিয়ায়, রেড্ ক্লাউড্, কলোরেডো এবং কালিফোর্ণিয়ায় মাত্র এ পর্য্যন্ত ইহা পাওয়া গিয়াছে।

আর এক শ্রেণীর খনিজ দ্রব্যের সঙ্গেও অল্প পরিমাণে স্বর্ণ বিমিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে Auriferous (সুবর্ণবাহী) বলা হয়। ইহার মধ্যে গালেনা (সীসক ও ক্ষয় সংযুক্ত গন্ধকের প্রাকৃতিক সংমিশ্রণ ও লৌহ পাইরাইট্‌জ (অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে গন্ধকের প্রাকৃতিক সংমিশ্রণ)ই প্রধান। অনেক জায়গায় ইহা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া এবং প্রকৃতিলব্ধ স্বর্ণ ব্যতীত ইহা হইতে অধিকতম স্বর্ণ লাভ হয় বলিয়া লৌহ পাইরাইট্‌জের যথেষ্ট আদর।

সুবর্ণ আকরে ও স্রোত সঞ্চিত পদার্থাদি জমিয়া মৃত্তিকার উপরে যে সকল স্তরের, উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতেও স্বর্ণ পাওয়া যায়। আকরের মধ্যে যে সকল আকরে স্ফটিকমণি

থাকে, সেখানে অথবা শ্লেট্ কি স্ফটিকনিভ (Crystalline) প্রস্তরময় পাহাড়ের ফাটালেই সাধারণতঃ স্বর্ণ অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। কখনও কখনও ইহা অবিমিশ্র অবস্থায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই লৌহ, তাম্র, চুম্বকশক্তিবিশিষ্ট পাইরাইট্, সিমুলক্ষারজ পাইরাইটজ্, গালেনা, আকরলব্ধ অসংস্কৃত রৌপ্য প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

শেষোক্ত স্থান হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। অতিপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের সুবর্ণখ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য সলোমন রাজা যে অফির নামক স্থানে জাহাজ প্রেরণ করিতেন বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে, অনেকের বিশ্বাস, সেই অফির ভারতবর্ষের মলবার উপকূলেরই কোন বন্দর বা সৌবীর। ৭৭ খৃঃ অব্দে প্লিনি যে স্যারেই জাতি-অধ্যুষিত সুবর্ণরৌপ্য-খনিবহুল দেশের উল্লেখ করিয়াছিলেন, দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে সেই স্যারেই জাতি মলবারের নায়র ব্যতীত অন্য কেহ নহে। শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, একাদশশতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে বহুপরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত ও সংগৃহীত হইত। অনেক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে তখন এদেশে বহু সংখ্যক ও বহু প্রাচীন সুবর্ণখনি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, যদিও তখন বিদেশ হইতে সুবর্ণ এদেশে আমদানী করা হইত, তথাপি উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে ও তিব্বতে বহু পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যাইত। চালনী (ধৌত করণ) প্রক্রিয়া দ্বারা গঙ্গা, সিন্ধু এবং অন্যান্য অনেক নদীর বালুকা হইতে স্বর্ণরেণু বাহির করা হইত। এখনও অনেক স্থলে এই ভাবে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয়, তদনুরূপ লাভ হয় না বলিয়া লোকের দৃষ্টি এদিক্ হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে। তবে, অধুনা দক্ষিণভারতবর্ষে আকর হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের নূতন চেষ্টা হইতেছে।

ভারতবর্ষে নানা স্থানেই সুবর্ণ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহার একটি ইতিহাস দেওয়া যাইতেছে—

বঙ্গদেশ—মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় যথাক্রমে কাসাই নদী ও দ্বারিকেশ্বর নদীর বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করা হয়। এখানে কোন সুবর্ণ-খনি নাই।

উড়িষ্যা—এখানেও ধেন্‌কানল, কেওন্-ঝড়, পাললহরা, ও তালচের নামক দেশীয় রাজ্যসমূহে বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণী নদীর তীরেই এই কার্য্য সবিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানেও কোন খনি নাই।

ছোট নাগপুর—এখানকার যাবতীয় প্রস্তরময় স্বাভাবিক মৃত্তিকাস্তূপেই সুবর্ণ বিজড়িত আছে বলিয়া মনে হয়। তবে মানভূম, সিংহভূম, গাঙ্গপুর, যশপুর ও উদয়পুরের পাহাড়গুলিই সুবর্ণপ্রাপ্তির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এদেশে স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য বিশেষ উদ্যোগ চলিতেছে, কয়েকটি কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমগ্র মানভূমেরই, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণাংশের নদীসৈকতগুলি সুবর্ণ কণায় উজ্জ্বলিত। এতদ্ব্যতীত, এখানে ক্ষারগুণযুক্ত কঠিন শ্বেতমৃত্তিকা, অভ্র, শ্লেট্ ও স্ফটিকমণিসংমিশ্রিত যে সকল পাহাড় আছে, তাহাতেও সুবর্ণরেণু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার পরিবর্তনশীল পাহাড় গুলিতেও অতি অল্প পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

মানভূম হইতে যে সকল অর্দ্ধ পরিবর্ত্তনশীল গিরিশ্রেণী সিংহভূমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতেও স্বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার পরিবর্ত্তনশীল পাহাড়গুলি একেবারেই সুবর্ণবিহীন। এই জেলার নদীসৈকতগুলি মানভূমের পাহাড় অপেক্ষা অধিকতর স্ফটিকমণিসংমিশ্রিত। তাহাতে মনে হয় যে, এই সকল স্থানে সুবর্ণরেণুও থাকিতে পারে। এখানে কামেরেরা, ধলভূমের কাপড়গদি ঘাট, লাণ্ডু, আসান্তোরিয়া, সোণাপেট, পোড়াহাট, এবং সারন্দা এই কয় স্থানেই অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোণাপেটই স্বর্ণখনি বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানেও নদীতীরস্থ বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণসংগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে।

লোহারডগা জেলার কাঞ্চী নদীর বালুকাকণার সঙ্গে সুবর্ণরেণুও মিশ্রিত আছে। গাঙ্গপুর রাজ্যে ইব্ নদীতে ও ইবা-প্রমুখ ইহার শাখাসমূহেও বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে এই অঞ্চলে সুবর্ণখনিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

যশপুর রাজ্যে সময় সময় অনেক বড় বড় সোণার তাল পাওয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানকার রাজা খনি হইতে সুবর্ণ উত্তোলন করিতেন। কিন্তু কোন এক দুর্ঘটনায় তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। এখনও লোকে ভূগর্ভে ১০ ফিট হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত সুরঙ্গ কাটিয়া স্বর্ণ উত্তোলিত করিয়া থাকে। যেখানকার মৃত্তিকা লাল কি মেটেরংএর, সাধারণতঃ সেখানেই এইরূপ সুরঙ্গ কাটা হইয়া থাকে এবং যে স্তরে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহাতে মৃত্তিকার সঙ্গে প্রস্তর এবং স্ফটিকখণ্ডও মিশ্রিত থাকে।

উদয়পুর রাজ্যে নদীতীরবর্ত্তী ও নদীগর্ভস্থ বালুকাকণার সঙ্গে সুবর্ণরেণু বিজড়িত। এই বালুকা ধৌত করিয়া কয়েকটি পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

মধ্য প্রদেশ—যেখানে প্রাচীনতর স্ফটিকময় পাহাড়গুলির উপর রৌদ্রবৃষ্টি পড়িতে পায়, সেখানেই বালুকার সঙ্গে স্বর্ণরেণু বিমিশ্রিত দেখা যায়। নাগপুরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, তৎপরে জব্বলপুর এবং ছত্রিশগড়েও যথেষ্ট সুবর্ণ পাওয়া যায়।

নাগপুর বিভাগ—ভাণ্ডারা জেলায় অমরগড় ও থিরোরার নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে স্বর্ণরেণুমিশ্র বালুকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চান্দা জেলার পূর্ব্বাংশে সুবর্ণসংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বালাঘাট জেলায় লঞ্জি এবং ধনস্থয়া পরগণায় বালুকা ধৌত করা হইয়া থাকে। এখানকার নদীগুলির মধ্যে শোণ এবং দেউই বিশেষরূপে সুবর্ণবাহী।

জব্বলপুর বিভাগ—বর্দ্ধা, সাগর এবং ভামো জেলায় সুবর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এখানে প্রায় ৫২ জন স্বর্ণধৌতকারকের বসতি আছে। সেওনি জেলার পারকুধার নদীর বালুকায় যথেষ্ট সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়।

ছত্রিশগড়বিভাগ—সম্বলপুর জেলায় মহানদীর তীরবর্ত্তী সম্বলপুর সহরে ও এবেনদীর তীরবর্ত্তী তাহুদগ্রামে বালুকা ধুইয়া স্বর্ণসংগ্রহের প্রথা রীতিমত প্রচলিত আছে। বিলাসপুর জেলায় অন্ধ নদীর তীরবর্ত্তী সোণাখাতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। রায়পুর জেলায় কয়েক জন স্বর্ণধৌতকারকের বাস আছে। এখানে মহানদীর তীরবর্ত্তী রাজিম নামক স্থানে সুবর্ণকণা পাওয়া যায়।

উপর-গোদাবরীজেলা—ভদ্রাচলম্ ও মারিগুদম্ এই দুই স্থানে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মারিগুদমের সোণা ১৬৲ টাকায় তোলা দরে বিক্রয় হয়।

মহিসুর—এখানে উরিগাম্ নামক গ্রামে বালুকা ধৌত করিয়া ও মারকরপম নামক স্থানে ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়। বুদিকোট হইতে রামসমুদ্র পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত স্থানে মৃত্তিকার সর্ব্বোপরিস্থ স্তরটীতেই সুবর্ণরেণু মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন ওয়ারেণ এখানে দুইটী সুবর্ণখনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাদের একটী কেমব্রিতে অবস্থিত, ইহা ৩০ ফিট গভীর ও ইহার স্তর ৫০ ফিট। স্বর্ণপল্লীর পশ্চিমে যে আর একটি খনি ছিল, তাহা ৪৫ ফিট গভীর ও ৫৬ ফিট বিস্তৃত। নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিত বলিয়া এখানে খনির কাজ এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লোকের দৃষ্টি আবার এই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অব্দে বেতমঙ্গলা তালুকে ৫ পাউণ্ড ওজনের এবং পরবর্ত্তী বৎসর কোলারেও ৬ পাউণ্ড ওজনের সোণা পাওয়া যায়। তখন বিশ্বাস হইল যে রীতিমত চেষ্টা করিলে এই অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে এবং সরকার হইতে মিঃ লাভেল নামক একজন ইংরাজকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতু উত্তোলনের অধিকার দান করা হইল। ইহার পরে কোলারের স্বর্ণক্ষেত্রের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ১৮৮০ খৃঃ অব্দ হইতে বহু কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতেছে।

হায়দরাবাদ—গোদাবরীর এবং ইহার শাখানদীসমূহের খাতে ও তীরে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। ডাক্তার ওয়াকার সাহেব বলেন যে ১৭৯০ খৃঃ অব্দের সমকালে মুঙ্গাপেটের সমীপবর্ত্তী গোদালোর নামক গ্রামে একটী সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ—সুদূর অতীতে মান্দ্রাজ সুবর্ণখনির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বহু বৎসর পর্য্যন্ত এখানে স্বর্ণসংগ্রহের একেবারেই চেষ্টা হয় নাই। এখন আবার নূতন চেষ্টা চলিতেছে। ত্রিবাঙ্কুর, মদুরা, মলবার, বৈনাদ, সালেম্ ও বেল্লারী এই সকল স্থানে সুবর্ণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে বিশাখপত্তনেও স্বর্ণরেণু পাওয়া যাইতে পারে।

ত্রিবাঙ্কুরে স্ফটিকক্ষেত্রের ঊর্দ্ধতমস্তরে সুবর্ণরেণু দেখিতে পাওয়া যায়। মদুরা জেলায় দুই স্থানে পালকনাথে ও বেগাই নদীর বালুকারাশিতে সুবর্ণরেণু সংগৃহীত হইয়া থাকে। সালেম্ জেলায় এক সময়ে কাঞ্জামালিয়া নামক পাহাড়ের সানুদেশে এই বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত।

মলবার ও বৈনাদ জেলা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্লিনির সময়ে যে এখানে সুবর্ণ পাওয়া যাইত, তাহার প্রমাণ আছে, তবে ১৭৯২-৯৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ না থাকাতে এই অঞ্চলের সুবর্ণের কথা একেবারেই অনালোচিত রহিয়াছে। এই বৎসর যে সরকারী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে সেই সময়ে নীলাম্বরের রাজা তাঁহার রাজ্যে যে স্বর্ণ পাওয়া যাইত, তাহার উপর একটা রাজকর স্থাপন করেন। বুকানন লিখিয়া গিয়াছেন যে ১৮০১ খৃঃ অব্দে মলবারে সুবর্ণখনি ছিল, সামান্যমাত্র রাজকর দিয়া একজন নায়র এই সকল খনি হইতে সুবর্ণ উত্তোলন করিতেছিল। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে মিঃ বেবার নামক একজন ইংরাজ লিখিয়াছিলেন যে, কোয়মাতোরে এবং নীলগিরি ও কুণ্ডগিরিমালার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে ২০০০হাজার বর্গমাইল পরিমিত জমিতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। ১৮৭৯-৮০ অব্দে মিঃ ব্রাডস্মিথ বৈনাদ অঞ্চলের সুবর্ণক্ষেত্রগুলি বিশেষ করিয়া দেখিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, এখানে মৃত্তিকার সঙ্গে স্বর্ণরেণু অনেক অধিক মাত্রায় বিজড়িত আছে।

মধ্যভারতবর্ষ—ডাঃ আরভিন্ বলেন যে এক সময়ে অজমের-মৈরবাড়া জেলায় লুনী ও চাড়ি নদীর তীরে সুবর্ণরেণু সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু অধুনা এখানে এই ব্যবসায়ের একেবারেই অস্তিত্ব নাই।

বোম্বাই প্রদেশ—দক্ষিণ মহারাষ্ট্রদেশের ধারবার, বেলগাঁও এবং কলাদগি জেলায় ও কাঠিবাড় অঞ্চলে অনেকগুলি পাহাড়ে সুবর্ণ পাওয়া যায়।

ধারবার জেলা—চিক্কমুলগন্দ, সুর্ত্তুর, দম্বল, ধোনি প্রভৃতি স্থানে ও গুডুকের নিকটবর্ত্তী হুক্তি নদীতে সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই জেলায় তিন রকম পাহাড়ে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

বেলগাঁও জেলা—এখানে বেলোন্দি, বীল হোঙ্গিল ও মুর্গায় গ্রামে পূর্ব্বে সোণা পাওয়া যাইত শুনিতে পাওয়া যায়।

কলাদগি জেলা—এখানকার নদীসৈকতবর্ত্তী বালুকাকণার সঙ্গে সুবর্ণরেণু বিজড়িত আছে বলিয়া প্রকাশ।

কাঠিবাড়—সোরেবা ও আজি নদীর জলে অল্পপরিমাণ স্বর্ণকণা পাওয়া যায়।

পঞ্জাব—এখানকার রাবি ও অন্যান্য দুই একটি নদী ব্যতীত প্রায় সকল গুলি নদীর বালুকার সঙ্গেই সুবর্ণরেণু মিশ্রিত আছে।

বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহের প্রথা এখানে বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত আছে বলিয়া বিশ্বাস। পূর্ব্বে শিখরাজত্বের সময়ে প্রাপ্ত সোণার ¼ অংশ রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। তাহাতে রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা অতি অল্পমাত্রই রাজকর আদায় হইয়া থাকে। ১৮৬০-৬১ খৃঃ ৪৪৪৲ টাকা ও ১৮৬১-৬২ খৃঃ অব্দে ৫৩০৲ টাকা রাজকোষভুক্ত হইয়াছিল। আবুল ফজল বলেন যে সম্রাট্ অকবরের সময়ে লাহোর সুবার বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহ করা হইত। এখন নিম্নলিখিত জেলা গুলিতে পাওয়া যায়—

বান্নু জেলা—কলাবাগের সন্নিকটে সিন্ধু নদী হইতে বৎসরে প্রায় ২০০৲ টাকার সুবর্ণরেণু সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পেশবার জেলা—আটকের উর্দ্ধাংশে সিন্ধু নদীতে ও কাবুল নদীতে প্রায় দেড় শত লোক স্বর্ণ ধৌত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গড়ে প্রত্যেকে ২ হইতে ২॥ তোলা পর্য্যন্ত সুবর্ণ পাইয়া থাকে। ইহা ১৫ টাকায় তোলা দরে বাজারে বিক্রয় হয়।

হাজারা জেলা—এখানেও সিন্ধুনদী হইতে অল্প পরিমাণ সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

রাবলপিণ্ডী জেলা—আটক এবং কলাবাগের মধ্যবর্ত্তী সিন্ধুর বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এখানে বড় বড় কাঠ পাত্র ও পারদ লইয়া প্রতিবৎসর প্রায় ৩০০ শত জন লোক সুবর্ণসংগ্রহে নিযুক্ত হইত। এইরূপে ইহারা যাহা পাইত, তাহার একচতুর্থাংশ শিখরাজসরকারে প্রদান করিতে হইত, ইহাতে তাহাদিগের প্রত্যেকের দৈনিক ৶০ আনা।• আনার বেশী পড়িত না।

ঝেলাম্ জেলা—শিখরাজত্বের সময় এখানকার নদীগর্ভ হইতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হইত তাহাতে বৎসরে ৫০০ শত টাকারও অধিক রাজকর আদায় হইত। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এখানে বৎসরে ১০১৩ তোলা অর্থাৎ প্রায় ১৬০০ পাউণ্ড সুবর্ণ পাওয়া যাইত। বন্হর নদী ও ইহার পশ্চিমে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত যে সকল খাল আছে তাহাতেই সুবর্ণরেণু পাওয়া গিয়া থাকে।

কাঙ্ড়া জেলা—হরিপুরের নিকটে বিয়াস্ নদীতে এবং স্পিতি, কুলু ও লাহুলে সুবর্ণ পাওয়া যায়।

অম্বালা জেলা—মার্কণ্ডা নদী হইতে যে সুবর্ণ সংগৃহীত হয়, লাহোর-প্রদর্শনীতে তাহার নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানকার গোমতী নদীতেও সুবর্ণ সংগ্রহ করা হইত। বলফুর সাহেব লিখিয়াছেন যে অম্বালা এবং কালকার মধ্যবর্ত্তিপ্রদেশে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

গুরগাঁও জেলা—সোণার নিকটবর্ত্তি খালগুলিতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়।

কাশ্মীর—আইন্-ই-আকবরীতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন, অকবরের সময়ে কাশ্মীর সুবায় পদ্মমাটি, পুকোলি ও গুলকুটে (গিলগিটে ?) সুবর্ণ পাওয়া যাইত, এখানে এক নূতন ধরণে সুবর্ণরেণু সংগ্রহ করা হইত। যে সকল নদীর জলের সঙ্গে এই সকল ভাসিয়া আসিত, তাহাদের গর্ভে সলোমপশুচর্ম্ম পুতিয়া রাখা হইত। ইহাদের লোমে স্বর্ণরেণু জমিয়া থাকিত। সেই চর্ম্ম শুকাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেই সুবর্ণ পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে কাশ্মীরের মহারাজের রাজ্যমধ্যে একমাত্র লাদকেই স্বর্ণসংগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—কুমাওন এবং গাড়োয়ালের কয়েকটি নদীতে বালুকার সঙ্গে স্বর্ণরেণু বিজড়িত দেখা যায়। পূর্ব্বে মোরাদাবাদ জেলার কয়েকটি নদীতে বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণ সংগ্রহের প্রথা প্রচলিত ছিল।

গাড়োয়াল জেলা—অলকনন্দা, ধেনগঙ্গা ও সোণা নদীতে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। অলকনন্দার উৎপত্তিস্থানের নিকটবর্ত্তী কেদারনাথে নাকি একখানা গ্রেনাইট পাথরেও একটু সুবর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এখানকার গঙ্গায়ও সুবর্ণ পাওয়া যায়।

মোরাদাবাদ জেলা—ইহার উত্তর সীমান্তবর্ত্তী রামগঙ্গার শাখা সমূহে, বিশেষতঃ কো এবং ঢেলাতে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

নেপাল, সিকিম ও দার্জ্জিলিং—হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমাংশের

মত এই সকল স্থানেও সুবর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিব্বত হইতে সমানীত প্রায় দুই লক্ষ টাকার স্বর্ণ নেপালে পরিমার্জ্জিত করা হয়। চম্পারণ জেলার বালুকা ধৌত করিয়া সুবর্ণসংগ্রহের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে নেপাল এবং সিকিমেও স্বর্ণ পাওয়া যায়, কেবল আপনাদের অর্থপ্রাপ্তির স্থান সংগোপন রাখিবার জন্যই দেশীয় রাজারা স্বর্ণপ্রাপ্তির কথা চাপিয়া যাইতেছেন।

বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও হিমালয়ের অধোদেশে অবস্থিত বলিয়া চম্পারণ জেলার কথা এই সঙ্গে বলা হইতেছে। এখানকার পর্ব্বতোদ্ভূত অনেক গুলি নদীই স্বর্ণবাহী, বর্ষার প্রারম্ভে ও অবসানে পাঁচনদ, হরহা, বালুই বা ধর, অচ্‌নি এবং কাপন প্রভৃতি নদী গুলির বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়। এখানকার সুবর্ণ-সংগ্রাহকেরা মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত। তাহারা দৈনিক ।০ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

আসাম—স্বর্ণের জন্য আসাম বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। দরঙ্গ, শিবসাগর, লখিম্‌পুর, এই সকল স্থানে এমন নদী খুবই বিরল, যাহাতে সুবর্ণ পাওয়া যায় না। কামরূপ, গোয়ালপাড়া, নওগাঁও, গারো, জয়ন্তিয়া এবং নাগা পাহাড়ে এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে স্বর্ণ মিলে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বোক্ত তিনটি জেলায় পূর্ব্বে যে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখানকার সেনোয়াল (স্বর্ণসংগ্রাহক)-গণ বৎসরে ৬৪০০০৲ হাজার টাকা রাজকর প্রদান করিত।

শিবসাগর জেলা—এখানে ধলেশ্বরী নদী ও তাহার শাখা সমূহেই (দেশুই, পাকেরগুড়ি, জঞ্জি ও বুড়িডিহিং) প্রধানতঃ সুবর্ণ সংগ্রহ করা হয়। দেশুইর সোণা এবং লখিম্‌পুরের জোগ্‌লো নদীর সোণাই এক সময়ে আসামলব্ধ সোণার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আসামী রাজপরিবারের অলঙ্কারাদি এই স্বর্ণেই প্রস্তুত হইত।

লখিমপুর জেলা—আসামের বাকী প্রদেশের সমস্ত গুলি নদী এক সঙ্গে করিলে যত হইবে, একমাত্র লখিমপুর জেলাতেই তদপেক্ষা বেশি সুবর্ণবাহী নদী আছে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এখানে প্রায় ১২00 পাউণ্ড স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়াছিল। এখানে যে সকল নদীতে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র (ইহার শাখা-সমূহ দিকরং, বোরপাণি, সুবর্ণশ্রী, শিশি, দিহঙ্গ, দিগরা, জোগলো ও নোয়া-দিহিং) প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের অপেক্ষাও নোয়া দিহিঙ্গে অধিকতর পরিমাণ সুবর্ণ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত এখানে আবার প্লাটিনাম্ ধাতুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ—এখানকার সকল বিভাগেই সুবর্ণ মিলে।

পেগু—ইরাবতী নদীর বালুকা ধৌত করিয়া স্বর্ণসংগ্রহ করা হয়।

তেনাসেরিম—তে এবং মৌংমাগন এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী গ্রেনাইট পাথরের পাহাড় হইতে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে এবং হেনজয়, তেভয় ও তেনাসেরিমের নদী-সমূহে সুবর্ণ পাওয়া যায়।

উপর ব্রহ্ম—অলঙ্কার ব্যতীত অট্টালিকাদি সুসজ্জিত করিতেও ব্রহ্মদেশে স্বর্ণের যথেষ্ট প্রচলন আছে; কিন্তু নিম্নাংশ অপেক্ষা ব্রহ্মের উত্তরাংশে এই প্রথা সমধিক প্রচলিত। এই স্বর্ণের কিয়দংশ নদী হইতে সংগৃহীত করা হয়, বাকী অংশ চীন দেশ হইতে আমদানী হয়। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে দেশীয় স্বর্ণ ৩৬০ পাউণ্ড ও চীন আনীত স্বর্ণ ১১০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। হুকং উপত্যকার কাপহুপ্ ও নামকোয়ান নদীদ্বয়, কাইয়েন দোয়েন ও ইরাবতী এই কয় নদী হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কাইয়েন দোয়েনে আবার প্লাটিনাম্‌ও পাওয়া যায়। সলোম বস্ত্র গো-শৃঙ্গ নদীতে পুঁতিয়া রাখিয়া সুবর্ণরেণু ও প্লাটিনাম্-কণা সংগ্রহ করা হয়।

তিব্বত—বহু প্রাচীনকাল হইতেই তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে সুবর্ণ আমদানী করা হইতেছে। ১৮৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে এখানে যে জরিপ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে মক্ জালুং, অক্ নিয়ান্‌মো ও থক্ সারলুঙ্গে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। এই সকল খনি হইতে তিব্বতীয়েরা রীতিমত স্বর্ণ উত্তোলন করিতেছিল। খৃষ্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দীতে হেরোদোতাস্, প্লিনি প্রভৃতিও এখানে সুবর্ণপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিব্বতীয়েরা যে স্বর্ণ সংগ্রহ করে, তাহা তাহারা প্রয়োজনীয় শস্যের কি বস্ত্রের বিনিময়ে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলবাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। লাসার গবর্ণমেন্ট খনিতে কাজ করিবার জন্য এক সঙ্গে তিন বৎসরের অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ অধিকার পান তাঁহাকে সার-পান বলা হয়। থক্-জালুংএর খনি গুলিতে যে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ৭·৭৩ এর বেশি হয় না।

য়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে রুষ রাজ্যেই অধিকতর পরিমাণে সুবর্ণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও বেশি ভাগ আবার এসিয়াখণ্ডেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। উরলশৈলমালার পূর্ব্বাংশে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ছয়শত মাইল বিস্তৃত স্থানেই অধিক সংখ্যক সুবর্ণের খনি অবস্থিত। এখানেও আবার ঝিয়াস্ক, কামেন্‌স্ক, বেরেজোভস্ক, নিজনি তাগিলস্ক ও বোগোস্ লাউস্ক এই কয়টি স্থানই প্রধান সুবর্ণ-কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। উরল প্রদেশে যে

সকল খনি আছে, তাহার মধ্যে মিয়াস্কের সমীপবর্ত্তী স্মোলেন্স্কের খনিগুলি এবং আউস্পেন্স্কের খনি হইতেই অধিকতম স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। মিয়াস্কে যে সুবর্ণের তাল পাওয়া যায়, সে গুলি অতি প্রকাণ্ড। আউস্পেন্স্কে সুবর্ণের সঙ্গে মরকত মণি, পাটল বর্ণের টোপাজ পাথর ও অন্যান্য বহুমূল্য পাথর পাওয়া যায়। ককেসস্ পর্ব্বতে যে অতি প্রাচীন কালে সুবর্ণ সংগৃহীত হইত, তাহা গ্রীকদিগের পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের পরে এখানে সুবর্ণ সংগ্রহের আর কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

য়ুরোপখণ্ডে ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল, উইকলো ও হেলম্স্ডেল প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট সোণার টুকরা পাওয়া গিয়া থাকে, এখানে এপর্য্যন্ত ৫ আউন্সের বেশি ওজনের সুবর্ণ তাল পাওয়া যায় নাই। আলপাইন্ হইতে রাইন্ দানিয়ুব প্রভৃতি যে সকল নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের জলেও বালুকাকণার সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণ সুবর্ণরেণু দেখা গিয়া থাকে। রোন্ ও ইহার শাখাসমূহ এবং ফরাসী দেশের অন্যান্য নদী গুলিতেও যৎসামান্য সুবর্ণ পাওয়া যায়। আল্পস্ পর্ব্বতের যে দিকে ইটালি দেশ সেই দিকে লাগো মাগিয়রের উপরে ভেলান্জাস্কা ও ভালটো নামক স্থানে পেষ্টারেণা খনি নামে কতকগুলি খনি আছে। এখান হইতে বিগত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বৎসরে ২০০০ হইতে ৩০০০ হাজার আউন্স পর্য্যন্ত সুবর্ণ উত্তোলন করা হইয়াছে। সম্প্রতি আলোমণ্ট নামক স্থানে স্বর্ণবিমিশ্রিত একটি তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হাঙ্গেরিতে সেমনিজ নামক স্থানে কতকগুলি খনি আছে। তাহাতে স্ফটিকখনি ও লৌহের সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্য, গালেনা ও পাইরাইটজ্ বিমিশ্রিত সুবর্ণও পাওয়া যায়। ট্রান্সিলভেনিয়ার নাগিয়াগ নামক স্থানে তেলিউরাম্ নামক ধাতুর সঙ্গে অতি পাতলা ($\frac{১}{৮}$ হইতে $\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি পুরু) সুবর্ণপাত বাহির করা হয়। এই পাহাড়টীর প্রত্যেক পার্শ্বেই খনন করিলে কয়েক্ ফুট্ পর্য্যন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। এখানকার তরোস্ পটক নামক স্থানেও প্রভূত পরিমাণ রৌপ্য ও জিপ্সামের সঙ্গে বিমিশ্রিত অবস্থায় সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরের দিকে কুইবেকের সন্নিকটে চডিয়ার নামক নদীতে ও নব-স্কোসিয়ায় সুবর্ণ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই ইহা অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যায়। মেক্সিকো হইতে আলাস্কা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটা স্থানই সুবর্ণের জন্য বিখ্যাত। তবে উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত সাক্রামেণ্টের সমীপবর্ত্তী প্রদেশেই ইহার প্রাপ্তিটা কিছু বেশি পরিমাণ ঘটিয়া থাকে। ব্রানাথ, কালম্বিয়া এবং ফ্রেজার নদীবিধৌত দেশেও নিতান্ত অল্প সুব সংগৃহীত হয় না। ফ্রেজারের সুবর্ণখনিও অভ্যন্তর দিকে একেবারে কাসকেড শৈলশ্রেণী ও রকি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কালিফোর্ণিয়ার সাক্রামেণ্টে নদী বিধৌত প্রদেশ গুলিতেও বহু বিস্তৃত সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্রেজার নদীর উদ্ধদেশে কারিবো জেলার কতকগুলি খনি হইতে কিছু নিকৃষ্ট রকমের সুবর্ণ উত্তোলন করা হইতেছে। সামন্ নদীর সমীপবর্ত্তী ওরগন্ নামক স্থানে প্রভূত পরিমাণে মূল্যবান্ সুবর্ণ-কঙ্কর পাওয়া গিয়াছিল। কালিফোর্ণিয়ার অনেক গুলি স্থানে স্ফটিকমণির সঙ্গে সুবর্ণরেণু পাওয়া যায়। কালাভেরাম প্রদেশে তেলিউরামের খনি হইতে সুবর্ণও সংগৃহীত হইয়া থাকে। নেভেডা এবং কলোরেডোতে রৌপ্যখনি হইতে রৌপ্যের সঙ্গে বিমিশ্রিত অবস্থায় সুবর্ণও পাওয়া যায়। মেক্সিকো, পেরু, কেলিভিরা এবং চিলিদেশে সুবর্ণ পাওয়া যায়। তাহাও রৌপ্যের সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত থাকে।

টিটিকাকা হ্রদের তীরবর্ত্তী কারাবিয়ায় স্ফটিকমণির সঙ্গে বহুমূল্য সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অধুনা ভেনিজুয়েলার কারাটালে এবং ফরাসী গায়েনার সেণ্টইলাই নামক স্থানেও সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রাজিলেও ফকোঠিঙ্গ নামক পাথরের পাহাড়ে প্রভূত সুবর্ণসমন্বিত খনি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলেই অধিকতর পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। গিনি উপকূলের অনেক বন্দর হইতে সুবর্ণ-রেণু রপ্তানি করা হয়। ট্রান্সভালের পর্ব্বতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট নহে। আবিসিনিয়া এবং নিউবিয়ারও অল্প পরিমাণ সুবর্ণ পাওয়া যায়। লোহিত সাগরের উপকূলে এবং আকাবো উপসাগরের তীরবর্ত্তী মাইভিয়ান্ নামক স্থানে কয়েকটি পুরাতন ও বহুবিস্তৃত খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বোপকূলে উত্তরদক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া নামক প্রদেশেই অধিকতর পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভিক্টোরিয়ার মধ্যেও আবার বাল্লারট, কাসেলমইন্, সাণ্ডহাষ্ট এবং বিচওয়ার্থ এই কয়টি স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ। নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্ প্রদেশের উত্তরদক্ষিণে প্রায় সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কুইন্স্লণ্ডের সীমান্ত দেশে অবস্থিত পর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তেও ইহা পাওয়া যায়; এদিকে দক্ষিণে ব্রেড্ উড্, আডিলেড, টাম্বা রুমা এবং মারে নদীর সমীপবর্ত্তী স্থানগুলিও সুবর্ণের জন্য বিখ্যাত। কুইন্স্লণ্ডের মধ্যে জিম্পি, কিলকেভান্, ইষ্টার্ণ নদী, হার্য়লি, পিক্ ডাউন্স, ক্লোমেনি, এবং

গিলবার্ট এই কয়টি স্থানেই ইহা অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় (ট্রানস্‌ভালের) এবং প্রায় সেই সময়েই দক্ষিণ-ভারতের (মহিশুরের) কোলার সুবর্ণ খনিগুলি আবিষ্কৃত হয় এবং এই সকল স্থানে সুবর্ণ সংগ্রহের জন্য রীতিমত চেষ্টা হইতে থাকে। ট্রান্সভালের সুবর্ণ-খনি একপ্রকার অদ্বিতীয়। কোলারের সুবর্ণক্ষেত্র আবিষ্কারের পরে ভারতবর্ষ হইতেও অল্প স্বর্ণ সংগৃহীত হইতেছে না। ১৮৮৮—১৮৯৯ পর্য্যন্ত এখান হইতে প্রতিবৎসর গড়ে ৬৯৮২০৮ পাউণ্ড সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছিল; আর এখন প্রতিবৎসরে গড়ে প্রায় ১৯০০০০০ পাউণ্ড পাওয়া যাইতেছে। কানাডায় বৃটীশ কলম্বিয়ায় যে সকল খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও বৎসরে ৫৫৮৩৩০০ পাউণ্ড করিয়া সুবর্ণ সংগৃহীত হইতেছে। আমেরিকায় যুক্ত-রাজ্যেও কতকগুলি নূতন খনি আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে। ক্রমেই লোকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং তাহার ফলে যে সকল স্থান পূর্ব্বে শুধু রৌপ্যের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এখন সেখানেও সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়া জগতের ধনবৃদ্ধিকার্য্যের সহায়তা করিতেছে। যুক্তরাজ্য ব্যতীত আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশেও অনেকগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে আলাস্কায় প্রথম সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়; ইহার পরে সেখানে ক্রমশঃই অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম উপকূলে নোম্‌ অন্তরীপেও ইহার অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। কয়েকমাসের চেষ্টার ফলেই ৫০০০০০ পাউণ্ডেরও অধিক সুবর্ণ উত্তোলন করা হয়। এই সকল লাভজনক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকাবাসীরা ক্রমেই এই দিকে বেশি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং নানা স্থানে সুবর্ণখনি বাহির করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। উরুগুয়ে, আর্‌জেণ্টাইন্‌, চিলি, বলিভিয়া, পেরু এবং ইকোয়াডা এই সকল স্থানে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুবর্ণ সংগৃহীত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যতগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ট্রান্সভালের উইটওয়াটার-সাণ্ড জেলার খনিগুলিই সর্ব্বপ্রধান। জুলুলণ্ড এবং গোল্ড-কোষ্টেও সুবর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে সুবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য কোন রীতিমত অনুষ্ঠান করা হয় নাই।

আকর হইতে যে স্বর্ণ উত্তোলন করা হয়, তাহা রৌপ্য প্রভৃতি অন্যান্য ধাতব পদার্থের সঙ্গে সংমিশ্রিত থাকে। এই সংমিশ্রণ হইতে যে উপায়ে খাঁটি স্বর্ণ বাহির করা হয় তাহাকে বিশুদ্ধীকরণ বলে। অতি প্রাচীনকালে ফটকিরি মিশ্রিত মৃত্তিকার সঙ্গে আকরোদ্ভূত সুবর্ণ দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ বাহির করা হইত। প্লিনি বলেন যে, তাঁহার সময়ে বিশুদ্ধ করিবার জন্য স্বর্ণকে ইহার তিনগুণ ওজনের লবণের সঙ্গে একটি মৃণ্ময় পাত্রে পুরিয়া অগ্নির উত্তাপে রাখা হইত। তৎপরে আবার একভাগ মৃণ্ময় পাথরের ও দুইভাগ লবণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহাতে অগ্নির উত্তাপ দেওয়া হইত। তাহার পরে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিলেই লবণটা গলিয়া যাইত এবং রৌপ্যের অংশটা ক্লোরাইড আকারে পৃথক্‌ হইয়া পড়িত। এইভাবে বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে নাইট্রিক্‌ এসিড ও সাল্‌ফিউরিক এসিডের সহায়তায় সুবর্ণ বিশুদ্ধ করা হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে সুবর্ণ পারদের সঙ্গেও মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কেমব্রিস কাপড়ের কি মৃগচর্ম্মাদির উপরে ছড়াইয়া দিয়া পারদের অংশটা কিয়ৎপরিমাণে কম করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে একটি পাত্রের অভ্যন্তর ভাগের ফায়ার-ক্লে নামক অগ্নির উত্তাপসহ মৃত্তিকার ও কাষ্ঠভস্মের প্রলেপ দিয়া তাহার মধ্যে পারদ ও সুবর্ণের কঠিনতর সংমিশ্রণটিকে প্রবেশ করাইতে হয়। তাহাতে একটি জলপূর্ণ পাত্র এবং এই দুইএর মধ্যে একটি নলের সংযোগ রাখিতে হয়। তখন অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই চুয়ান আরম্ভ হয়। এই ভাবে প্রতি সংমিশ্রণ হইতে সাধারণতঃ শতকরা ৩০ কি ৪০ ভাগ সুবর্ণ পাওয়া যায়।

সুবর্ণ আকরে এবং জলপ্রবাহসঞ্চিত চড়া ভূমিতে পাওয়া যায়। চড়াভূমিতে সাধারণতঃ মৃত্তিকাদির মধ্যে প্রোথিত থাকে এবং উত্তোলন করিবার পরেও ইহার সঙ্গে যথেষ্ট মৃত্তিকাদি পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এই অবস্থায় ইহার উপর কোন তীব্র জলস্রোত প্রবাহিত করিয়া ইহাকে ধৌত করিয়া লওয়া হয়। কখনও কখনও ইহা মৃত্তিকার এত নীচে থাকে এবং জলবাহিত কঙ্করাদি ইহার উপর দৃঢ়ভাবে জমিয়া ইহাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখে যে রীতিমত সুরঙ্গ খননাদি না করিলে আর ইহা বাহির করা যায় না। জলপ্রবাহসঞ্চিত মৃত্তিকার উচ্চতন স্তর হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে সুবর্ণ বাহির এবং অন্যান্য পদার্থ হইতে বিযুক্ত করা হয়।

লৌহচাদর নির্ম্মিত ১৩।১৪ ইঞ্চ ব্যাসের একখানা কটাহ সুবর্ণমিশ্রিত মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া কড়াটির বার আনা পরিমাণ মৃত্তিকা তোলা হয়। তৎপরে তাহা লইয়া এক জল-প্রবাহের নীচে ধরা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়াটিকে ধরিয়া কুলার মত করিয়া নাড়িতে হয়। পুনঃ পুনঃ ধৌত ও নাড়িবার পরে কড়ার উপরে সুবর্ণরেণুগুলি অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে, তখন সেই গুলিকে আর একটি ছোট কড়ায় করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধৌত করিলেই সুবর্ণেতর পদার্থগুলি জলস্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া

যায়। বেশী পরিমাণ স্বর্ণসংগ্রহ করিতে হইলে এই উপায়ে তেমন সুবিধা হয় না বলিয়া ক্রেডল-টম প্রভৃতি যন্ত্রও আবিষ্কার করা হইয়াছে। হাইড্রোলিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াও কোন কোন স্থানে এই কার্য্য সাধন করা হইতেছে।

আকর হইতে যে সুবর্ণ উত্তোলিত করা হয়, তাহাও অন্যান্য অনেক ধাতব পদার্থের সঙ্গে সংমিশ্রিত থাকে। পারদ মিশ্রিত করিয়া সাধারণতঃ অন্যান্য পদার্থ হইতে সুবর্ণ বিমুক্ত করা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আবার স্ফটিকমণি প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ইহার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, সেগুলিকে সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিয়া লইলে বিশেষ সুবিধা হয়। শেষের লিখিত কাজটি নিম্নলিখিত তিন উপায়ে সাধিত হইতে পারে—(১) মেক্সিকান ক্রাসার (পেষক) দ্বারা। ইহাতে একখণ্ড প্রস্তর নীচে রাখিয়া তাহার উপর সুবর্ণ মিশ্রিত ধাতব পদার্থগুলিকে রাখা হয়, এবং তদুপরি গুরুভার প্রস্তরখণ্ড চাপাইয়া পেষণ করা হয়।—(২) চিলিয়ান মিল দ্বারা। ইহাতে ঘরের মেজের উপর মিশ্রিত পদার্থগুলিকে রাখিয়া এক খণ্ড লম্বা দণ্ডে মৃত্তিকার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কতকগুলি বাহু সংযুক্ত করা হয় এবং সেই বাহুগুলির বহিঃ প্রান্তের নিম্নদেশে গুরুতর প্রস্তর বাঁধিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা কর্ষণ করা হয়।—(৩) কালিফর্ণিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়াতে প্রধানতঃ ষ্টাম্প মিল নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পারদের সহায়তায় যখন অন্যান্য ধাতব পদার্থ হইতে সুবর্ণকে বিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, তখন নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পারদের পরমাণুগুলির উপরিভাগের ধাতব উজ্জ্বলতা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সে গুলি রীতিমত অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হইতে অর্থাৎ সে গুলিকে আকর্ষণ করিয়া বিযুক্ত করিতে পারে না। ইহা দূর করিবার জন্য যত রকমের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সোডিয়ামের মিশ্রণই (Sodium amalgum) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। গন্ধক, আর্সেনিক, বিস্‌মাথ, রসাঞ্জন ও টেলিউরাম্ প্রভৃতির সংমিশ্রণে সুবর্ণের উপর যে ময়লা জন্মে, তাহার জন্য পারদ যথারীতি ক্রিয়া করিতে পারে না বলিয়া দেখা গিয়াছে। কিন্তু পারদের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম্ মিশ্রিত করিয়া দিলে ক্রিয়া ভালরূপ হইয়া থাকে। সোডিয়ামের জন্য পারদের পরমাণুগুলিও সুবর্ণেতর পদার্থ আকর্ষণ করিবার শক্তি হারায় না।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্বাভাবিক সংমিশ্রণে যে মিশ্র ধাতুর উৎপত্তি হয়, তাহাকে ইলেক্‌ট্রাম্ বলে।

সুবর্ণের সঙ্গে নিম্নলিখিত ধাতুগুলি মিশ্রিত করা যায়—

স্বর্ণ ও দস্তা—সুবর্ণের সঙ্গে অল্প পরিমাণ দস্তা মিশ্রিত করিলে তাহা ভঙ্গপ্রবণ হয়, কিন্তু অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিলে, সোণার নমনীয়তা প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকে। দেখা গিয়াছে যে স্বর্ণ, তাম্র এবং শতকরা ৫।৬ হিসাবে দস্তার সংমিশ্রণে যে মিশ্র ধাতুর উৎপত্তি হয় তাহা পূর্ব্ববৎ নমনীয় থাকে।

স্বর্ণ ও টিন—খুব বেশি পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে সুবর্ণের সঙ্গে ১/১০ ভাগ টিন মিশ্রিত করিবার পরেও তাহা পিটাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশি পরিমাণ টিন মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত পদার্থটা শক্ত ও ভঙ্গপ্রবণ হয়, এবং আয়তনেও কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

সুবর্ণ ও লৌহ—১১ ভাগ সুবর্ণের সঙ্গে ১ ভাগ পরিমাণ লৌহ মিশ্রিত করিবার পরেই, বিনা উত্তাপেই মিশ্রিত পদার্থকে পিটাইয়া পাত করা যাইতে পারে। স্বর্ণ ও লৌহের যে ঘনত্ব, মিশ্র ধাতুর ঘনত্ব তদপেক্ষা কম হয়।

সুবর্ণ ও প্লাটিনাম্—তুল্য পরিমাণে এই দুই ধাতু মিশ্রিত করিলেও মিশ্র পদার্থটি সুবর্ণেরই মত নমনীয় থাকে, এবং দেখিতেও তাহা প্রায় স্বর্ণেরই মত দেখায়।

সুবর্ণ ও রোডিয়াম্—সুবর্ণের সঙ্গে ইহার ১/৮ অংশ রোডিয়াম্ মিশ্রিত করিলে যে মিশ্রপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণও সুবর্ণের মত থাকে এবং তাহা ইচ্ছামত নোয়ান যায়, কিন্তু গলান যায় না।

স্বর্ণ ও নিকেল—১১ ভাগ সুবর্ণের সঙ্গে ১ ভাগ নিকেল মিশ্রিত করিলে পিত্তলের মত একটা মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হয়।

সুবর্ণ ও কোবাল্ট—পূর্ব্বোক্তরূপে স্বর্ণ ও কোবাল্ট মিশ্রিত করিলে যে এক রকমের মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহা ভঙ্গুর এবং ঈষৎ পীতাভ।

এই সকলের মধ্যে সুবর্ণ রৌপ্য এবং তাম্র এই ত্রিবিধ ধাতুর সংযোগে যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে যে সুবর্ণ দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহা একেবারে বিশুদ্ধ নহে—তাহাতে ১০০০ ভাগের মধ্যে ৮০০ ভাগ স্বর্ণ থাকে; বাকী দুই শত ভাগ রৌপ্য ও তাম্রের সংমিশ্রণ। ইংলণ্ডে ১২৫৭ খৃঃ অব্দে যখন সুবর্ণমুদ্রার প্রথম প্রচলন হয়, তখন একেবারে বিশুদ্ধ স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে হাজার ভাগে সুবর্ণ ৯১৬·৬ ভাগ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কেবল অলঙ্কারাদি বিলাসের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণেই যে সুবর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে; জীবনরক্ষার বিষয়েও ইহার উপকারিতা আছে। সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষে এবং য়ুরোপখণ্ডে ঔষধ রূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন রোমে জননীরা ছোট ছোট সন্তানের গলায় সুবর্ণখণ্ড ঝুলাইয়া রাখিতেন? তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাহা হইলে কেহ আর ইহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

হিন্দু কবিরাজেরা ইহাকে বলকারক এবং শক্তি, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, মেধা ও শৃঙ্গারশক্তিবর্দ্ধক বলিয়া মনে করেন। কাঞ্জিক, তৈল, গোমূত্র, ঘোল প্রভৃতির সঙ্গে ইহা মিশ্রিত করিয়া এবং সেই মিশ্রণকে পুনঃ পুনঃ গরম ও ঠাণ্ডা করিয়া, জারিত সুবর্ণ প্রস্তুত হয়। তৎপরে পারদের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহা উত্তপ্ত করা হয় এবং ইহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণ গন্ধকও মিশ্রিত করিয়া হামামদিস্তা দ্বারা তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করা হয়। এক গ্রেন্ হইতে দুই গ্রেন্ মাত্রায় ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক ঔষধের সঙ্গেও ইহা মিশ্রিত করিলে তাহাদের গুণ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। স্বর্ণসিন্দূর এবং মকরধ্বজ যে কিরূপ উপকারী ও বলকারক ঔষধ তাহা ভারতবাসী মাত্রই পরিজ্ঞাত আছেন।

সুবর্ণমারণ—সুবর্ণের অতি সূক্ষ্মপাতকে দ্বিগুণ পরিমাণ পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া অম্লরস দ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে পিণ্ডাকৃতি করিবে; তৎপরে উভয়ের সম পরিমাণ গন্ধক চূর্ণ ঐ গোলকের অধঃ ও উর্দ্ধদেশে প্রদান করিবে। অনন্তর মূষামধ্যে ঐ পিণ্ডাকৃতি পদার্থ রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড কর্দ্দমাক্ত করিয়া মূষার সন্ধিস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে ৩০ খান বিলঘুটে দিয়া পুটপাকে পাক করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে চতুর্দ্দশ বার পুটপাক করিলে সুবর্ণনিরুত্থ ভস্ম হয়; অর্থাৎ আর উহা কোন রূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না।

অন্যবিধ—সুবর্ণ গলাইয়া তাহার ১৬ অংশের এক অংশ সীসক উহাতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ সীসকমিশ্রিত স্বর্ণ উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়, পরে ঐ চূর্ণ অম্ল রস দ্বারা পেষণ করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। অতঃপর পূর্ব্বোক্তরূপ সমপরিমাণ গন্ধক দ্বারা গোলকের উর্দ্ধাধোভাগ বেষ্টন করিয়া পূর্ব্ববৎ মূষার মধ্যে রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্ সাতবার পুটপাকে পাক করিবে। অন্যবিধ—পারা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে রক্তকাঞ্চনের রস দ্বারা পেষণ করিয়া সুবর্ণের পাত্রে লেপিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে রক্তকাঞ্চনের ত্বক্ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা দুইটী মূষা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উক্ত সুবর্ণগোলক স্থাপন করিবে। তৎপরে উহা মৃত্তিকানির্ম্মিত মূষা মধ্যে রাখিয়া মূষা দ্বয়ের সন্ধিস্থান রুদ্ধ এবং বস্ত্রখণ্ডও সজল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তম রূপে লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে তীব্রতর অগ্নির উত্তাপে তিনপুটে পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সুবর্ণ সর্ব্ব কার্য্যে প্রয়োগার্হ ও নিরুত্থভস্ম হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত রক্তকাঞ্চনদ্বারা সুবর্ণভস্মের বিধানানুসারে লাঙ্গলী, ঈশলাঙ্গলী বা মনঃশিলা দ্বারাও সুবর্ণ ভস্মীভূত হইতে পারে।

মনঃশিলা ও সিন্দূর সম ভাগে চূর্ণ করিয়া আকন্দের আটা দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। এক একবার ভাবনা দিবে এবং এক একবার শুষ্ক করিবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। পরে স্বর্ণ গলাইয়া তাহাতে উক্ত কল্ক সম পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার তীব্রতর অগ্নির উত্তাপে এরূপ পাক করিবে, যে ঐ কল্ক ভস্ম হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তিনবার উক্ত কল্ক প্রদান করিয়া পাক করিলে স্বর্ণভস্ম হয়।

বৈদ্যকমতে স্বর্ণগুণ—শীতবীর্য্য, কামুক ব্যক্তির হিতসম্পাদক, বলকারক, গুরু, রসায়ন, মধুর, তিক্ত, কষায় রস, মধুর বিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, শরীরের উপচয়কারক, চক্ষুর হিতকারক, মেধাজনক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, বুদ্ধিপ্রদায়ক, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্শুদ্ধিকারক, বয়ঃস্থৈর্য্যসম্পাদক, কৃশ ব্যক্তির পুষ্টিকারক, স্থাবর ও জঙ্গমবিষক্ষয়কারক; উন্মাদ, ত্রিদোষজ্বর ও রাজযক্ষ্মনাশক। সুবর্ণ যদি উক্ত রূপে শোধিত না হয় তাহা হইলে উহাদ্বারা বলবীর্য্যনাশ প্রভৃতি সকল প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। (ভাবপ্র° দ্বিতীয়ভাগ°)

বৈদ্যক মতে গুণ—স্নিগ্ধ, কষায়, তিক্ত, মধুর, ত্রিদোষনাশক, শীতল, স্বাদু, রসায়ন, রুচিকারক, চক্ষুষ্য, আয়ুর্দ্দাতা, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, বল ও স্মৃতিবর্দ্ধক। সুবর্ণধারণে কান্তিবৃদ্ধি, দুরিতক্ষয় ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। (রাজনি°)

বৈদ্যক মতের অনেক ঔষধে সুবর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধে সুবর্ণ ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে শোধন-মারণাদি করিয়া লইতে হয়। বৈদ্যকে সুবর্ণের উৎপত্তি, শোধন ও মারণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"পুরা নিজাশ্রমাস্থানাং সপ্তর্ষীণাং জিতাত্মনাং।
পত্নী বিলোক্য লাবণ্যলক্ষ্মীসম্পন্নযৌবনাঃ॥
কন্দর্পদর্পবিধ্বস্তচেতসো জাতবেদসঃ।
পতিতং তদ্ধরাপৃষ্ঠে রেতস্ত হেমতামগাৎ॥" (ভাবপ্র°)

পুরাকালে সপ্তর্ষিদিগের রূপ-যৌবনসম্পন্না পত্নী অবলোকন করিয়া অগ্নির রেতঃ ধরাপৃষ্ঠে স্খলিত হইয়া উহা সুবর্ণরূপে পরিণত হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্র মতে,—উৎকৃষ্ট সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া সেই সুবর্ণ মারণ করিতে হয়। যে স্বর্ণ দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শুক্লবর্ণ, এবং যাহার কষ কুঙ্কুমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট ও যে স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্র সংযুক্ত নহে, অথচ স্নিগ্ধ, অকঠিন ও গুরু তাহাই উৎকৃষ্ট। যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলসংযুক্ত, দলদল এবং পোড়াইলে বা ছেদন করিলে যাহা শ্বেতবর্ণ দেখা যায়, এবং আঘাত দিলে যাহা ফাটিয়া যায় ও লঘু এবং যে স্বর্ণের কষ শ্বেতবর্ণ, তাহা অপকৃষ্ট। এইরূপ সুবর্ণ কদাচ মারণ করিবে না। পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া মারণ করিবে।

অশোধিত সুবর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্য নষ্ট হয়, রোগসমূহের উৎপত্তি, কার্য্যে অনুৎসাহ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঔষধার্থ কদাচ নিকৃষ্ট স্বর্ণ গ্রহণ করিবে না।

সুবর্ণশোধন—সুবর্ণের অতি সূক্ষ্মপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে, পরে যথাক্রমে তিলতৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথ-কলায়ের ক্বাথে তিন তিন বার নিমগ্ন করিবে, অর্থাৎ এক একবার পোড়াইবে, তৎপরে এক একবার উপরি উক্ত দ্রবদ্রব্যে নিক্ষেপ করিবে, ইহা দ্বারা সুবর্ণ শোধন হয়।

সুবর্ণ সকল ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের ন্যায় ভারতেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে সুবর্ণধারণ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর বিশ্বাস, সুবর্ণ ধারণ করিলে লক্ষ্মী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যিনি সুবর্ণ ধারণ করেন, সকল দেবতা, যক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি তাঁহাকে ধারণ করিয়া থাকেন। সুবর্ণ সকল প্রকার পবিত্র দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ও সর্ব্ব দেবাত্মক, এই জন্য ইহা পদদ্বয়ে ধারণ করিতে নাই। শরীরের পবিত্র অঙ্গে ইহা ধারণ করিতে হয়। শাস্ত্রে সুবর্ণ সর্ব্ব দেবাত্মক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাহার সকল দেবতাদান করার ফল হয়। যথা—

"সর্ব্বরত্নানি নির্ম্মথ্য তেজোরাশিং সমুত্থিতং।
সুবর্ণমেভ্যো বিপ্রেন্দ্র রত্নং পরমমুত্তমং॥
এতস্মাৎ কারণাদ্দেবগন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
মনুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রমথা ধারয়ন্তি তং॥ তথা—
তস্মাৎ সর্ব্ব পবিত্রেভ্যঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতং।
অগ্নির্বৈ সকলা দেবাঃ সুবর্ণঞ্চ তদাত্মকং।
তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
তস্মাত্তৎ পদায়ৌ ন ধার্য্যং দেবতাত্মকত্বাৎ। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ব্যাধি প্রভৃতি হইলে সুবর্ণদানে তাহা আশু প্রশমিত হয়। দানের মধ্যে সুবর্ণ দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাহাতে সকল পাতক বিনষ্ট হয়।

গরুড়পুরাণে সুবর্ণ প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"মধ্বাজ্যং গুড়তাম্রঞ্চ করেণামাক্ষিকং রসং।
ধমনাচ্চ ভবেদ্রৌপ্যং সুবর্ণকরণং শৃণু॥
পীতং ধুস্তূরপুষ্পঞ্চ সীসকঞ্চ পলং মতং।
পাঠা লাঙ্গলশাখা চ মূলমাবর্ত্তনাদ্ভবেৎ॥" (গরুড়পু° ১৮৮অ°)

পীতবর্ণ ধুস্তূরপুষ্প ও পল পরিমাণ সীসক, পাঠা ও লাঙ্গল শাখা এই সকল দ্রব্য একত্র আবর্ত্তন করিলে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। মাতৃকাভেদতন্ত্রেও এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীশঙ্কর উবাচ।
আনীয় পারদং দেবি স্থাপয়েৎ প্রস্তরোপরি।
তস্যোপরি জপেন্মন্ত্রং সর্ব্ববন্ধভয়াত্মকং॥
সাষ্টসহস্রং দেবেশি প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
স্বয়ম্ভুপুষ্পসংযুক্তে বস্ত্রে চারুণসন্নিভে॥
সংস্থাপ্য পারদং দেবি মৃৎপাত্রে যুগলে শিবে
পুষ্পযুক্তেন মূত্রেণ রত্নীয়াৎ বহুযত্নতঃ॥
মৃত্তিকয়া রজেনৈব ধাত্রস্য পরমেশ্বরি।
লেপয়েদ্বহুযত্নেন রৌদ্রে শুষ্কাণি কারয়েৎ॥
পুনশ্চ লেপয়েদ্ধীমান্ ততো বহ্নৌ বিনিঃক্ষিপেৎ।
অষ্টমী নবমী রাত্রৌ ক্ষিপেন্নৈব সুরেশ্বরি।
অথবা পরমেশানি মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসং॥
বল্লীরসেন তদ্দ্রব্যং শোধয়েদ্বহুযত্নতঃ।
ঘৃতনারীরসেনৈব তথৈব শোধনং চরেৎ॥
এবং কৃতে তু গুটিকাং যদি স্যাদ্দৃঢ়বন্ধনং।
ধুস্তূরঞ্চ সমানীয় মধ্যে শূন্যঞ্চ কারয়েৎ॥
কৃষ্ণাখ্যা তুলসীযোগে তথা ঘৃতকুমারিকা।
এবং কৃতে বহ্নিযোগে ভস্মসাৎ জায়তে কিল॥
ভস্মযোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়াঃ প্রসাদতঃ।
বিবর্ণং জায়তে দ্রব্যং যদি পূজাং ন চার্চ্চয়েৎ॥"

(মাতৃকাভেদত° ৫ প°)

প্রথমে পারদ আনয়ন করিয়া প্রস্তরের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। এই পারদোপরি সর্ব্ববন্ধভয়াত্মক মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিতে হইবে। তৎপরে স্বয়ম্ভুপুষ্পসংযুক্ত অরুণসন্নিভ রক্তবর্ণ বস্ত্রে ঐ পারদ মৃৎপাত্রযুগলে রাখিয়া পুষ্পযুক্ত মূত্রদ্বারা পূরণ করিবে এবং ধাত্ররজঃ ও মৃত্তিকা দ্বারা ঐ পাত্র লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পুনর্ব্বার আবার লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অষ্টমী বা নবমী রাত্রিতে নিক্ষেপ করিতে নাই। এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলে উক্ত পারদ স্বর্ণরূপে পরিণত হয়।

অথবা মৃৎপাত্রে পারদ সংস্থাপন করিয়া বল্লীরস দ্বারা যত্নপূর্ব্বক শোধন করিবে। পরে উহা আবার ঘৃতকুমারীর রসে শোধন করিবে। এই প্রকার করিলে যদি দৃঢ়বন্ধনগুটিকা হয়, তাহা হইলে একটী ধুস্তূরের মধ্যে একটী গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্ত মধ্যে উক্ত পারদগুটিকা কৃষ্ণতুলসী ও ঘৃতকুমারীর সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে উক্ত ধুতূরার মধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিযোগে ভস্ম করিতে হয়। উহা ভস্ম হইলে ধনদা প্রসাদে স্বর্ণরূপে পরিণত হয়। যথাবিধানে পূজা না হইলে স্বর্ণ হয় না।

স্বর্ণ চুরি করিতে নাই, কেননা স্তেয়, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত। স্তেয় শব্দে একভরি স্বর্ণচৌর্য্য, একভরি স্বর্ণ চুরি করিলে তাহা মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে সুবর্ণদান, গোদান, ভূমিদান, এই সকল দান আশু মহাপাতকনাশক।

"সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সুবর্ণ উৎসর্গ করিয়া গৃহে রাখিতে নাই, তৎক্ষণাৎ তাহা সৎপাত্রে দান করিতে হয়। নচেৎ নানাপ্রকার অনিষ্ট, রোগ, শোক ও ব্যাধি হইয়া থাকে। এই দান সৎপাত্রে করিতে হইবে, অসৎপাত্রে দান করিলে পতিত হইতে হয়।

"ন চিরং স্থাপয়েদ্ গেহে হেম সংপ্রোক্ষিতং বুধঃ।
তিষ্ঠৎ ভয়াবহং যস্মাৎ শোকব্যাধিকরং নৃণাং ॥
শীঘ্রং পর-স্বীকরণাৎ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি পুষ্কলং ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা পাত্রে দদ্যাৎ কনকমুত্তমং।
অপাত্রে পাতয়েদ্দত্তং সুবর্ণং নরকার্ণবে ॥" (দানসাগর)

সুবর্ণদানের অনন্ত ফল শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সেই সকল এইস্থানে লিখিত হইল না। ২ হরিচন্দন। (মেদিনী) ৩ স্বর্ণগৈরিক। ৪ ধন। ৫ নাগকেশর। (রাজনি°) (পুং ক্লী) ৬ অশীতিরক্তিকাপরিমিত স্বর্ণ। চলিত—একভরি সোণা। পর্য্যায়—বিল্ব। ৭ কর্ষপরিমাণ।

"বিল্বাৎ কর্ষং তথা চাপি সুবর্ণং কবলগ্রহং।" (গরুড়পু° ২০৮ অ°)

(পুঃ) ৮ স্বর্ণকর্ষ। ৯ যজ্ঞবিশেষ। (মেদিনী) ১০ ধুস্তূর। ১১ কণগুগ্‌গুলু। (রাজনি°) ১২ পীতধুস্তূরবৃক্ষ। ১৩ গৌরসর্ষপশাক। ১৪ হরিদ্রা। ১৫ উশীর। (ত্রি) ১৬সুষ্ঠুবর্ণ, সুন্দরবর্ণযুক্ত।

"বাসসাং সম্প্রদানেন স্বদারনিরতো নরঃ।
সুবর্ণশ্চ সুবেশশ্চ ভবতীত্যনু শুশ্রুম ॥" (ভারত ১৩।৬৮।৩৩)

সুবর্ণক (ক্লী) সুবর্ণমিব ইবার্থে কন্। পিত্তল; পিত্তল দেখিতে সুবর্ণের ন্যায়, এইজন্য ইবার্থে কন্ করিয়া সুবর্ণক হইয়াছে। স্বার্থে কন্। ২ সুবর্ণ। (ত্রি) সুষ্ঠু বর্ণো যস্য কন্। ৩ সুন্দর বর্ণযুক্ত। (পুং) ৪ আরগ্বধ বৃক্ষ, চলিত সোঁদালগাছ।

সুবর্ণকদলী (স্ত্রী) সুবর্ণা সুবর্ণবর্ণা কদলী বা সুন্দরবর্ণা কদলী। কদলীবিশেষ,চলিত—চাঁপাকলা; পর্য্যায়—সুবর্ণরম্ভা,কনকমোচা, পীতা, সুবর্ণমোচা, চম্পকরম্ভা, সুরভিকা, সুভগা, হেমকলা, স্বর্ণকলা, কনকরম্ভা, পীতরম্ভা, গৌরী, গৌররম্ভা, কাঞ্চনকদলী, সুরপ্রিয়া। গুণ—মধুর, শীতল, স্বল্প ভক্ষণে দীপনকারক, তৃষ্ণা ও দাহনাশক, কফবর্দ্ধক, বলকারক ও গুরু। (রাজনি°)

সুবর্ণকমল (ক্লী) রক্তপদ্ম,লালপদ্ম। গুণ—শীতল,মধুর, বর্ণকারক, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও বিস্ফোটকনাশক।

"সুবর্ণকমলং শীতং মধুরং বর্ণকারকং।
কফপিত্ততৃষাদাহরক্তদোষবিসর্পকান্ ॥
বিষবিস্ফোটকাদীংশ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতং ॥" (বৈদ্যকনি°)

২ সুবর্ণনির্ম্মিত পদ্ম, সোণার পদ্ম।

সুবর্ণকর্ত্তৃ (পুং) সুবর্ণস্য সুবর্ণালঙ্কারাদিকস্য কর্ত্তা নির্ম্মাতা। সুবর্ণকার, চলিত—সেকরা। মনুতে লিখিত আছে যে ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিতে নাই।

"কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ।
সুবর্ণকর্ত্তুর্বেণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা ॥" (মনু ৪।২১৫)

যদি ইহাদের অন্নগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আয়ুনাশ হয়। কারণ মনুতে লিখিত আছে যে রাজার অন্নভোজন করিলে তেজ নষ্ট হয়, শূদ্রের অন্নভোজনে ব্রহ্মতেজ থাকে না, সুবর্ণকারকের অন্নভোজনে আয়ু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসং।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ ॥" (মনু ৪।২১৮)

সুবর্ণকার (পুং) সুবর্ণং স্বর্ণভূষণাদিকং করোতীতি কৃ-অণ্। স্বর্ণকার; বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। চলিত—সেকরাজাতি। (হলায়ুধ)

সুবর্ণকেতকী (স্ত্রী) স্বর্ণকেতকী, রক্তবর্ণ কেতকী। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণক্ষীরিণী (স্ত্রী) সুবর্ণক্ষীরী, স্বর্ণচোরী বৃক্ষবিশেষ, ইহার পত্র অনন্তমূলের তুল্য। চলিত—সোণা চিরুই। (রাজনি°) ২ বৃক্ষবিশেষ, চলিত শেয়ালকাঁটা, ইহার ক্ষীর সুবর্ণাভ এবং চক্ষুর হিতকর ও বৃষ্য।

সুবর্ণখালী—ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম অংশের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। ইহা যমুনা নদীর তীরে নসিরাবাদ (ময়মনসিংহ) সহর হইতে ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ময়মনসিংহ ও এই স্থানের মধ্যে যাতায়াতের কোন বিশেষ সুবিধা নাই; তবে যে একটী রাস্তা আছে, তাহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। সুবর্ণখালী জেলার মধ্য একটী প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত; এখানে প্রভূত মালপত্রের আমদানী ও রপ্তানী হয়।

সুবর্ণগণিত (ক্লী) বীজগণিতের অধ্যায়ভেদ, ইহাতে স্বর্ণের মান গণিত আছে।

সুবর্ণগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সুবর্ণগিরি (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ, রাজগৃহস্থ পর্ব্বতভেদ। ২ অশোকের অনুশাসনবর্ণিত রাজধানীভেদ। কোথায় এই স্থান ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কাহারও মতে পশ্চিমঘাট শৈল মধ্যে, আবার কাহারও মতে রাজগৃহের নিকট।

সুবর্ণগৈরিক (ক্লী) সুবর্ণং সুবর্ণবর্ণং গৈরিকং। গৈরিকভেদ, অত্যন্ত লোহিতবর্ণ মৃদ্‌গৈরিক, চলিত লালগেরিমাটী, হিন্দী পীতগেরু। সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বর্ণধাতু, সুরক্তক, সন্ধ্যাভ্র, বভ্রুধাতু, শিলাধাতু। গুণ—মধুর, শীতল, কষায়, ব্রণরোপণ, বিস্ফোটক, অর্শ, অগ্নি ও দাহনাশক। (রাজনি°) স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকর, দাহ, পিত্তাস্র, কফ, হিক্কা ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে বালকদিগের যদি অত্যন্ত

হিক্কা হয়, তাহা হইলে ইহার চূর্ণ মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেহন করিতে দিলে ঐ হিক্কা আশু প্রশমিত হয়।

"সুবর্ণ গৈরিকস্থাপি চূর্ণানি মধুনা সহ।
লীঢ়া সুশমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ॥" (রসর° বালচি°)

সুবর্ণগ্রাম—ডাক নাম সোণার গাঁও। ইহা ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত, এবং বর্ত্তমানে পৈনাম নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্ত্তৃক ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে ইহা কোন স্বাধীন হিন্দুনরপতির রাজধানী ছিল। খিলজির আক্রমণসময়ে লক্ষ্মণসেন গৌড় দেশের রাজা ছিলেন। নদীয়ায় তাঁহারা রাজধানী ছিল। এখানে পরাজিত হইয়া তিনি বিক্রমপুরে পলাইয়া আসেন, ইহার পরে, কেহ কেহ বলেন তিনি বল্লালের রাজধানী রামপালে, আবার কাহারও কাহারও মতে সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া বঙ্গের পূর্ব্ব বিভাগ শাসন করিয়াছিলেন। এখনও বিক্রমপুরের অধিবাসীরা সগৌরবে তাঁহার রাজধানীর পরিখা দেখাইয়া থাকেন। সাধারণের নিকট ইহা বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত।

লক্ষ্মণসেন সুবর্ণ গ্রামে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, এই প্রবাদ একেকালে ভিত্তিহীন নহে। তারিখ-ই বরণী নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি, যৎকালে দিল্লীশ্বর বলবন্ তুঘ্রিল খাঁকে দমন করিবার জন্য বঙ্গে আগমন করেন, তৎকালে (১২৮০খৃঃ অব্দে) সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে 'দনৌজ রায়' নামে এক হিন্দু নরপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের হরিমিশ্ররচিত কুলগ্রন্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন, কেশবসেনের পুত্র দনৌজমাধব। হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেন মুসলমানভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, একারণ তিনি পিতার ন্যায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করিতে সুবিধা পান নাই। অবশেষে তাঁহার বংশে (নানা নৃপাভিবন্দিত) মহারাজ দনৌজমাধব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সভায় ২২ কুলসম্ভূত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশধরগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তিনি পিতামহ লক্ষ্মণ সেনের উপর টেক্কা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধন, রাজসম্মান ও তাঁহাদিগের সমীকরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।*

কোটালিপাড় হইতে আবিষ্কৃত বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন ও ইদিলপুর হইতে আবিষ্কৃত কেশবসেনের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যত্যাগের পর বিশ্বরূপসেন বিক্রমপুরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তিনি তাম্রশাসনে "সগর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ" অর্থাৎ মুসলমানগণের সমূলে ধ্বংসসাধন পক্ষে কালরুদ্র স্বরূপ ছিলেন। সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বিশ্বরূপের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, একারণ তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণসমীকরণের সুযোগ হয় নাই। প্রথমে নদীয়া এবং তাহার কিছু পরে গৌড় নগরী মুসলমান অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করিবার পর কেশবসেনও বিক্রমপুরে পলাইয়া আসিয়া তাঁহারাই কোন আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আত্মীয়কেই আমরা বিশ্বরূপ মনে করি। বিশ্বরূপের প্রভাবেই সম্ভবতঃ তিনি সমুদ্রতট (সমতট) শাসন করিতে ছিলেন এবং বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তথায় বৃদ্ধ বয়সে সম্ভবতঃ ভ্রাতৃ-অধিকার পূর্ব্ব-বঙ্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই আমরা ইদিলপুরের তাম্রশাসন বিশ্বরূপের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক হইলেও তাহার দানাংশে বিশ্বরূপের নাম ও উপাধি কাটিয়া তাহার স্থানে কেশবসেনের নাম ও উপাধি বসান দেখিতেছি। ইদিলপুর চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত। ইদিলপুর হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে মনে হয় যে কেশবসেন বিশ্বরূপের জীবদ্দশায় চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর এখানেই তিনি 'রাজা' বলিয়া বিঘোষিত হন ও দানপত্র প্রদান করেন। কেশবসেন কখন সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া আধিপত্য করিয়াছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ নাই, তবে তাঁহার পুত্র 'দনৌজ' মুসলমান ইতিহাসে 'সোণারগাঁর রায়' বলিয়া পরিচিত হইলেও দ্বিজ বাচস্পতি মিশ্রের 'বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে' তিনি চন্দ্রদ্বীপপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।† অধিক

---

* "বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূন্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্॥
তৎপুত্রো কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।
মতিঞ্চাপ্যকরোদ্বঙ্গে যবনস্য ভয়াত্ততঃ॥
ন শক্তবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ।
প্রাদুরভবদ্ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্॥
দনৌজমাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ।
এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা বরাঃ॥
নানাগুণসমাযুক্তাঃ দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ।
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া॥
সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ॥" (হরিমিশ্র)

† "দনুজমাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ-কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি॥
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থ-কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥"

কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে 'দনুজমাধব' স্থানে 'দনুজমর্দ্দন' নাম দৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টে চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসলেখক ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় চন্দ্রদ্বীপপ্রতিষ্ঠাতার

সম্ভব, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে তিনি প্রাচীন রাজধানী সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা হইতেও জানা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গজ কুলীন পুরন্দর বসুর ৫য়া কন্যার সহিত রাজা দনৌজমাধবের বিবাহ হয়। ‡ ইহাতে তাঁহার কায়স্থসম্বন্ধই সূচিত হইতেছে। এই দনৌজমাধবের সভায় ছয়বার রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের ও ২ বার কায়স্থ কুলীনগণের সমীকরণ হইয়াছিল, তাহা আমরা ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলি ও বঙ্গজ-কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় চন্দ্রদ্বীপ শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

দনৌজমাধবের পর সুবর্ণগ্রাম ঠিক কাহাদের অধিকারে ছিল, তাহা জানা যায় না।

ইহার পরে সুবর্ণগ্রাম কতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু রাজার শাসনাধীন ছিল, এবং কেমন করিয়া যে ইহা মুসলমানের হস্তগত হয়, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন তথ্যই সংগৃহীত হয় নাই। হঠাৎ জানিতে পারা যায় যে বিক্রমপুর এবং সোণারগাঁও মুসলমান কাজীদের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে।

কেমন করিয়া বিক্রমপুর মুসলমানদিগের পদানত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে এ অঞ্চলে নিম্নলিখিত রূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে :—

রিকাবী বাজারের দক্ষিণবর্ত্তী কাজি কসবায় বাবা আদমের মস্‌জিদ্ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে সেই পীর আদম যখন বিক্রমপুরে পদার্পণ করেন, তখন খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে বল্লালসেন নামে এক রাজা রামপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পীরের অনুচরবর্গ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর ভাগে গোমাংসাদি নিক্ষেপ করিলে উত্ত্যক্ত হইয়া রাজা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং রিকাবী বাজারের সন্নিকটে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহার পরে মুসলমানদিগের সঙ্গে কিছু পশ্চিমে আব্দুল্লাপুর নামক স্থানে হিন্দুদিগের এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও নাকি হিন্দু রাজাই জয়লাভ করেন। যুদ্ধে বাহির হইবার সময় তিনি সঙ্গে করিয়া একটী শিক্ষিত পারাবত লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাণী ও আত্মীয়স্বজনদিগকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, যদি পারাবত উড়িয়া আসে, তবে জানিতে হইবে যে,তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তখন মুসলমানের হাত হইতে মানরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সকলেই যেন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন। যুদ্ধের অবসানে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যখন তিনি এক পুষ্করিণীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিলেন, তখন কেমন করিয়া পারাবতটি উড়িয়া একেবারে রাজবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাণী প্রভৃতি রাজার উপদেশানুযায়ী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইহার একটু পরেই রাজা আসিয়া যখন সকল অবগত হইলেন, তখন শোকে মুহ্যমান হইয়া তিনিও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে সহজেই মুসলমানেরা বিক্রমপুর দখল করিয়া ফেলিলেন। রাজার অভাবে সুবর্ণগ্রামও অপ্রতিহত ভাবেই তাঁহাদিগের হাতে গিয়া পড়িল।

এই ভাবেই হউক, কি অন্য যে ভাবেই হউক, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অবসানে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদিগের বিজয়নিশান উত্তোলিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে তুঘ্‌রিল অথবা সুলতান মঘিসুদ্দীন (এই নামেই তিনি আপনার পরিচয় দিতেন) সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন। এই বৎসর তিনি জাজনগর বিজয় করিয়া বহু অর্থ লাভ করেন এবং এতদিন পর্য্যন্ত দিল্লীতে যে রাজকর প্রেরণ করিতেন, সেই রাজকর প্রেরণ বন্ধ করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া বিঘোষিত করিলেন।

গিয়াসুদ্দীন্ বল্‌বন্ তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তুঘ্‌রিল ইহাদিগকে পরাজিত করেন। দিল্লী হইতে আর একদল সৈন্যও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়; তাহারাও কোন সুফল লাভ করিতে পারে নাই। তখন সম্রাট্ স্বয়ং আসিয়া সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে দনুজরায় দলবল লইয়া সম্রাটের সঙ্গে যোগদান করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তুঘ্‌রিল পলায়ন করিলেন, কিন্তু ধরিয়া আনিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করা হইল (১২৮২ খৃষ্টাব্দে)। ইহার পর বল্‌বন্ আসিয়া তুঘ্‌রিলের বংশীয় ও অনুচরদিগকে এবং যে সকল ফকিরেরা তাঁহাকে বিদ্রোহিতায় উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। এই ভাবে বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি আপনার দ্বিতীয় পুত্র ব্‌ঘ্‌রা খাঁকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বঘ্‌রা খাঁয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা প্রধানতঃ লক্ষ্মণাবতীতেই বাস করিতেন। ১৩১৮খৃঃঅব্দে সিহাব্‌উদ্দীন্ বঘ্‌রা খাঁ সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা

'দনুজমর্দ্দন' নাম দিয়াছেন। বাস্তবিক রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণদিগের সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থেই 'দনুজমাধব' বা দনৌজামাধব নাম দৃষ্ট হয়। এই সেনবংশধরকে চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসলেখক যে ভ্রমক্রমে 'দে' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

‡ সত্যেন কার্য্যঘোষায় পশ্চাত্তীমগুহায় চ।
মহত্রাজ্ঞে দনৌজায় মাধবায় বিশেষতঃ।" (বাচস্পতিমিশ্র)

গিয়াস্উদ্দীন্ বাহাদুর তাঁহাকে অপসারিত করিয়া বাহাদুর শাহ নামে রাজা হইয়া বসেন। গিয়াস্উদ্দীন তুগ্লক্ শাহ তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তিনি রাজ্যচ্যুত গিয়াস্উদ্দীন্ বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া ১৩২৩খৃঃ অব্দে সশরীরে সুবর্ণগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহাদুর শা আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার গলায় রজ্জু বাঁধিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। ফতে খাঁ নামক আপনার একজন পোষ্য পুত্রকে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্রাট্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাহারও মতে তিনি এই সময়ে (আবার কাহারও মতে ১৩৩০ খৃঃ অব্দে) বাঙ্গালা প্রদেশকে লক্ষণাবতী, সাতগাঁও এবং সোণারগাঁও এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। ফতেখাঁ বহরাম খাঁ উপাধিগ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ন্যায় ও ধর্ম্মমত সোণারগাঁয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এই খানেই ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এদিকে জন-শ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ১৩২৭ খৃষ্টাব্দেও বাহাদুর খাঁ সুবর্ণগ্রামে বসিয়া আপনার নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা প্রচার করিতেছিলেন। তবে ১৩২৩খৃঃ অব্দে কেমন করিয়া গিয়াস্উদ্দীন্ তুগ্লক্ ফতে খাঁকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন? কেহ কেহ ইহার এইরূপ মীমাংসা করিতে চাহেন যে, ১৩৩৩ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শা যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে, ইহার দুই বৎসর পরে মহম্মদ তুগ্লক যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি বাহাদুরকে সুবর্ণ গ্রামের গদীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার পরেই ইনি ঐরূপ সুবর্ণমুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার বাহাদুর শা বিদ্রোহী হইলেন (খুব সম্ভবতঃ ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে) এবং এই বার তাঁহাকে হত্যা করিয়া বহরাম্ খাঁকে সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসন প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় মতে ৭ বৎসর এবং প্রথম মতে চৌদ্দবৎসর রাজত্ব করিবার পরে ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে বহরাম্ খাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সিলাদর ফখ্রুদ্দীন্ মুবারক সিংহাসন অধিকার করিয়া মুবারক শা উপাধি গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ লক্ষণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদির খাঁকে ইহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করেন। যুদ্ধে ফখ্রুদ্দীন পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার পরে মুবারক কৌশলে কাদির খাঁর সৈন্যদিগকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে হত্যা এবং সুবর্ণ গ্রাম পুনরধিকার করেন। ইহার পরে ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি স্বাধীন ভাবেই সুবর্ণ গ্রামে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র ইখ্তিয়ারুদ্দীন্ গাজি শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস্ শা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সুবর্ণগ্রাম এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশই অধিকার করিয়া বসেন। ১৩৫২-১৩৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সুবর্ণগ্রাম হইতে স্বাধীন ভাবে আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিতে থাকেন এবং সর্ব্ব প্রথম ইঁহারই আমলে দিল্লীর সম্রাট্কে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইঁহার প্রচলিত মুদ্রায় 'হজরৎ-ই-জলাল' বলিয়া সুবর্ণগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র সিকন্দর শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ ইঁহার সময়ে রাজধানী সুবর্ণগ্রামের দ্বাদশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মুয়াজ্জমাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; কারণ ইহার আমলের (১০৫৮ ১০৭৯ পর্য্যন্ত) প্রচলিত মুদ্রায় হজরত-ই-জলাল বলিয়া এই স্থানেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নবাব একেবারে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করেন নাই, ১৩৫৫ হইতে ১৩৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তও সুবর্ণগ্রামে প্রচারিত তন্নামধেয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, মুয়াজ্জমাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পরে, নবাবপুত্রেরাই প্রধানতঃ সুবর্ণগ্রামে বাস করিতেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন্ নামে সিকন্দরের এক পুত্র ছিলেন। ইনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং ১৩৬৭ খৃঃ অব্দে সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া আসিয়া একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার জাফরগঞ্জ নামক স্থানের সন্নিকটে গোয়ালপাড়া নামক স্থানে পিতাপুত্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় সিকন্দর শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং আজম শাহ্ উপাধিগ্রহণ করিয়া গিয়াসুদ্দীন্ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্র লেখালেখি হইত। অবশেষে কবিকে আনিয়া ইনি আপনার দরবারে প্রতিষ্টিত করেন। এখনও সুবর্ণগ্রামের লোকেরা এই নবাবের সমাধিস্থান দেখাইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত লোকের বাসস্থান বলিয়া সুবর্ণগ্রামের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই মুসলমান পীর, কাজি প্রভৃতি আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তখন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানেই এত পীর ফকির দেখিতে পাওয়া যাইত না। সোণারগাঁয়ের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে ও বনাভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিলে অন্ততঃ দেড়শত ফকিরের সমাধি পাওয়া যায়।

আজম্ খাঁর উত্তরাধিকারিগণ দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজা গণেশ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন, এবং এই সময়ে ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের

রাজারা পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান আপনাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু ১৪৪৫ খৃঃ অব্দের সমকালে (প্রথম) মহম্মদ শাহ নামক ইলিয়াস্ শাহের একজন বংশধর আবার সমগ্র বাঙ্গালা দেশের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার বংশধরগণ ১৪৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাদিগের আমলে পূর্ব্ববঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। মেঘনা হইতে শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশের নাম ছিল মজঃফরাবাদ; আর বর্ত্তমান ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ জলালাবাদ ও ফতেয়াবাদ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। ১৪৮৭ খৃঃ অব্দের পরে এই বংশকে বিতাড়িত করিয়া হুসেন্-শাহবংশ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন, হুসেন শাহের সমান মুসলমানরাজা বাঙ্গালায় আর কখন হয় নাই। ইনি সমগ্র বঙ্গদেশ ও ইহার পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৫৩৮ খৃঃঅব্দে শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সুবর্ণগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইহার পরে বহুদিন পর্য্যন্ত আর সুবর্ণগ্রামের সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে টোডরমল যখন বাঙ্গালাদেশের খালিশা জমির বন্দোবস্ত করেন, তখন এই ভূভাগ সরকার সুবর্ণগ্রাম নামে আখ্যাত হয় এবং ইহার পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রনদী, উত্তরে শ্রীহট্ট এবং পূর্ব্বে স্বাধীন ত্রিপুররাজ্য এই সরকারের মধ্যে গণ্য হয়। ঢাকা সহরটি তখন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বিক্রমপুর পরগণার বলদার খাল, দক্ষিণ সাহাবাজপুর ও দান্দেরা; ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর এবং নোয়াখালি জেলার জগদীয়া এই কয়টি স্থান লইয়া তখন সুবর্ণগ্রাম গঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে—ইহার অব্যবহিত পরেই রাজধানী সুবর্ণগ্রামের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল; কারণ ১৬১২ খৃষ্টাব্দের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজমহল তখন বাঙ্গালাদেশের রাজধানী। সম্রাট্ অকবরের মৃত্যুর পরে পাঠান ওস্মান্ খাঁ নবাব উপাধি গ্রহণ করিয়া ও প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া নিম্ন বঙ্গের নানাস্থান অধিকার করিতে থাকেন। ১৬১২ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গেরই কোন স্থানে মোগলসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ভ্রমক্রমে কোন কোন ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের স্থান উড়িষ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সময়ে ইস্লাম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং ওস্মান পরাজিত হইলেই তিনি 'রাজমহল' হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, ইহার পূর্ব্বেই সুবর্ণগ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ রাল্‌ফ্ ফিচ্ নামক জনৈক য়ুরোপীয় সুবর্ণগ্রাম পরিদর্শন করেন। তখন ইহার অবস্থা পূর্ব্ববৎ ছিল না। মেঘনা ও কীর্ত্তিনাশার সঙ্গমস্থলে শ্রীপুর নামে একটী প্রকাণ্ড নগর ছিল। ইহার চৌধুরী উপাধিধারী জমিদার তখন সম্রাট্ অকবরের বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছিলেন। শ্রীপুর হইতে ফিচ্ সুবর্ণগ্রামে গমন করেন। ঈশা খাঁ তখন সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীপুর ও সোণারগাঁওয়ের মধ্যে ৭৮ ক্রোশ ব্যবধান ছিল। রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে ১৬১২ খৃঃ অব্দে ওস্মানের পরাজয়ের পরে নহে, তাহার চারিবৎসর পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজ ও মগ-দস্যুদের অত্যাচার ও আক্রমণের জন্যই এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।

ফিচের বর্ণনা হইতে সুবর্ণগ্রামের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা জানিতে পারা যায়—তখনও এখানে যে প্রকার সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সেরূপ বস্ত্র পাওয়া যাইত না। ঘরগুলি খুব ছোট ছোট এবং তৃণাচ্ছাদিত; প্রাচীর এবং দরজার কপাট দরমায় নির্ম্মিত। অধিবাসীরা বেশ ধনশালী, ইহারা মাংস ভক্ষণ কি কোন পশুহত্যা করে না। ভাত, দুগ্ধ এবং কলাই ইহাদিগের প্রধান আহার্য্য। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও সুবর্ণগ্রামের মস্‌লিন্ বস্ত্রের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

ফিচের পরে আরও কতিপয় য়ুরোপীয় পর্য্যটক পূর্ব্ববঙ্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে লিন্‌সোটেন এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সার টমাস্ রো রাজমহল এবং ঢাকা এই দুইটি স্থানেরই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত যে সুবর্ণগ্রামের শ্রী একেবারে নষ্ট হয় নাই, তাহা সার জেম্‌স্ হারবার্টের ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। তিনি বাক্‌লা, শ্রীপুর এবং সপ্তগ্রামের সঙ্গে সুবর্ণগ্রামেও বহু লোকের বাসের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরে সুবর্ণগ্রামের আর বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পিটারহেলিস্ ইহাকে গঙ্গার একটি দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

১৫৮২ খৃঃ অব্দে টোডরমল্লের বন্দোবস্ত অনুসারে সরকার সুবর্ণগ্রাম ৫২টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং এখান হইতে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত।

সুবর্ণগ্রামের পতন ও ধ্বংস সম্বন্ধে ইতিহাস কি প্রবাদ একেবারেই নীরব। তবে, ইহার নিকটবর্ত্তী সাদীপুর নামক স্থানের সৈয়দ গোলাম্ মুস্তাফা নামক জনৈক মুসলমানের নিকট হইতে ডাঃ ওয়াইজ সাহেব যে দলিল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মুস্তাফার পূর্ব্বপুরুষগণ সম্রাটের নিকট হইতে সাদীপুরে কিছু লাখেরাজ জমি

লইয়াছিলেন। যে দলিলখানা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই জমির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে। দলিল হইতে জানা যায় যে, মগেরা সুবর্ণগ্রাম লুণ্ঠন করে এবং সাদীপুরবংশীয়দিগের দলিলপত্রাদি লইয়া যায়। কাজেই তাঁহারা সম্রাট্ প্রদত্ত লাখেরাজ জমি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। দুইজন স্থানীয় কাজী এবং কয়েকজন অধিবাসী এই আবেদনপত্রে সাক্ষীস্বরূপ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন তারিখ নাই। তবে দিল্লী-সরকার হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ইহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে শাহজাহানের নাম স্বাক্ষর আছে। সম্ভবতঃ তদানীন্তন সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধিস্বরূপই তিনি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, মগপ্রভৃতি দস্যুদিগের উৎপাতই সুবর্ণগ্রাম জনশূন্য হইবার একটি প্রধান কারণ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে মেজর রেনেলের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা যায় সেই সময়ে সুবর্ণগ্রাম সামান্য একটি গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ডাক্তার বুকানন এই স্থান পরিদর্শন করিবার জন্য আগমন করেন। তিনি সোনারগাঁও পরগণা পরিদর্শন করেন এবং সুবর্ণগ্রাম নগর সম্বন্ধে অবগত হন যে ইহা ব্রহ্মপুত্রের জলে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ মিথ্যা। সুবর্ণগ্রাম নহে,—শ্রীপুরের কথাই তিনি শুনিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইবন্ বতুতা সুবর্ণগ্রাম পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখিতে পান যে, এখান হইতে একখানা চীনদেশীয় অর্ণবপোত যবদ্বীপে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তখনও সুবর্ণগ্রাম একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল।

বর্ত্তমানে ইহা একটি সামান্য গ্রামমাত্র, তাল প্রভৃতি বৃক্ষাদিদ্বারা একেবারেই আবৃত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে একটি প্রাচীন গড় এখনও শুষ্ক ক্ষীণ দেহে বিরাজ করিতেছে।

এখানে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী স্থানে এখনও বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ—

১। মহল্লা বাঘলপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাঁচপীরের দরগা—এখানে পাঁচটি মুসলমানপীরের সমাধিস্থল পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত। এইগুলি জমি হইতে প্রায় চারি ফিট্ উচ্চ। এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র যে ইহাদের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কয়েক ফিট্ উচ্চ কয়েকটি অর্দ্ধসমাপ্ত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বোধ হয় যে, কোন এক সময়ে এই কবরগুলির উপরে একটি ছাদ তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল পীরদিগের নাম, কোন্ দেশ হইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন এবং কবে কাঁহাকে কবরস্থ করা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনই লিখিত বিবরণ নাই। লোকের মুখে শুনা যায় যে তাঁহারা পশ্চিম হইতে আসিয়াছিলেন। এই স্থানটির চতুর্দ্দিকে একটি প্রাচীর ছিল; এখন তাহার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সমাধিগুলির সন্নিকটেও অনেক বড় বড় বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এই প্রাচীরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ধ্বংসোন্মুখ মস্‌জিদ আছে। এই দরগাটী অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ; হিন্দুগণও এখানে সেলাম করিয়া থাকেন এবং বহুদূর হইতে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানেরা এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

২। গিয়াসুদ্দীন্ আজমশার সমাধি—উক্ত দরগার প্রায় পাঁচশত গজ দক্ষিণপূর্ব্বকোণে, 'মঘদীঘ' নামক একটি জঙ্গালময় থানার পারে বঙ্গাধিপ রাজা গিয়াসুদ্দীন্ আজমশার সমাধিস্তম্ভ অবস্থিত। একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রায় পাঁচ ফিট্ উচ্চ কতকগুলি স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান আছে। প্রস্তরগুলির উপর অনেক কারুকার্য্য ছিল। সেগুলি এখনও নূতন বলিয়া বোধ হয়। প্রস্তরগুলি খুব কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ। সমাধিস্থানের শীর্ষদেশে একটি ভূপতিত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। খাড়া অবস্থায় ইহা বোধ হয় বাতিদানস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। মুসলমানের শিল্পজ্ঞানের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই; এবং রীতিমত সংস্কার করিলে ইহা এখনও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের সংহারিণী শক্তি উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে। ইহার সন্নিকটে আরও কয়েকটি সমাধিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা সে গুলিকে বঙ্গাধিপের মন্ত্রিবর্গের সমাধিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

৩। দম্‌দমা—বর্ত্তমান সোনার-গাঁওয়ের সংলগ্ন মগ্রাপাড়া নামে যে গ্রাম আছে, অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, এখানেই পূর্ব্বে সুবর্ণগ্রাম নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার অতি নিকটে এখনও কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং একটা সমুন্নত স্থান দেখাইয়া লোকে এখনও ইহাকে 'দম্‌দমা' (দুর্গ) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই উচ্চ স্থানটি গোলাকার; কিন্তু ইহার উপরে এখন দুর্গের কোনই নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকাণ্ড একটি তিন্তিড়ীবৃক্ষ তাহার স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বহু দিন হইতে মহরম উপলক্ষে মুসলমানগণ ইহা তাহাদিগের 'আসুরখানা' স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। দশম দিবসে, তাজিয়ার পরিবর্ত্তে যে সকল মালা ও অলঙ্কারাদি নির্ম্মিত হইত, সে সকল আনিয়া এখানে মজুত করা হইত।

মুন্নাশা দরবেশের সমাধি—ইহা মগ্রাপাড়ার বাজারে অব-

স্থিত। ইহার পাদদেশে প্রতিরাত্রেই একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান্ মাত্রই এখান দিয়া যাইবার সময় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

খুন্দকার মহম্মদ য়ুসুফের দরগা—মুন্নাশার সমাধির কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। য়ুসুফ একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। এই দরগায় তাঁহার নিজের, তাঁহার পিতার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সমাধি হইয়াছিল। এখানে গুম্বজশোভিত দুইটি দীর্ঘকায় অট্টালিকা আছে। দুইটি গুম্বজের উপরে দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত বা স্বর্ণময় চূড়া আছে। এই সমাধিমন্দিরদ্বয়ের অভ্যন্তর ভাগ একেবারেই অনলঙ্কৃত। কিন্তু এই স্থানটিকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়; এবং মেজের উপরে একখানা চাদর সর্ব্বদাই বিস্তৃত থাকে। হিন্দু মুসলমান্ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই স্থানকে ভক্তির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। পরিবারের কাহারও অসুখ হইলে এখানে তাহারা বাতাসা বা চাউলের ভোগ দিয়া থাকে।

এই সমাধিগুলির সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি মস্‌জিদ্ আছে, তাহাতে যে 'কিতাব' (লিপি) আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে ইহা ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা পীরমহম্মদ য়ুসুফের নির্ম্মিত। ইহার সম্মুখে ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত একটি গোরস্থান; তাহাতে অনেকগুলি কবর আছে, কিন্তু কোনটিই প্রসিদ্ধ নহে। এই কবরস্থানে প্রবেশপথের বামদিকে প্রাচীরগাত্রে একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর বসান আছে। ইহা দুই ফিট্ দীর্ঘ ও দেড় ফিট্ প্রশস্ত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, কোন জিনিষ হারাইয়া গেলে এই পাথরের উপর একটু চূণের প্রলেপ দিলেই তাহা পুনরায় পাওয়া যাইবে। ইহার উপরে একটি সুন্দর তুগ্রা অক্ষরে পারসী লিপি এবং জলালুদ্দীন্ ফতেশাহের নাম ও তারিখ পাওয়া গিয়াছে। উহা এবং রামপালে আবিষ্কৃত বাবা আদামের মস্‌জিদের লিপি (হিজ্‌রী ৮৮৮) এই দুইটি লিপিই পূর্ব্ববঙ্গের সকল লিপি অপেক্ষা প্রাচীন।

মগ্রাপাড়ার রাস্তার ধারেও দুই খানা খোদিত শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের নাম এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিত আছে।

উপরের লিখিত সমাধিস্থানটির অতি নিকটে একটি বিধ্বস্ত সিংহদ্বার বা নৌবৎখানার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা একটি আশ্রয়স্থান, পথিক ও ফকিরদিগকে এই কথা জানাইবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় এখানে উচ্চরবে বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইত। মস্‌জিদটির পশ্চাদ্ভাগে একটি তহবিলঘর বা কোষাগার ছিল; এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম দিকে আরও কিঞ্চিৎ দূরে, খুন্দকারদিগের বাসগৃহ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

৪। শা আব্‌দুল আলীর সমাধি—মগ্রাপাড়ার উত্তরে যে মহল্লা, তাহার নাম গোহাট। এখানে শা আব্‌দুল আলী ওরফে পোকাই দিবান্ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ফকিরের সমাধি আছে। কথিত আছে যে ইনি বনে যাইয়া ধ্যান করিতে বসিয়া এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে বারবৎসর পর্য্যন্ত সেই ধ্যানেই নিমগ্ন ছিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার অন্য নাম পোকাই দিবান্ হইয়াছিল। ইহার সমাধির পার্শ্বে ইহার পুত্রকেও সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। ইহাদের সমাধিস্থানের উপরে মৃত্তিকাস্তূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তবে আব্‌দুল আলীর কবরের শীর্ষদেশে একখানা ক্ষুদ্র কাল্ টি পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর বসিয়াই নাকি তিনি দ্বাদশ বৎসর সমাধিস্থ ছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের সন্নিকটে প্রকাণ্ড একটি মস্‌জিদ্ ছিল। সুবর্ণগ্রামের রাজারা নাকি ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন এই মস্‌জিদের তদানীন্তন মালিক ইষ্টক প্রভৃতি নারায়ণগঞ্জের কোন হিন্দুর নিকট বিক্রয় করেন। তাহার পরে ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। প্রাচীর গুলি ৮ ফিট্ পুরু ছিল এবং ইহার অভ্যন্তর ভাগ অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত ছিল।

৫। য়ুসুফ্‌গঞ্জের মস্‌জিদ্—মগ্রাপাড়া রাস্তার পূর্ব্ব ধারে যে একটি ছোট জীর্ণ মস্‌জিদ্ আছে, তাহার নাম য়ুসুফ্‌গঞ্জ মস্‌জিদ্। ইহার গুম্বজের উপরে বহুসংখ্যক অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে। ইহাদের শিকড় প্রাচীরগুলি ভেদ করিয়া বাহির হওয়াতে, মস্‌জিদটি ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার প্রাচীর ৩ ফিট্ ১২½ ইঞ্চি পুরু।

৬। পাগলা সাহেবের সমাধি—হবিব্‌পুর গ্রাম অতিক্রম করিলে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড রাস্তার দক্ষিণদিকে পাগলা সাহেবের গোরস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমাধিমন্দিরটি বহু প্রাচীন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। এই পীরের পাগলা উপাধিসম্বন্ধে নানা গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে ধ্যান করিতে করিতে ইনি পাগল হইয়াছিলেন; আবার কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে ইনি খুব চোর ধরিতে পারিতেন। চোর ধরিয়া তাহাদিগকে প্রাচীরগাত্রে পেরেক বিদ্ধ করিয়া রাখিতেন ও শেষে তাহাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিতেন, এই ভাবে এক সময়ে নাকি তিনি কতকগুলি চোর-মুণ্ড লইয়া একটা মালা গাঁথিয়া খালের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার সমাধিস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী খালটিকে এখনও লোকে 'মুণ্ড-

মানার খাল' বলিয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই সমাধিস্থানকে তুল্যভাবে ভক্তি করিয়া থাকে।

ইহার একটু উত্তরে রাস্তাটির উপরে একটি পুরাতন মুসলমান আমলের সেতু আছে। সাধারণতঃ লোকে ইহার নাম 'কোম্পানি গঞ্জের পুল' রাখিয়াছে।

৭। গরিবুল্লার মস্জিদ্—মগ্রাপাড়ার অর্দ্ধ মাইল উত্তরে সাদিপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে উচ্চ এক খণ্ড জমির উপরে একটি মস্জিদ্ আছে। এই জমিখণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটি গড় আছে। সেখ গরিবুল্লা নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক বস্ত্রপরীক্ষক কর্ত্তৃক ১১৮২ হিজ্রা অব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চূড়াগুলি চাকচিক্যশালী মৃত্তিকানির্ম্মিত। আর কোন বিশেষত্ব নাই।

৮। ছুলালপুরের পুল—হাজিগঞ্জ হইতে বৈদ্যেরবাজারের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, পৈনাম্ হইতে একটি রাস্তা আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তার উপরে অতি পুরাতন সুন্দর একটি মুসলমান আমলের সেতু আছে। ইহা তিনটী খিলানের উপর অবস্থিত। মধ্যের খিলানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ; ইহার নিম্নদেশ দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে। পুলে উঠিবার রাস্তাটি খুব খাড়া, কতকগুলি ইষ্টকচক্র দ্বারা নির্ম্মিত।

এই রাস্তা ও পৈনামের প্রধান রাস্তার মধ্যে যে খাল আছে, তাহার উপরেও ছোট একটি সেতু আছে, ইহাও পূর্ব্বোক্ত ধরণে নির্ম্মিত। কতকগুলি স্তম্ভ দ্বারা ইষ্টকচক্রগুলি যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। পৈনামে 'কোম্পানির কুঠি' নামে একটি সমচতুর্ভুজ দ্বিতল ইষ্টকালয় আছে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে একটি হিন্দু কর্ম্মকারপরিবার বাস করিতেছে।

পৈনামের রাস্তার ধারে একটি আধুনিক ও শ্রীহীন শিবের মন্দির আছে। ইহার চূড়াগুলি কারুকার্য্যশোভিত।

৯। আমিনপুরে সরকারী 'ক্রোরী' অর্থাৎ করসংগ্রাহকের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে এই ভগ্ন অট্টালিকায় সর্পরক্ষিত প্রভূত ধন আছে। এই পরিবারের বংশধরগণ এখনও এই গ্রামের নিকটে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের বাড়ীর নিকটে একটি প্রাচীন হিন্দু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া সুবর্ণগ্রামে হিন্দু অট্টালিকার আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার নাম ঝিকোটি। ইহার ছাদের উপর একটি লম্বা গুম্বুজ এবং প্রাচীরগুলির গাত্রে অনেকগুলি দ্বার ও গবাক্ষের ফাঁক আছে।

১০। গোয়ালদি—গোয়ালদি অঞ্চলটি এখন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাকীর্ণ, চলাচলের জন্য মধ্যে মধ্যে দুই একটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ আছে বলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এখানে দুইটি মস্জিদ্ আছে; একটির নাম আব্দুল হামিদের মস্জিদ্। অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া ইহার অবস্থা এখনও ভালই আছে। ইহার 'কিতাবে' হিজরা ১১১৭ অব্দ (১৭০৫ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে। ইহার প্রায় একশত গজ দক্ষিণে সুবর্ণগ্রামের প্রাচীনতম মস্জিদ্‌টি বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে গোয়ালদির পুরাণো মস্জিদ্ বলিয়া থাকে। ইহার 'কিতাব' যথাস্থান হইতে পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তুলিয়া লইয়া সযত্নে ভিতরে রাখা হইয়াছে। এই পাথরখানার উপরে আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের নাম ও হিজরা ৯৯৫ অব্দ অঙ্কিত আছে। তাঁহার জন্মস্থান অনুসারে এই শিলালিপিতে তাঁহাকে 'হসবী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহার অভ্যন্তরভাগ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১৬½ ফিট্। চতুষ্কোণপ্রাচীর চারিদিকে কতকদূর উঠিয়াই আটটি প্রাচীরে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক কোণ হইতে একটি করিয়া অর্দ্ধ গুম্বুজ বা অর্দ্ধ গোলাকৃতি খিলান আছে। এই চারিটি অর্দ্ধ গুম্বুজের মধ্যস্থলে প্রধান গুম্বুজটি উঠিয়াছে। ইহাতে তিনটি 'মিহ্রাব' আছে; মধ্যেরটি কারুকার্য্যখচিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে এবং দুই পার্শ্বের দুইটি সুসন্নিবেশিত ইষ্টকে গঠিত। প্রবেশদ্বারের স্তম্ভগুলি বালুকাময় প্রস্তরনির্ম্মিত। অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বেও এখানে প্রার্থনাদি করা হইত। মথুদিনের (সেবাইতের) মৃত্যুর পরে ইহার আর কোন যত্ন করা হয় নাই। এই মস্জিদ্‌টি রক্তবর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার বহির্দ্দিকের ইষ্টকগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বেশ সুন্দর সুন্দর ফুলের মত করিয়া সাজান হইয়াছিল।

১১। সাদিপুরের নিকটে একটি বন্য ডুম্বুর বৃক্ষের তলে একটি মৃত্তিকাস্তূপ আছে। ইহার উপরে একখানা প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে তুঘ্রা অক্ষরে নাশিরুদ্দীন্ নসরৎ শাহের নাম এবং হিজরা ৯২৯ অব্দ (১৫২৩ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে। কোথা হইতে যে এই পাথরখানা এখানে আসিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

১২। পৈনামের দক্ষিণে খাশনগরদীঘী নামে যে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই দীঘিকাটি ২৯⅓ একার জমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। কোন্ সময়ে যে ইহা খনন করা হইয়াছিল, এখনও তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। পশ্চিম পাড়ে কোন সময়ে একটা বাঁধান-ঘাট ছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি ইষ্টক এখনও সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। পুষ্করিণীটি ক্রমেই ভরিয়া যাইতেছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহাতে মাত্র ৬ ফিট্ জল থাকে। পূর্ব্বে ইহার তটপ্রদেশে বহুসংখ্যক তন্তুবায়ের বাস ছিল, তাহারা বলিত যে ইহার জলে ধুইলে মস্‌লিন কাপড়ের রং বেশ খুলিত। এখন যে সকল ধোবার

এই জলে কাপড় কাচিয়া থাকে, তাহারাও বলে যে অন্যান্য পুকুরের জল অপেক্ষা এই জলের ময়লা বিনাশ করিবার শক্তি বেশি।

সুবর্ণগ্রামের পুরাতন দুর্গটির অবস্থান সম্বন্ধে অধিবাসীরা প্রায় কিছুই জানে না। তাহারা বলে যে বর্ত্তমান বৈদ্যবাজার গ্রামের পূর্ব্বদিকে, যেস্থান দিয়া এখন মেঘনা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেইস্থানে একটি দুর্গ ও মস্‌জিদ্ ছিল। এই মস্‌জিদের গুম্বজটি নাকি লাক্ষায় বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত সোণার গাঁওয়ের সমীপবর্ত্তী রিকাবিবাজারের মস্‌জিদেও একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। যে পাথরখানার উপর লিপি খোদিত, তাহা দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে ১ ফুট ৩ ইঞ্চ। ইহাতে তিনটি পংক্তি আছে। অক্ষরগুলি অপরিষ্কার। ইহার যে পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে 'হজরৎ-ই আলা' মিঞা সুলেমান...এর রাজত্ব-সময়ে হিজরা ৯৭৬ অব্দের জিল্‌কদ মাসে (১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল) আমীর খাঁ ফকীর মিঞার পুত্র সদাশয় উন্নতমনা বিজয়ী, মালিক আব্‌দুল্লা মিঞা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রেনেল্ যে মানচিত্র বাহির করেন, তাহাতে দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্র তখন ভৈরববাজারের নীচে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বেও এইপথে কলিকাতা হইতে আসামে নৌকা যাতায়াত করিত। সোণার-গাঁওয়ের মধ্য দিয়া এখনও যে বালেশ্বর-খাল প্রবাহিত, আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তাহাতে বারমাসই নৌকার চলাচল ছিল। সুবর্ণ-গ্রামে যখন রাজধানী ছিল, তখন সম্ভবতঃ তাহা এই নদীর কোন পারে অবস্থিত ছিল। সুবর্ণগ্রামের জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে বদ্ধজলপরিপূর্ণ নালা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে সম্পদের দিনে নগরটির মধ্যে অনেক খাল ও খাড়ি প্রবাহিত ছিল। যেখানে একদিন পূর্ব্ববঙ্গের ও সমস্ত বঙ্গের রাজধানী ছিল, আজ সেখানে দুর্ভেদ্য অরণ্যানী বিরাজ করিতেছে। চলাচলের জন্য অতি সঙ্কীর্ণ কয়েকটি পথ আছে বলিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এখানে অতি অল্পসংখ্যক লোকের বাস। এখানে বালকবালিকারা প্লীহারোগে জর্জ্জরিত। বয়স্কলোকসকলও অত্যন্ত খর্ব্বদেহ। ইহাদের যেন কোন কার্য্যেই উৎসাহ নাই। নদীর ধারে ধারে বহু-সংখ্যক কুম্ভীর স্বচ্ছন্দে রৌদ্র উপভোগ করিয়া থাকে। বৃক্ষের মধ্যে আম্রবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। সাদিপুরে একটি শুষ্ক আম্রবৃক্ষের কাণ্ড দেখাইয়া এখনও লোকে বলিয়া থাকে যে সোণারগাঁয়ে অবস্থিতি করিবার সময় শাহসুজা এই বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন। বেল, বাদাম, বহু পেয়ারার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। এখানকার গোলাপজামের খুব সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। পাণও সবিশেষ বিখ্যাত। এখানকার মুগের ডা'লের মত ডা'ল পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এখানকার সরভাজা এবং হরিদাসখানি নামক দধি প্রসিদ্ধ।

যে মস্‌লিন বস্ত্রের এত সুখ্যাতি ছিল, এখন তাহা লুপ্তপ্রায়। এখন আর এখানে ফুটি কাপাসের চাষ হয় না। তন্তুবায়েরা প্রধানতঃ বিলাতী সুতাই ব্যবহার করিয়া থাকে। 'জামদানী' এখন একেবারেই প্রস্তুত হয় না। বর্ত্তমানে মস্‌লিনের মধ্যে মলমলই বোনা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এখানকার বস্ত্রশিল্পের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

সোণারগাঁয়ে হিন্দুমুসলমানের অবস্থান সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। মগ্রাপাড়ার উত্তর ও পশ্চিমে যত মহল্লা আছে, তাহাতে $\frac{৯}{১০}$ ভাগই মুসলমান ; এদিকে দক্ষিণ ও পূর্ব্বের মহল্লাগুলিতে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। পৈনামে একটি মুসল-মানও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইখানে ৯৯ ঘর তালুক-দারের বসতি আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সাহা, ভূঁইমালী, নাপিত প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি।

সোণারগাঁয়ের মুসলমানেরা একেবারেই অশিক্ষিত ; কোরাণও তাহারা পড়িতে পারে না। তাই তাহাদিগের 'ফরাজি' আখ্যা হইয়াছে। এখানে এখন কোন পীর কি ফকির নাই। এখান-কার সকল মুসলমান স্ত্রীলোকই পর্দানশিন। নৌকা চলাচলের বিশেষ সুবিধা না থাকাতে পাল্কী ব্যতীত তাহারা বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। এখানকার কয়েক ঘর মুসলমান আপনা-দিগকে পূর্ব্বতন কাজীদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

সুবর্ণদ্রু (স্ত্রী) বঙ্গধাতু, চলিত—রাং। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণচম্পক (পুং) স্বর্ণচম্পক।

সুবর্ণচূড় (পুং) সুবর্ণবর্ণা চূড়া যস্য। পক্ষিবিশেষ, স্বর্ণচূড় পক্ষী। (জটাধর)

সুবর্ণচূল (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ, স্বর্ণচূড়। (ভারত)

সুবর্ণজীবিক (পুং) সুবর্ণবণিক্। সুবর্ণদ্বারা এই জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই জন্য ইহাদিগকে সুবর্ণজীবিক কহে।

সুবর্ণজ্যোতিস্ (ত্রি) সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট।

সুবর্ণতা (স্ত্রী) সুবর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুবর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম, সুবর্ণত্ব।

সুবর্ণতিলকা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত—লতা ফট্‌কী।

সুবর্ণদগ্ধী (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরিণী নামক ক্ষুপ, চলিত—সোণা খিরুই।

সুবর্ণদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ, সুমাত্রা দ্বীপ।

[সুমাত্রা ও উপনিবেশ শব্দ দেখ]

সুবর্ণনকুলী (স্ত্রী) সুবর্ণা নকুলী। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত্—বড় লতা কটুকী। (রাজনি°)

সুবর্ণনাভ (পুং) একজন বৈদিক গ্রন্থকার। [সৌবর্ণনাভ দেখ]

সুবর্ণপক্ষ (পুং) সুবর্ণবৎ পীতৌ পক্ষৌ যস্য। স্বর্ণপক্ষ, গরুড়।

সুবর্ণপত্র (পুং) সুবর্ণবর্ণং পত্রং পক্ষং যস্য। পক্ষিবিশেষ।

সুবর্ণপদ্ম (ক্লী) সুবর্ণকমল, রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°) ২ সোণার পদ্ম, প্রবাদ আছে যে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীতে স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। "স্বর্গাপগা হেমমৃণালিনীনাং" (নৈষধ ১ স°)

সুবর্ণপদ্মা (স্ত্রী) সুবর্ণস্য পদ্মং যস্যাং। স্বর্গগঙ্গা (শব্দরত্না°)

সুবর্ণপার্শ্ব (ক্লী) জনপদভেদ। (রাজতর°)

সুবর্ণপালিকা (স্ত্রী) সুবর্ণপাত্রবিশেষ। (রামা°)

সুবর্ণপুষ্প (পুং) সুবর্ণবৎ পুষ্পং যস্য। রাজতরুণীপুষ্পবৃক্ষ।

সুবর্ণপ্রভাস (পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ বৌদ্ধশাস্ত্র।

সুবর্ণপ্রসর (ক্লী) সুবর্ণস্য প্রসরো যত্র। এলবালুক। (বৈদ্যক)

সুবর্ণপ্রসব (ক্লী) এলবালুক। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণফলা (স্ত্রী) সুবর্ণকদলী, চলিত চাঁপাকলা। (রাজনি°)

সুবর্ণবণিক্—বঙ্গবাসী স্বনামপ্রসিদ্ধ বণিক্জাতিবিশেষ। এই জাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে মহারাজ আদিশূর যখন বাঙ্গালার সিংহাসনে সমারূঢ়, তখন অযোধ্যার সমীপবর্ত্তী রামগড় নামক স্থানে কুশলচন্দ্র আঢ্য নামক একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী বাস করিতেন। সনক, সনাতন এবং সনৎকুমার নামে ইহার তিন পুত্র যথাক্রমে কাঞ্চন, মণি ও গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণ এইরূপ শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"জাতাস্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রা বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ।
আসীন্মণেস্তেষু সনাতনো বৈ গন্ধাদিসত্বস্য সনৎকুমারঃ॥"

তখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তালতরঙ্গে সংক্ষুব্ধ, সনকের আত্মীয় স্বজন প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাই তাঁহাদের সহবাস পরিত্যাগ ইচ্ছা করিয়া ইনি তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে গুরু, পত্নী, স্বধর্ম্মানুরক্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী লোক লইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণানন্তর বঙ্গদেশে আসিয়া আদিশূরের শরণাপন্ন হন; আদিশূর তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ইচ্ছামত স্থানে বাস করিবার অধিকার প্রদান করেন। সনকের সঙ্গে ১৬ ঘর প্রধান এবং ৩০ ঘর অপ্রধান বণিক্ আগমন করেন। পুরাতন কুলজীতে প্রধান ষোল ঘরের এইরূপ পদবী দেখা যায়—

"দের্দত্তশ্চন্দ্র আঢ্যশ্চ শীলঃ সিংহো ধরস্তথা,
বড়ালঃ পালো'নাথশ্চ মল্লিকো নন্দী বর্দ্ধনঃ।
দাসো লাঃ।স্তথা সেনঃ ষোড়শঃ খ্যাতিরুত্তমা॥"

অপ্রধান ৩০ ঘর ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আগমন করেন বলিয়া ইঁহাদিগের খ্যাতি ও পদবী অনুসারে তাঁহাদেরও খ্যাতি পদবী লাভ হয়।

ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী যে স্থান পরে সুবর্ণগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, সনক সেই স্থানে বাস করিতেছিলেন। নানা কারণে আদিশূরের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়; এবং সেই সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ মহারাজ আদিশূর তাঁহাকে 'সুবর্ণবণিক্' ও তৎপ্রতিষ্ঠিত স্থানকে 'সুবর্ণগ্রাম' এই আখ্যা প্রদান করেন। তদবধি সনকের বংশধরগণ সুবর্ণবণিক্ বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

এই সমাজে আরও প্রবাদ আছে যে, যখন গৌড়াধিপ বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সনকবংশধর বল্লভানন্দ আঢ্য সুবর্ণগ্রামে বসতি করিতেছিলেন এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান ধনী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অর্থের অভাব হইলেই রাজা ইহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। বল্লাল যখন মণিপুর যুদ্ধের সময় পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করেন, তখন বল্লভানন্দ তাহা দিতে অস্বীকার করেন। এই কারণে ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে সুবর্ণবণিক্ সমাজের উপর জাতক্রোধ হইয়া মহারাজ বল্লাল নিম্নরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

"রাজা বল্লালসেনঃ ক্রোধাবিষ্টঃ প্রতিজানীতে যদি হিরণ্যবণিজো নীচজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দপ্রভৃতীনাঞ্চ কষ্টং ন দাস্যামি তদা গোব্রাহ্মণযোষিদ্‌ঘাতেন যানি পাপানি ভবন্তি তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধস্য রাজ্ঞঃ শতপুত্রবিনাশে ভীমসেনেন যাদৃশী প্রতিজ্ঞা কৃতা, স্বর্ণবণিজাং বিষয়ে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা।"

এই জাতিমধ্যে এরূপ প্রবাদও আছে, ডোমকন্যাগ্রহণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগকে কতকগুলি সুবর্ণধেনু দান করেন। তাহাদের উদরে অলক্তক পূরিয়া রাখা হইয়াছিল। কোন ব্রাহ্মণ এই ধেনু বিক্রয়ের জন্য জনৈক সুবর্ণবণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে, স্বর্ণ পরীক্ষার জন্য বণিক্ ধেনুর উদরে আঘাত করেন; তখন আহত স্থান দিয়া শোণিতধারার ন্যায় অলক্তক ধারা প্রবাহিত হয়। তখন জনরব উঠিল যে পুণ্যবান্ রাজার মন্ত্রপূত ধেনুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; সুবর্ণবণিক্ সেই ধেনু বধ করিয়াছে। ইহাতে বণিক্সম্প্রদায় গোহত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইল। ইহার পর এই সম্প্রদায়ের অন্য একজন লোকও নাকি হেমধেনু চুরি করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিল। কাহারও মতে এই সব অভিযোগ বল্লালের চক্রান্তজালসমুদ্ভূত। এই উপলক্ষে বল্লালসেন নিম্নলিখিত রূপ অনুজ্ঞা প্রচার করেন—

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীতধারণং ব্যর্থং, এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্, অতোঽষ্টপর্য্যন্তং এতে

বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাম্ শূদ্রবৎক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়া গোহত্যাকারিণশ্চ তদেতে অদ্যপর্য্যন্তং পতিতাঃ শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ, এতৈঃ সহ যে ভোজনবিহরণৈকাসনাক্রমণ-যজনপংক্তিভোজনাদিকং করিষ্যন্তি, তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি, অতস্তদ্যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্য প্রভৃতি পাতিত্যম্।"

এইরূপে 'পতিত ও শিষ্ট সমাজে অগ্রাহ্য' বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে স্বর্ণবণিক্‌দিগের মনে নিরতিশয় ক্ষোভের সঞ্চার হইল। বল্লভানন্দপ্রমুখ কতিপয় ধনাঢ্য বণিক্ বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া একেবারে উড়িষ্যায় চলিয়া যান এবং এখানে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে এবং উড়িষ্যার তাৎকালিক রাজাকে বহুমূল্য উপ-ঢৌকন প্রদান করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে এখানে তাঁহারা বৈশ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পিতার ডোমকন্যাবিবাহে মর্ম্মাহত হইয়া যখন লক্ষ্মণসেন স্বর্ণগ্রাম পরি-ত্যাগ করিয়া গৌড়ে প্রস্থান করেন, তখন কয়েকজন স্বর্ণবণিক্‌ও তাঁহার সহগমন করেন। এই ভাবে বহু স্বর্ণবণিক্ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরবাসী হইয়া পড়েন। কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া এইরূপ পন্থা অবলম্বন না করাতে যাঁহারা স্বর্ণগ্রামে রহিয়া গেলেন, বল্লালসেনের অনুজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে উপবীত ত্যাগ করিয়া শূদ্রোচিত আচার ব্যবহার ও মাসাশৌচাদি গ্রহণ করিতে হইল। অবশেষে লক্ষ্মণসেনও যাহাতে তাঁহারা রাজা-দেশ অমান্য করিয়া আর না মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এইরূপ নির্য্যাতনের ফলে স্বর্ণ-বণিক্‌গণ ক্রমেই নিস্তেজ ও আত্মমর্য্যাদাহীন হইয়া 'পতিত' ভাবেই জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা স্বর্ণগ্রামেই বাস করিতে ছিলেন; ইহার পরে যখন এই রাজ-ধানী বিধ্বস্ত হইল, ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশ যখন মুসলমানের পদানত হইতে লাগিল, তখন পতিত স্বর্ণবণিক্‌গণের শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত বংশধরগণ বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন।

স্বর্ণবণিক্‌গণের পাতিত্য সম্বন্ধে উপরে যে কিংবদন্তী উদ্ধৃত হইল, তাহার মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না, তৎপ্রতি অনেকেই সন্দিহান। গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক পৃথক্ দুই খানি বল্লালচরিত রচিত হইয়াছে। এই দুই খানিই আধুনিক গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যাহা আলোচনা করিলে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা বলি-য়াই মনে হইবে। বাস্তবিকই যে বল্লালনিগ্রহে স্বর্ণবণিক্‌জাতি পতিত হইয়াছে, স্বর্ণবণিক্‌জাতির কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে এরূপ কথা নাই। অপর কোন অজ্ঞাত কারণে এই জাতি পতিত হইয়াছে, বলিয়াই আমরা মনে করি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাণিজ্য ব্যাপার উপলক্ষে এই জাতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। এই সময়ে বর্দ্ধমানের সমীপবর্ত্তী কর্জ্জনা নগরে, যশোহরে এবং সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়েই ইঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। জাতি হিসাবে পতিত হইলেও বাণিজ্য-বাসিনী কমলার কৃপায় আর্থিক বিষয়ে ইহারা তখনও খুব উন্নত ছিলেন। অর্থের জন্য মুসলমান রাজদরবারে ইহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তখন হইতেই ইঁহাদিগের সা, মল্লিক, চৌধুরী, রায় প্রভৃতি উপাধিলাভ ঘটে। তখন কর্জ্জনাতে অজরচন্দ্র মল্লিক নামে একজন স্বর্ণবণিক্ গোষ্ঠীপতি বাস করিতেছিলেন। নবাব তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার কোষাধ্যক্ষের পদ ও খাঁ উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার ডাক নাম আজার খাঁ ছিল। ১৪১৪ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৯২ খৃঃ অব্দে তিনি স্বর্ণবণিক্ সমাজের কুলনির্ণয় ও তালিকা প্রস্তুত করান। তখন এখানে ৭৯২ ঘর স্বর্ণবণিকের বাস ছিল। ইহার মধ্যে 'নাথ' ব্যতীত চন্দ্র, দে, দত্ত, আঢ্য, শীল, সিংহ, ধর, পাল, নন্দী, বর্দ্ধন, দাস, লাহা, সেন, বড়াল ও মল্লিক এই কয় ঘর মূল ও প্রধান স্বর্ণ-বণিকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইহার পরে ১৪৩৬ শকে, (১৫১৪ খৃঃ অব্দে) কর্জ্জনার স্বর্ণ-বণিক্‌সমাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কুলজীতে লেখা আছে—

"চৌদ্দশত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জ্জনা।
রাজপীড়ায় পীড়িত হইল সর্ব্বজনা॥
* * * * * *
পরিবার সহিত হইল নানা দেশী॥"

এই কর্জ্জনার ৭৯২ ঘর স্বর্ণবণিকের মধ্যে কতকগুলি যাইয়া সপ্তগ্রামেও অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে যখন আজার খাঁর মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিভিন্ন দেশবাসী স্বশ্রেণীদিগকে কর্জ্জনায় নিমন্ত্রণ করা হয়। পথের দুর্গমতাবশতঃ কি অন্য কোন কারণে সপ্তগ্রামের বণিক্‌গণ এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত ৭৯২ ঘর বণিকের মধ্যে ৩৯০ ঘর সপ্তগ্রামে বাস করিতেছিলেন; নিমন্ত্রণে উপস্থিত না হওয়াতে ইহারা 'সপ্তগ্রামীয়' এবং বাকী ৪০২ ঘর, যাহারা রাঢ় দেশের কর্জ্জনা ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতে ছিলেন এবং এই নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাহারা 'রাঢ়ীয়' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। রাঢ়দেশের নিম্নলিখিত স্থানে তখন স্বর্ণবণিকেরা বাস করিতেছিলেন;—

কর্জ্জনা, বর্দ্ধমান, বলগণা, কুঙ্কুমুল, গঙ্গাপুর, গোবিন্দপুর, বামুনআড়া, বড়শুল, খণ্ডগ্রাম, করন্দা, মণ্ডলগ্রাম, পলাশন, সপ্তবৃক্ষ (সাতগাছিয়া) বেগুয়ান, মল্লিকপুর, স্থলপুর, নরগ্রাম, আঝাপুর, মুক্তিপুর, পাঁচড়া, হিরণ্যগ্রাম, বেত্রগড়, ওসমানপুর, মৎসর, সিঙ্গেরকোণ এবং কুলটী।

'এইরূপে' রাঢ়ীয় ও সপ্তগ্রামীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও প্রকৃত পক্ষে মূলতঃ ইঁহারা এক, একই পিতার দুই পুত্রের বংশধর দুই দেশে বাস করিতেছেন। অনেক স্থলেই প্রায় এমন দেখা গিয়া থাকে যে ইঁহাদের মধ্যে ভোজ্যান্নের কোন প্রতিবন্ধক নাই,—কেবল রাঢ়ীয় সুবর্ণবণিকের সঙ্গে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকের কোন বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলিত নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন সপ্তগ্রামে পদার্পণ করেন, তখন সেখানে উদ্ধারণ দত্ত নামক জনৈক সুবর্ণবণিক্ বাস করিতে ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ দেবের একজন পার্ষদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাকে সখ্যভাবে গ্রহণ করেন এবং মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিবার সময় ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। নিত্যানন্দ প্রভু সুবর্ণ বণিক্‌দিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তিনি উদ্ধারণকে মন্ত্র দান করেন এবং তদবধি ইঁহার বংশধরগণ সুবর্ণবণিক্-দিগের কুলগুরু হইয়া রহিয়াছেন এবং সুবর্ণবণিকেরাও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

১৫৩৭ খৃঃঅব্দে পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে ও তৎসমীপবর্ত্তী ঘোল-ঘাট নামক স্থানে বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইতিমধ্যে আবার সপ্তগ্রাম-পাদধৌতকারিণী স্রোতস্বতী সরস্বতীর অবস্থাও হীন হইয়া ভাগীরথীর অবস্থা উন্নত হইয়া উঠে। তাহাতেই বাণিজ্য-কেন্দ্র সপ্তগ্রাম হইতে অপসারিত হইয়া হুগলী ও ঘোলঘাটে স্থানান্তরিত হয়। কাজেই বাণিজ্যগতপ্রাণ সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায়ও সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া এই দুই স্থানে উঠিয়া আসিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে যখন আবার ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে পাঠানকর্ত্তৃক সপ্তগ্রাম লুণ্ঠিত হইল, তখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অবশিষ্ট সুবর্ণবণিক্-দিগের অধিকাংশই যাইয়া হুগলী, ঘোলঘাট, বংশবাটী, সাহাগঞ্জ, শ্রীরামপুর, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এদিকে, রাঢ় অঞ্চলে যে সকল সুবর্ণবণিক্ বাস করিতে-ছিলেন, পাঠানের অত্যাচারে ইঁহারাও বড় সুখশান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের অধিকাংশই ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পলাইয়া যাইয়া বিত্ত ও প্রাণ রক্ষা করেন। অবশিষ্ট সকলে অধিক কাল স্বস্থানে থাকিতে না পারিয়া, এবং বাণিজ্যের সুবিধা হইবে বলিয়া, চুঁচড়ায় উঠিয়া আসেন। কিন্তু বাণিজ্যগত-প্রাণ বলিয়া এখানেও ইঁহারা সকলে বহুদিন স্থির হইয়া বাস করিতে পারিলেন না। ইংরাজেরা যখন কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন হুগলীর গৌরব অনেকটা কমিয়া যায়, বাণিজ্য-লক্ষ্মী কলিকাতাভিমুখিনী হইয়া পড়েন। তখন কলিকাতার দিকেও ইঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু চুঁচড়া-বাসী সুবর্ণবণিকেরা একেবারে চুঁচড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসেন নাই।

বাণিজ্যব্যাপার উপলক্ষে ইংরাজদিগের সঙ্গে ইহাদের প্রথমা-বস্থায় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া ছিল। ইহারা ইংরাজদিগকে আবশ্যকমত ঋণদান করিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠা ও তাহার প্রসার বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন।

এইরূপে অযোধ্যাগত সুবর্ণগ্রামবাসী বণিক্‌গণ বাঙ্গালার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। যাঁহারা গৌড়নগরে যাইয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও সেখানে স্থায়িরূপে বাস করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা কুলজীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়ের দক্ষিণে, অজয় নদের তীরে তখন উজানি নামে এক নগর ছিল, এখানে বিক্রমকেশরী নামে একজন রাজা ও তাঁহার অধীনে ধনপতি নামে একজন সওদাগর ছিলেন। 'আশীপল' সুবর্ণ কিনিবার জন্য ধনপতি গৌড়ে আগমন করেন ও নরহরি বড়াল নামক জনৈক সুবর্ণবণিকের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন, ইহার মুখে উজানির ও রাজা বিক্রমকেশরীর সুখ্যাতি শুনিয়া নরহরি বড়াল, কর্ণ দাস, নিরানন্দ দে, বারাণসী চন্দ্র ও শঙ্কর নাথ এই পাঁচজন সুবর্ণবণিক্ গৌড় ত্যাগ করিয়া উজানিতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

"উজানি নগরে রাজা বিক্রমকেশরী।
রাজ আজ্ঞায় সদাগর সাজাইল তরি॥
*   *   *   *   *
*   *   *   *   *
সদাগর সহিত বিদায় পঞ্চজন॥
অজয়নদের তটে করিলা নিবাস।
সুবর্ণবণিক্ হল উজিনে প্রকাশ॥
বণিক্ শঙ্কর নাথ, বারাণসী চন্দ্র।
নরহরি বড়াল, কর্ণ দাস, দে নিরানন্দ॥"

ইহার পরেও গৌড়ে অনেক সুবর্ণবণিকের বাস ছিল। কিন্তু ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে এখানে যে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে অবশিষ্ট সুবর্ণবণিকেরাও যশোহর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে পলাইয়া যাইয়া পূর্ব্বাগত স্বজাতীয়-গণের সঙ্গে মিলিত হন।

এইরূপ নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈসর্গিক কারণে সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায় এক স্থানে নিবদ্ধ না থাকিয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন; এবং বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সমাজের অন্তরালে বসবাস করার জন্য ইঁহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি আচার ব্যবহারের পার্থক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনেক স্থলে আহার ব্যবহার বিবাহাদিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুবর্ণবণিক্ শব্দের পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও সুবর্ণবণিক

বা বণিক্য শব্দ ব্যবহার করিতেও দেখা যায়। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সনক বৈশ্যকন্যা কনকার গর্ভজাত বলিয়া লোকে তাঁহাকে কনকক্ষেত্রীও বলিত এবং তদনুসারে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যেও কেহ কেহ আপনাদিগকে কনকক্ষেত্রী বলিয়া পরিচয় দেন।

মূলতঃ এক হইলেও অধুনা সুবর্ণবণিক্‌গণ কয়েকটি শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আজার খাঁর শ্রাদ্ধে উপস্থিত না হওয়াতে সপ্তগ্রামবাসী সুবর্ণবণিক্‌গণ সপ্তগ্রামীয় নামক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। বাকী যাঁহারা রাঢ়বাসী ছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁহারাও আবার কালক্রমে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বাঞ্চলে (কালান্তর প্রভৃতি গ্রামে) যে সকল সুবর্ণবণিক্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা আবার আপনাদিগকে ফতেসিংহ বলিয়া পরিচয় দেন।

উত্তররাঢ়ীর কুলমর্য্যাদা একশত এক টাকা। বিবাহাদি কার্য্য দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের ন্যায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইহাদের মধ্যে যেমন কন্যাদান হইয়া গেলে বরকন্যা পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া থাকে, উত্তররাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সেরূপ প্রথার প্রচলন নাই। ইহাদিগের মধ্যে সেই সময়ে কন্যাকর্ত্তা পাত্রকে বলিয়া থাকেন, 'গঙ্গাজল, বনের ফল, অমুকী নাম্নী কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম। ভরণ ও পোষণের ভার তোমার, স্নেহের ভার আমার।' ইহাদিগের মধ্যে 'বাটাধরা' নামেও একটি রীতি প্রচলিত আছে। প্রথম আশীর্ব্বাদ করিবার দিন একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় কন্যাকর্ত্তা বাটার একাংশ ও বরকর্ত্তা বাটার অপরাংশ ধারণ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হন, এবং তখন কন্যাকর্ত্তা বাঙ্গালায় বলিয়া থাকেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের সহিত আমার কন্যা অমুকীর শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলাম। রাজদৈব্ বা দেবদৈব না হইলে অমুক তারিখে শুভলগ্নে কন্যা পাত্রস্থ করিব।' কন্যাদানের পরেও তাহার পিতাকে এইরূপে দাঁড়াইয়া বলিতে হয় "অমুকের পুত্র অমুকের সহিত আমার কন্যা অমুকীর শুভ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম। অদ্য সেই কন্যা দান করিয়া প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্ত হইলাম।' বরণের সময়ে ছায়ামণ্ডপের উত্তর দিকে কন্যাকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া ও বরকর্ত্তা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করেন, তৎপর দিবস যখন বরকন্যা বিদায় হইবে তখন বাগীশ্বরী নাম্নী দেবতার পূজা এবং সপ্তপদীগমন, ধ্রুবদর্শন, শিলাভ্রমণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ফতেসিংহ সমাজের বিবাহাদি কার্য্য উত্তররাঢ়ীয়দিগের অনুরূপ, কেবল বাগীশ্বরী দেবীর পূজার সময় ইহাদের মধ্যে সিন্দুরদানের একটি প্রথা আছে। ইহাদের কুলজী হইতে জানা যায় যে, ইহারা উত্তররাঢ়ীয়দিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষিকার্য্যই এখন ইহাদিগের প্রধান অবলম্বন।

কর্জ্জনা নগরে আজার খাঁ যখন সুবর্ণবণিক্‌দিগের "সমন্বয়' করেন, তখন পুরোহিত গোবর্দ্ধন মিশ্র বণিক্‌দিগের যে কুলজী লেখেন, তাহাতে তাঁহাদিগের 'খ্যাতিবন্ধ'ও করেন। যথা—চন্দ্র উপাধিধারী সুবর্ণবণিকেরা রোহিতাগিরি, আঢ্যেরা বস॰াশন, দে বণিকেরা কিরণাকর, দত্তেরা সুধাকর, শীলেরা কলশাঙ্কুর, সিংহেরা বর্ষাপণ, ধরেরা বলদণ্ডী, পালেরা ভুরুষাপণ, বড়ালেরা করনাটক, নাথেরা সুর্চাচর, মল্লিকেরা রজনীকর, নন্দীরা প্রভাকর, বর্দ্ধনেরা কুসুমাকুল, দাসেরা গুঞ্জামণি, সাহারা পত্রাশনি ও সেনেরা পুষ্পাঞ্জলি খ্যাতি প্রাপ্ত হন।

সুবর্ণবণিকেরা গোষ্ঠীপতি, কুলীন, বংশজ, মৌলিক, কষ্টমৌলিক, অতিকষ্টমৌলিক ও রাঢ়ী এই কয় উপশ্রেণীতে বিভক্ত। গোষ্ঠীপতিমাত্র দুইজন—পতিরাজ দে ও নীলাকর দত্ত। প্রামাণিক কুলীন মাত্র পাঁচজন—কৃষ্ণদাস চন্দ্র, অনন্ত আঢ্য, গোপাল দে, কুলপতি দত্ত, মধু চন্দ্র ও জগন্নাথ শীল।

আদানপ্রদান দ্বারাই কুলীনত্ব নির্ণীত হয়। সেই আদানপ্রদান ত্রিবিধ—সজ্জ, সমাবেশ ও নিন্দা; উত্তমে উত্তমে সজ্জ, সমানে সমানে সমাবেশ এবং উত্তমে ও অধমে নিন্দা। যে কুলীন জ্যেষ্ঠ কন্যাপুত্রের আদানপ্রদানে সজ্জ ও সমাবেশ রক্ষা করিতে পারেন, তিনি অতি শুদ্ধ কুলীন। ইহার পরে অন্য পুত্রকন্যার সময় যদি তিনি রাঢ়ী বংশজ, গৌণ বংশজ কি মৌলিকের সঙ্গেও কাজ করেন, তথাপি তাঁহার কুলে কোন দোষস্পর্শ হয় না। কিন্তু কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে কাজ করিলে কুলদোষ ঘটে। কুলীন যদি নিন্দিত কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহার কষ্টমৌলিকত্ব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ইহার পরে যদি আবার তিন পুরুষ পর্যান্ত কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদান চলে, তবে আবার তিনি কুলীন বলিয়া পরিগণিত হন এবং তাঁহার কুলকে মস্তভঙ্গ কুল বলে।

কুল প্রধানতঃ তিন প্রকার—সজ্জন, শুদ্ধভাব ও বিসর্জ্জন। যিনি নিজে কুলীন, শ্বশুর কুলীন এবং ক্রিয়াকার্য্যও কুলীনের সঙ্গে, তাঁহার কুলকে সজ্জন; যাঁহার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল এবং মাতৃকুল, এই তিন কুলই কুলীন, তাঁহার কুলকে শুদ্ধভাব এবং যে কুলের সঙ্গে রাঢ়ী বংশজ, গৌণবংশজ ও মৌলিকের সঙ্গে আদানপ্রদান হয়, তাহাকে বিসর্জ্জন কুল বলে।

কুলীনও আবার দুই প্রকার;—প্রকৃতমুখ্য ও সাধনমুখ্য। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত মুখ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ইহারা পঞ্চ প্রামাণিক। সাধন-মুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে মর্য্যাদাস্বরূপ প্রকৃত মুখ্যেরা দুই সুবর্ণমুদ্রা পণ এবং সাধন মুখ্যেরা প্রকৃত

মুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে এক সুবর্ণমুদ্রা পণ পাইয়া থাকেন। এইপ্রকারে রাঢ়ীয়ের কন্যা গ্রহণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কুলীন তিন সুবর্ণ, গৌণবংশজের সঙ্গে সম্বন্ধে ছয়, এবং মৌলিকের সঙ্গে সম্বন্ধে সপ্ত সুবর্ণমুদ্রা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে মৌলিক দশপুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদান করিয়াছেন, তিনি মহৎকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদানে তাঁহাকে অলঙ্কারাদি কুলমর্য্যাদা ব্যতীত আর কোন পণ দিতে হয় না। রাঢ়ী ও বংশজে আদানপ্রদান হইলে, শ্রেষ্ঠ বলিয়া রাঢ়ী এক সুবর্ণ, গৌণবংশজের সঙ্গে সম্বন্ধে দুই সুবর্ণ এবং মৌলিকের সঙ্গে সম্বন্ধে তিন সুবর্ণমুদ্রা পাইয়া থাকেন। আর কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে কাজে ইনি পঞ্চ সুবর্ণমুদ্রা পণ প্রাপ্ত হন। গৌণ-বংশজের সঙ্গে কাজে বংশজ সুবর্ণপাদ এবং কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে কাজে এক সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন। গৌণবংশজের সঙ্গে সম্বন্ধে মৌলিক দুই সুবর্ণ এবং কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সঙ্গে সম্বন্ধে তিন সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন।

সাগর বড়ালের বংশধরগণ 'সম্মানি' মর্য্যাদাবিশিষ্ট। ইহারা কুলীনেরই নীচে এবং বংশজ, গৌণবংশজ প্রভৃতির উপরে। ইহাদের সহিত সম্বন্ধে কুলীনমর্য্যাদাস্বরূপ একটিমাত্র মুদ্রা পাইয়া থাকেন। কিন্তু বংশজ প্রভৃতির সঙ্গে আদানপ্রদানে ইহারাই তিনটী সুবর্ণমুদ্রা মর্য্যাদা পান।

যখন কুলীনে কুলীনে আদানপ্রদান হয়, তখন যাঁহার তিন কুলে দোষ নাই, তাঁহাকেই অধিকতর সম্মানিত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু যাঁহার তিন কুলে উত্তম 'করণ' নাই, তাঁহাকে কুলীন বলিয়া বড় গ্রাহ্য করা হয় না।

এতদ্ব্যতীত 'নবভঙ্গ' নামেও আর এক শ্রেণীর কুলীন আছেন, আদানপ্রদানদোষে ভঙ্গ হইবার পরে যদি কোন কুলীন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনের সহিত দান গ্রহণ করিতে পারেন, তবে তাঁহার কুলদোষ অনেকটা ক্ষয় হইয়া যায়, ভঙ্গ হইতে তিনি 'নবভঙ্গ' শ্রেণীতে উন্নীত হন।

নবগুণান্বিত কুলীনদিগের মধ্যে সিদ্ধ, উজ্জ্বল, মধ্যাবৃত, মধ্যাগত ও শ্রেষ্ঠ এই পাঁচটী প্রধান ও মধুচন্দ্র নামে আর একটি অপ্রধান কুল আছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি কুল দেখিতে পাওয়া যায়। আজার খাঁর ভাগিনেয় নীলাম্বর দত্ত এবং পতিরাজদের যে কুল, তাহাকে সাধ্যকুল বলে; ইহারা গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিগণিত। চক্রপাণি ও বক্রেশ্বর দত্তদ্বয়ের কুল, গোবর্দ্ধন মিশ্রের নিকট হইতে সহজে প্রাপ্ত বলিয়া 'সহজকুল' নামে বিখ্যাত।

রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সিংহ, দাস, নন্দী, সেন, লাহা, বর্দ্ধন, পাল ও ধর এই আট ঘরের লোক আছে বলিয়া ইহাদিগকে অষ্টরাঢ়ী বলে। মার্কণ্ডেয় সিংহ, মথুরা দাস, মাধব নন্দী, অশ্বধর সেন, মল্লসুভাজন লাহা, রত্ন বর্দ্ধন, ক্ষুল্লন পাল ও চিত্র ধর এই আটজন লোক রাঢ়ীয়দিগের আদি পুরুষ ও রাঢ়ীশ্রেণীর প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত।

বংশজদিগের মধ্যে বংশধর চন্দ্রখ্যাত, শুদ্ধবংশজ চন্দ্রখ্যাত, গৌণবংশজ চন্দ্রখ্যাত, কলসারণ চন্দ্রখ্যাত, দর্পনারায়ণ দেখ্যাত, সুধাকর দেখ্যাত, ভাবাপন্ন দত্তখ্যাত, সাধন আঢ্যখ্যাত, অশোককানন আঢ্যখ্যাত, কংশারিশীল কলসাঙ্কুরখ্যাত, শয্যাধারণ শীলখ্যাত ও বৈরাগী শীলখ্যাত, এই কয় শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। গৌণবংশজদিগের মধ্যে মাস্তবর দেখ্যাত, পালশানি দত্তখ্যাত, তরুণাকর চন্দ্রখ্যাত ও সুসাধন আঢ্যখ্যাত, এই কয় শ্রেণীর লোক আছে। মৌলিকগণ, করণ দেখ্যাত, হংসোপাসন দত্তখ্যাত, অশ্বকর্ণ চন্দ্রখ্যাত, আশাকর আঢ্যখ্যাত, গোপাল শীলখ্যাত, গুণধর সিংহখ্যাত, বাণপতি ধরখ্যাত, চাকল্লাই বড়ালখ্যাত, দরশনি পালখ্যাত, সুচাঁচর নাথ ও সুদর্প নাথখ্যাত, শ্রেষ্ঠ মৌলিকখ্যাত, বণিক্‌রাজখ্যাত, কর্ণেশ্বর নন্দীখ্যাত, কুলঞ্জয় বর্দ্ধনখ্যাত, বিদ্যাপতি দাসখ্যাত, পটঞ্জালি লাহাখ্যাত, সদবাল সেনখ্যাত, এই এই কয় শ্রেণীতে এবং কষ্টমৌলিকগণ ঘনকুশী দেখ্যাত, ঘনকুশী দত্তখ্যাত, কেদারি চন্দ্রখ্যাত, কুলঞ্জয় আঢ্যখ্যাত, কুন্দলী শীলখ্যাত, ধরাপতি সিংহখ্যাত, ডুমুল্যা ধরখ্যাত, বাসুলী বড়ালখ্যাত, সারসাই পালখ্যাত, খ্যাতিবন্ধ-বিহীন নাথ উপাধিধারী, সুধারণ মল্লিকখ্যাত, মাটিয়র নন্দীখ্যাত, শাসনী বর্দ্ধনখ্যাত, কিঙ্করী দাসখ্যাত, নিশাকর লাহাখ্যাত ও কুলাল সেনখ্যাত এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। অতিকষ্টমৌলিকদিগের কোন খ্যাতিবন্ধ নাই। বাসস্থান অনুসারে তাঁহারা বিষ্ণুপুরনিবাসী দে ও শীল, বালিগড়নিবাসী দত্ত, চন্দ্রকোণানিবাসী চন্দ্র, নাথ, বর্দ্ধন, মান্দারণনিবাসী আঢ্য, বীরভূমিনিবাসী সিংহ, ক্ষীরপাইনিবাসী ধর ও বড়াল, কাশীজোড়ানিবাসী পাল, রাধানগরনিবাসী মল্লিক, কৃষ্ণপুরনিবাসী নন্দী, সুদিপুরনিবাসী দাস, শক্তিপুরনিবাসী সাহা এবং বর্দ্ধমাননিবাসী সেন, এই ষোল শ্রেণীতে বিভক্ত।

কুলীনেরাও ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। মঙ্গলকোটনিবাসী চন্দ্র, রোহিতাগিরি বন্ধবিশিষ্ট, সিদ্ধকুল, প্রামাণিক ও সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী কুলীনগণ, ইহাদিগের আদিপুরুষ জয়পতি চন্দ্র।

২। আঢ্যখ্যাত, বসবাশন খ্যাতিবন্ধসমন্বিত, উজ্জ্বলাপন্ন কুল, প্রামাণিক, তত্ত্বাবধানকর্ম্মান্বিত ও আজাপুরনিবাসী কুলীনগণ, ইঁহাদিগের আদিপুরুষের নাম শ্রীধর আঢ্য।

৩। দেখ্যাত, মঙ্গলকোটনিবাসী, কিরণাকর খ্যাতিবন্ধ

সমন্বিত, মধ্যাগত কুল, প্রামাণিক, তত্ত্বাবধানকর্ম্মান্বিত কুলীনগণ, সোমভদ্র দে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ।

৪। দত্তখ্যাত সুধাকরখ্যাতিবন্ধবিশিষ্ট, মধ্যাবৃত কুল, প্রামাণিক, ও উপবেশনিকর্ম্মান্বিত নবগ্রামনিবাসী কুলীনগণ, ইহাদিগের আদিপুরুষের নাম শূলপাণি দত্ত।

এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের আবাহনে কর্জ্জনা।

৫। শীলখ্যাত, কলসাঙ্কুর খ্যাতিবন্ধান্বিত, প্রামাণিক, মধ্যশ্রেষ্ঠকুল, কর্জ্জনাবাসী কুলীনগণ, ইহারা মেঘশীলের সন্তান। নিমন্ত্রণ, গুবাক্‌গ্রহণ, কুলকর্ম্মে মধ্যস্থতা, পণনিরূপণ, বিবাদভঞ্জন, সমন্বয়ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান, বণিক্‌ভোজন, বরপ্রদক্ষিণ, বিবাহকালে কন্যাসনধারণ, মাল্যচন্দনব্যবস্থা, কর্ম্মান্তে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাপ্রদান, বণিক্‌দিগের সংখ্যা ও গুবাক্‌নিরূপণ এবং তাহাদিগের বিদায় এই চতুর্দ্দশ প্রকারের কর্ম্মেই ইহাদিগের অধিকার আছে। তবে ইহাদিগের এক একটা কর্ম্ম লইয়া শীলগণ চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কেবল মধুসূদন ও চন্দ্রশেখর শীলের বংশধরগণেরই এই চতুর্দ্দশ কর্ম্মে অধিকার দেখা যায়। ইহারা কর্জ্জনাবাসী।

৬। দত্ত, কাঁটারমল্ল বন্ধসমন্বিত, সহজকুল, আয়োজনকর্ম্মাধিকারী, বিহরণবাসী কুলীনগণ। ইঁহারা শূলপানি দত্তের সন্তান। ইঁহাদেরও আবাহনে কর্জ্জনা।

বণিক্‌দিগের মধ্যে নীলাম্বর দত্ত ও পতিরাজ দে এই দুইজনই গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিগণিত। যাঁহার ত্রিকুলে দোষ নাই, তাঁহাকে গোষ্ঠীপতি বলে।

উপরে যে সকল কুল ও খ্যাতির কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কুলাগ্রণীকুল এবং কুলরাজখ্যাতি কাহারও কাহারও ঘটিয়াছে। যে কুলীনের চতুর্ব্বিধ আদানপ্রদান আছে, তাঁহারই কুলরাজখ্যাতি ও কুলাগ্রণীকুল হয়। নিম্নোক্ত শ্লোকে কুলরাজ নির্ণীত হইয়াছে—

"দানং চতুষ্টয়ং যস্য গ্রহণঞ্চ চতুষ্টয়ং।
কুলাগ্রণীকুলং তস্য কুলরাজ ইতি ক্রমঃ॥"
'কুলরাজস্তু কুলীনঃ স্যাৎ অন্যে তু ন॥'

অষ্টশ্রেণীর রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগের উপাধি দাস, তাঁহাদিগের খ্যাতি চন্দগুঞ্জামনি, তাঁহারা দিনকর দাসের সন্তান। নন্দী উপাধিধারীরা হরিহর নন্দীর সন্তান, ইঁহাদিগের খ্যাতি চন্দপ্রভাকর; সেন উপাধিধারীদিগের খ্যাতি চন্দপুষ্পাঞ্জলী, আদি পুরুষের নাম পুরন্দর সেন। লাহাদিগের খ্যাতি চন্দপত্রীশনি, ইহারা মহানন্দ লাহার সন্তান; বর্দ্ধনদিগের কুসুমাকুল, আদি পুরুষের নাম হিরণ্যবর্দ্ধন; পালদিগের খ্যাতি চন্দভরুষাপেণ, গুণাকর পাল ইহাদিগের আদিপুরুষ; ধর উপাধিধারীদিগের খ্যাতি চন্দবলদণ্ডী, ইঁহারা শ্রীপতি ধরের সন্তান। সিংহদিগের খ্যাতি চন্দবর্ষাপণি, ইঁহারা রাজারাম সিংহের সন্তান। এতদ্‌ব্যতীত সাগর বড়াল নামেও এক শ্রেণীর রাঢ়ীয় বণিক্ আছেন, ইহাদিগের খ্যাতি চন্দকর্ণাটিক ও মর্য্যাদা সম্মানি। ইঁহারা কমলাকান্ত বড়ালের সন্তান। অহঙ্কারে ইঁহাদিগের কুল গিয়াছে।

১৪১৪ সালে জগন্নাথ শীল যেরূপ চতুঃশাখা সভা রচনা করিয়া কন্যাদান করিয়াছিলেন, উত্তররাঢ়ীরা এখনও সেইরূপ সভা রচনা করিয়া থাকেন। এই সভায় চতুর্দিকে বহুসংখ্যক আসন বিস্তার করা হয়। মধ্যস্থলে গুরু পশ্চিমমুখ, পুরোহিত উত্তরমুখ এবং কন্যাকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করেন। ঈশান কোণে কৃষ্ণদাস চন্দ্রের বংশধর, তাঁহার দক্ষিণভাগে গোষ্ঠীপতিদ্বয়ের বংশধর, এবং তাঁহাদের দক্ষিণে প্রামাণিক চতুষ্টয় দক্ষিণমুখ হইয়া উপবিষ্ট হন। সভার পশ্চিমাংশে প্রথমে বংশজেরা ও তাঁহাদের দক্ষিণভাগে ক্রমে ক্রমে গৌণবংশজ, মৌলিক, কষ্টমৌলিক, ও অতিকষ্টমৌলিকেরা আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বামভাগে অষ্টরাঢ়ী বণিক্‌গণের এবং দক্ষিণভাগে নবশায়কগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে। তৎপরে মাল্য, চন্দন ও গুবাক্‌দানের প্রথা আছে। কন্যাকর্ত্তা প্রথমে গুরু, তৎপরে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া মর্য্যাদানুসারে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত স্বজাতীয়দিগকে মাল্যচন্দন দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। গুবাক্‌দানের প্রথা বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে ও সমন্বয়ে প্রচলিত আছে। গুবাক্ কিন্তু বস্ত্র বলিয়া পরিগণিত। নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম সমাপনের মানসে কর্ম্মকর্ত্তা উপস্থিত বণিক্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন সকলের আগমন হইয়াছে ত?" তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ উত্তর করেন, "যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের আগমনে সকলের আগমন সিদ্ধ।" ইহাকে 'বাচনিক' বলে। ইহার পরে কন্যাকর্ত্তা ছয়টি গুবাক্ লইয়া ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠীপতিদ্বয়, প্রামাণিক, রাঢ়ী প্রভৃতিকে প্রদান করেন। এই সকল শুভ কার্য্যে স্বজাতীয়দিগকে 'বিদায়' করিবার ব্যবস্থাও আছে। সমান মর্য্যাদার বণিক্ ও পরিচারকগণ তিন তিন পণ, গোষ্ঠীপতি সাড়ে তিন পণ, সাগর ও অষ্টরাঢ়ীয় পৌণে তিন পণ, বংশজেরা আড়াই পণ, গৌণ বংশজেরা ও মৌলিকেরা পৌনে দুই পণ, এবং অতিকষ্টমৌলিকেরা দেড় পণ বিদায় পাইয়া থাকেন। যে বণিক্ 'নিন্দার' কার্য্য করিয়াছে, সভাতে তাহার কোন আসন বা সম্মানপ্রাপ্তি ঘটে না।

যে সকল বণিক্ মূলতঃ স্বর্ণব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহারাই সুবর্ণবণিক্। কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত স্থানের সুবর্ণবণিকেরা কিন্তু আজকাল বড় সোণা রূপার ব্যবসায় করেন না, ঢাকা বর্দ্ধমানাদি স্থানের অনেক সুবর্ণবণিক্‌কে জাতীয় ব্যবসায় করিতে দেখা যায়। অন্যান্য কাজ ও কারকারবার ইহারা এখন প্রায় করেন

না। অল্পসংখ্যক সুবর্ণবণিক্ সরকারী কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন। বণিক্ কুসীদজীবী। এখনও অনেক সুবর্ণবণিক্‌কে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার সুদে জীবন যাপন করিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা ইহাদিগকে "জলাচরণীয়" বলেন না।

কেহ কেহ বলেন, ইহারা কুসীদগ্রাহী বলিয়া সমাজে ঠেকা আছে। [বৈশ্য ও সাহা শব্দ দেখ।]

কোন কোন বৌদ্ধ সাহিত্যিককে বলিতে শুনা যায় যে, ইহারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া রাজশক্তিসাহায্যে ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে পাতিত করিয়াছিলেন। এখন ইহারা বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত।

ব্রাহ্মণদের সন্তোষবিধান করিতে না পারায় তাঁহাদের বিষনয়নে পড়িয়া থাকিবেন, এ অনুমান অসমীচীন না হইতে পারে।

সুবর্ণবলয় (পুং) সুবর্ণেন নির্ম্মিতঃ বলয়ঃ। সুবর্ণনির্ম্মিত বলয়, চলিত—সোণার বালা।

সুবর্ণবিন্দু (পুং) সুবর্ণস্য বিন্দুর্যত্র। ১ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) ২ সুবর্ণকণিকা।

সুবর্ণভ (স্ত্রী) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।৩১।)

একচরণ, অনুবিশ্ব, সুবর্ণভূ, বসুবন প্রভৃতি দেশ রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে অবস্থিত।

সুবর্ণভূমি (স্ত্রী) সুবর্ণদ্বীপ। (কথাসরিৎ)

সুবর্ণময় (ত্রি) সুবর্ণ স্বরূপে ময়ট্। সুবর্ণস্বরূপ।

সুবর্ণমাষক (পুং) মধ্যম দ্বাদশ ধান্যমান। (সুশ্রুত চি° ৩১অ°) মাঝারি রকম ১২টী ধানে এক সুবর্ণমাষক হয়।

সুবণমাক্ষিক (ক্লী) স্বর্ণমাক্ষিক।

সুবর্ণমিত্র (ক্লী) সুবর্ণস্য মিত্রং। টঙ্গণক্ষার, চলিত—সোহাগা। সোণা গলাইতে হইলে, সোহাগা দিলেই উহা অনায়াসে গলিয়া যায়, এইজন্য উহাকে সুবর্ণমিত্র কহে।

সুবর্ণমুখরী (স্ত্রী) নদীভেদ।

সুবর্ণমোচা (স্ত্রী) সুবর্ণকদলী।

সুবর্ণযূথিকা (স্ত্রী) সুবর্ণবৎ পীতা যূথিকা। পীতবর্ণ যুথিকা, স্বর্ণযূই, পর্য্যায়—সুগন্ধা, হেমযুথিকা, যুবতীষ্টা, রক্তগন্ধা, শিখণ্ডী, নাগপুষ্পিকা, হরিনী, পীতযুথী, পীতিকা, কনকপ্রভা, মনোহরা, গন্ধাঢ্যা। গুণ—স্বাদু, ত্বক্‌দোষনাশক। (রাজনি°) তিক্ত, কটুপাক, লঘু, মধুর, তুবর, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফ ও বাতবর্দ্ধক, ব্রণ, অস্র, মুখ, দন্ত, অক্ষি ও শিরোরোগ এবং বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

সুবর্ণরত্নাকরছত্রকূট (পুং) ভবিষ্যবুদ্ধভেদ।

সুবর্ণরম্ভা (স্ত্রী) সুবর্ণকদলী, চাঁপাকলা। (রাজনি°)

সুবর্ণরূপ্যক (পুং ক্লী) দ্বীপভেদ। [সুমাত্রা দেখ]

সুবর্ণ [illegible] (পুং) উজ্জ্বলদত্তধৃত বৈয়াকরণভেদ।

সুবর্ণরেখা (নদী)—লোহারডগা জেলার রাঁচি নামক স্থানের দশমাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উদ্ভূত হইয়া ইহা উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত এই উচ্চ ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হঠাৎ হুন্দুরঘোষ নামক সুন্দর একটি জলপ্রপাতরূপে নিম্নদেশে পতিত হইয়াছে। এইখান হইতে ইহা লোহারডগা ও হাজারিবাগ জেলার সীমান্ত রেখারূপে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া যেখানে লোহারডগা, হাজারিবাগ ও মানভূম এই তিন জেলার সম্মিলন হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এইস্থানে গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহা আবার দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে এবং লোহারডগার সীমান্ত রেখারূপে মানভূম পর্য্যন্ত যাইয়া ময়ূরভঞ্জের মাঠে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে উত্তর প্রান্ত দিয়া সিংহভূমে প্রবেশ করিয়া ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে নদীগর্ভ প্রস্তরসমাকীর্ণ; স্রোতের বেগও অতিশয় প্রখর। সিংহভূম অতিক্রম করিয়া সুবর্ণরেখা মেদিনীপুরের জঙ্গলসমাকীর্ণ পশ্চিম প্রদেশ বিধৌত করিয়া বালেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানে ইহার গতিপথ একেবারে অক্রবক্র—পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া অবশেষে ইহা যাইয়া অক্ষা° ২১°৩৪´৪৫´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৪৭°২৩´ পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৩১৭ মাইল এবং ১১৩০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের জলরাশি আসিয়া ইহার দেহ পুষ্ট রাখিতেছে। ইহার শাখাসমূহের মধ্যে ছোটনাগপুরের কাঞ্চী ও কড়্‌কড়ি এবং সিংহভূমের খড়্‌পাই ও সঞ্জয় এই চারিটিই প্রধান। যেস্থানে ইহা বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেস্থান হইতে ১৬মাইল পর্য্যন্ত জোয়ার ভাটা খেলিয়া থাকে এবং বারমাসই বড় বড় দেশীয় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষার সময়ে ৫০।৬০ মণ বোঝাই নৌকা ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। যেখানে ইহা বাঁকিয়া গিয়াছে, সে স্থানের তীরদেশ বহির্ভাগে খুব উচ্চ ও খাড়া এবং ভিতরের দিকে সমতল ও বালুকাময়। ইহার বক্ষোদেশ ছোট ছোট দ্বীপমালায় শোভিত। বালেশ্বর জেলার স্থানে স্থানে ইহা এতই অগভীর যে হাঁটিয়াও পার হওয়া যায়।

সুবর্ণরেখা (বন্দর)—সুবর্ণরেখা নদীর তীর, সমুদ্র হইতে জলপথে ১২ মাইল এবং স্থলপথে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি বন্দর। পূর্ব্বকালে উড়িষ্যার উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে ইহারই প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একটি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নদীপ্রবাহ-পথের নিয়ত পরিবর্ত্তনে এখন আর তাহার কোন চিহ্ন নাই। পিপ্পলিতে

ইহাদিগের যে বাণিজ্যকুঠী ছিল, তাহারই ধ্বংসাবশেষের উপরে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রথম সামুদ্রিক বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১৬৩৩ খৃঃ অব্দে)। এই জন্যই সুবর্ণরেখা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সুবর্ণরেখার মুখের নিকটে চড়া পড়াতে, পিপ্পলীবন্দর বিনষ্ট হইয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্তও ইহা একটি পরিত্যক্ত ও বিগতশ্রী গ্রামের ন্যায় বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সুবর্ণরেখার ক্রমিক পরিবর্ত্তনে এখন আর ইহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় যে এই বন্দর ছিল, এখন স্থানীয় লোকেরাও তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ষ্টাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টারের লেখক কোন কাজীপুত্রের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা এই সুবর্ণরেখাতীরে বর্ত্তমান বন্দরের প্রায় চারি মাইল উর্দ্ধদেশে এবং মানুয়াগড় নামক গ্রামের সন্নিকটে য়ুরোপীয় ও মোগলদিগের একটি প্রধান উপনিবেশ। তাঁহাদিগের বাণিজ্য-জাহাজ সমুদ্র হইতে এই বন্দর পর্য্যন্ত আগমন করিত। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার বন্দরসমূহের কন্সারভেটার কাপ্তেন হারিস্ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন মানচিত্রসমূহে পূর্ব্বদিক্ হইতে সুবর্ণরেখায় প্রবেশ করিবার যে মুখ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এখন ইহার সাগরসঙ্গমের সন্নিকটে যে চড়াগুলি পড়িয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে যে একটী অপ্রশস্ত প্রণালী আছে, তাহা ব্যতীত এই নদীতে প্রবেশ করিবার আর কোনই পথ নাই। উত্তরপূর্ব্বে মসুম্ বহিলে যে জাহাজে ৯ ফিট্ জল কাটে, এমন একখানা জাহাজ জোয়ারভাটার সঙ্গে বন্দর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে; দক্ষিণ-পশ্চিম মসুমের সময় বন্দরটি বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন নদী-মুখ ছাইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া তীরের উপরিভাগে আছাড়িয়া পড়িতে থাকে। এই সকল কারণে এখানকার বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমাগতই খারাপ হইতেছে। এখানে আমদানী এক প্রকার নাই; রপ্তানি যৎকিঞ্চিৎ আছে।

সুবর্ণরেতস্ (পুং) শিব। (ভারত)

সুবর্ণরেতস (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (প্রবরা°)

সুবর্ণরোমন্ (পুং) ১ মেষ। ২ মহারোমের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সুবর্ণলতা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মতী লতা।

সুবর্ণবত্তা (স্ত্রী) সুবর্ণবতো ভাবঃ তল-টাপ্। সুবর্ণবানের ভাব বা ধর্ম্ম, সুবর্ণ।

সুবর্ণবৎ (ত্রি) সুবর্ণ-মতুপ্ মস্য ব। সুবর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।

সুবর্ণবর্ণ (পুং) সুবর্ণবর্ণো বর্ণো যস্য। বিষ্ণু।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" (ভারত বিষ্ণুসহস্র°) (ত্রি) ২ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

সুবর্ণবর্ণা (স্ত্রী) সুবর্ণবৎ বর্ণো যস্যাঃ। হরিদ্রা। (শব্দচ°)

সুবর্ণশিরস্ (ত্রি) সুবর্ণমণ্ডিত শিরোযুক্ত।

সুবর্ণশিলেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সুবর্ণ-শ্রী, আসামপ্রদেশের উত্তরপূর্ব্বাংশের একটি প্রধান নদী। ইহা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা বলিয়া পরিগণিত; ব্রহ্মপুত্রের মত ইহারও উৎপত্তি এবং প্রবাহ-পথের উত্তরাংশ একেবারেই অপরিজ্ঞাত। কিন্তু এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে যে ইহা তিব্বতের পার্ব্বত্যপ্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। শেষে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া আসামের উত্তরসীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতরেখা ভেদ করিয়া মিরিপাহাড় হইতে লক্ষীপুর জেলায় আসিয়া অবতরণ করিয়াছে। ইহার পরে উত্তর লক্ষীপুর মহকুমাটিকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া আরও দক্ষিণদিকে নামিয়া আসিয়া শিবসাগর জেলায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের পূর্ব্বে লোহিত প্রণালীর সহযোগে ইহা মাজুলিচর নামক একটি বৃহৎ দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে শিলাখণ্ডের দ্বারা অনেক স্থলেই ইহার গতি প্রতিহত হইয়াছে, কিন্তু সমতল প্রদেশে উত্তর লক্ষীপুর সহরের ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাটালিপন্ নামক স্থান পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করিতে পারে। ইহার নীচে কোথাও এই নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। ইংরাজরাজত্বের বহির্দ্দেশে ইহার যে সকল শাখা আছে, তাহার মধ্যে কমলাপানি, সিপলু, গাইয়ু এবং নাওভোগা এই কয়টিই প্রধান। লক্ষীপুর জেলায় চুলুং, দিক্রাই, যোলধোয়া, সুন্দরী, রাঙ্গানদী এবং দিকরং এই কয়টি নদী আসিয়া ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সুদূর অতীত কাল হইতে সুবর্ণ-শ্রীর গর্ভে বালুকাকণা পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ইহার তীরে অনেক রবারের গাছ ছিল। সুবর্ণ-শ্রীতে সময় সময় অকস্মাৎ বাণ ডাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে।

সুবর্ণষ্ঠীবিন্ (পুং) সৃঞ্জয়ের পুত্রভেদ। (ভারত)

সুবর্ণসংজ্ঞ (ক্লী) সুবর্ণকর্ষ। (লীলাবতী)

সুবর্ণসানুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটী গ্রাম। (রাজতর°)

সুবর্ণসিদ্ধ (পুং) ঐন্দ্রজালিকভেদ, যিনি ইন্দ্রজাল দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন।

সুবর্ণসূত্র (ক্লী) সুবর্ণনির্ম্মিত সূত্র, সোণার সূতা।

সুবর্ণসিন্দূর (ক্লী) স্বর্ণসিন্দূর, ঔষধবিশেষ। [স্বর্ণসিন্দূর শব্দ দেখ]

সুবর্ণা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বর্ণো যস্যাঃ। ১ কৃষ্ণাগুরু। ২ বাট্যালক। ৩ স্বর্ণক্ষীরী। ৪ হরিদ্রা। (রাজনি°) ৫ ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশশা। ৬ হাস্তিনপুরকর্ত্তা, হস্তীর মাতা। (ভারত ১।৯৫।৩৪)

সুবর্ণাখ্য (পুং) সুবর্ণস্য আখ্যা ইব আখ্যা যস্য। ১ নাগকেশর। (রত্নমা°) ২ ধুস্তুর বৃক্ষ। (ক্লী) ৩ তীর্থবিশেষ।

সুবর্ণাভ (পুং) সুবর্ণস্য আভেব আভা যস্য। রাজাবর্ত্তমণি। (বৈদ্যকনি°)

সুবর্ণার (পুং) কাঞ্চনার বৃক্ষ, রক্তকাঞ্চনগাছ। (রাজনি°)

সুবর্ণালু (পুং) আলুলতাভেদ।

সুবর্ণাহ্বা (স্ত্রী) সুবর্ণা ইতি আহ্বা যস্যাঃ। স্বর্ণযূথিকা।

সুবর্ণিকা (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

সুবর্ণী (স্ত্রী) সুষ্ঠুঃ বর্ণো যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। আখুপর্ণী, চলিত—ইন্দুরকানী। (রাজনি°)

সুবর্ণ্য (ত্রি) সুবর্ণমহতি, সুবর্ণ-দন্তাদিত্বাং যৎ (পা ৫।১।৬৬) সুবর্ণার্হ, সুবর্ণযোগ্য।

সুবর্ত্তুল (পুং) ১ তরমুজ। ২ অতিশয় বর্ত্তুল।

সুবর্ত্মন্ (ক্লী) সোজাপথ। উত্তম পথ।

সুবর্ম্মন্ (ক্লী) ২ উত্তম বর্ম্ম, উত্তম সাজোয়া। (ত্রি) ২ উত্তম বর্ম্মবিশিষ্ট।

সুবর্ষ (পুং) ১ উত্তম বর্ষা। ২ একজন বৌদ্ধাচার্য্য। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

সুবর্ষা (স্ত্রী) মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ উত্তম বর্ষা।

সুবল্লরী (স্ত্রী) পুত্রদাত্রীলতা। (রাজনি°)

সুবল্লি (স্ত্রী) (স্ত্রী) শোভনা বল্লিঃ। ১ সোমরাজী। (অমর) ২ পুত্রদাত্রীলতা। ৩ কটুকবল্লী। চলিত—কট্কী। (রাজনি°)

সুবল্লিকা (স্ত্রী) মালবদেশে খ্যাতা জতুকা লতা। ২ সোমরাজী। (রাজনি°)

সুবল্লিজ (পুং) প্রবাল। চলিত—পলা। (বৈদ্যকনি°)

সুবসন (ত্রি) শোভন নিবাস। "রাজ্ঞঃ সুবসনস্য দাতৄন্" (ঋক্ ৬।৫১।৪) 'সুবসনস্য শোভননিবাসস্য' (সায়ণ) ২ উত্তম বসনবিশিষ্ট। (ক্লী) ৩ সুন্দর বসন, উত্তম বস্ত্র।

সুবসন্ত (পুং) শোভনো বসন্তো যত্র। ১ চৈত্রাবলী। (ত্রিকা°) ২ সুন্দর বসন্তকাল। ৩ সুজাতীয় বসন্তরোগ।

সুবসন্তক (পুং) শোভনো বসন্তো যত্র, কপ্। বাসন্তী। ২ মদনোৎসব। (মেদিনী)

সুবসন্তা (স্ত্রী) ১ মাধবীলতা। ২ শ্বেতজাতি, শুক্লবর্ণজাতীফুল। (রাজনি°)

সুবহ (ত্রি) সুখেন উহ্যতে ইতি সু-বহ-খল্। ১ সুখবাহ্য, অনায়াসে বহনীয়, যাহা সুখে বহন করা যায়। ২ ধৈর্য্যশালী। সুষ্ঠু বহতীতি বহ-অচ্। সম্যগ্বহ। (হেম)

সুবহা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বহতি সৌগন্ধমিতি সু-বহ-অচ্-টাপ্। ১ শেফালিকা। ২ রাস্না। ২ গোধাপদী। ৪ এলাপর্ণী। ৫ শল্লকী। ৬ বীণা। ৭ ত্রিবৃতা। চলিত—তেউড়ী। ৮ রুদ্রজটা। ৯ হংসপদী। ১০ গন্ধনাকুলী। ১১ সুশলী। ১২ নীলসিন্ধুবার। (রাজনি°) ১৩ তালমূলী। ১৪ গন্ধরাস্না।

সুবহ্নি (ত্রি) উত্তমরূপে বদ্ধ, দৃঢ়বদ্ধ। (অথর্ব্ব° ২৩।২।৭)

সুবহ্মন্ (ত্রি) শোভন বহন, শোভন বহনযুক্ত। "সুবহ্মেন্দো বিশ্বান্যতিদুর্গহানি" (ঋক্ ৬।২২।৭) 'সুবহ্মা শোভনবহনঃ' (সায়ণ)

সুবা (আরবী) প্রদেশ।

সুবাক্য (ত্রি) সু শোভনং বাক্যং যস্য। শোভন বাক্যবিশিষ্ট। (ক্লী) শোভন বাক্য, সুকথা, উত্তমকথা।

সুবাচ্ (ত্রি) শোভন স্তোত্রযুক্ত। "প্রথমা সুবাচা মিথাবা" (ঋক্ ১০।১১০।৭) 'সুবাচা শোভনস্তোত্রৌ' (সায়ণ) সুশোভনা বাক্ যস্য। ২ শোভন বাক্যযুক্ত। (স্ত্রী) সুশোভনা বাক্। ২ শোভন বাক্য।

সুবাচস্ (ত্রি) সুবাক্য। (ঋক্ ১।১৮৮।৭)

সুবাজিন্ (ত্রি) সুপক্ষযুক্ত শর।

সুবাথু প্রাচীন নাম সুবাস্তু, পঞ্জাবের সিমলা জেলার একটী পার্ব্বত্য সেনানিবাস ও স্বাস্থ্যকর স্থান। কাল্কা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত যে একটি পুরাতন রাজবর্ত্ম আছে, তাহার উপরে, কসৌলি হইতে ৯ মাইল এবং সিমলাসহর হইতে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮১৬ খৃঃ অব্দের গুর্খাযুদ্ধ অবধি ইহা সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাওয়াজ-ভূমির উপরে যে ছোট একটি দুর্গ ছিল, তাহা এখন সৈন্যাবাসের ভাণ্ডারগৃহে পরিণত হইয়াছে। আমেরিকার পাদ্রীদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় এবং একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪৫০০ ফিট্ উচ্চ।

সুবাদার (আরবী) এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, "সুবা" শব্দের অর্থ প্রদেশ, যিনি সুবা অর্থাৎ কোন প্রদেশ শাসন করেন। ২ দেশীয় সৈন্যদিগের এক প্রকার পদ। ইহার অধীনে কতকগুলি সৈন্য থাকে।

সুবামা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত)

সুবার্ত্তা (স্ত্রী) কৃষ্ণের পত্নীভেদ। (হরিবংশ) ২ উত্তম বার্ত্তা।

সুবালুকা (স্ত্রী) দোড়ীনামক লতাভেদ।

সুবাস (পুং) শোভনো বাসো। ১ শোভন গন্ধ। সুন্দর গন্ধ। ২ উত্তম নিবাস। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১৫)

সুবাসকুমার (পুং) কশ্যপের এক পুত্র। (কথাসরিৎসা°)

সুবাসন (পুং) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৮।১৩।২২)

সুবাসরা (স্ত্রী) তোকমারী। (ভাবপ্র°)

সুবাসস্ (ত্রি) সু শোভনং বাসঃ যস্য। শোভন বস্ত্রবিশিষ্ট। (ভাগবত ৪।১২।২০)

সুবাসা (স্ত্রী) দুকূলাদিশোভনবসনা, শোভন বস্ত্রবিশিষ্টা। "জায়েব পত্য উষতী সুবাসা উষা" (ঋক্ ১।১২৪।৭) 'সুবাসা দুকূলাদিশোভনবসনা স্বলংকৃতা পূর্ব্বং রজোদর্শনসময়ে মলিনবস্ত্রা সতী স্নানানন্তরং শোভনবস্ত্রাভরণাদিনা শোভমানা' (সায়ণ)

সুবাসিত (ত্রি) সুবাসোঽস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। সুবাসযুক্ত। সুগন্ধবিশিষ্ট।

সুবাসিনী (স্ত্রী) সুখেন বসতীতি সু-বস-ণিনি। চিরিণ্টী, যৌবন কালেও পিতৃগৃহে বাসকারিণী স্ত্রী। অমরটীকায় ভরত ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, 'সুখেন বসতীতি সুবাসিনীতি দ্রাবিড়াঃ। পিতৃকুলস্নেহাৎ চিরমটতি গচ্ছতি চিরিণ্টী।

সুবাসিন্যাং চিরিণ্টী স্যাৎ দ্বিতীয়বয়সি স্ত্রিয়াং।' (ভারত)

সুবাস্তু (পুং) দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, ঐন্দ্রবর্গে ভূমিকম্প হইলে কাশী, যুগন্ধর ও সুবাস্তু প্রভৃতি দেশে পীড়া হয়।

সুবাস্তু (অপর নাম লুন্দী)—পঞ্জাবের পেশবার জেলার একটি নদী। বৃটীশ রাজ্যের বহির্ভাগে যে পাহাড় দ্বারা পঞ্জকোরা হইতে সুবাস্তুপ্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেই পাহাড়ের ক্রমাগত পূর্ব্বপ্রান্তে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। সুবাস্তু উপত্যকা হইতে যত জলধারা নিম্নদিকে আসিয়াছে, সেই ধারাসমষ্টির সকল জলই আসিয়া ইহার দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে। ইহা মিট্নির উত্তর দেশে যাইয়া পেশবার জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং অবশেষে নিশথ নামক স্থানে যাইয়া কাবুল নদীতে বিলীন হইয়াছে। ইহার তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলি বড় নিম্ন এবং জলময়। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য।

সুবাস্তু, পঞ্জাবের একটী উপত্যকা, দক্ষিণপশ্চিম অভিমুখে ইহা ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া বৃটীশসীমান্তরেখার সন্নিকটে পূর্ব্বপশ্চিমে একটু মোড় ফিরিয়াছে। বৃটীশ রাজ্য ও এই উপত্যকার মধ্যে অত্যুচ্চ একটা শৈলশ্রেণী দণ্ডায়মান। সুবাস্তু-প্রদেশ যুসুফের বংশধর যুসুফজাই নামক জাতির শাসনাধীন, এখানকার প্রধান নদীর নামও সুবাস্তু। [পূর্ব্বোক্ত সুবাস্তু শব্দে দেখ]। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জলস্ উপত্যকা নামেও ইহার উত্তরাংশ দারো সর্দ্দারের অধীন ছিল। দক্ষিণপশ্চিমাংশে আলাদন্দের খাঁয়েরা রাজত্ব করিতেন এবং দক্ষিণপূর্ব্বাংশ, অর্থাৎ বইজই নামক থানার খাঁদিগের অধীন ছিল। সৈন্যহিসাবে সুবাস্তুর অধিবাসীদিগের স্থান তেমন উচ্চে নহে। জলবায়ুর দোষে ইহারা দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ; বুনার পাহাড়িয়াদিগের অবস্থা অনেক ভাল। সুবাস্তুউপত্যকার উর্দ্ধাংশের অধিবাসীদিগের নাম তরবাল। ইহাদিগের ভাষার নাম কোহিস্তানি। কেহ কেহ পুস্ত ভাষাও বুঝিয়া থাকে।

সুবাস্তুক (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সুবাহু (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত)

সুবাহন (পুং) একজন মুনি।

সুবিক্রম (ত্রি) সু শোভনো বিক্রমো যস্য। শোভন বিক্রমযুক্ত। অতিশয় বিক্রমবিশিষ্ট।

সুবিক্রান্ত (ত্রি) সু-বি-ক্রম-ক্ত। অতিশয় বিক্রমযুক্ত, প্রবল বিক্রমান্বিত।

সুবিগ্রহ (ত্রি) সুন্দর শরীরবিশিষ্ট।

সুবিচক্ষণ (ত্রি) সু শোভনো বিচক্ষণঃ। অতিবিচক্ষণ, অতি বুদ্ধিমান্।

সুবিচার (পুং) সু শোভনো বিচারঃ। সূক্ষ্ম বিচার, উত্তমরূপে মীমাংসা, যে রাজা প্রজাদিগের প্রতি সুবিচার করেন, তাঁহার রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। অন্যায় বিচার করিলে রাজ্য অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

সুবিজ্ঞান (ত্রি) জানিতে সুশক্ত। "সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জ্ঞানায়" (ঋক্ ৭।১০৪।১২) 'সুবিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুং সুশক্যং' (সায়ণ) (ক্লী) সু শোভনং বিজ্ঞানং। শোভনরূপে বিজ্ঞান, উত্তমরূপে জানা।

সুবিজ্ঞেয় (ত্রি) সু সুখেন বিজ্ঞেয়ঃ। যাহা সুখে জানা যায়, অনায়াসে যাহা জানা যায়।

সুবিত (ত্রি) সুষ্ঠু প্রাপ্তব্য, সুখে প্রাপ্তব্য, অনায়াসে প্রাপ্তির যোগ্য। "বিনঃ পথঃ সুবিতায়" (ঋক্ ১।৯০।৪।) 'সুবিতায় সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায় স্বর্গাদিফলায়।' (সায়ণ)

সুবিতত (ত্রি) সু-বি তনুবিস্তারে ক্ত, নস্য লোপঃ। সুবিস্তৃত। যাহা উত্তমরূপে বিস্তার করা হইয়াছে।

সুবিতল (পুং) বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ।

সুবিত্ত (ক্লী) ১ উত্তম ধন। (ত্রি) ২ উত্তম ধনী।

সুবিদ্ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্। ১ পণ্ডিত। (স্ত্রী) ২ গুণবতী নারী। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

সুবিদ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি সু-বিদ্-ক। সৌবিদ, অন্তঃপুররক্ষক, কঞ্চুকী। (অমরটীকায় রায়মুকুট) ২ রাজা। (ভরত)

সুবিদৎ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্, তমততীতি অত-ক্বিপ্। রাজা। (রায়মুকুট)

সুবিদত্র (ত্রি) সুষ্ঠু বেত্তীতি সু-বিদ্ (সুবিদেঃ কত্রন্। উণ্ ৩।১০৮) ইতি কত্রন্। ১ কুটুম্ব। (উজ্জ্বল) ২ ধন। ৩ জ্ঞান। (ঋক্ ১০।১৭।৩)

সুবিদত্রিয় (ত্রি) শোভন জ্ঞানার্হ। ২ শোভন জ্ঞানযুক্ত।

শোভন ধনবিশিষ্ট। "অগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ" (ঋক্ ১০।১৭।৩) 'সুবিদত্রিয়েভ্যঃ সুবিদত্রং জ্ঞানং ধনং বা তদর্হাঃ সুবিদত্রিয়াঃ। ছান্দসো ঘপ্রত্যয়ঃ, শোভনজ্ঞানেভ্যঃ সুধনেভ্যো বা' (সায়ণ)

সুবিদল্ল (ক্লী) অন্তঃপুর। (রায়মু°)

সুবিদলা (স্ত্রী) ঊঢ়া নারী, বিবাহিতা স্ত্রী।

সুবিদিত (ত্রি) সু-বিদ্-ক্ত। উত্তমরূপে বিদিত, উত্তমরূপে জ্ঞাত।

সুবিদীর্ণ (ত্রি) সু-বিদ্-ক্ত। অতিশয় বিদীর্ণ।

সুবিদ্ধ (ত্রি) সু-বিধ-ক্ত। উত্তমরূপে বিদ্ধ, শোভনরূপে বেধবিশিষ্ট।

সুবিদ্নারায়ণ, শ্রীহট্টান্তঃপাতী মৌলবি-বাজার (দক্ষিণ সিলেট) উপবিভাগের অন্তর্গত রাজনগরের শেষ রাজা। ইঁহার পিতার নাম রাজা ভানুনারায়ণ, মাতার কি নাম ছিল তাহা জানা যায় নাই। ধর্ম্মনারায়ণ, রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ নামে তাঁহার আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিককুলে রাজা সুবিদ্নারায়ণের জন্ম হয়। কান্যকুব্জান্তর্গত ইটা জিলায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল।

তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ নিধিপতি। তিনি তীর্থদর্শন মানসে এদেশে আগমন করেন এবং ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সম্মানিত হইয়া এ দেশেই বাস করেন। কান্যকুব্জের ইটায় নিধিপতির নিবাস ছিল, এই জন্য তিনি স্বীয় দানপ্রাপ্ত ভূমির যে খণ্ডে বাসস্থান মনোনীত করেন, তাহারও "ইটা" নাম রাখিয়াছিলেন।

কালক্রমে এই বংশে শুভরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি যেমন বিদ্বান, তেমনই অসামান্য বীর ও তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার গুণগ্রামে সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বর ইহাকে "খান" উপাধি প্রদান করেন। প্রবাদ এই যে ত্রিপুরার তাৎকালিক অধিপতিই শুভরাজকে "খাঁন" উপাধি দেন। আবার কাহারও মতে গৌড়েশ্বরই শুভরাজকে "খান" উপাধি দিয়াছিলেন।*

শুভরাজের "খাঁন" (খাঁ) উপাধিপ্রাপ্তি এবং তদীয় পিতৃপিতামহের নামে "শিকদার" উপাধির সংযোগ দেখিয়া বুঝা যায় যে, মুসলমানশাসনকালে ইঁহারা রাজস্ব বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। শুভরাজও প্রথমাবস্থায় শিকদার ছিলেন, এবং এই জন্যই মুসলমানসাহায্যে বাহুবলে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জনপ্রবাদ বা কোনও দলিলে তাহার বিবরণ জানা যায় না, বরং শুভরাজ হইতে রাজা সুবিদ্নারায়ণ পর্য্যন্ত যে স্বাধীন ছিলেন, তাহাই জানা যায়। সম্ভবতঃ পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারার্থ শুভরাজ অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, পরে বল সঞ্চয় করিয়াই স্বাধীন হন। এজন্যই বুঝি মুসলমানেরা দক্ষিণ শ্রীহট্টের অধিপতিকে "ইটার" জমিদার বলিয়াছেন?* যদি শুভরাজ বা তাঁহার বংশধরগণ পরাধীন হইতেন, তবে কখনই তাঁহারা দুর্গনির্ম্মাণে সমর্থ হইতেন না। স্বার্থসাধনের জন্য ত্রিপুরার স্বাধীন রাজাও এক সময় মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

শুভরাজ খানের পুত্রের নাম ভানুনারায়ণ।† ইনি পিতা অপেক্ষা সাহসী, তেজীয়ান্, ও রণনিপুণ ছিলেন, ভানুনারায়ণের শাসনসময়ে ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ জনৈক সর্দ্দার বিদ্রোহী হওয়ায় তাহার শাসনজন্য এক সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। এই বিদ্রোহীর নাম জয়সিংহ। একেত পার্ব্বত্যপ্রদেশে সৈন্য পরিচালন দুষ্কর, তাহাতে আবার জয়সিংহ বিশেষ বল সঞ্চয় করিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ত্রিপুরসেনাপতি ইটায় ভানুনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া ভানুনারায়ণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি পরাজিত ত্রিপুরসেনাপতি ও সৈন্যগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং সৈন্যপরিচালনের ভার লইয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। এবার রণকুশল ভানুনারায়ণের নিকট জয়সিংহের কোন চাতুরীই খাটিল না; সুতরাং জয়সিংহ পরাজিত ও বন্দী হইল।

ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতির মুখে ভানুনারায়ণের অসীম বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, বিদ্রোহী জয়সিংহের অধিকৃত প্রদেশের সহিত তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিলেন।* ভানুনারায়ণ রাজোপাধি লাভ করিয়াই রাজনগরে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন।

---

* "কামদেব শিকদারের পুত্র শুভরাজ খান।
যাহার প্রতিষ্ঠা হইল গৌড় দিল্লমান।" (ভট্টকবিতা।)

* "The Founder of the (Mauzumdar) family was Surwar Khan, who, in 1464 A. D. reduced to order the revolting Zamindars of Ita and Pratapgarh," Assam District Gazetteers, Vol II. L, 94. এই সরওয়ার খাঁ মুর্শিদাবাদে মন্ত্রী ছিলেন। পূর্ব্ব নাম সর্ব্বানন্দ, ইনি শ্রীহট্টের লোক।

† "শুভরাজখানের পুত্র ভানুনারায়ণ।
মাধবী-উদরে যেন মলয় চন্দন।
ইঁহার গুণের কথা কহা নাহি যায়।
নিজ গুণে রাজা হইলা ভানুনারায়ণ রায়।" (ভট্টকবিতা।)

* কুলগ্রন্থসমূহে ইঁহার নাম সুবুদ্ধিনারায়ণ। সুবুদ্ধি শব্দ অপভ্রংশে প্রথমতঃ "সুবুইধ, পরে সুবিদ" রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে।

রাজা ভানুনারায়ণের সুবিদ্‌নারায়ণ, ধর্ম্মনারায়ণ, রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ নামক চারি পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ সুবিদ্‌নারায়ণই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং কনিষ্ঠ সহোদর ধর্ম্মনারায়ণকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। তিনি রাজ্যশাসনজন্য পণ্ডিতসভা স্থাপন ও বিচক্ষণ কায়স্থগণকে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। রাজ্যরক্ষণজন্য রাজধানীর পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী বড়ুয়াপাহাড়ে দুরাক্রম্য গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন।* তিনি রাজনগরের উত্তরাংশে রাজবাটী স্থানান্তরিত করণমানসে "সাগরদীঘী" নামক একটী সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া চতুর্দ্দিকে গড়স্থাপনমাত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের সহিত সকল বাসনার অবসান হইল।

ইন্দ্রনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ ও বিষ্ণুনারায়ণ নামে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের চারি পুত্র এবং রত্নাবতী, বরদা ও ভানুমতী নামে তিন কন্যা ছিলেন। শৈশবে বরদার মৃত্যু হয়; তাঁহার স্মরণার্থ রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ "বরদা-সাগর" নামক বৃহৎ জলাশয় খনন করান। ভানুমতী হিন্দুশরীরবিজ্ঞানানুসারে পদ্মিনী লক্ষণান্বিতা ছিলেন, এজন্য পদ্মিনী নামেই অভিহিতা হইতেন। সুবিদ্‌নারায়ণ পাদ্মনীর নামেও এক সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী রত্নাবতী আজন্ম খঞ্জা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিবাহজন্য রাজাকে বড় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। রাজকুমারী হইলেও সেই বিকলাঙ্গীর জন্য সাম্প্রদায়িকসমাজে উপযুক্ত ঘরে বর + মিলিল না; এজন্য রত্নাবতীর বিবাহে কালবিলম্ব ঘটিল।

একদা রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ অন্তঃপুরে আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজমহিষী সাশ্রুনয়নে রাজাকে রত্নাবতীর বিবাহজন্য অনুযোগ দিতে লাগিলেন। রাণীর বাক্য-বাণে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ মর্ম্মাহত হইয়া ব্যথিতহৃদয়ে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন, "মহিষি! এই কন্যা হইতে আমার ধর্ম্ম, কুল ও মান নষ্ট হইবে দেখিতেছি; তবে আগামী কল্য সর্ব্ব প্রথমে যে ব্রাহ্মণকে দেখিব, ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে তাঁহাকেই কন্যাদান করিব, ইহাতে কুলমান গেলেও ধর্ম্মরক্ষা হইবে।" মহিষী ভয়ে আর কোনও উত্তর দিলেন না।

বিধাতার নির্ব্বন্ধে পরদিন রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। পর দিন প্রাতঃকালে রাজা যখন দেবতা প্রণাম করিতে দেবালয়ে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় এক ব্রাহ্মণযুবক দেবালয়সমীপস্থ চম্পক-বৃক্ষে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন। দেখিবামাত্র রাজা সেই ব্রাহ্মণ যুবককে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। অকস্মাৎ রাজা কর্ত্তৃক আহূত হওয়ায় ব্রাহ্মণ শঙ্কিতহৃদয়ে রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া কর-যোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুবিদ্‌নারায়ণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, যুবক কাত্যায়নগোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, সুতরাং কন্যাটী যে অব্রাহ্মণের হাতে পড়ে নাই, এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। শুভ দিনে রঘুপতি নামক ঐ ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত রত্নাবতীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ যথাশাস্ত্র সমস্ত দ্রব্য, দাস-দাসী গবাদি পশু, পাঁচগাও, ভূমিউড়া, সুরানন্দ, পশ্চিমভাগ ও এওলাতলী নামে পাঁচ খানা গ্রাম, এবং নানা জাতীয় লোক যৌতুক দিয়াছিলেন।

রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ কন্যা ও জামাতার বাসোপযোগী একখানা বাটী ও একটী জলাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কণকানামে এক বালিকা পরিচারিকা রত্নাবতীর বিশেষ স্নেহের ধাত্রী ছিল, রাজা অন্যান্য দাসদাসীর সহিত সেই বালিকা কণকাকেও যৌতুকস্বরূপ দান করেন; অধুনা রত্নাবতীর বংশধরগণ পাঁচগাও এবং ভূমিউড়ায় প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন। কণকার বংশধরগণও সম্ভ্রমের সহিত বর্ত্তমান আছেন।

রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ সমাজপতি ছিলেন; সুতরাং রাজজামাতা রঘুপতিও সাম্প্রদায়িকসমাজে রাজকুটুম্বের যোগ্য সম্মানে গৃহীত হইলেন। বিশেষতঃ রঘুপতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং "ভট্টাচার্য্যত্ব" (সাম্প্রদায়িকগণের সাধারণ উপাধি) প্রাপ্ত হইলেন। রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ রাজ্যশাসনে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, কুলগ্রন্থসমূহে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির জীবনীলেখক রঘুনাথকে সুবিদ্‌নারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, সুবিদ্‌নারায়ণকেও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন,* ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব। কারণ রঘুনাথ শিরোমণি যে চৈতন্যসহাধ্যায়ী ও বয়সে চৈতন্যাপেক্ষা কিছু বড় ইহা সকলেই জানেন। আর রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ১০০ বৎসরের বৈষম্য দেখা যায়। এরূপ স্থলে রঘুনাথকে রাজার সমসাময়িক বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কাত্যায়নবংশাবলী হইতেই দেখা যায় যে, রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ সদ্ব্রাহ্মণ সাধুমতি ও মহাত্মা ছিলেন, আর তদীয় জামাতা রঘুপতি ভট্টাচার্য্য ছিলেন না, রাজানুগ্রহ বলে পরে ভট্টাচার্য্যত্ব প্রাপ্ত

* A. D. Gazetteers, Vol II. p. 22-23.

\+ কান্যকুব্জাগত বৈদিকগণকে লইয়া শ্রীহট্টে যে ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হয়, তাহাই সাম্প্রদায়িক নামে পরিচিত।

* আজ পর্য্যন্ত রঘুপতির বংশকে "বিড়িগেঁয়ে কাত্যায়ন" বলে।

হন। এখন দেখা যাউক সুবিদ্নারায়ণ ঠিক কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। সুবিদ্নারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় জাতিচ্যুত পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি রাজকীয় কর্ম্মচারী দ্বারা বিভক্ত হয়। "তজকিরা চৌধুরাই" নামক রাজকীয় কাগজে এই বিভাগের বিবরণ পাওয়া যায়। তজকীরা চৌধুরাই ১০৩৫ সনের দলিল। জাতিধ্বংসকালে রাজপুত্রেরা শিশু ছিলেন, এজন্য পলায়নেও সমর্থ হন নাই। এই দলিলে দেখা যায় যে, সুবিদ্নারায়ণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক।

২। ভট্টকবিতা ও রাজা সুবিদ্নারায়ণকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িকই বলিতেছে। ইহা প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নস্থ পংক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পূর্ব্ব ধারার সঙ্গে বেশ মিলে। যথা—

"দিলীপের (১) বাদশাহ আছিলা (২) জাহাঙ্গীর।
যাঁর দর্পে পৃথিবীতে ঐরী (৩) নহে স্থির॥
তাঁহার (৪) আমলে হৈলা সুবিদ্নারাইণ রাজা।
আপন সন্তান ভাবি পালিলেন প্রজা॥" (ভট্টকবিতা।)

ইহা হইতে রাজা সুবিদ্নারায়ণের সময়ের প্রজাবাৎসল্যও বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়।

৩। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল কর্তৃক ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে মোগলরাজ্যের যে রাজস্ব-হিসাব লিখিত হয়, তাহাতে সরকার শ্রীহট্টে রাজা সুবিদ্নারায়ণের রাজ্যসীমার বহির্ভূত ( ) প্রতাপগড় ও পঞ্চখণ্ড, (২) বানিয়াচঙ্গ, (৩) জয়ন্তীয়া, (৪) বাজিয়া বাজু, (৫) হাবেলি শ্রীহট্ট, (৬) সতর খণ্ডল, (৭) লাউড়, ও (৮) হরিনগর, এই ৮টী মহালের নাম পাওয়া যায়। আইন-ই-অকবরী পাঠে দেখা যায়,১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ও রাজা সুবিদ্নারায়ণের রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত নহে। সুবিদ্নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য মোগলাধিকৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬১২ অব্দে রাজা সুবিদ্নারায়ণের রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

(৪) রাজনগরবিজেতার নাম "খোয়াজ উস্মান্"। শ্রীহট্টের গ্রাম্য ভাষায় "খোয়াজ উস্মান্" বাক্য "খোয়াজুচমান্" রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন ও চাল্‌স্ ষ্টুয়ার্ট ইহাকে ওস্মান্ খাঁ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ, বি, সি, এলেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ খোয়াজ ওস্মান্ নামেই পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গের মোগল সুবাদার, খাঁ জাহান, তাঁহার যুদ্ধে পাঠানদিগের অধিকাংশকেই বিনাশ করিলে, কতিপয় আফ্‌গান-সেনানী বাঙ্গালার পার্শ্বদেশের বনমধ্যে (শ্রীহট্টে) আশ্রয় গ্রহণ করে। খাঁ জাহানের কার্য্যতৎপরতায় উড়িষ্যা, কটক, বণারস এবং সমগ্র বিহার ও বঙ্গ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অবশিষ্ট পাঠানেরা আশ্রয়াভাবে দুরবর্ত্তী পর্ব্বত-সঙ্কুল শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওস্মান্, সহসা বিপুল সৈন্য সহ অতর্কিতভাবে রাজনগর আক্রমণ করে। বৈদিকসংবাদিনী এবং বৈদিকপুরাবৃত্তগ্রন্থদ্বয়ে লিখিত আছে যে, রাজা সুবিদ্নারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়াই ওস্মান্ খাঁ সহসা সসৈন্যে রাজনগর আক্রমণ করেন। কথিত আছে যে, মধ্যাহ্নে যখন রাজা ইষ্ট পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন, কোনও শত্রুর আগমনের আশঙ্কা ছিল না, সুতরাং সৈন্যগণ অপ্রস্তুত ছিল, ঠিক সেই সময়ে ওস্মান্ খাঁ রাজনগর আক্রমণ ও অধিকার করেন। রাজা সুবিদ্নারায়ণ দেবালয়ে যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করেন। মহিষী লীলাবতী এবং রাজকন্যা পদ্মিনীও মহারাজ সুবিদ্নারায়ণের অনুগামিনী হন। শিশু রাজপুত্রচতুষ্টয় যবনহস্তে পতিত হইলেন, অন্যান্য সকলে ধর্ম্মনাশভয়ে পলায়ন করিলেন।

ওস্মান্, রাজপুত্রগণকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রমে জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ নাম রাখিলেন। পৈতৃক ধন-রত্ন ও ভূমিসম্পত্তি হইতে রাজপুত্রগণ বঞ্চিত হইলেন, রাজ্যের সমস্ত অংশই পাঠানসেনাপতিগণের করকবলিত হইল। কাল যাঁহারা রাজভোগে লালিত পালিত হইয়াছেন, আজ তাঁহারা পথের ভিখারী, পরের অন্নমুষ্টির প্রত্যাশী। বিধাতার এ অপূর্ব্ব চাতুরী বা বিড়ম্বনা কে বুঝিবে? বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজকুমারেরা কেবলমাত্র ইটা ও ইন্দেশ্বর পরগণা দুটী মোগলসম্রাট্ হইতে "চৌধুরী" উপাধির সহিত জমিদারীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ওস্মানের মৃত্যু হইলে রাজা সুবিদ্নারায়ণের রাজত্ব মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা সুবিদ্নারায়ণের প্রধান দুর্গ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল। অধিকাংশ সৈন্যই তথায় থাকিত, বৈদিকপুরাবৃত্তকার বলেন, রাজভ্রাতৃদ্বয় সেনাপতি ছিলেন; সুতরাং তাঁহারাও প্রধান দুর্গেই ছিলেন। কাজেই এত সহজে ওস্মান্ রাজনগর অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দুজাতি অন্যায় যুদ্ধকে অধর্ম্মজনক মনে করিতেন, আর পাঠানেরা ছল, প্রবঞ্চনা, কূটযুদ্ধ, চৌর্য্যবৃত্তি, নিরস্ত্রকে আক্রমণাদি কোনও কর্ম্মকেই অন্যায় মনে করিত না। এজন্য প্রায় যুদ্ধেই মুসলমানেরা অসম্ভাবিতরূপে জয় লাভ করিয়াছে। সর্ব্বত্র যাহা ঘটিয়াছে, এক্ষেত্রে তাহা না হইবে কেন? ধর্ম্মনারায়ণ বা রামনারায়ণ প্রতিকারের সময়ও পান নাই।

(১) দিলীপের=দিল্লীর। (২) আছিলা=ছিলেন। (৩) ঐরি=অরি।
(৪) তাহান=তাঁহার।

ধর্ম্মনারায়ণ ছয়চিরি গিয়া প্রথমে চৈত্রঘাট মৌজায় দীঘী, গড় ও বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া বাস করেন। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পরে বিষ্ণুপুর গ্রামে, ইটার সাগর-দীঘী অপেক্ষায়ও বৃহত্তর একটী দীঘী, বাড়ীর পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তিনটী পুষ্করিণী, গ্রামের চারিদিকে ১৬ হাত বিস্তৃত ৪টী ও বাড়ীর চারিদিকে চারিটী মৃণ্ময় গড়, শাণঘাট এবং ৺দধিবামন ও বাসুদেববিগ্রহের দুই তালা দালান প্রস্তুত করাইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত শরীর ও রুগ্ন হইল; তাই রাজ-ভ্রাতা রাজকুমার সকল ক্লেশের হাত এড়াইয়া রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাধবরায় ছয়চিরি পরগণা ও চৌধুরাই উপাধি লাভ করেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ সাম্প্রদায়িক সমাজের উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সুবিদ্য (ত্রি) সু শোভনা বিদ্যা যস্য। শোভন বিদ্যাবিশিষ্ট। উত্তম বিদ্বান্।

সুবিদ্যা (স্ত্রী) সু শোভনা বিদ্যা। উত্তম বিদ্যা।

সুবিদ্যুৎ (পুং) অসুরবিশেষ।

সুবিদ্বস্ (ত্রি) সু-বিদ্-ক্বসু। অতিশয় বিদ্বান্।

সুবিধ (ত্রি) সুশীল, সৎস্বভাব।

সুবিধা (দেশজ) উত্তম প্রকার সুযোগ।

সুবিধান (ক্লী) সু-বি-ধা-ল্যুট্। সুন্দররূপ বিধান, সুনিয়ম, উত্তম বিধান।

সুবিধি (পুং) সু শোভনো বিধির্যস্য। ১ অর্হদ্বিশেষ। (হেম) ২ উত্তম বিধান।

সুবিনীত (ত্রি) সু সুষ্ঠু বিনীতঃ। ১ অতিশয় বিনয়, বিনয়-বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুবিনীতা, সুকরা গাভী। (শব্দরত্না°)

সুবিপুল (ত্রি) অতি বিপুল, প্রভূত, অনেক, বহু।

সুবিপ্র (ত্রি) শোভনমেধোপেত।

"উত শংস্যা সুবিপ্রঃ" (ঋক ১।১৬২।৫)

'সুবিপ্রঃ সুবিপ্র ইতি মেধাবি নাম। শোভনমেধোপেতঃ' (সায়ণ)

সুবিভক্ত (ত্রি) সু-বি-ভজ-ক্ত। উত্তমরূপে বিভক্ত, সুন্দর-রূপে বিভাগযুক্ত।

সুবিভাত (ত্রি) সুপ্রভাত।

সুবিভীষণ (ত্রি) অতি ভয়ানক।

সুবিভু (পুং) বিভুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুবিবিক্ত (ত্রি) সুন্দররূপে বিবিক্ত, দত্তোত্তর, যাহার উত্তর সুন্দররূপে দেওয়া হইয়াছে।

"সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥" (ভাগ° ১১।২৯।২৫)

'সুবিবিক্তং দত্তোত্তরং' (স্বামী)

সুবিবৃত (ত্রি) সুষ্ঠু সর্ব্বত্র প্রসৃত।

"সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র" (ঋক্ ১।১০।৭)

'সুবিবৃতং সুষ্ঠু সর্ব্বত্র প্রসৃতং' (সায়ণ)

সুবিশাল (ত্রি) অতি বিশাল, অতি বিপুল। অনেক, বহু।

সুবিশুদ্ধ (ত্রি) সু-বি-শুধ-ক্ত। অতিশয় বিশুদ্ধ।

সুবিশ্বস্ত (ত্রি) সু-বি-শ্বস-ক্ত। অতিশয় বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিশ্বাসী।

সুবিষণ্ণ (ত্রি) সু-বি-সদ-ক্ত। অতিশয় বিষণ্ণ, অত্যন্ত বিষাদ-বিশিষ্ট। (রামায়ণ ৩।৫০।২৮)

সুবিস্টম্ভিন্ (ত্রি) শিব। (সহস্রনাম)

সুবিস্তর (ত্রি) অতি বিশাল।

সুবিস্তীর্ণ (ত্রি) সু-বি-স্তৃ-ক্ত। অতিশয় বিস্তীর্ণ।

সুবিস্পষ্ট (ত্রি) অতিশয় স্পষ্ট।

সুবিস্মিত (ত্রি) অতিশয় বিস্মিত।

সুবিহিত (ত্রি) সু-বি-ধা-ক্ত, "ধাঙো হি" ইতি হি আদেশঃ। সুন্দররূপে বিহিত, যাহা উত্তমরূপে বিধান করা হইয়াছে।

সুবিহ্বল (ত্রি) অতিশয় বিহ্বল।

সুবীজ (পুং) সু শোভনং বীজং যস্য। ১ খস্‌খস্। (রাজনি°) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৯) ৩ সুন্দর বীজ, সুবীজ সুক্ষেত্রে রোপিত হইলে অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। (ত্রি) ৪ সুন্দর বীজযুক্ত।

সুবীর (ত্রি) শোভন পুত্রযুক্ত।

"সাবিদ্ সুবীরা মরুদ্ভিরস্তু" (ঋক্ ৭।৫৬।৬)

'সুবীরাঃ শোভনপুত্রযুক্তাঃ' (সায়ণ)

২ শোভন বীর, অতিশয় বীর। ৩ একবীরবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সুবীরক (ক্লী)) সু-বীর শৌর্য্যে ণ্বুল্। সৌবীরাঞ্জন। (শব্দচ°) ২ বদর। ৩ কৃষ্ণাঞ্জন। ৪ বদরীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সুবীরজ (ক্লী) সৌবীরাঞ্জন, কৃষ্ণাঞ্জন। (রাজনি°)

সুবীরতা (স্ত্রী) শোভন বীরসদ্ভাব।

"সুবীরতায়া ইদমাসসদ্যাৎ" (অথ° ৬।২৯।৩)

'সুবীরতায়ৈ শোভনবীরসদ্ভাবায়' (সায়ণ)

সুবীরাম্ল (ক্লী) সুবীরং অতিশয়তেজঃশালি অম্লং যস্য। কাঞ্জিক। (জটাধর)

সুবীর্য্য (ক্লী) সু শোভনং বীর্য্যং। শোভন বীর্য্য, উত্তম বীর্য্য। ২ বদরীফল। (জটাধর) (ত্রি) ৩ শোভন বীর্য্যবিশিষ্ট, শোভন বীর্য্যোপেত।

"যক্ষি দেবান্ সুবীর্য্যা" (ঋক্ ১।৩৬।৬)

'সুবীর্য্যা শোভনবীর্য্যোপেতান্ দেবান্ যক্ষি' (সায়ণ)

সুবীর্য্যা (স্ত্রী) সুবীর্য্য-টাপ্। ১ বনকার্পাসী। বনকাপাস। (শব্দরত্না°) ২ মহাশতাবরী, বড় শতমূলী। (বৈদ্যকনি°) ৩ নাড়ী হিঙ্গু। (রাজনি°)

সুবৃক্তি (স্ত্রী) সুষ্ঠু দোষবর্জ্জিত, সুন্দররূপে দোষরহিত বা সুখে আবর্জ্জনীয়।

পুরো বো মন্ত্রং দিব্যং সুবৃক্তিং প্রযতি" (ঋক্ ৬।১০।১)

'সুবৃক্তিং সুষ্ঠু দোষৈবর্জ্জিতং সুখেনাবর্জ্জনীয়ং বা' (সায়ণ)

সুবৃক্ষ (পুং) শোভন বৃক্ষ, সুন্দর বৃক্ষ, ফলপুষ্পাদিযুক্ত বৃক্ষ।

সুবৃজন (ত্রি)) শোভন ধনযুক্ত, অধিক ধনবিশিষ্ট।

"যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু" (ঋক্ ১০।১৫।২)

'সুবৃজনাসু, সু শোভনং বৃজনং ধনং যাসাং তাঃ সুবৃজনাঃ'(সায়ণ)

সুবৃৎ (ত্রি) শোভন বর্ত্তনযুক্ত।

"অতো রথেন সুবৃতা" (ঋক্ ১।৪৭।৭)

'সুবৃতা শোভনবর্ত্তনযুক্তেন' (সায়ণ)

সুবৃত্ত (পুং)) শোভনো বৃত্তঃ। ১ শূরণ, চলিত ওল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দর বর্ত্তুল। সুষ্ঠু বৃত্তং চরিত্রং যস্য। ৩ সচ্চরিত্র।

"ময়ি তস্য সুবৃত্ত বর্ত্ততে লঘুসন্দেশপদা সরস্বতী" (রঘু ৮।৭৭)

৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৭ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষরসকল লঘু।

সুবৃত্ততা (স্ত্রী) সুবৃত্তস্য ভাবঃ, তল-টাপ্। সুবৃত্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুবৃত্তা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বৃত্তা। ১ শতপত্রী। ২ কাকোলী দ্রাক্ষা।

সুবৃত্তি (স্ত্রী) সু শোভনা বৃত্তিঃ। ১ শোভন বৃত্তি। (ত্রি) ২ শোভন বৃত্তিবিশিষ্ট। সুন্দর জীবিকাযুক্ত।

সুবৃধ্ (ত্রি) সুষ্ঠু বর্দ্ধয়তি, বৃধ-কিপ্। সুষ্ঠু বর্দ্ধয়িতা, শোভনরূপে বর্দ্ধনকারক।

"ত্বয়া বয়ং সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে" (ঋক্ ২।২৩।৯)

'সুবৃধা সুষ্ঠু বর্দ্ধয়িতা' (সায়ণ)

সুবৃষ্ট (ক্লী) সুবৃষ্টি, সুবর্ষণ।

সুবৃষ্টি (স্ত্রী) সু শোভনা বৃষ্টিঃ। শোভন বৃষ্টি, সুবর্ষণ, ভালরূপ বৃষ্টি।

সুবেগ (পুং) শোভন বেগ। (ত্রি) ২ শোভন বেগযুক্ত, উত্তম বেগবিশিষ্ট।

সুবেগা (স্ত্রী) সুষ্ঠু বেগো যস্যাঃ। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত বড় লতাফট্‌কী। (রাজনি°)

সুবেগিন্ (ত্রি) সুবেগ অস্ত্যর্থে ইনি। উত্তম বেগযুক্ত।

সুবেণা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত)

সুবেদ (ত্রি) সুবিজ্ঞান, উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট বা উত্তম ধনবিশিষ্ট।

'চিত্রং সন্তং গুহাহিতং সুবেদং" (ঋক্ ৪।৭।৭)

'সুবেদং সুবিজ্ঞানং সুধনং বা' (সায়ণ) ২ শোভন বেদযুক্ত।

সুবেদন (ত্রি) সুষ্ঠু জ্ঞাপনীয়, সুন্দররূপে জানান।

"সুবেদনামকৃণো ব্রহ্মণে গাং" (ঋক্ ১০।১১২।৮)

'সুবেদনাং সুষ্ঠু জ্ঞাপনীয়াং' (সায়ণ)

সুবেদস্ (পুং) বৈদিক ঋষিভেদ।

সুবেন (স্ত্রী) সুষ্ঠু কান্ত, অতিশয় কমনীয়।

"সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং' (ঋক্ ১০।৫৬।৩)

'সুবেনঃ সুষ্ঠু কান্তঃ' (সায়ণ)

সুবেল (পুং) সুগতা বেলা সমুদ্রকূলং যেন, যদ্বা সুষ্ঠু বেলা স্থিতির্যস্য। ১ ত্রিকূট পর্ব্বত। (হেম) (ত্রি) শোভনা বেলা মর্য্যাদা স্থিতির্যস্য। ২ প্রণত। ৩ শান্ত। (মেদিনী)

সুবেশ (ষ) (পুং) সু শোভনো বেশো যস্য। ১ শ্বেতেক্ষু। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দর বেশযুক্ত, উত্তম বেশবিশিষ্ট।

"সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতং।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি নারদ ॥" (মহাভারত)

সুবেশতা (স্ত্রী) সুবেশস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। সুবেশের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুবেশবৎ (ত্রি) সুবেশ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সুবেশযুক্ত।

সুবেশিন্ (ত্রি) সুবেশোঽস্যাস্তীতি ইনি। সুন্দর বেশযুক্ত, শোভন বেশবিশিষ্ট।

সুবেহা—অযোধ্যার বড়বাঁকি জেলার একটি সহর। গোমতী নদীর নিকটে, সুলতান্‌পুর হইতে ৫২ মাইল উত্তরপশ্চিম এবং বড়বাঁকি সহর হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী এবং পাকা ইন্দারা আছে। সপ্তাহে দুই দিন বাজার বসে; এই বাজারে স্থানীয় বস্ত্রাদি বিক্রীত হয়। পোষ্ট আফিস, থানা, রেজেষ্ট্রী আফিস, উচ্চ ইংরাজিবিদ্যালয় এবং একটি দুর্গও আছে। এখানে হিন্দুমুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মুসলমানআক্রমণের পূর্ব্বে সুবেহা ভররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চৌধুরী উপাধিধারী মুসলমান তালুকদারগণই এখানকার প্রধান জমিদার। ইহারা সৈয়দ সালালের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ বৎসরে সম্রাট্ শাহজাহান্ এই বংশের সেখ নাশিরকে সুবেহা পরগণায় চৌধুরী নিযুক্ত করেন।

সুব্যক্ত (ত্রি) সুপ্রকাশিত, সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত।

সুব্যবস্থিত (ত্রি) শোভনরূপে ব্যবস্থিত।

সুব্যস্ত (ত্রি) অতিশয় ব্যস্ত।

সুব্যাহত (ত্রি) ১ সুন্দররূপে কথিত।

২ স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

৩ রৌচ্যমনুর পুত্রবিশেষ। (মার্ক° পু° ৯৫।৩১)

(ত্রি) ৪ শোভন ব্রতযুক্ত, উত্তম ব্রতবিশিষ্ট। ৫ ব্রহ্মচারী

সুব্রত (মুনি) ১ বিংশ জিন। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, সুমিত্ররাজের ঔরসে পদ্মাবতীর (মতান্তরে সোমার) গর্ভে, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রবণানক্ষত্রে ও মকররাশিতে রাজগৃহনগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বিমান নাম অপরাজিতা ও চবণতিথি শ্রাবণী পূর্ণিমা। ইঁহার চিহ্ন কচ্ছপ; শরীরমান ২০ ধনু; এবং আয়ুর্মান ৩০০০০ বর্ষ। ইঁহার বর্ণ শ্যাম। ইনি রাজা উপাধিধারী এবং অবিবাহিত। ৯ মাস ৮ দিন গর্ভবাসের পরে ইনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, অভিষেকের সময়ে ইন্দ্রাদিদেবগণ ইঁহার স্তুতি গান করিয়াছিলেন। ফাল্গুনমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে চম্পকবৃক্ষমূলে রাজগৃহে ইহার দীক্ষালাভ হয়। এই উপলক্ষে দুই দিন উপবাসী থাকিয়া ব্রহ্মদত্তগৃহে ইনি দুগ্ধ দ্বারা প্রথম পারণ করেন। ইহার দীক্ষাসঙ্গ ১০০০। দীক্ষালাভের পরে ১১ মাস কাল ইঁহাকে ছদ্মবেশে থাকিতে হয়। ইঁহার গণধর সাধু, সাধ্বী, ১৪শ পূর্ব্বী, কেবলী, শ্রাবক ও শ্রাবিকার সংখ্যা যথাক্রমে ১৮, ৩০000, ৫০০০০, ৫00, ১৮০০, ১৭২০০০ ও ৩৫০০০০। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে ইনি জ্ঞানতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং সমেতশিখরে কায়োৎসর্গ আসনে উপবেশন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে মোক্ষ লাভ করেন। ২ ভাবী কল্পীয় অর্হদ্ভেদ।

সুব্রতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু ব্রতং যস্যাঃ। ১ সুখসন্দোহ্যা গাভী, যে গাভীকে সুখে দোহন করা যায়। (অমর) ২ শোভনব্রতা। (মেদিনী) ৩ বর্ত্তমান কল্পীয় পঞ্চদশ জিনের মাতা। (হেম) ৪ শটী।

'শটী পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।' (ভাবপ্রকাশ)

সুশংস (ত্রি) শোভন স্তুতিবিশিষ্ট, শোভনরূপে স্তুতির যোগ্য।

"সুশংসো বোধি গৃণতে" (ঋক্ ১।৪৪।৬)

'সুশংসঃ সুষ্ঠু শংসনীয়ঃ শংসু স্তুতৌ ভাবে ঘঞ্, শোভনঃ শংসো যস্য' (সায়ণ)

সুশংসিন্ (ত্রি) সু-শংস-ইনি। সুন্দর স্তববিশিষ্ট। (অথ° ৬।৬।২)

সুশক (ত্রি) সু-শক-খল্। সুন্দররূপে করিতে শক্ত।

"বঃ সুশকা দেবযজ্ঞা" (ঋক্ ১০।৩০।১৫)

'সুশকা সুষ্ঠু কর্ত্তুং শক্যা' (সায়ণ)

সুশকুন (ক্লী) শুভ শকুন, শুভ চিহ্ন।

সুশক্ত (ত্রি) সু-শক-ক্ত। উত্তমরূপে শক্ত।

সুশক্তি (স্ত্রী) উত্তম শক্তি। (ত্রি) ২ শোভন শক্তিবিশিষ্ট। ২ সুকর্ম্মা।

"সুশক্তিবিৎ মঘবন্ ত্বভ্যং ভাবতে" (ঋক্ ৭।২৩।২১)

'সুশক্তিবিৎ সুকর্ম্মৈব' (সায়ণ)

সুশব্দতা (স্ত্রী) সুশব্দস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুশব্দের ভাব বা ধর্ম্ম, উত্তমরূপে শব্দবিন্যাস।

সুশমি (অব্য°) শোভনকর্ম্ম।

"যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি শ্রোত" (ঋক্ ৫।৮৭।৯)

'সুশমি শোভনকর্ম্ম' (সায়ণ)

সুশরণ (ত্রি) সু শরণং রক্ষিতা যস্য। শোভন-রক্ষকযুক্ত।

"প্রস্তুমহে সুশরণায়" (ঋক্ ৫।৪৩।১৩)

'সুশরণায় শোভনরক্ষণায়।' (সায়ণ)

সুশরণ্য (পুং) শিব। (শিবপু°)

সুশরীর (ত্রি) সু শোভনং শরীরং যস্য। সুন্দর শরীরযুক্ত।

"মজ্জামেদঃসারাঃ সুশরীরাঃ পুত্রবিত্তযুক্তাঃ।"(বৃহৎসংহিতা ৬৮।৯৮

সুশর্ম্মন্ (পুং) রাজবিশেষ। ২ নিন্দিত ব্রাহ্মণবিশেষ।

"সুশর্ম্মানামকো দেবঃ কিং জাতীয়ঃ কিমাত্মকঃ।
কুতস্তস্য চ বৈ মুক্তিঃ কেন বা যত্র হেতুনা॥
শ্রীভগবানুবাচ—
সুশর্ম্মানাম দুর্ম্মেধাঃ সীমা পাপাত্মনামভূৎ।
অনাম্নায়বিদাং বংশে বিপ্রাণাং ক্রূরকর্ম্মণাম্॥" (পাদ্মোত্ত° ৮°অ°)

বেদহীন ক্রূরকর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের বংশে যে ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করে, তাহার নাম সুশর্ম্মা, এই পর্য্যন্তই পাপকারীদিগের শেষ সীমা। (ত্রি) শৃ-শৃ হিংসে (অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।৭৩) ইতি মনিন্। ৩ শোভন সুখবিশিষ্ট।

সুশল্য (পুং) সুষ্ঠু দৃঢ়ং শল্যং কন্টকং যস্য। খদির। (রাজনি°)

সুশবী (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণজীরক। ২ কারবেল্ল। পানীয় বল্লী, চলিত উচ্ছে। ৩ সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°) ৫ করঞ্জবৃক্ষ। (রসেন্দ্র সারস°)

সুশস্ত (ত্রি) উত্তম স্তুতিবিশিষ্ট। ২ প্রশস্ত।

সুশস্তি (স্ত্রী) শোভন স্তব।

"একমেকং সুশস্তিভিঃ" (ঋক্ ১।২০।৭)

'সুশস্তিভিঃ শোভনৈরস্মদীয়শংসনৈঃ শংসু স্তুতৌ করণে ক্তিন্'(সায়ণ)

(ত্রি) ২ শোভন স্তুতিবিশিষ্ট। (ঋক্ ৫।৪৬।৬)

সুশাক (ক্লী) সুষ্ঠু শাকো যস্মাৎ। ১ আদ্রক। (রাজনি°) (পুং) সুষ্ঠু শাকো যস্য। ২ চঞ্চুক্ষুপ, চেঁচকো। ৩ ভিণ্ডাক্ষুপ। তণ্ডুলীয় শাকক্ষুপ, চলিত কাঁটা নটেশাক। (রাজনি°)

সুশাকক (ক্লী) সুশাকশব্দার্থ।

সুশান্ত (ত্রি) অতিশয় শান্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুশান্তা, শশিধ্বজরাজপত্নী। ভগবান্ কল্কিদেব ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"শশিধ্বজো মহাতেজা গজাযুতবলঃ সুধীঃ।
তস্য পত্নী মহাদেবী বিষ্ণুব্রতপরায়ণা॥

নাথ কান্তং জগন্নাথং সর্ব্বান্তর্যামিনং প্রভুং।
কল্কিং নারায়ণং সাক্ষাৎ কথং ত্বং প্রহরিষ্যসি ॥"(কল্কিপু° ২২অ°)

সুশান্তি (স্ত্রী) উত্তম শান্তি। (পুং) ২ তৃতীয় মন্বন্তরের ইন্দ্রভেদ। (মার্ক° পু°) ৩ অজমীঢ়ের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৪ শান্তির পুত্রভেদ। (ভাগবত)

সুশারদ (পুং) শালঙ্কায়নগোত্রজ বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সুশাসিত (ত্রি) সু-শাস-ক্ত। উত্তমরূপে শাসিত।

"সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং ॥" (হিতোপদেশ)

সুশিক্ষিত (ত্রি) সু-শিক্ষ-ক্ত। উত্তমরূপে শিক্ষিত, যিনি বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

সুশিখ (পুং) শোভনা শিখা যস্য। ১ অগ্নি। (জটাধর) (ত্রি) ২ উত্তম শিখাযুক্ত।

সুশিখা (স্ত্রী) শোভনা শিখা। ১ ময়ূর, শিখাক্ষুপ। (রাজনি°) ৩ সুন্দর কেশ।

"মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং
শ্রান্তেব বৃষ্টিরমলা সুশিখাসমূহঃ॥ (ভাগবত ৩।২০।৩৬)

সুশিথিল (ত্রি) অতি শিথিল।

সুশিথিলীকৃত (ত্রি) সু-শিথিল অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ক্ত। যাহা পূর্ব্বে শিথিল ছিল না, তাহা উত্তমরূপে শিথিল করা হইয়াছে।

সুশিপ্র (ত্রি) শোভন হনুযুক্ত বা শোভন নাসিকাবিশিষ্ট।

"সুশিপ্রমন্দিভিঃ স্তোমেভিঃ" (ঋক্ ১।৯।৩)

'হে সুশিপ্র শোভনহনো শোভননাসিক বা, শিপ্রে হনু নাসিকে বা (নি° ৬।১৭) ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ' (সায়ণ)

সুশিম্বিকা (স্ত্রী) শিম্বীভেদ। (রাজনি°)

সুশিরস্ (ত্রি) শিরাবিশিষ্ট।

সুশিল্প (ত্রি) উত্তম শিল্পবিশিষ্ট। "হোতা যক্ষৎ সুপেশসা সুশিল্পে" (শুক্লযজু° ২৮।২৯) 'সুশিল্পে সুষ্ঠু শিল্পং যয়োস্তে' (মহীধর)
২ উত্তম শিল্প।

সুশিশ্বি (ত্রি) সুষ্ঠু বর্দ্ধিত, সুন্দররূপে প্রবর্দ্ধিত। "সুশিশ্বি মৃতস্য যোনা গর্ভে সুজাতং" (ঋক্ ১।৬৪।৪)

'সুশিশ্বিং সুষ্ঠু প্রবর্দ্ধিতং, সু শ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ ততঃ কিঃ' (সায়ণ)

সুশিষ্ট (ত্রি) সু-শাস-ক্ত। অতিশয় শিষ্ট।

সুশিষ্টি (ত্রি) সুশাসনে বর্ত্তমান।

"মিত্রায়ুবো ন পূর্পতিং সুশিষ্টৌ" (ঋক্ ১।১৭৩।১০)

'সুশিষ্টৌ সুশাসনে বর্ত্তমানং' (সায়ণ)

সুশীত (ক্লী) সু শোভনং শীতং। ১ পীত চন্দন। (শব্দ°) ২ অতিশয় শীতল। (ত্রি) ৩ অতিশয় শীতল দ্রব্য। (পুং) ৪ হ্রস্বপ্লক্ষবৃক্ষ, চলিত ছোট পাকুড় গাছ। (রাজনি°) ৫ জলবেতস। (বৈদ্যকনি°

সুশীতল (ক্লী) সুষ্ঠু শীতলং। ১ গন্ধতৃণ। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ অতিশয় শীতগুণবিশিষ্ট, অতি শীতল। ৩ নাগদমনী, চলিত—নাকদনা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সুশীতলা (স্ত্রী) হ্রস্ব ত্রপুষলতা, চলিত—ছোট শশাগাছ। (ভাবপ্র°) ২ কর্কটিকা, কাঁকুড় গাছ। (বৈদ্যকনি°)

সুশীতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু শীতা। শতপত্রী, চলিত—সেউতি গাছ। (রাজনি°) ২ স্থলপদ্মিনী, স্থলপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

সুশীম (পুং) শীত গুণ, শৈত্য। ২ চন্দ্রকান্তমণি। (জটাধর) ৩ হিম, শীতল। ৪ সর্পভেদ। (মেদিনী) (ত্রি) ৫ শীতগুণবিশিষ্ট।

সুশীমকামা (ত্রি) অত্যন্ত কামভাবাপন্না। (দশকু°)

সুশীল (পুং) সু শোভনং শীলমস্য। চোলরাজ।
(পদ্মপু° উত্তরখ° ৫৪ অ°)
(ত্রি) ২ শোভন শীলবিশিষ্ট, সৎস্বভাব, উত্তম স্বভাববিশিষ্ট। (ক্লী) শোভনং শীলং। ৩ সচ্চরিত্র।

সুশীলতা (স্ত্রী) সুশীলস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। সুশীলের ভাব বা ধর্ম্ম, সৎস্বভাব, সুশীলত্ব।

সুশীলবৎ (ত্রি) সুশীল-মতুপ্, মস্য ব। সৎস্বভাববিশিষ্ট।

সুশীলা (স্ত্রী) সু শোভনং শীলং যস্যাঃ, টাপ্। শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর অন্তর্গত মহিষীবিশেষ।

"অষ্টৌ মহিষ্যস্তাঃ সর্ব্বা রুক্মিণ্যাদ্যা মহাত্মনঃ।
রুক্মিণী সত্যভামা চ কালিন্দী চ শুচিস্মিতা ॥
মিত্রবিন্দা জাম্ববতী নাগ্নজিতী সুলক্ষণা।
সুশীলা নাম তন্বঙ্গী মহিষ্যশ্চাষ্টমাঃ স্মৃতাঃ॥"
(পদ্মোত্তরখ° ৬৮ অ°)

২ যমভার্য্যা।

সুশীলিন্ (ত্রি) সুশীল অস্ত্যর্থে ইনি। শোভন শীলবিশিষ্ট, উত্তম স্বভাবসম্পন্ন।

সুশীবিকা (স্ত্রী) কন্দবিশেষ, বারাহীকন্দ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সুশুক্বন্ (ত্রি) দীপ্ত। "বৃহতঃ পৃথিব্যৈ গিরা সুশুক্বানঃ" (ঋক্ ৫।৮৭।৩) 'সুশুক্বানঃ দীপ্তাঃ' (সায়ণ)

সুশুক্বণি (ত্রি) রশ্মিপ্রসারক। "সুশুক্বনিরগ্নে যাহি সুশস্তিভিঃ" (শুক্ল যজু° ১১।৪১) 'সুশুক্বনিঃ সাধু শুচো রশ্মীন্ বনতি সম্ভজতি রশ্মিপ্রসারক ইত্যর্থঃ' (মহীধর)

সুশুভ (ত্রি) অতিশয় শুভ।

সুশৃঙ্গ (ত্রি) উজ্জ্বল শৃঙ্গবিশিষ্ট।

সুশৃত (ত্রি) সু-শৃ-ক্ত। সুতপ্ত, অতিশয় তপ্ত।

"উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ।
প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকং ॥" (ভাগবত ১০।৯।৭)

'সুশৃতং সুতপ্তং' (স্বামী)

সুশেরু (পুং) বালুকার কঙ্কর।

সুশেব (ত্রি) সুষ্ঠু সুখকর। "সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ" (ঋক্ ১।১৮৭।৩) 'সুশেবঃ সুষ্ঠু সুখকরঃ' (সায়ণ)

সুশেব্য (ত্রি) সুখের নিমিত্ত হিতকর। "সুশেব্যং নমসা রাতহব্যাঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।১৪) 'সুশেব্যং সুখায় হিতং' (সায়ণ)

সুশোক (ত্রি) শোভন দীপ্তি, শোভনদীপ্তিযুক্ত।

"অগ্নিঃ সুশোকো বিশ্বান্যশ্যাঃ" (ঋক্ ১।৭০।১)

'সুশোকঃ শোভনদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

সুশোণ (ত্রি) অতিশয় অরুণবর্ণ, অতিশয় রক্তবর্ণ।

"দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা
তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ।" (ভাগবত ২।৭।২৪)

'সুশোণা অত্যরুণা' (স্বামী)

সুশোভন (ত্রি) ১ অতিশয় শোভাযুক্ত, অতিশয় শোভাবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ অতি শোভন।

সুশোভিত (ত্রি) সুসজ্জিত, অতিশয় শোভাবিশিষ্ট।

সুশোষিত (ত্রি) উত্তমরূপে শোষিত।

"সুশোষিতানস্তি পিবেৎ পয়শ্চ।" (বৃহৎস° ৭৬।৭)

সুশ্চন্দ্র (ত্রি) শোভনাহ্লাদন, শোভন আহ্লাদযুক্ত।

"সুশ্চন্দ্রং বর্ণদধিরে সুপেশসং" (ঋক্ ২।৩৫।১৩)

'সুশ্চন্দ্রং শোভনাহ্লাদনং' (সায়ণ)

সুশ্রম (পুং) ধর্ম্মের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) (ত্রি) ২ অতিশয় শ্রমবিশিষ্ট।

সুশ্রব (ত্রি) বিশিষ্ট সুস্বরযুক্ত।

সুশ্রবস্ (ত্রি) শোভন হবির্যুক্ত, শোভন হবির্বিশিষ্ট।

সুশ্রবসং জনং প্রবাস্ত ছতিতর্দ্দিবঃ" (ঋক্ ১।৪৯।২)

'সুশ্রবসং শোভনহবির্যুক্তং' (সায়ণ)

সুশ্রবস্যা (স্ত্রী) শোভনান্নেচ্ছা, আপনার শোভন অন্নেচ্ছা।

"ইন্দ্রঃ সুশ্রবস্যা প্রণাদঃ" (ঋক্ ১।১৭৮।৪)

'সুশ্রবস্যা শোভনান্নেচ্ছা' (সায়ণ)

সুশ্রাত (ত্রি) সুশৃত, অতিশয় তপ্ত। (ঋক্ ১০।১৭৯।৩)

সুশ্রান্ত (ত্রি) সু-শ্রম-ক্ত। অতিশয় শ্রান্ত, অত্যন্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট।

সুশ্রী (ত্রি) সু শোভনা শ্রীর্যস্য। সুন্দর, শোভন শ্রীবিশিষ্ট, অতিসুন্দর।

সুশ্রীক (ত্রি) শোভনা শ্রীঃ শোভা যস্য, 'নদ্যৃতশ্চ' ইতি কপ্ সমাসান্তঃ। সুন্দর শ্রীযুক্ত, অতিশয় শোভাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুশ্রীকা, সল্লকী। (রাজনি°)

সুশ্রুণ (ত্রি) সুপ্রসিদ্ধ, অত্যন্ত দুর্জ্জয়বিষয়।

"যে সুশ্রুণং সুশ্রুতোধুঃ" (ঋক্ ১।৭৪।১)

'সুশ্রুণং সুপ্রসিদ্ধং অত্যন্ত দুর্জ্জয়বিষয়ং' (সায়ণ)

সুশ্রুত (ত্রি) সু-শ্রু-ক্ত। ১ শোভনরূপে শ্রুত, যাহা উত্তমরূপে শ্রবণ করা হইয়াছে। (ক্লী) ২ গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে তৃপ্তিপ্রশ্ন।

"পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠে তু সুশ্রুতং।
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি ॥" (মনু ৩।২৫৪)

শ্রাদ্ধের পর ব্রাহ্মণকে তৃপ্তি প্রশ্ন করিতে হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইয়াছে কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। পিতামাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে 'স্বদিতং' এই কথা বলিয়া তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিবে। গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে 'সুশ্রুতং' এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে 'সম্পন্নং' ইহা বলিয়া এবং দেবোদ্দেশশ্রাদ্ধে 'রুচিতং' বলিয়া তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(পুং) ৩ বিশ্বামিত্রমুনির পুত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র-কর্ত্তা।

"তথা ধন্বন্তরিবংশে জাতঃ ক্ষীরাব্ধিমন্থনে।
দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্ব্বেদমুবাচ হ।
বিশ্বামিত্রসুতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে ॥" (গরুড়পু° ১৫অ°)

সমুদ্রমন্থনকালে ধন্বন্তরি উৎপন্ন হন, পরে তিনি দেবতাদিগের জীবনের জন্য বিশ্বামিত্রপুত্র মহাত্মা সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র উপদেশ দেন। সুশ্রুত ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অবগত হইয়া লোকের হিতের জন্য তাহা প্রকাশ করেন।

ভাবপ্রকাশে সুশ্রুতের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ইন্দ্র মর্ত্ত্যলোকে জীবসমূহকে ব্যাধিপ্রপীড়িত দেখিয়া ধন্বন্তরিকে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন, এবং তাঁহাকে বলেন; তুমি কাশীধামে দিবোদাস নামে ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। ধন্বন্তরি কাশীধামে জন্ম গ্রহণ করিলে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবগত হইলেন যে, এই বারাণসীতে ধন্বন্তরি আসিয়া দিবোদাস কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর বিশ্বামিত্রমুনি জীবলোককে রোগপ্রপীড়িত দেখিয়া স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, বৎস সুশ্রুত! তুমি বিশ্বেশ্বরের প্রিয়তম স্থান কাশীধামে গমন কর, যিনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিবোদাসনামে তথাকার রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ স্বয়ং ধন্বন্তরি, অতএব তুমি লোকোপকারের জন্য তাঁহার নিকট গমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তৎপ্রচারে দেশের মহান্ উপকার সাধন করিয়া পরোপকাররূপ মহৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর।

সুশ্রুত পিতৃ-আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বারাণসীধামে গমন করেন, তাঁহার সহিত আরও একশত মুনিপুত্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে চলিলেন। সকলে দিবোদাসের নিকট উপস্থিত হইলে দিবোদাস তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন যে, ভগবন! মনুষ্যদিগকে ব্যাধি-পীড়িত, বেদনাশক্ত, এবং মুমূর্ষুপ্রায় দেখিয়া আমাদের মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে, অতএব আমরা আপনার নিকট রোগশান্তির উপায় অবগত হইতে আসিয়াছি। আপনি আমাদিগকে যত্নের সহিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দিন। দিবোদাস তখন তাঁহাদিগকে অতিশয় যত্নসহকারে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। অচিরে মুনিপুত্রগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া রাজাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

এই সকল মুনিকুমারের মধ্যে সুশ্রুত প্রথমে এক খানি আয়ুর্ব্বেদবিষয়ক তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রখানি সুশ্রুত-কৃত এবং শুনিতে উহা সুললিত বলিয়া উহার নাম "সুশ্রুত" হইয়াছে। এই সুশ্রুত নামক গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদের অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। চরক ও সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে এই চরক ও সুশ্রুতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। (ভাবপ্র° সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাব)

এই সংহিতায় সূত্রস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান ও কল্পস্থান নামক ৪টী স্থান আছে। ইহার সূত্রস্থানে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি-নির্ব্বাচন, শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যা-তন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র, প্রতিজ্ঞাশল্যতন্ত্রের প্রাধান্য, ভূতাত্মক দেহ, পীড়া, ঔষধ, স্থাবর ও জঙ্গম দ্রব্যসকল, প্রয়োজন ও ব্যাধির সংখ্যা প্রভৃতির বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শারীরস্থানে প্রকৃতিপুরুষ, চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিবরণ, অস্থি, সন্ধি, মর্ম্ম ও শিরা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়, চিকিৎসিত স্থানে চিকিৎসার সংখ্যা, অবস্থানুসারে চিকিৎসা, রোগ, তাহার লক্ষণ; ঔষধ, পথ্যাপথ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয় এবং কল্পস্থানে বিষবিজ্ঞান, স্থাবরজঙ্গমবিষ এবং তাহার চিকিৎসাদি বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। আদি সুশ্রুতসংহিতা পাওয়া যায় না, এখন যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা পরবর্ত্তী কালে সঙ্কলিত।

চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে বিষয় জানা আবশ্যক, এক সুশ্রুতগ্রন্থেই তাহা বিস্তৃতভাবে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে আর উক্ত হইল না।

সুশ্রুতি (স্ত্রী) উত্তম শ্রুতি, উত্তম শ্রবণ। (অথর্ব্ব ১৬।২।৫)

সুশ্রেত্ম (পুং) ধর্ম্মের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সুশ্রোণি (স্ত্রী) ১ দেবতাভেদ। (ত্রি) ২ সুন্দর নিতম্ববিশিষ্ট।

সুশ্রোতু (ত্রি) সম্যক্ শ্রোতা।

"সুশ্রোতুঃ সুক্ষেত্রা সিন্ধুরদ্ভিঃ" (ঋক্ ১।১২২।)

'সুশ্রোতুঃ অস্মদাহ্বানস্য সম্যক্ শ্রোতা' (সায়ণ)

সুশ্লিষ্ট (ত্রি) সু-শ্লিষ-ক্ত। সুদৃঢ়।

"শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।" (হিতোপ°)

২ অতিশ্লিষ্ট, অতিশয় শ্লেষযুক্ত।

সুশ্লোক (ত্রি) শোভন শ্লোকযুক্ত, যাহাতে উত্তম শ্লোক আছে।

"আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ।" (ভাগ° ১০।১।৭)

'সুশ্লোকাং শোভনাঃ শ্লোকাঃ যস্যাং সা তাং' (স্বামী)

২ পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্যাত্মা।

"মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ

সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি॥" (ভাগবত ৩।৫।৭)

'সুশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়ঃ' (স্বামী)

সুশ্লোক্য (ক্লী) উত্তম শ্লোককথন।

সুশ্ব (ত্রি) শোভনং শ্বোঽস্য (সুপ্রাত সুশ্ব সুদিবেত্যাদি। পা ৫।৪।১২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। আগামী দিন যাহার শোভন, আগামী কল্য যাহার পক্ষে শুভ।

সুষংসদ্ (ত্রি) শোভন গৃহযুক্ত।

"যাভি শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং" (ঋক্ ১।১১২।৭)

'সুষংসদং সংসীদন্ত্যস্মিন্নিতি সংসদ্ গৃহং, শোভনসংসদং' (সায়ণ)

সুষখি (ত্রি) শোভন বন্ধুবিশিষ্ট, শোভনত্বদ্রূপ সহায়যুক্ত।

"অসাম যথা সুষখায়ঃ" (ঋক্ ১।১৭৩।৯)

'সুষখায়ঃ শোভনত্বদ্রূপসহায়বন্তঃ (সায়ণ)

সুষণ (ত্রি) সুষ্ঠু দানযুক্ত। "ধনানি সুষণা কৃধি" (ঋক্ ১।৪২।৬)

'সুষণা সুষ্ঠু দানযুক্তানি, বনষণসংভক্তৌ, সুখেন সম্ভজ্যন্তে ইতি ঈষদ্দুঃসুষিতি খল্' (সায়ণ)

সুষণন (ত্রি) সুসম্ভজন। "ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু" (ঋক্ ৭।১৩।৩)

'সুষণনানি সুসম্ভজনানি সন্তু' (সায়ণ)

সুষদ্ (ত্রি) সম্যক্ উপবেশনযোগ্য।

"খোনা চাসি সুষদা চাসি" (শুক্ল যজু° ১।২৭) 'সুষদা সুষ্ঠু সীদন্তি দেবা যস্যাং সা সুষদা সম্যগুপবেশনযোগ্যাঃ' (মহীধর)

সুষদ্মন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সুষন্ধি (পুং) ১ মান্ধাতার এক পুত্র। (রামা°) ২ প্রসুশ্রুতের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সুষম (ত্রি) সুষ্ঠু সমং সর্ব্বং যস্মাৎ (সুবিনির্দুর্ভ্যঃ সুপিসূতিসমাঃ। পা ৮।২।৮৮) ইতি ষত্বং। ১ শোভন। (অমর) ২ সম। (মেদিনী) ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে দশটী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৩, ৪, ৮, ও ৯ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু

বাহ্য দেশে এবং ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যদেশে অবস্থিত। এই নাড়ী ত্রিগুণময়ী ও চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিস্বরূপা।

"মেরোর্বাহ্য প্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্নে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা।" (ষট্‌চক্রভেদ)

ষট্‌চক্রভেদ বা যোগাভ্যাস করিতে হইলে এই নাড়ীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক, এই সকল নাড়ীর গতি ও অবস্থান প্রভৃতি না ধরিতে পারিলে কিছুতেই হটযোগসিদ্ধ হইবে না।

যোগিস্বরোদয়ে লিখিত আছে যে, মেরুর বাহ্যে পিঙ্গলার সহিত ইড়ানাড়ী এবং ব্রহ্মদ্বারাবধি ভানুমার্গদ্বারা সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত আছে।

"মেরুবাহ্যে ইড়া নাড়ী পিঙ্গলয়া সমন্বিতা।
সুষুম্না ভানুমার্গেন ব্রহ্মদ্বারাবধিস্থিতা॥"

(যোগিস্বরোদয়) [ইড়া ও পিঙ্গলাশব্দ দেখ]

এই নাড়ীর অশুভ সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত আছে, যে সময় নাসিকাপ্রদেশে ক্ষণকাল বাম দিকে এবং ক্ষণকাল দক্ষিণ দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সুষুম্না নাড়ীতে শ্বাস বহিতেছে স্থির করিতে হইবে। এই সময় অতি অশুভ, এই কালে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সফল হয় না। সুতরাং সুষুম্না নাড়ীতে যখন শ্বাস বহিবে, তখন কোন শুভ কার্য্য করিবে না। এই নাড়ীতে যখন অগ্নি অবস্থিত থাকে, সেই কাল অতি বিষম এবং সর্ব্বকার্য্যবিনাশক। সে সময় অনুক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া দুই প্রকার বায়ু বহিতে থাকে, তখন তাহার বিশেষ অশুভ উপস্থিত, ইহা স্থির করিতে হইবে।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরাশুভা॥
তস্যাং নাড্যাং স্থিতো বহ্নির্জ্জ্বলন্তকালরূপিণঃ।
বিষমং তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশনং॥
যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য তস্যাং নাড্যাং দ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥" (ব্রহ্মযামল)

ফলে যাঁহারা যোগাভ্যাস করিবেন, তাঁহারা প্রথমে ইড়া, তৎপরে পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া লইবেন। এই নাড়ীর গতি আদি স্থির না করিতে পারিলে, তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিবেন না। ইহার বিষয় অবগত হইতে হইলে যে গুরু ইহা সম্যক অবগত আছেন, তাঁহার নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া যোগানুষ্ঠানাদি করিবে।

সুষূ (স্ত্রী) সু সূতে সূ-ক্বিপ্‌-যদ্বা। সু প্রসবা, শোভনপ্রসবযুক্তা।

"সুষূরসূতমাতা" ঋক্ ১।৮।৭) 'সুষূঃ সুপ্রসবা মাতা' (সায়ণ)

সুষূত (ত্রি) অগ্নিহোত্রার্থ উত্তমরূপে প্রেরিত।

"সুষূতং ভুবদগ্নিঃ" (ঋক্ ১।১০।৩)

'সুষূতং অগ্নিহোত্রার্থং সুষ্ঠু প্রেরিতং' (সায়ণ)

সষূতি (স্ত্রী) সু-সূ-ক্তিন্‌। শোভনপ্রসব।

সুষূমা (স্ত্রী) সুষ্ঠু প্রসবিত্রী, শোভনরূপে প্রসবকারিণী।

"স্বঙ্গুরি সুষূমা বহু সূবরী" (ঋক্ ২।৩২।৭) 'সুষূমা সুষ্ঠু প্রসবিত্রী, সুগু প্রাণিপ্রসবে, অন্যেভ্যোপি দৃশ্যন্তে ইতি মনিন' (সায়ণ)

সুষেক (ত্রি) উত্তম সেক করিতে শক্য, শোভনরূপে সিঞ্চন করিতে সমর্থ।

"বয়ং সুষেক মনুপক্ষিতং" (ঋক্ ১০।১০।১৫)

'সুষেকং সুষ্ঠু সেক্তুং শক্যং' (সায়ণ)

সুষেচন (ত্রি) শোভন উদকসেকযুক্ত।

"অবতং সুবরত্রং সুষেচনং" (ঋক্ ১০।১০।১৬)

'সুষেচনং শোভনোদকে সেকোপেতং' (সায়ণ)

সুষেণ (পুং) ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭১) 'শোভনা সেনা স্বগণাত্মিকা যস্য' (শাঙ্করভাষ্য) ২ করমর্দ্দকবৃক্ষ। ৩ বেতসলতা। (রাজনি°) ৪ বসুদেবের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।৫২)

বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে যে আট পুত্র হয়, তাহার মধ্যে সুষেণ দ্বিতীয়। ৪ রাজবিশেষ, শূরসেনাধিপতি। রঘুবংশে এই রাজার উল্লেখ আছে—

"সা শূরসেনাধিপতিং সুষেণ-
মুদ্দিশ্য লোকান্তরগীতকীর্ত্তিং॥" (রঘু ৬।৪৫)

৬ বানররাজ সুগ্রীবের বৈদ্য। রামরাবণের যুদ্ধকালে সুষেণ রামচন্দ্রের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রামায়ণে এই সুষেণের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

সুষেণ কবিরাজ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণ।

সুষেণিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণত্রিবৃতা, চলিত তেউড়ী। (অমর)

সুষেণী (স্ত্রী) ত্রিবৃতা, তেউড়ী, সুষেণা। (রাজনি°)

সুষোম (ত্রি) শোভন সোমযুক্ত, শোভন সোমবিশিষ্ট।

"সুষোমে শর্য্যণাবন্‌" (ঋক্ ৮।৭।২৯)

'সুষোমে শোভনসোমযুক্তে' (সায়ণ)

সুষোমা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ভাগবত ৫।১৯।১৭)

সুষ্কন্ত (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ইহার পাঠান্তর সুমন্ত।

সুষ্টু (ত্রি) সুষ্ঠু স্তূয়মান, শোভনরূপে স্তূয়মান।

"সুষ্টোঃ সুষুবস্য পুরুরুচঃ" (ঋক ১০।১০৪।৫)

'সুষ্টোঃ সুষ্ঠু স্তূয়মানস্য' (সায়ণ)

সুষ্টুত (স্ত্রী) সু-স্তু-ক্ত, যত্বং তস্য ট। শোভনরূপে স্তুত, উত্তম স্তববিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১৫৭।৪)

সুষ্টুতি (স্ত্রী) শোভন স্তুতিযোগ্য।

"ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং" (ঋক্ ১।৭।৭)

'সুষ্টুতিং যোগ্যাং শোভনস্তুতিং' (সায়ণ)

সুষ্টুভ্ (ত্রি) শোভন স্তোত্রযুক্ত, শোভন স্তববিশিষ্ট। "স সুষ্টুভা স স্তুভা" (ঋক্ ১।৬২।৪) 'সুষ্টুভা শোভনস্তোভযুক্তেন স্তোভতি স্তুতিকর্ম্মা, সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্, শোভন স্তুপ্ স্তোভো যস্য' (সায়ণ)

সুষ্ঠান (ক্লী) সুস্থান, শোভনাবাসস্থান। "কৃধি সুষ্ঠানে রোদসী পুনানঃ" (ঋক্ ৯।৯৭।২৭) 'সুষ্ঠানে সুস্থানে অস্মাকং শোভনাবাসস্থানে' (সায়ণ)

সুষ্ঠু (অব্য) সুতিষ্ঠতীতি সু-স্থা (অপদুঃসুষু স্থঃ। উণ্ ১।২৬) ইতি কু, সুষমাদিত্বাৎ ষত্বং। ১ প্রশংসা। ২ অতিশয়। ৩ সত্য।

"পৃথোস্তৎ সুকুমাকৃতি সারং সুষ্ঠুমিতং মধু।

স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ॥" (ভাগব° ৪।২২।১৭)

'সুষ্ঠু গম্ভীরার্থং' (স্বামী)

সুষ্ঠুবাহ (ত্রি) শোভনবাহনসমর্থ। "ভোজমশ্বাঃ সুষ্ঠুবাহা বহন্তি" (ঋক্ ১০।১০৭।১১) 'সুষ্ঠুবাহঃ বহ প্রাপণে 'বহশ্চেতি ণ্বি প্রত্যয়ঃ, শোভনবহনসমর্থাঃ অশ্বাঃ' (সায়ণ)

সুষ্ম (ক্লী) রজ্জু, দড়ি। (অমরটীকায় স্বামী)

সুষ্মন্ত (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

সুসংযত (ত্রি) সু-সম্-যম-ক্ত। যথাবিধি সংযমবিশিষ্ট, যিনি বিধিবিধানে সংযত হইয়া আছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বিধিবিধানে পূজাদি করিতে হইলে ক্রিয়ার পূর্ব্বদিন সুসংযত থাকিতে হয়। পূর্ব্বদিন সংযত না হইয়া কোন কর্ম্মই করিবে না।

"যো যঃ কশ্চিত্তীর্থযাত্রান্তু গচ্ছেৎ

সুসংযতঃ স চ পূর্ব্বং গৃহে স্বে।

কৃতোপবাসঃ শুচিরপ্রমত্তঃ

সম্পূজয়েৎ ভক্তিনতো গণেশং॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সুসংযুক্ত (ত্রি) সু-সম্-যুজ-ক্ত। উত্তমরূপে সংযুক্ত; উত্তমরূপে মিলিত।

সুসংযুত (ত্রি) সু-সম্-যু-ক্ত। সুসংমিশ্রিত, উত্তমরূপে মিলিত।

সুসংরব্ধ (ত্রি) সু-সম্-রভ্-ক্ত। উত্তমরূপে সংরব্ধ, যাহা ভালরূপে আরম্ভ করা হইয়াছে।

সুসংবৃত (ত্রি) সু-সম্-বৃ-ক্ত। উত্তমরূপে সংবৃত, উত্তমরূপে আচ্ছাদিত।

সুসংবৃদ্ধ (ত্রি) অতিশয় বৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সুসংশিত (ত্রি) সুতীক্ষ্ণ। "সদৃশো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতাঃ" (ঋক্ ৫।১৯।৫) 'সুসংশিতাঃ সুতীক্ষ্ণাঃ' (সায়ণ)

সুসংসৃষ্ট (ত্রি) সু-সম্-সৃজ-ক্ত। উত্তমরূপে সংসৃষ্ট, উত্তমরূপে জড়িত।

সুসংস্কৃত (ত্রি) সুষ্ঠু সংস্ক্রিয়তে ইতি সু-সং-কৃ-ক্ত। ১ ঘৃতাদি নানা দ্রব্যে সুসংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি, যে সকল ব্যঞ্জন ঘৃতাদি নানা প্রকার দ্রব্যদ্বারা সংস্কার করা হইয়াছে। পর্য্যায়—প্রযত্ত। (অমর)

"তৈলপাকসুসংস্কারে প্রযত্তমুপসংস্কৃতং।" (শব্দরত্না°)

২ উত্তম সংস্কারবিশিষ্ট, যাহাদের উত্তমরূপ সংস্কার হইয়াছে। ৩ স্বরবর্ণাদি সংস্কারযুক্ত মন্ত্র। "সুসংস্কৃতৈঃ স্বরবর্ণাদিসংস্কারযুক্তৈঃ মন্ত্রৈঃ" (নীলকণ্ঠ)

সুসংস্থিত (ত্রি) সু-সং-স্থা-ক্ত। উত্তমরূপে সংস্থিত, সম্যক্ স্থিতিবিশিষ্ট।

সুসংহত (ত্রি) সু-সম্-হন্-ক্ত। ১ অতিশয় সংহত, বিশেষরূপে মিলিত। ২ অতি দৃঢ়। ৩ সম্যক্প্রকারে হত।

সুসংহৃষ্ট (ত্রি) সু-সম্-হৃষ্-ক্ত। অতিশয় সংহৃষ্ট, অতিশয় আহ্লাদিত।

সুসকৃথ (ত্রি) শোভনঃ সক্থি যস্য। (নঞ দুঃসুভ্যো হলিসক্থ্যোরন্যতরস্যাং। পা ৫।৪।১২১) ইতি বিকল্পে অচ্ সমাসান্তঃ। সুন্দর সক্থিবিশিষ্ট, বিকল্পে উক্ত সূত্রানুসারে অচ্ সমাসান্ত করিয়া সুসক্থি ও সুসকৃথ এই দুই পদ হয়।

সুসঙ্কাশ (ত্রি) অতিশয় প্রকাশমান।

"সুসঙ্কাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষা" (ঋক্ ১।১২৩।১১)

'সুসঙ্কাশা অত্যর্থং প্রকাশমানা' (সায়ণ)

সুসঙ্কুল (পুং ক্লী) ১ অতি সঙ্কুল, ঘোরতরযুক্ত। ২ অতি সঙ্কীর্ণ। ২ অতিশয় লোকাদি দ্বারা নিরবকাশ।

সুসংক্রুদ্ধ (ত্রি) সু-সম্-ক্রুধ-ক্ত। অতিশয় সংক্রুদ্ধ, অতিশয় ক্রোধবিশিষ্ট।

সুসঙ্গ, ময়মনসিংহ জেলার একটি পরগণা। ইহার ক্ষেত্রফল ২৮৮৮০৩ একর বা ৪৫১০৫ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ২৩টি জমিদার আছে। রাজস্ব বার্ষিক প্রায় ২২০০০৲ টাকা। এই স্থান নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই সকল পাহাড়ে অনেক বন্যহস্তী ধরা হয়। সুসঙ্গপরগণার মধ্যে দুর্গাপুর, নারায়ণডহর এবং পূর্ব্বদেহোলা এই তিনটি গ্রামই উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপুর সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানেই সুসঙ্গের রাজপুরী প্রতিষ্ঠিত। পুরীটি বৃহৎ হইলেও এখন ধ্বংসোন্মুখ। এই পরগণার মধ্যে এই গ্রামটিই প্রধান। নারায়ণডহর নসিরাবাদসহরের ১৮ মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার মজুমদার উপাধিধারী জমিদারেরাই বর্ত্তমান সময়ে পরগণার মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। এখানে কয়েকখানা প্রাচীন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বদেহোলা একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে কয়েকটি বড় বড় পাকা বাড়ী, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী এবং রাজন